দিওয়ানে ওয়াইসী

মূল ফার্সী ভাষা

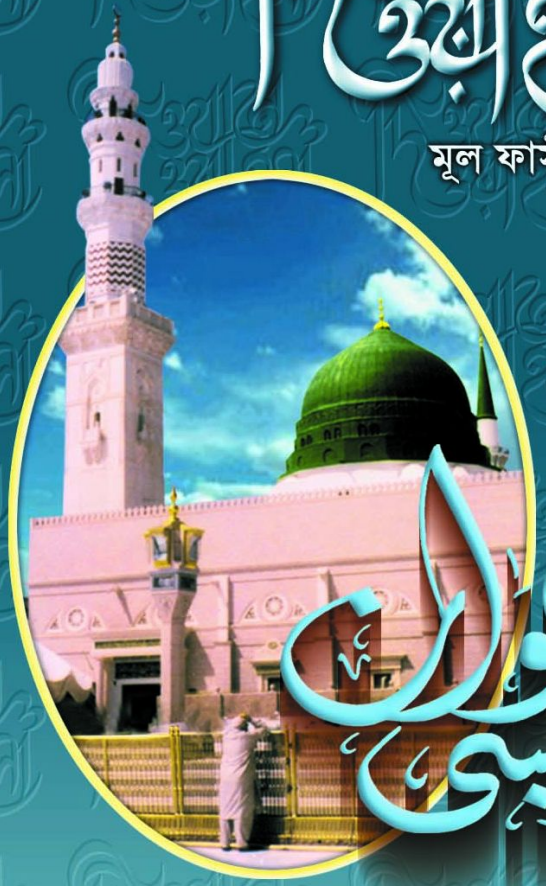

দিওয়ানে ওয়াইসী

রাসূলেনোমা আল্লামা হযরত শাহ্ সূফী
সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)

বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্জ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ)

দিওয়ানে ওয়াইসী ■ সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم

দিওয়ানে ওয়াইসী

মূল : ফার্সী ভাষা

রাসূলেনোমা আলামা
হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্জ শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহম্মদ জানে আলম
এম.এ (ফার্সী), বি.এল. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ভূতপূর্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল (ইষ্ট পাকিস্তান)
সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

প্রকাশক
আলহাজ্জ শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী
গদিনশীন পীর
দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফ
নড়িয়া, শরীয়তপুর

দিওয়ানে ওয়াইসী

প্রথম প্রকাশ
২১ শে রমজান ১৪২২ হিজরি,
২০ শে অগ্রহায়ণ ১৪০৮ বাংলা,
৬ই ডিসেম্বর ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : সালসাবীল
৪১/৪-এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০

সুরেশ্বর কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সৈয়্যেদ ফারুক ইকবাল
মোহাম্মদ সেকান্দার আলী খান
৩৮৫ / সি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৯

হাদিয়া

অফসেট : ২৭৫.০০ (দুই শত পঁচাত্তর) টাকা
সাদা : ২১০.০০ (দুই শত দশ) টাকা

প্রাপ্তিস্থান
আহ্মদীনূরী কুতুবখানা

"খান্কায়ে সুরেশ্বরী"
৩৮৫/সি. মালিবাগ চৌধুরী পাড়া,
রোড নং-১০, ঢাকা - ১২১৯
ফোন : ৭২১১৯৯৩, ৭২১২৫১১

দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফ
পোঃ সুরেশ্বর দরবার শরীফ,
জেলা-শরীয়তপুর
ফোন ঃ ০১১-৮৬৪৫৬৫

ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৮৩১৫৯৪২
E- mail : alosureswar@gmail.com

DIVAN-E-WAISI.

SPIRITUAL RHYMES OF WAISI. Written by ***Rasul-Noma Allama Hazrat Shah* Sufi Seyed Fateh Ali Waisi (RA.).** Rendered into Bengali by **Al-hajj Shah Sufi Seyed Muhammad Jane Alam (RA.) M.A**. (Persian) B.L. Ex.Advocate General (East Pakistan) Senior Advocate Bangladesh Supreme Court. Published by ***Al-hajj Shah Sufi Seyed Nur-i-Akhtar Hossain Ahmedi Nuri.*** Sitting Viceroy (Gadinashin Peer shaheb) Darbar-E-Awlia Sureswar Daira Sharif. P.O : Sureswar Darbar Sharif. Shariatpur. Bangladesh. Phone: 0088-011-864565, Fax : 88-02-8315942.
E- mail : sureswar@bttb.net. Dated 6th December 2001.
Price : Offset: U.S.$ 15 : 10. White U.S.$ 10 : 8

এজাযতনামা

আলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম
বার. এট. ল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আমার প্রপিতামহ বাংলা ভারতের প্রখ্যাত পীরে কামেল বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালি ফার্সী কবি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ) আলাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহ্মদ মুজতবা (সাঃ)-এর গভীর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া ফার্সী ভাষায় মহাগ্রন্থ "দিওয়ানে ওয়াইসী" রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কর্ম হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

ফার্সী ভাষায় মূল কিতাব খানা আজ হইতে প্রায় শত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এহেন অমর গ্রন্থ এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, পরপর আরো দুইবার পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখনকার সময়ে ফার্সী ভাষার চর্চা ও সমাদর সুধী সমাজে সর্বত্র বিরাজমান ছিল। তৎপর এ যাবৎ ফার্সী ভাষার চর্চা ও শিক্ষা ক্রমশঃ কমিয়া আসে, যে কারণে বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ মহাকাব্য খানা বঙ্গানুবাদ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পৌত্র, আমার পিতা কেবলা আলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব (রাঃ) তাঁহার পিতামহের অমর মহাকাব্য পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেন। প্রসঙ্গতঃ উলেখ্য যে, তিনি শৈশব হইতে ফার্সী ভাষার শিক্ষা ও চর্চায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যাহার ফলে তিনি শিক্ষা জীবনে ফার্সী ভাষা আবশ্যক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর (মাষ্টার্স) ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেনীর বি, এল, ডিগ্রী লাভ করেন।

আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব (রাঃ) অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন প্রবাহের মধ্যেও অবসর সময়ে এমনকি সারারাত জাগিয়া কিতাব খানার পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করিবার গৌরব অর্জন করেন। তাঁহার

জীবদ্দশায় পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের ২৫ খানা 'গজল' সম্বলিত বঙ্গানুবাদ আমি মুদ্রণ ও প্রকাশ করি। এ মূল্যবান বঙ্গানুবাদ সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে।

বিধাতার আহ্বানে আমার পিতা কেবলা ১৯৮৫ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রিল দিবাগত শেষ রাতে ৮২ বৎসর বয়সে বেছালে হক প্রাপ্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। নানা কারণে এ পর্যন্ত তাঁহার বঙ্গানুবাদ ছাপা হয় নাই। রাসূলেনোমা হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর গুণমুগ্ধ অগণিত আত্মীয় স্বজন, পঁয়ত্রিশ জন মুরিদ ও খলিফাগণের আওলাদগণ এই মহামূল্যবান গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য আমার নিকট বারবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর অন্যতম বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা শামছুল ওলামা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহ্মদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান্ শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রাঃ)-এর পৌত্র দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের গদিনশীন পীর আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখ্তার হোসাইন আহ্মদীনূরী আমার নিকট হইতে বঙ্গানুবাদ খানা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার সহিত আমার প্রায় তিন যুগেরও বেশি সময় ধরিয়া পরিচয় ও গভীর সম্পর্ক। তাঁহার বিনীত আরজ আমি আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া অনুবাদের মূল পাণ্ডুলিপি ও টাইপ কপি প্রদান করিয়াছি।

আজ ২০ শে অগ্রহায়ণ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ১১৫ তম ওফাত দিবস উপলক্ষে পবিত্র ওরোছ শরীফের দিনে উক্ত কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত চিত্তে প্রকাশক ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দোয়া করিতেছি।

পরম করুণাময় আলাহ্ পাকের রহমত কামনা করিয়া তাঁহার প্রিয় হাবীবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ অমর মহাগ্রন্থ পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' ফার্সী ভাষার কিতাব যাহা আমার পিতা কেবলা সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহাই মুদ্রণ ও বহুল প্রচারের জন্য এবং মূল ফার্সী পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ ও প্রচারের অনুমতি প্রদান করিলাম।

আলাহ্পাক তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য কবুল ও মঞ্জুর করিয়া নিন। আমিন!

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী
ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)'র প্রপৌত্র

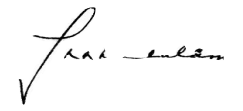

(আলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম)

বাণী

পরম করুণাময় আলাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। আমাদের বড় আব্বাজান ভারতবর্ষ উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত পীরে কামেল, বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালি ফার্সী কবি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)। তিনি ছিলেন হযরত ওয়ায়েছ করনী (রাঃ)-এর ন্যায় নবী করিম (সাঃ)-এর মহান প্রেমিক। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁহার প্রেম ভালবাসা, বিরহ, ব্যথা, বেদনা, অস্তিরতা, ব্যাকুলতা সুন্দর ভাবে ফার্সী ভাষায় রচিত পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" নামক মহাকাব্যের বিভিন্ন গজলে ও কাসিদাতে সার্থক ভাবে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মামা আলহাজ্জ শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেবের (রাঃ) সান্নিধ্যে অনেক দিন কাটাইয়াছি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেলের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত দিনাতিপাত করা সত্ত্বেও সময় করিয়া ও রাত্রি জাগিয়া 'দিওয়ানে ওয়াইসী' ফার্সী কিতাব পাঠ ও বঙ্গানুবাদের কাজে সময় অতিবাহিত করিতেন। বার্ধক্য জনিত কারণেও তিনি এই বঙ্গানুবাদ হইতে বিরত থাকিতেন না। তাঁহার এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানচর্চা ও বঙ্গানুবাদ প্রশংসার দাবিদার।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ)-এর সুযোগ্য পৌত্র দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের গদিনশীন পীর আলহাজ্জ শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এহেন মহান মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভাবে দোয়া ও সাফল্য কামনা করিতেছি।

আজ ২০শে অগ্রহায়ণ হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ১১৫ তম ওফাত দিবস উপলক্ষে পবিত্র ওরোছ শরীফের দিনে তাঁহার রচিত পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে প্রকাশক ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও দোয়া করিতেছি।

এই সিলসিলার সকল ভক্ত ও অনুসারী তথা বাংলা ভাষাভাষী জনগণ 'দিওয়ানে ওয়াইসী'-এর মহামূল্যবান কিতাবের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে নবী করিম (সঃ)-এর প্রেম ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইবেন এবং সঠিক পথের সন্ধান পাইবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের বঙ্গানুবাদের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। আলাহপাক আমাদের সহায় হউন। আমিন!

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী
ওয়াইসী (রাঃ)-এর কন্যা দোর্রে-মকমুম (গুপ্তমতী)
হযরত সৈয়্যেদা জোহরা খাতুন (রাঃ)-এর পৌত্র

সৈয়দ ফেরদৌস আহমেদ

(শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফেরদৌস আহমেদ)
সাং রামচন্দ্রপুর, (মিরেরচক মসজিদের দক্ষিণে)
পোঃ ঘোড়ামারা, থানাঃ কোতোয়ালী, জেলাঃ রাজশাহী

বাণী

পরম করুণাময় আলাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। আমাদের বড় আব্বাজান ভারতবর্ষ উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত পীরে কামেল, বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালি ফার্সী মহাকবি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)। হযরত ওয়ায়েছ করনী (রাঃ)-এর ন্যায় তিনি ছিলেন নবী (সাঃ)-এর মহান প্রেমিক। নবী করিম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ভালবাসা, বিরহ, ব্যথা, বেদনা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা সুন্দর ভাবে ফার্সী ভাষায় রচিত পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" নামক মহাকাব্যের বিভিন্ন গযলে ও কাসিদাতে সার্থক ভাবে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আজ ২০শে অগ্রহায়ণ হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ১১৫ তম ওফাত দিবস উপলক্ষে পবিত্র ওরোছ শরীফের দিনে তাঁহার রচিত পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে প্রকাশক ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও দোয়া করিতেছি। "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের বঙ্গানুবাদের প্রকাশনার শুভদিনে আলাহ পাকের দরবারে হযরত ওয়াইসী পীর (রাঃ) , গুপ্তমতি পীর দাদিআম্মা হযরত সৈয়্যেদা জোহরা খাতুন (রাঃ), পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ এহসান আহমদ মাসুম (রাঃ), আমার আম্মাজান কেবলা সৈয়্যেদা ফাতেমা খাতুন (রাঃ), আমার বড় ভাইজান হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল মতিন জাহাঁগীর পীর কেবলা (রাঃ) ও আওলাদ পাকগণের দোয়া প্রার্থনা করি।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ)-এর সুযোগ্য পৌত্র দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের গদিনশীন পীর আলহাজ্জ শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এহেন মহান মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক ভাবে দোয়া ও সাফল্য কামনা করিতেছি।

এই সিলসিলার সকল ভক্ত ও অনুসারী তথা বাংলা ভাষাভাষী জনগণ 'দিওয়ানে ওয়াইসী' মহামূল্যবান কিতাবের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে নবী করিম (সঃ)-এর প্রেম ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইবেন এবং সঠিক পথের সন্ধান পাইবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের বঙ্গানুবাদের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। আলাহপাক আমাদের সহায় হউন। আমিন!

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী
ওয়াইসী (রাঃ)-এর কন্যা দোর্রে-মকমুম (গুপ্তমতী)
হযরত সৈয়্যেদা জোহরা খাতুন (রাঃ)-এর পৌত্র

সৈয়দ আবুল বাশার

(শাহ সূফী সৈয়্যেদ আবুল বাশার)
ওয়াইসী দরবার শরীফ, সাং শেরখালী
পোঃ শাহাজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ

বাণী

মহান আলাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। হযরত রাসূল করিম (সাঃ)-এর প্রেমে রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী কেবলা (রাঃ) বিভোর ও বিমুগ্ধ হৃদয়ে "দিওয়ানে ওয়াইসী" রচনা করেন, যাহা ফয়েজ ও বরকতে পরিপূর্ণ।

আশেকে রাসূল (সাঃ) কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী কেবলা (রাঃ) রাসূলুলাহ (সাঃ)-এর শানে রচিত প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক ফার্সী মহাকাব্য গ্রন্থ "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাব হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) স্বার্থক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

উলেখ্য "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাব হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল মতিন জাহাঁগীর পীর কেবলা (রাঃ) জাহেরান অবস্থায় কবিতার ছন্দে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। যাহা আজও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সুফী ও সাধক কবি ছিলেন। এ ছাড়া বিগত সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেকেই এই মহা মূল্যবান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার নিকট ঐ সমস্ত বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনাকে নিজের আত্ম-অহমিকা মনে হইয়াছে।

আজ ২০ শে অগ্রহায়ণ হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ১১৫ তম ওফাৎ দিবস উপলক্ষে পবিত্র ওরোছ শরীফের দিনে তাঁহার রচিত পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র আলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব (রাঃ)-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইতেছে জানিয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করিতেছি।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ)-এর সুযোগ্য পৌত্র, আমার শ্রদ্ধেয় চাচা দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের গদিনশীন পীর আলহাজ্ব শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার দীর্ঘায়ু ও মহিমান্বিত জীবন কামনা করিতেছি এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য মহান আলাহ তায়ালার দরবারে দোয়া চাই। এই অমূল্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার আলাহপাক কবুল করেন। আমিন!

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর প্রপৌত্র হযরত মরহুম মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল মতিন পীর কেবলার (রাঃ) মেঝ পুত্র

(সৈয়্যেদ হুমায়ুন পারভেজ শাব্বির)
সাং শেরখালী, পোঃ শাহাজাদপুর,
জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ।

বাণী

সকল প্রশংসা আলাহ রাব্বুল আলামিনের এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম আলাহর পিয়ারে হাবীব, খাতেমুন নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি। ভারতবর্ষ উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত পীরে কামেল বিশ্ব বরেণ্য বাঙ্গালি ফার্সী মহাকবি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) রচিত 'দিওয়ানে ওয়াইসী' রাসূল (সাঃ)-এর অনন্ত প্রেমের এক অনন্য মহাকাব্য। বর্তমানে এই সংঘাতময় বিশ্বে রাসূলে করিম (সাঃ)-এর আদর্শ, প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ এই মহামূল্যবান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

আজ ২০ শে অগ্রহায়ণ হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ১১৫ তম ওফাত দিবসে পবিত্র ওরোছ শরীফ উপলক্ষে আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব (রাঃ) কর্তৃক পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি।

দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ)-এর সুযোগ্য পৌত্র দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের গদিনশীন পীর আলহাজ্ব শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করায় আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আলাহপাকের দরবারে আমি তাঁহার মহৎ প্রচেষ্টার জন্য সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করিতেছি।

হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ভক্ত, অনুসারী, আশেকে রাসূল (সাঃ) ও সাধারণ জনগণ ইহা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে রাসূল পাক (সাঃ)-এর প্রেম ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ করিয়া দরবারে শাহে কদমীর সকল ভক্ত, মুরিদ, অনুসারীগণ উক্ত বঙ্গানুবাদ সত্বর সংগ্রহ ও পাঠ করিয়া ধন্য হইবেন। আমি মহান আলাহ তায়ালার রহমতে ও দয়ায় এই মহাগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। আমিন!

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আমজাদ আলী (রাঃ)-এর প্রপৌত্র

(আলহাজ্ব আ, ফ, ম হাবিবুলাহ মাহফুজ)
দরবারে শাহে কদমী, পাউসার শরীফ
থানা : সিরাজদিখাঁন, জেলা : মুন্সিগঞ্জ

প্রকাশকের কথা

মহান আলাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া। তাঁহার অশেষ মেহেরবাণী ও দয়ার বরকতে আজ ২০শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর ১১৫ তম পবিত্র ওফাত দিবস উপলক্ষে আমরা ফার্সী ভাষায় রচিত তাঁহার বিখ্যাত পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব খানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

ভক্তিপূর্ণ অশেষ দরূদ ও সালাম জানাই রাহমাতুলিল আলামিন সাইয়্যেদুল মুরসালিন খাতেমুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সাঃ) ও তাঁহার আহলে বাইত-এর প্রতি এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম তাঁহার সাহাবায়ে কেরাম ও শুহাদায়ে কেরামগণের প্রতি। অসংখ্য সালাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলী পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের রচয়িতা হাদিয়ে জামান কুতুবুল এরশাদ মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রব্বানী পীরে মোকাম্মেল রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ), তাঁহার আওলাদ গণ ও ৩৫ জন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফাগণের প্রতি। তাঁহাদের অন্যতম আমার দাদাজান কেবলা কুতুবুল এরশাদ হাদিয়ে জামান শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী কুদ্দুসু ছেররুহুল আজিজ (রাঃ)। আমার বাবাজান ইমামে তরিকত কুতুবে রাব্বানী গাউছে ছামদানী হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরশাহ ওরফে হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল হাই (রাঃ)-এর পবিত্র রওজা মোবারকে।

তাজেদারে মদিনা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম, ভালবাসা ও মহব্বত রাখা ঈমানের অঙ্গ। এই বিষয়ে ঘাটতি থাকিলে প্রকৃত মুমিন হওয়া অসম্ভব। রাসূল (সাঃ) প্রেমই মুমিনের পরিচয় নিহিত। রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ) সর্বক্ষণ রাসূলুলাহ (সাঃ) কে স্বশরীরে দর্শন লাভ করিতেন এবং তাঁহার ক্ষণিকের অদর্শনের বিরহ জ্বালা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতো, তিনি ব্যাকুল হইয়া যাইতেন এবং নয়ন জলে বুক ভাসাইয়া দিতেন। পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব রাসূল প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবে এ বিষয়টি প্রকৃষ্ট রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবে তিনি স্বীয় অন্তরের সার্বিক ভাব চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার মত এমন রাসূল (সাঃ)-এর প্রেমিক জগতে বিরল। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তিনি অতি উচ্চস্তরের কামালিয়ত হাসিল করেন। তিনি আলাহ পাকের দরবার হইতে 'রাসূলেনোমা' লকব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাসূলেনোমা অর্থ যিনি স্বশরীরে রাসূল (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করেন। এবং অন্যদের জন্য ফরিয়াদ পেশ করিলে তাহারাও দেখিতে পান।

বাংলা ভারতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ) জন্মগত ভাবে বাঙ্গালি হইয়াও ফার্সী ভাষায় মহাগ্রন্থ 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব রচনা করিয়া বিশ্ব বরেণ্য মহাকবির মর্যাদায় গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার এহেন রচনা পড়িয়া অনুমান করা কঠিন যে, তিনি জন্মগত ভাবে একজন বাঙ্গালি ছিলেন।

পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে ১৭৯ টি গযল ও ২৩ টি কাসিদা আছে। প্রতিটি গযল ও কাসিদা অনন্য রাসূল (সাঃ) প্রেমিকের গভীরতম ইশক ও সার্থক অনুভূতির জ্বলন্ত নিদর্শন। ইহা অনন্ত ফয়েজে পরিপূর্ণ ও অদ্বিতীয় রাসূল (সাঃ)-এর প্রেমের মেশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধীময় চির সৌরভ বিরাজিত। তাঁহার লেখা প্রতিটি পংক্তি (মিছরা) রাসূলেপাক (সাঃ)-এর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা, প্রেম নিবেদন, কাতরতা, ব্যাকুলতা, অসহ্য, বিরহ, বিচ্ছেদ, বেদনা ও প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ।

ফার্সী ভাষায় জ্ঞান সম্পন্ন পাঠক মাত্র প্রতিটি মিছরার (পংক্তি) ভাষা বিন্যাস, শব্দ চয়ন, প্রয়োগ ও অপূর্ব ছন্দের মিল অনুধাবন করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্যের মহা-কবিদের সমপর্যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তদউচ্চমান পরিলক্ষিত হয়। ইরান দেশের ফার্সী ভাষা-ভাষীদের নিকট 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব খানা যেন কোন স্বনাম ধন্য পারস্য মহাকবির রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বাংলার 'হাফেজ সিরাজী' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকেন।

পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব মূল ফার্সী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় দয়ালবাবা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ) ওফাত গ্রহণের ১২ বৎসর পর ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার গাউসিয়া প্রেস হইতে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার হাজী মোঃ আবদুল কাইয়ুম সাহেব ১৬ নং ওয়ালেসলী স্কয়ার কানপুর কাইয়ুমী প্রেস হইতে দ্বিতীয় বার মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কিতাবটি তৃতীয় বারের মত মুদ্রন ও প্রকাশ করেন। এরপর প্রায় ৬৬ বৎসর অতিবাহিত হইল কিন্তু দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাব নতুন ভাবে প্রকাশ করা হইল না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিতাব খানির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনা পূর্বক সময়ের প্রয়োজনে এবং সংরক্ষণের তাগিদে জরুরি ভাবে ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জনাব শেখ আহমদ আলী সাহেব কলিকাতা হইতে কিতাব খানির কিছু সংখ্যক ফটোকপি করিয়া সংরক্ষণ ও বিলি করেন।

বর্তমানে ফার্সী ভাষা চর্চা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর কোটি কোটি ভক্ত অনুসারীদের সুবিধার্থে কিতাব খানির বঙ্গানুবাদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বঙ্গানুবাদ কার্যে যে সকল মহামনীষী বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই আসে বাবা ওয়াইসী পীর কেবলার পৌত্র হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) হুজুরের নাম। তিনি পূর্ণাঙ্গ দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন যাহা এই গ্রন্থে ছাপানো হইয়াছে। 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের আরো যাঁহারা বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এবং আমরা যতটা জানিতে পারিয়াছি তাঁহারা হইলেন: রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) হুজুরের প্রপৌত্র হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল মতিন জাহাঁগীর (রাঃ)। কোন কারণ বশতঃ হয়ত তাঁহার বঙ্গানুবাদ এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বহু ভাষাবিদ জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুলাহ সাহেব আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দরবারে শাহেকদমী পাউসার শরীফের ভক্ত ও মুরিদ সিলেট নিবাসী হযরত মাওলানা শাহ সূফী হাবিবুর রহমান সাহেবও আংশিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদেরকে স্মরণ করিতেছি। উলেখ্য যে, হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে

আলম (রাঃ) হুজুরের জীবদ্দশায় দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের ২৫ খানি গযল সম্বলিত বঙ্গানুবাদ তাঁহার পুত্র আলহাজ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম সাহেব ও কন্যা সিতারা বেগম মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। যাহা পাঠক মহলে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের সার্থক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পৌত্র আলহাজ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব (রাঃ)। তিনি ব্যক্তি জীবনে একজন অভিজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ ও গুণী আইনজীবী ছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কর্মময় জীবনে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী'র সফল অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি নিজ পিতামহের আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক গড়িয়া উঠে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে। তখন তিনি ২৯ নং ওয়াইর ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকার বাসভবনে থাকিতেন।

তাঁহার বাসভবনে যেদিন আমি প্রথম গিয়াছিলাম তিনি আমাকে আদর স্নেহে একান্ত আপন করিয়া নিয়াছিলেন। "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাব খুলিয়া তিনি হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী কেবলা (রাঃ)-এর ৩৫ জন মুরিদ খলিফাদের নামের মধ্য হইতে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী (রাঃ)-এর নাম পড়িয়া শুনাইলেন। আমি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাঁহার সামনে অতি মহব্বতে ব্যাকুল হইয়া হাজির হইতাম এবং নিজেকে তাঁহার খেদমতে পেশ করিতাম। তিনি আমাকে 'পীর সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমি ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত, অযোগ্য ও অস্বাচ্ছন্দ বোধ করিতাম। তখন তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন এই বলিয়া যে, "আমি আপনাকে পীর সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিলাম, আলাহপাকের মর্জি মোবারকে আমি আপনাকে পীরের মর্যাদা ও স্বীকৃতি দান করিলাম।"

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) হুজুর পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেন ও বুঝাইতেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের পরশে আবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার ওফাত শরীফ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সহিত আমার গভীর মহব্বতের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একই সঙ্গে তাঁহার একমাত্র পুত্র আলহাজ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম সাহেবের সহিতও আমার আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। তিনিও একজন অভিজ্ঞ নিষ্ঠাবান আইনজীবী, বার এট.ল. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা। তাঁহার বুযুর্গ পিতার বঙ্গানুবাদ কৃত পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাব প্রকাশের ইচ্ছা জানাইয়া বিগত দুই বৎসর পূর্বে আমি হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম হুজুরের কাছে বিশেষ ভাবে আবেদন পেশ করি।

হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর মুরিদ ও খলিফা সাহেবানদের আওলাদ গণের অনেকেই বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম হুজুর আমার বিনীত আবেদনে সাড়া দিয়া তাঁহার পিতা কেবলা কর্তৃক অনূদিত মূল পাণ্ডুলিপি ও টাইপ কপি আমার হস্তে অর্পণ করেন। সেটি হাতে পাইয়া আমি এতই আনন্দিত

হইয়াছিলাম যেন সাত রাজার ধনের চেয়েও মূল্যবান ধন-সম্পদ আমাকে প্রদান করিলেন। এরপর দেখিতে দেখিতে প্রায় দুইটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল বঙ্গানুবাদ প্রকাশের আয়োজন সাজাইতে। মূল পান্ডুলিপি ও টাইপ কপিতে হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) হুজুর কিছু কিছু শব্দের অর্থ না লিখিয়া ডট চিহ্ন দিয়া স্থান খালি রাখিয়াছিলেন। কেননা দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবখানি এত উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক ভাব ধারায় লেখা যে, অভিধানের শব্দ বিশেষণ তিনি যথেষ্ট মনে করেন নাই। আমি বঙ্গানুবাদ প্রকাশের স্বার্থে দেশের প্রখ্যাত ফার্সী ভাষা বিশারদগণের সহায়তায় উক্ত শূন্যস্থান সমূহ পূরণের চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উলেখযোগ্য জনাব মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ ইসা শাহেদী প্রমুখ। জানিনা কতটুকু সফল হইতে পারিয়াছি। তবে কোন সুহৃদয় পাঠকের চোখে কোন ভুল ধরা পড়িলে অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে অবহিত করিবেন। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তাহা বিবেচনা পূর্বক সংশোধন করিব ইনশাআলাহ।

আমি পৃথিবীর যেখানে গিয়াছি সেখানেই এ কিতাবের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপ, আমেরিকার বিখ্যাত লাইব্রেরী সমূহে এ ফার্সী কিতাবের কপি আমি স্বহস্তে প্রদান করিয়াছি। ফার্সী ভাষা ভাষীদের নিকট বইটির যে কদর আমি দেখিয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গত ৮ই জুন ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে আমি ইরান সরকারের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সে দেশে গমন করি। বিশ্ব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের লক্ষ্যে সেমিনারের আয়োজন করিয়াছিল 'মাজমাউত তাকবীর বাইনাল মাজাহিবিল ইসলামীয়া' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা। ইরানে যাওয়ার সময় পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের বেশ কিছু সংখ্যক কপি সঙ্গে নিয়া যাই। ইরানের স্প্রীচুয়াল সুপ্রিম লিডার, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীগণের নিকট ও বিভিন্ন পাঠাগারে এই কিতাবের কপি প্রদান করি।

যে সকল পাঠাগারে আমি কিতাবখানি দিয়াছিলাম তন্মধ্যে মাসাদে (খোরাসান) রাসূলুলাহ (সাঃ)-এর অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ হযরত ইমাম আলী রেজা (রাঃ)-এর পবিত্র আরামগাহ্ (মাজার শরীফ) সংলগ্ন পাঠাগার, কৌমে হযরত মাসুমা (রাঃ) মাজার শরীফ সংলগ্ন পাঠাগার, সিরাজে মহাকবি হযরত শেখ সাদী (রাঃ)-এর মাজার সংলগ্ন পাঠাগার, মহাকবি হাফিজ সিরাজীর মাজার সংলগ্ন পাঠাগার উলেখযোগ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালক বৃন্দের হস্তে কিতাব খানি প্রদান করিলে তাহারা দুই একটি মিছরা (পংক্তি) পড়িয়াই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যান। তাঁহারা এতই অভিভূত হইয়া যান যে, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরেন এবং কিতাব খানির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন।

ফার্সী ভাষায় এমন একজন বাঙ্গালি মহাকবির এত উচ্চ মার্গের কাব্য পড়িয়া তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত হন। আমাকে তাঁহারা অত্যন্ত সমাদর করেন ও কুশল বিনিময় করেন। আমার মনে হইতেছিল শুধুমাত্র পবিত্র "দিওয়ানে" ওয়াইসীর উসিলায় তাঁহারা তাৎক্ষণিক ভাবে আমাকে শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, একান্ত আপন করিয়া নিয়াছেন। ইরানের রাজধানী তেহরান সেমিনারে আমার নির্ধারিত বক্তব্যে আমি ফার্সী ভাষায় পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের কয়েকটি মিছরা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া সেমিনার কক্ষে উপস্থিত সকলে আমাকে দারুণ ভাবে সমস্বরে অভিনন্দিত করেন। আমার নতুন অভিজ্ঞতা হইল, বিশ্বব্যাপী দিওয়ানে ওয়াইসী

কিতাবের উচ্চ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা আমি অনুভব করিলাম। প্রতি মুহূর্তে আমার চিন্তার খোরাক কিরূপে আমি এই অমূল্য তোহফা বিশ্ববাসীর হাতে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের মাধ্যমে তুলিয়া দিতে পারিব। আর এই উপ-মহাদেশের পাঠকদের জন্য পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের বঙ্গানুবাদ তো তোহফা স্বরূপ।

আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) যত গুলো গযল ও কাসিদা বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ এখানে প্রকাশিত হইল। শেষের কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ না হওয়ার কারণে আপাততঃ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। পরবর্তীতে বঙ্গানুবাদ হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের গযল গুলি হরফ অনুযায়ী (এ্যালফাবেটিক্যালি) সাজানো ছিল। কিন্তু এই অপূর্ব দিওয়ানের বহু গযল খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। যে সব হরফ বিশিষ্ট গযল ও কাসিদা হারানো গিয়াছে সেগুলি হইতেছে- জিম, খা, যাল, সিন, আইন, গাইন এবং ফা হরফ। যদি কাহারো নিকট নিখোঁজ গযল গুলি সংরক্ষিত থাকে তবে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে প্রদান করিলে আমরা দয়াল বাবার কোটি কোটি ভক্ত অনুসারীর নিকট পরবর্তী সংস্করণে পৌঁছাইয়া দিতে পারিব ইনশাআলাহ।

পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ আমার বহু দিনের লালিত স্বপ্ন। ফার্সী ভাষায় তেমন কোন পাণ্ডিত্য নাই আমার, তাহা সত্ত্বেও অতি শৈশব হইতেই আমি পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী'র একান্ত অনুরাগী। রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) এবং আমার পিতামহ শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ) সম্পর্কে আমার অদম্য কৌতূহল সেই শিশুকাল হইতে। যেখানেই আমি এ সকল বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুনিয়াছি, অতি আগ্রহ সহকারে সেখানে নিজেকে নিমগ্ন রাখিয়াছি। অতঃপর দয়াল বাবা আমার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। আলাহ পাকের রহমতে আজ আমার একটি বড় স্বপ্ন পূরণ হইতে চলিয়াছে।

বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশ করা অতি জরুরী ও আবশ্যিক। পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের যুগোপযোগী গুরুত্ব এবং কোটি কোটি ভক্ত অনুসারীর চাহিদা বিবেচনা করিয়া বর্তমানে হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) হুজুর কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি। পরবর্তীতে দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের গবেষণা মূলক ফার্সী অংশ সহ বঙ্গানুবাদ এবং গযল ও কাসিদায় ব্যবহৃত ফার্সী শব্দ সমূহের উচ্চারণ ও অর্থ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব।

এ গ্রন্থের প্রারম্ভে রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মোবারক, শাজরা মোবারক, আওলাদ গণের পরিচিতি তাঁহার প্রধান ৩৫ জন মুরিদ ও খলিফার নামের তালিকা, অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলিয়া ধরিবার কারণে গ্রন্থের কলেবর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে পাঠকবৃন্দকে বাড়তি মূল্য

প্রদান করিতে হইবে না। বরং বিস্তারিত তথ্য জানিয়া আশাকরি পাঠক মহল ইহা হইতে বহু গুণে স্ববিশেষ উপকৃত হইবেন। এই পবিত্র গ্রন্থ খানির মুদ্রণ ও প্রকাশ মোটেও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয় বরং ইহা হইবে সকলের জন্য অমূল্য তোহফা স্বরূপ। কিতাব খানির মূল্য নির্ধারণে শুধু মাত্র খরচ বিবেচনা করা হইয়াছে।

আমার আজীবন লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নে আমার যাবতীয় মেধা ও শ্রম দয়াল বাবার চরণ মোবারকে সমর্পিত। দয়াল বাবার এই মহান কাজটুকু করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর কার্য সম্পন্ন করিতে চাই। আশাকরি সকলে এ বঙ্গানুবাদ স্বাদরে পাঠ করিয়া আমাদের শ্রমকে মূল্যায়ন করিবেন।

আলাহ্ পাকের রহমতে আপনাদেরকে আরও সুখবর জানাইতেছি যে, "দিওয়ানে ওয়াইসী" মূল ফার্সী কিতাব ও হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনী মোবারক শীঘ্রই প্রকাশ করার আশা পোষণ করিতেছি, বাকী আলাহ্ পাকের মর্জি মোবারক।

সর্বপরি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" মহাকাব্যে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, নবী করিম (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে আলাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ। তিনি তাঁহার ভক্ত অনুসারী গণকে সর্বদা নবী করিম (সাঃ)-এর প্রেম ভালবাসার ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন।

বর্তমানের এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম নবী করিম (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ভালবাসা ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করিয়া থাকে। তাহাদের জন্য পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাব খানি আলোকোজ্জ্বল পথের দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে।

এহেন মহান গন্থের চূড়ান্ত রূপায়নে যাহারা আমাকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করিয়াছেন আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। বিশেষ করিয়া আমার পরিবার বর্গের সকলকে, মেঝপুত্র মাসিক সুরেশ্বর পত্রিকার সম্পাদক আলহাজ্ব সৈয়্যেদ শাহ নূরে আহমদ মোর্শেদ আলোশাহ ও মুহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের নাম উলেখ না করিলেই নয়। অন্যান্যের মধ্যে এনামূল কবির মিরাজ, শেখ মাহফুজুল বাসার, ফারুক ইকবাল, সেকান্দার আলী, সিকদার আবদুস সালাম ও মাওলানা লিয়াকত আমিনী প্রমুখ। পরিশেষে আমি আবারও কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জানাইতেছি মহান আলাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যিনি আমাদেরকে এ মহান কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবার তৌফিক দিয়াছেন।

আমার উপর অর্পিত দায়িত্বভার কতটুকু সফলতার সহিত পালন করিতে পারিয়াছি, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠক ও সুধী মহল সামান্যতম বিবেচনা করিলেই আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইব। আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য আলাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমিন!

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী পীর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মোবারক

রাসূলুলাহ (সাঃ)-এর প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন পীরে কামেল রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)। যে কারণে তিনি লাভ করিয়াছেন সম্পূর্ণ বিরল 'রাসূলেনোমা' উপাধি। আর 'দিওয়ানে ওয়াইসী' নামক অনন্য অসাধারণ মহাকাব্য (কিতাব) রচনা করিয়া জগতের বুকে অমর হইয়া আছেন বিশ্ব বরেণ্য সুবিখ্যাত বাঙ্গালি ফার্সী মহাকবি হিসেবে।

বিশ্ববরেণ্য ফার্সী মহাকবি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পূর্ব পুরুষগণের আদি নিবাস ছিল আরব দেশের পবিত্র মক্কা নগরীতে। তিনি সাইয়্যেদানা হযরত আলী (রাঃ) ও গাউসুল আজম হযরত বড়পীর মহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁহার প্রথম পুরুষ ছিলেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের হাসেমী গোত্র ভুক্ত। কালের প্রবাহে তাঁহার পূর্ব পুরুষের প্রধান শাখা আরব হইতে ইরাকে এবং সেখান থেকে ইরানে হিজরত করেন। সেখানে কয়েক পুরুষ বসবাস করিবার পর মুখ্য একটি শাখা প্রথমে গজনী অতঃপর দিলীতে বসতি স্থাপন করেন। প্রপিতামহের ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণের পর হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর পিতামহ দিলী পরিত্যাগ পূর্বক বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আমিরাবাজার নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রামেই তাঁহার পিতা কেবলা জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামের আমিরা বাজারে ১৮২০-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শুভ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ ওয়ারেস আলী (রাঃ) এবং মাতার নাম হযরত হাফেজা সৈয়্যেদা সাইদা খাতুন (রাঃ)। মাতার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন রাসূলুলাহ (সাঃ)এর বংশধর। হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর জন্ম গ্রহণের পূর্বের চলিশ দিবাগত রাতে তাঁহার পিতা-মাতাকে হযরত আলী (রাঃ) ও স্বর্গরাণী মা ফাতিমা জাহরা (রাঃ) স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া এরশাদ ফরমান যে, নব প্রসূতের নাম যেন 'ফতেহ আলী' রাখা হয়। নিজের পবিত্র নামের সহিত মিল রাখিয়া হযরত আলী (রাঃ) এ নামকরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

অতি শৈশব হইতেই হযরত ওয়াইসী হুজুর (রাঃ) সর্বদা সহাস্য বদনে থাকিতেন। নীরবে একাকী যেন কোন অদৃশ্য বন্ধুকে নিয়া আপন মনে খেলা করিতেন। আজানের সময় নীরব হইয়া হাত-পা নাড়া-চাড়া বন্ধ করিয়া আজানের সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতেন। রমজানের দিবাভাগে দুধ বা অন্য কিছু পান করিতেন না। কোন আহার করিতেন না। তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, মহান আলাহর অশেষ রহমতে তিনিও রোজা পালন করিতেছেন। শৈশবে তিনি কখনো উলঙ্গ হইতে চাহিতেন না। যখন তখন মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মায়ের পরিধানের কাপড় ও বিছানা অপবিত্র করিতেন না। জন্মলগ্ন হইতেই তাঁহার সুষমামণ্ডিত সুনিয়ন্ত্রিত ও রীতিসিদ্ধ আচরণে সকলে অত্যন্ত মোহিত ছিলেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) কৈশোরে পদার্পণ করার পূর্বে তাঁহার বীর পিতা তাঁহাদেরকে আলাহর হেফাজতে রাখিয়া বালাকোট শিখ সমরে যোগদান করিয়া ধর্ম যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এর কিছু দিন পরেই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে গমন করেন। আলাহ পাকের ধ্যানে তাঁহারা দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। ক্ষুধা পাইলে গাছের পাতা বা ফলমূল খাইতেন এবং তৃষ্ণা নিবারণে ঝর্ণার স্বচ্ছ সুপেয় পানি পান করিতেন। কখনো তাঁহাদের জন্য আসিতো স্বর্গের খাদ্য পানীয় ভরা খানচা।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) গৃহে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরে তাঁহার মাতা তাঁহাকে নিয়া মক্কা শরীফে হিজরত করার মানসে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা অভিমুখে জলপথে যাত্রা করেন। কিন্তু অতি মর্মন্তুদ যে, কলিকাতার অনতি দূরে হুগলী নদীর মোহনার নিকটবর্তী এলাকায় জাহাজ ডুবি হইয়া তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। আলাহ পাকের অসীম রহমতে হযরত খাজা খিজির (আঃ) আসিয়া হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) কে উদ্ধার করিয়া হুগলী নদীর মোহনার তীরবর্তী লোকালয়ে রাখিয়া যান।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কোন বিষয় একবারের বেশি দ্বিতীয় বার পড়ার প্রয়োজন হইত না। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনে ক্বারী হইয়াছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার হাতে খড়ি হইয়াছিল নিজ পিতা কেবলা কামেল অলি হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ ওয়ারেস আলী (রাঃ)-এর সান্নিধ্যে। মাত্র চার থেকে সাত বছরের মধ্যে তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশেবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া তরিকায় প্রাথমিক ভাবে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়কাড়া পুষ্পের ন্যায় আকর্ষণীয় হৃদয়গ্রাহী সুগন্ধি বিলাইতে শুরু করেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) প্রথমে হুগলী শহরের হাজী মুহাম্মদ মহসিন মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া সরকারী বৃত্তি সহকারে উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। এখানে তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসির, হাদিস শরীফ, ফেকাহ, অসুল, মান্তেক প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আরবী, উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

তিনি প্রকাশ্য ভাবে যাবতীয় নিসবত অর্জন করিবার মানসে হাজী গাজী হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রাঃ) এর নিকট গমন করেন। তিনি তাঁহার পবিত্র হস্তে বয়াত গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশেবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফত অর্জন করেন।

হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ) কৃচ্ছ সাধন ও মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহার প্রাত্যহিক ইবাদত বন্দেগীর বিবরণ তুলিয়া ধরা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। বাহ্যিক ভাবে যতটুকু দেখা গিয়াছে তাহা তুলিয়া ধরিলাম-
ফজরের নামাজান্তে ওজিফা, দরূদ শরীফ পাঠ ও কুরআন তেলাওয়াত করিতেন। সারারাত জাগিয়া ইবাদত করিতেন। তিনি দরূদ শরীফকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। সমস্ত ইবাদতের মধ্যেই তিনি রাসূল পাক (সাঃ)-এর মহব্বতে বেকারার থাকিতেন। প্রাত্যহিক ওয়াক্তের নামাজের ন্যায় এশরাক, চাশত, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করিতেন। রমজানে রোজা

রাখিতেন, শবে কদরে এতেকাফে বসিতেন, শবে বরাত ও আশুরায় রোজা পালন করিতেন। আশুরা, শবে বরাত, শবে মিরাজ, আখেরী চাহার শোম্বা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম, ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহমে বিশাল আয়োজনে মিলাদ মাহফিল করিতেন। এটা তাঁহার চিরাচরিত, যথারিতী নিয়ম ও অভ্যাস ছিল।

তিনি ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশিতে বসত বাড়ি নির্মাণ করিয়া স্ব-পরিবারে বসবাস করিতেন এবং কলিকাতা হইতে মাঝে মধ্যে সেখানে যাইয়া থাকিতেন। তিনি কলিকাতা শিয়ালদহের নিকটবর্তী মির্জাপুর পার্কের উত্তর দিকে মির্জাপুর ষ্ট্রীট ও আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের উপর একটি মঠ কোঠাতে বসবাস করিতেন। সে সময়ে হযরত খাজা খিজির (আঃ), হযরত মা ফাতেমা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান গণি (রাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) আগমন পূর্বক তাঁহাকে আপন আপন অমূল্য নিসবত ব্যক্তিগত ভাবে দান করিয়া যান।

এরপর নূরনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) তাঁহার কাছে তাশরিফ আনেন এবং তাঁহাকে অসীম স্নেহে নিজ পুত্র সম্ভাষণে আপন পূতবক্ষে জড়াইয়া ব্যক্তিগত ভাবে আপন পবিত্র ও মহার্ঘ নিসবত দান করিয়া উভয় জগতে মহাভাগ্যবান করেন। পরবর্তী সময়ে নবীজী পুনঃ আবির্ভূত হইয়া এরশাদ ফরমান যে, যখনই তিনি ইচ্ছা করিবেন তখনই নিদ্রা ও জাগরণে নবী পাক (সাঃ)-এর জিয়ারত লাভ করিবেন। সে অবধি তিনি 'রাসূলেনোমা' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সব সময় তিনি রাসূলেপাক (সাঃ)এর দর্শন লাভ করিতেন। তিনি তাঁহার বহু মুরীদকে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করাইয়া দিয়াছেন। হযরত রাসূলে করিম (সাঃ)-এর দর্শন লাভের মানসে তাঁহার নিকট আরজ পেশ করিলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। আধ্যাত্মিক বা রুহানি জগতে ওয়াইসীয়া নামে অতিশয় মর্যাদাপূর্ণ ও প্রবলতম আধ্যাত্মিক রুহানি শক্তি সম্পন্ন খোদা প্রাপ্তির একটি অতি উত্তম তরিকা রহিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক আউলিয়া এটা লাভ করিয়াছেন। কেহ স্বেচ্ছায়, আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা করিয়া এটা লাভ করিতে পারে না। এটা শুধুমাত্র আলাহ তায়ালার এনায়েত, ফজল ও রহমতের দ্বারা লাভ করা যায়। সম্পূর্ণ রূপেই তা আজলী ও তকদিরি রুহানি সম্পর্ক। রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) হযরত ওয়ায়েস করণী (রাঃ) হইতে রূহানি দীক্ষা ও শক্তি লাভ করিয়া ওয়াইসীয়া তরিকার ফয়েজ, নেজবত ও খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন ।

এছাড়া তিনি মাসুমীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার খেলাফতও লাভ করেন। তিনি সর্বমোট ৭টি তরিকা যথা- কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদীয়া, নকশেবন্দীয়া, ওয়াইসীয়া, মাসুমীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার খেলাফত লাভ করেন এবং এই সাতটি তরিকাতেই তিনি মুরিদ করিতেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) মারেফাতের উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়া খোদাতায়ালার অসীম রহমতে প্রথমত তিনি কুতুবুল এরশাদ নামক উচ্চ পদটি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমশ আধ্যাত্মিকতার আরো উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ফরদিয়াতের মোকামে উন্নীত হইয়া ফরদ হইয়াছিলেন। পরে তিনি সমধিক উন্নত হইয়া কুতবুল ওয়াদত নামক অতি সুউচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা রমজান মাসে হযরত রাসূলুলাহ (সাঃ) কর্তৃক তিনি বঙ্গ, আসাম

ও বিহারের প্রধান কুতুবুল আলম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরপর তিনি গাউসে জামান পদ প্রাপ্ত হন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর মধ্যে একাকার হইয়া যাইতেন বলিয়া তাঁহাকে 'ফানাফির রাসূল' নামে অলংকৃত করা হয়।

তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ফার্ম বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা পদে চাকরি নেন। তখন থেকেই তিনি জন সাধারণকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা দিতে থাকেন এবং মুরিদ করিতে আরম্ভ করেন। এরপর তিনি পার্ক সার্কাসের কড়েয়া রোডের আহমদ কসাইয়ের মসজিদের নিকটবর্তী জনাব বেগ সাহেবের 'বেগ বাগান রো' কুটিরে স্বপরিবারে বসবাস করিতেন। পরবর্তীতে তিনি কলিকাতা মেটিয়া বুরুজে অবস্থানকারী অযোধ্যার পদচ্যুত বিখ্যাত নওয়াব শাহ ওয়াজেদ আলীর প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারেনটেন্ডের পদে যোগদান করেন। এই সময় হইতে তিনি বিবি সালেটের মসজিদ সংলগ্ন কুঠিতে বসবাস করিতে থাকেন। অতিশয় দায়িত্ব পূর্ণ ও সম্মান জনক ভাবে চাকরি জীবন সমাপ্ত পূর্বক তিনি জন সাধারণকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

কীট-পতঙ্গ যেমন মরিয়া হইয়া আলোক শিখার পানে ধাবিত হয়, তেমনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, ভূপাল এমন কি সুদূর বলখ, বদাখশান, খোরাশান ও মদিনা শরীফ হইতে মানবকুল সমাগম হইয়া 'সিরাতুল মুস্তাকিম' পাওয়ার আশায় তাঁহার পবিত্র হাতে বয়াত হইতে লাগিল।

তিনি তাঁহার ৩৫ জন মুরিদ খলিফা প্রত্যেকেই রাসূল করিম (সাঃ)-এর প্রেম, ভালবাসা, আনুগত্য ও আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষা দান করিয়া পরিপূর্ণ ভাবে কামেল পীরের মর্যাদা দান করেন। তাঁহার ৩৫ জন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফার নাম পবিত্র 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা হইলেন হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ আমজাদ আলী (রাঃ), শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রঃ), হযরত মাওলানা শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ), শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ সূফী গোলাম সালমানী (রাঃ), শামসুল ওলামা মাওলানা মির্জা আশরাফ আলী (রাঃ), হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী (রাঃ), হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আজম হুসাইন (রাঃ) প্রমুখ। ইহা ব্যতীত ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে জ্বীনও রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পদ প্রান্তে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন।

'বেগ বাগান রো' কুটিরে অবস্থান কালে রাসূলেনোমা হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) ফার্সী ভাষায় 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাব খানি রচনা করেন। অতি উচ্চাঙ্গের মৌলিক এই মহাকাব্যে হযরত রাসূলে করিম (সাঃ)-এর এশ্‌কে মধুর প্রেমপূর্ণ, ঝংকার সম্পন্ন আধ্যাত্মিক লহরীময় গযল ও কাসিদা রহিয়াছে। মহাকাব্যটি রচনা করিয়া তিনি ফার্সী মহাকবি হিসাবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাসাউফ পন্থী আশেকে রাসূল (সাঃ) গণের জন্য এই কিতাব খানি মহামূল্যবান ও অত্যন্ত জরুরি।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পবিত্র "দিওয়ানে ওয়াইসী" মহাকাব্যে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, নবী করিম (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে আলাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ। তিনি তাঁহার ভক্ত অনুসারী গণকে সর্বদা নবী করিম (সাঃ)-এর প্রেম ভালবাসার ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) নিজ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ সংসার পরিচালনার জন্যে ব্যয় করিতেন। বাকি টাকা অসহায় নিরন্ন, দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করিতেন। তিনি খুব সামান্য আহার করিতেন শুধু জীবন রক্ষার নিমিত্তে যতটুকু প্রয়োজন। রসনা বিলাসের নিমিত্তে কখনো আহার করিতেন না। রাসূলুলাহ (সাঃ)-এর নয়নমণি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়া তিনি কখনো তিন চুমুকের অধিক পানি পান করিতেন না। কারবালার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আহাজারি ও রোদন করিতেন।

হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর ওফাতের দুই মাস পূর্বেই তাঁহার অন্যতম প্রিয় মুরিদ ও খলিফা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী সুরেশ্বরী (রাঃ) ২০শে আশ্বিন কাশফে দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত আকাশ লক্ষ লক্ষ তারকা আনন্দে মুখরিত। এ সম্পর্কে হযরত সুরেশ্বরী স্বরচিত 'ছফিনায়ে ছফর' কিতাবে লিখিয়াছেন-

মনে আসে আশ্বিন মাসে জুড়িয়া আকাশ
লক্ষ লক্ষ তারাগণ ছোটে পাশা পাশ ॥

ঝাঁকে ঝাঁকে তারাগণ ছুটিয়া বেড়ায়
এক দিক হতে তারা আর দিকে যায় ॥

আগত হইতে নিশি লাগাত প্রভাত
দিকে দিকে তারা খেলা ছিল সারারাত ॥

ঘর বার আমাদের ছিল আগমন
ছিল না মনের শান্তি শরীরে বসন ॥

হুতাসে মনের শান্তি নাসিতে কেবল
নিশি ভর ছিনু সবে যেমন পাগল ॥

অশান্তি হইল মম ধৈর্য অনুকুল
শান্ত শীল ছিল মন হইবে আকুল ॥

তার পরে শীঘ্র গতি কলকাতা নগর
সেবিবারে পীর পদ মন কলেবর ॥

এ বিরসে ধৈর্য সহ্য রহিল না আর
মনে আশা জিজ্ঞাসিব নিকটে পিতার ॥

তারাদের এইরূপ আচরণের অর্থ নিজে অবগত হইতে পারিয়াও হযরত সুরেশ্বরী (রাঃ) স্বীয় মুর্শিদ পাকের নিকট আরজ করিলে তিনি বলিলেন, "এ তো খুশির সংবাদ।" পরক্ষণে তাঁহার চেহারায় মলিনতার ছাপ লক্ষ্য করা গেল।

তখন হযরত সুরেশ্বরী (রাঃ) পুনঃ আরজ পেশ করিলেন, "বাবা! আপনি বলিলেন খুশির সংবাদ অথচ আপনার চেহারা মোবারক মলিন কেন ?" তিনি বলিলেন, এটা তাঁহার ওফাতের পূর্বাভাস। তাঁহাকে সঙ্গে পাওয়ার আনন্দে আলাহর ফেরেস্তাগণ ও তারকা মণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে।

হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলার (রাঃ) আদেশে তাঁহার জাহেরান অবস্থায় হযরত সুরেশ্বরী (রাঃ) দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফে তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কারণ হযরত সুরেশ্বরী (রঃ) নিজ মুর্শিদ কেবলার ওফাতের আলামত জানিতে পারিয়া রোদনরত অবস্থায় নিজ পীর মুর্শিদের নিকট বলিলেন, বাবা! আপনার পর্দা গ্রহণ করিবার পর আমি কেমনে থাকিব। তখন হযরত ওয়াইসী পীর (রাঃ) তাঁহার নিজের জন্য সুরেশ্বর দরবার শরীফে মাজার শরীফ নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। নিজ পীর মুর্শিদ কেবলার জীবদ্দশায় হযরত সুরেশ্বরী (রাঃ) সুরেশ্বর দরবার শরীফে মাজার শরীফ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এর দুই মাস পরে, হুগলী জেলার তারকেশ্বর রেল লাইনের নসিপুর ষ্টেশনের নিকটবর্তী মোলা সিমলা গ্রামে দাওয়াতে অবস্থানকালে তিনি অসুস্থতা বোধ করেন এবং তিরোধানের আলামত বুঝিতে পারিয়া সাহাবীবর্গকে নির্দেশ দিলেন তাঁহাকে কলিকাতায় নিয়া যাওয়ার জন্য। অন্যান্য মুরিদসহ হযরত শাহ আহমদ আলী সুরেশ্বরী (রাঃ) তাঁহাকে নিয়া কলিকাতার পথে যাত্রা করেন। ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আকাশে রক্ত মেঘের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা? সকলে গগন পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য হইয়া অবলোকন করেন, যথার্থই আসমানে রুধির মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। এই বিষয় তাঁহার কর্ণ গোচর করিলে তিনি বলিলেন, অল্পক্ষণ পরেই তিনি বেছালে হক প্রাপ্ত হইয়া পর্দা গ্রহণ করিবেন। এটা তাঁহারই ইঙ্গিত। এই সময় তিনি বেশ অসুস্থতাবোধ করেন এবং হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী সুরেশ্বরী (রাঃ) কে আগাইয়া আসিতে বলিলেন। হযরত সুরেশ্বরী (রাঃ) তাঁহার নিকট আসিলে হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ) বুকে বুক মিলাইয়া দোয়া করিলেন। তৎপর মহব্বতের সহিত তাঁহার ছেরমোবারক হযরত সুরেশ্বরীর (রাঃ) বুকে হেলান দিয়া কাঁধের উপর রাখিয়া আরাম অনুভব করিলেন। এই সময় তিনি মহাপ্রভুর ধ্যানে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়া যান।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) ৮ই রবিউল আউয়াল ১৩০৪ হিজরি মোতাবেক বাংলা ১২৯৩ সনের ২০শে অগ্রহায়ণ বৈকাল ৪ টার সময় ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনের পাটফর্মে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি কলেমা শাহাদত স্নিগ্ধ স্বরে উচ্চারণ করিয়া সারা জাহানের আপন জন পরিবারবর্গ ও ভক্ত মুরিদ অনুসারীগণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চির অমরালোকে আপন মাবুদের সান্নিধ্যে গমন করেন। তিনি ৬৩ বৎসর হায়াত শরীফে জাহেরান ছিলেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ) ইন্তেকালের পরে যথারিতী গোছল করাইয়া কাফন পড়াইয়া কলিকাতা শাহ্ ওয়ালিউলাহ

লেনের বিবি সালেটের মসজিদে নেওয়া হয়। সেখানে আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য ভক্ত, মুরিদান ও জনগণ তাঁহাকে শেষবারের মত এক নজর দেখেন এবং জানাজায় শরীক হন। অত:পর কলিকাতা মানিকতলার দিলীওয়ালা গোরস্থানে হযরত ওয়াইসী পীর কেবলাকে (রাঃ) যথারীতি দাফন করা হয়। ঠিক একই সময়ে বহু লোকের উপস্থিতিতে বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর পবিত্র দেহ মোবারক যথাযোগ্য মর্যাদায় দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফে জানাজা হওয়ার পর পূর্বাহ্নে নির্মিত মাজার শরীফে সমাহিত করা হয়। সেই হইতে আজ পর্যন্ত দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফে তাঁহার মাজার শরীফ সুন্দরভাবে বিদ্যমান ও যথারীতি পরিচর্যা হয় এবং ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া জেয়ারত করিয়া ফয়েজ প্রাপ্ত আসিতেছেন।

সন্তান-সন্ততি : হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলার (রাঃ) দুই পুত্র এবং দুই কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শৈশবেই বেলায়েত ও কামালিয়ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আবদুলাহ আলী (রাঃ) ৭ বৎসর বয়সে এবং দ্বিতীয় কন্যা হযরত সৈয়্যেদা জোবেদা খাতুন (রাঃ) যিনি কোরআনে হাফেজা এবং আধ্যাত্মিক গুণ কারামতে অতুলনীয়া হইয়া মাত্র ১২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে জীবিত প্রথম পুত্র হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ গোলাম মোস্তফা আলী (রাঃ) সাহেব উচ্চ শিক্ষিত বেলায়েত প্রাপ্ত কামেল অলি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম সন্তান হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মাসউদুর রহমান (রাঃ) সাহেব। দ্বিতীয় সন্তান হযরত সৈয়্যেদা তামান্না খাতুন, তৃতীয় সন্তান আলহাজ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব (রাঃ) যিনি এই "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবের সার্থক অনুবাদক। এবং সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা সন্তান হযরত সৈয়্যেদা ফাতিমা খাতুন (রাঃ) অতি অল্প বয়সেই বেলায়েত ও কামালিয়ত প্রাপ্ত হন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে প্রথমা কন্যা হযরত সৈয়্যেদা জোহরা খাতুন যিনি মুর্শিদাবাদ জেলার শাহপুরে বসবাস করিতেন। তাঁহাকে রাবেয়া-ই-বাংলা বা বাংলার 'রাবেয়া বস্‌রী' বলা হইত। তিনি 'দোর্রে মকমুম' বা 'গুপ্ত মতি' নামেও অভিহিত হন। তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ শাহপুরে নিজ বাড়ীতে অবস্থিত। তাঁহার দুই কন্যা হযরত সৈয়্যেদা সিদ্দিকা খাতুন (রাঃ), হযরত সৈয়্যেদা হাজেরা খাতুন (রাঃ) ও একমাত্র পুত্র হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ এহসান আহ্মদ মাসুম (রাঃ)।

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ এহসান আহমদ মাসুম (রাঃ)-এর চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র শৈশবে ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল মতিন জাহাঁগীর (রাঃ)-এর চার পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ শেরখালী, শাহাজাদপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ। তাঁহার পরিবারবর্গ মাজার শরীফ সংলগ নিজ বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফেরদৌস আহমেদ (মাঃজিঃআঃ)-এর এক পুত্র ও এক কন্যা। তিনি স্বপরিবারে রামচন্দ্রপুর, মিরেরচক মসজিদের দক্ষিনে, জেলাঃ রাজশাহতে বসবাস করিতেছেন। চতুর্থ পুত্র শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আবুল বাশার (মাঃজিঃআঃ)-এর দুই পুত্র, তিনি শেরখালী.শাহাজাদপুর, জেলা ঃ সিরাজগঞ্জে বসবাস করেন। তাঁহার সকলেই হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলার (রাঃ)-এর তরিকার সিলসিলা অনুযায়ী কার্যক্রম চালাইয়া আসিতেছেন। হযরত সৈয়্যেদা জোহরা খাতুন (রাঃ)-এর প্রথমা কন্যা সৈয়্যেদা সালেহা বেগম (রাঃ), দ্বিতীয়া কন্যা সৈয়্যেদা এলডিস বেগম (রাঃ), তৃতীয়া কন্যা সৈয়্যেদা হালিমা বেগম (রাঃ), চতুর্থা কন্যা সৈয়্যেদা নাসিমা (রাঃ), পঞ্চমা কন্যা আঙ্গুরা বেগম (রাঃ)।

দেশ বিভাগের কারণে মানিকতলা মুসলমানদের পরিত্যক্ত এলাকায় পরিণত হয়। হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর মাজার শরীফ অযত্ন ও অবহেলায় পড়িয়া থাকে। সুরেশ্বর দরবার শরীফের পীরে কামেল হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী (রাঃ) হুজুরের পৌত্র আলহাজ্জ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী প্রথম ১৯৭২ ইং সালের এপ্রিল মাসে এবং ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে মাজার শরীফ জিয়ারতে দ্বিতীয় বারের মত গেলে মাজার শরীফের অযত্ন ও অবহেলা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোশিয়েশনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হযরত ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর মাজার শরীফ প্রবেশের প্রধান তোরণ (যাহা রাসূলেনোমা হযরত ওয়াইসী পীর তোরণ নামে অভিহিত) তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা হযরত সুরেশ্বরী কেবলার স্মরণে নির্মাণ করিয়া দেন। তোরণ হইতে রওজা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এবং রওজা শরীফের বারান্দাও চতুর্দিকে বর্ধিতকরণ এবং বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা হুজুরের রওজা পাকের উত্তর পশ্চিম কোণে দুই মিনারের মধ্যে গম্বুজে শ্বেত পাথরে হযরত রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী হুজুরের "দিওয়ানে ওয়াইসী" কিতাবে উলেখিত ক্রমিক অনুসারে তাঁহার ৩৫ জন মুরিদ ও খলিফাদের নাম সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া নামফলক স্থাপন করিয়া দেন।

বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ) দরবার শরীফের ঐতিহাসিক, নৈপূণ্যময় কারুকার্যের ও অবদানের জন্য ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন, কলিকাতার পক্ষ হইতে আলহাজ্জ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরীকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে অগ্রহায়ণ পবিত্র ওরোছ শরীফ উপলক্ষে ওয়াইসী (এওয়ার্ড) পুরস্কার প্রদান করা হয়। হযরত ওয়াইসী হুজুরের খলিফাগণের সকল আওলাদের মধ্যে তিনি প্রথম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি এই দুর্লভ পুরুস্কারে সম্মানিত হন।

হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলার পবিত্র মাজার শরীফ মানিকতলায় ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রতি বৎসর ২০শে অগ্রহায়ণ পবিত্র ওরোছ মোবারক ও আলোচনা সভা যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালিত হইয়া আসিতেছে। উলেখযোগ্য অবদান ও কাজের প্রতি বৎসর জন্য ওয়াইসী পুরস্কারও প্রদান করা হয়। পবিত্র ওরোছ শরীফে ওয়াজ, জিকির, মিলাদ শরীফ, স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এমন ধরনের সুস্বাদু তবাররুক তৈরি করা হয় যেন সকল ধর্মের লোক তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রতি বৎসর ২০শে অগ্রহায়ণ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর ওফাত দিবস উপলক্ষে একই সাথে কলিকাতা মানিকতলায় তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ ২৪/১, মুন্সিপাড়া লেন এবং ঢাকার "খানকায়ে সুরেশ্বরী" ৩৮৫/সি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায় পবিত্র ওরোছ শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। আলহাজ্জ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী (মাঃজিঃআঃ) ঢাকাতে 'রাসূলেনোমা হযরত ওয়াইসী পীর (রাঃ) ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করিয়া গবেষণার কাজ ও প্রতি বৎসর ২০ শে অগ্রহায়ণ উক্ত পবিত্র ওরোছ শরীফ উদ্‌যাপন করিয়া, রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর কর্মময় জীবন ও দিওয়ানে ওয়াইসীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিয়া থাকেন।

আলহাজ্জ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মোবারক

কর্মগুণে মানুষ বড়। কর্ম মানুষকে অমরত্ব দান করে। কর্ম ছাড়া শুধু বংশ মর্যাদা কাহাকেও আগাইয়া নিতে পারে না। কিন্তু উচ্চ বংশ মর্যাদার সহিত যদি মহৎ কর্মের মিলন হয় তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা। জগতের বুকে এমন ব্যক্তিত্ব একেবারেই বিরল। রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পৌত্র হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) উচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারী হইয়াও অনাড়ম্বর ভাবে জীবন যাপন করিতেন, অথচ অসংখ্য মহৎ কর্মের সমাহারে নিজ জীবনকে সাজাইয়াছেন সুন্দর সুবাসিত ফুলের বাগানের ন্যায়।

আওলাদে রাসূল পাক (সাঃ) হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) জাহেরী ও বাতেনী উভয় শিক্ষাতে চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেন। তাঁহার প্রতিটি ধমনী ও শিরায় রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর পবিত্র রক্ত, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ফয়েজ রহমত প্রবাহিত ছিল।

হযরত জানে আলম (রাঃ) শৈশব হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ফলে শিক্ষা জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সরকারি বৃত্তি পাইয়া সফলতার সহিত শিক্ষা জীবন উত্তীর্ণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফার্সী ভাষায় মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হইয়াও ষড়যন্ত্রের কারণে দ্বিতীয় হন। ক্লাসে সেরা ছাত্র হইয়াও হিন্দু শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণের কারণে তিনি যোগ্যতা অনুসারে সুনিশ্চিত প্রথম স্থান হইতে বঞ্চিত হন। এরপর তিনি আইন শাস্ত্রে অধ্যয়ন পূর্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল, ডিগ্রী কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

তিনি প্রথম জীবনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের সহিত সমপর্যায়ে আইন ব্যবসা করিয়া অত্যন্ত জন প্রিয়তা অর্জন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জানে আলম (রাঃ) কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের মুষ্টিমেয় মুসলমান আইনজীবীদের মধ্যে বিপুল সুখ্যাতি ও সফলতা অর্জন করেন। তাঁহার আইনগত মেধা ও যোগ্যতা শীর্ষস্থানীয় হিন্দু আইনজীবীদের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত এলাকা থিয়েটার রোডস্থ নিজ বাসভবনে

থেকে তিনি আইন ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা সুপ্রীম কোর্টে যোগদান করেন এবং ঢাকা শহরে সম্ভ্রান্ত এলাকা ২৯, ওয়াইর ষ্ট্রীট ওয়ারীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) পূর্ব পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টেও সফলতার সহিত আইন ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ অলংকৃত করেন। অতিশয় সততা ও কৃতিত্বের সহিত তিনি নিজ পদমর্যাদা রক্ষা ও দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেন।

আইন পেশায় সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করিয়াও সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং কঠোর নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করিতেন। তিনি যথার্থ অর্থে 'Simple living, high thinking' এই আদর্শ মেনে চলিতেন। এবং অন্যদের উৎসাহিত করিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দানশীল ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। আয়ের অধিকাংশ টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আর্থিক সংকটে পতিত আইনজীবীদের সাহায্যার্থে এসোসিয়েশনের কল্যাণ তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করিয়া যান।

আইন পেশায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) হুজুর অত্যন্ত ধর্ম পরায়ন ও উচ্চস্তরের কামেল অলি ছিলেন। ধর্ম পালনের পাশাপাশি তিনি ধর্ম চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তিনি ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) ও অনন্য ইসলামী পর্ব সমূহ বিশাল আয়োজন ও যথা যোগ্য মর্যাদায় মিলাদ-মাহফিল শেষে তাবাররুখ পরিবেশন ও বিতরন করিতেন। তিনি যে কোন মিলাদ শরীফে যোগ দান করিলে তাঁহার পিতামহের আদর্শে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নিয়মিত কেয়াম করিতেন। আজও তাঁহার আওলাদবর্গ সেই ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম হুজুর ছিলেন উদারমনা আধ্যাত্মিক মহা পুরুষ। তিনি সমসাময়িক সকল ধর্মের উপর যথেষ্ট পড়ালেখা করিতেন। এই অগাধ জ্ঞানের কারণে তিনি পবিত্র কুরআনের বাণী যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করিতে সক্ষম ছিলেন। এই জন্য সকল ধর্মের মানুষের নিকট তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য এবং সকল মতের মানুষের নিকট এক সুমহান আদর্শ। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি সকলের অনুরোধে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি আইনজীবীগণের নিকট এতটা প্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, কোন আইনজীবীই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে রাজি হন নাই। ফলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

'রাসূলেনোমা' আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) রচিত বিশ্ব বিখ্যাত "দিওয়ানে ওয়াইসী" প্রথম তাঁহারই পৌত্র আলহাজ্ব হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) কিতাবের ২৫ টি গযলের সার্থক অনুবাদ করেন এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ব্যারিষ্টার শাহ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম সাহেব ও সুযোগ্যা কন্যা হযরত সৈয়্যেদা সিতারা বেগম প্রকাশ করেন । বাংলাদেশ ও ভারতের সর্বত্র উহা সমাদৃত ও বিস্তার লাভ করে।

তাঁহার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এতই নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী তাহা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। বাঙ্গালি ভাষা ভাষীদের জন্য এ এক অমূল্য তোহফা। যাহা মহব্বত সহকারে পাঠ করিলে হযরত বাবা ওয়াইসী পীর কেবলা কাবা (রাঃ)-এর হৃদয় নিগঢ়ানো হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি খাঁটি প্রেমের স্বাদ উপলব্ধি করা যায় এবং নিজের অজান্তেই আত্মহারা প্রেমিকের ন্যায় প্রেমাশ্রুতে বুক ভাসিয়া যায়। এই মহামূল্যবান বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক আশেকের পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। এক কথায় বলা যাইতে পারে তাহার শ্রম বৃথা যায় নাই বরং এই অনুবাদের মাধ্যমে 'ওয়াইসী আশেকগণের' হৃদয়ে তিনি চিরস্মরণীয় উজ্জ্বলতম আকাশের চাঁদের মত উদ্ভাসিত হইয়া আছেন।

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) মুর্শিদাবাদের ভরতপুর নিবাসী খান বাহাদুর ফজলুল হক সাহেবের পৌত্রী (নাতনী) মোসাম্মাৎ সাদেকা বেগমের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। তাঁহাদের ঘরে এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা মিসেস সিতারা চৌধুরী বরিশালের স্বনামধন্য উলানিয়া জমিদার পরিবারের মরহুম বংশধর বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী। জনাব চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি এবং অবসর গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিসেস সিতারা চৌধুরী উচ্চ শিক্ষিতা, ধার্মিক, সরলা ও ন্যায়পরায়না বিদূষী নারী। তাঁহাদের সংসারে দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত মুহাম্মদ জানে আলম হুজুরের একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টার আলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ শাহীদ আলম সাহেব তিনি উচ্চ শিক্ষিত, অমায়িক, ধার্মিক এবং অভিজ্ঞ সিনিয়র আইনজ্ঞ (ব্যারিষ্টার)। তিনি ছাত্র জীবনে অসাধারণ মেধাবী ও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া আইন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গমন করেন। সেখানে তিনি কৃতিত্বের সহিত বার-এট-ল পাশ করেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্টে

যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত সুনামের সহিত এ পেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা তথা এলমে তাসাউফের উর্ধ্ব গগনে বিরাজিত আছেন।

তাঁহার পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ফয়জুল ইসলাম চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিতা আলহাজ্জ্ব ড. মিসেস নাছিমা চৌধুরী। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপর গবেষণা করিয়া পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র সৈয়্যেদ সাকিব আলম ও কন্যা সৈয়্যেদা সাবরিনা আলম। সৈয়্যেদ সাকিব আলম বর্তমানে লন্ডনে বার এট. ল. অধ্যয়ন করিতেছেন এবং সৈয়্যেদা সাবরিনা আলম বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিতেছেন। তিনি স্বস্ত্রীক পবিত্র হজ্জ্বব্রত পালন করেন। আলহাজ্জ্ব হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ শাহিদ আলম পূর্ব পুরুষের আদর্শে আদর্শবান এবং অত্যন্ত দয়ালু নিরহংকার। তিনি তাঁহাদের সিলসিলার ভক্ত আশেক ও মুরিদগণকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং একান্ত আপন জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) সত্যিকার অর্থে পরোপকারী অতিথি বাৎসল এবং শিশু সুলভ ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়া দিন শুরু করিতেন এবং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ মানিয়া চলিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র হজ্জ্বব্রত পালন করেন এবং পবিত্র মদিনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীতে হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর পবিত্র রওজা মোবারক জেয়ারতের মাধ্যমে আলাহপাকের দরবারে নিজকে উৎসর্গীকৃত করেন।

বিধাতার আহ্বানে নিজ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য গুণগ্রাহী বন্ধু বান্ধবকে ছাড়িয়া হযরত সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রাঃ) ২৭শে এপ্রিল দিবাগত শেষ রাত্রে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। কবরস্থানে ঢুকিতেই হাতের ডান দিকে ওজুখানার পূর্বদিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলে প্রথম সারিতেই তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ, নং ২৯৪৫। অত্যন্ত নিবিড় অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনি শায়িত রহিয়াছেন। জেয়ারতকারীগণের অনেকেই তাঁহার নৈসর্গিক মধুর আহ্বান শুনিতে পান। প্রকৃত জেয়ারতকারীগণ তাঁহার মাজার শরীফ জেয়ারতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ফয়েজ রহমত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর পবিত্র দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে বর্ণিত

শাজারা মোবারক বা সনদনামা

আরেফে কামেল মাহবুবে সুব্হানী, মাহবুবে সাইয়্যেদুল মুর্সালীন কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) রূহানি ভাবে হযরত রাসূল করিম (সাঃ)-এর সহিত সম্পর্ক যুক্ত। মুজাদ্দেদীয়া তরিকার ক্ষেত্রে রূহানী ভাবে তিনি হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ)-এর সহিত যুক্ত। নকশেবন্দিয়া তরিকার ক্ষেত্রে তিনি রূহানি ভাবে যুক্ত হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশেবন্দ বোখারী (রাঃ)-এর সহিত। কাদেরিয়া তরিকার ক্ষেত্রে তাঁহার রূহানি যোগ সূত্র হযরত বড়পীর গাউসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর সহিত। চিশতিয়া তরিকার ক্ষেত্রে তিনি রূহানি ভাবে সম্পর্ক যুক্ত হযরত খাজা গরিবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী সানজুরী (রাঃ)-এর সহিত। এমনি ভাবে তিনি ওয়াইসিয়া, মাসুমিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সহিতও সম্পৃক্ত।

এভাবে তিনি মুজাদ্দেদীয়া, নকশেবন্দিয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, ওয়াইসিয়া, মাসুমিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া এই সাত তরিকার ফয়েজ ও নিসবতের মাধ্যমে খেলাফত ও পীরের মর্যাদা লাভ করেন। ※

※ শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জানশরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রাঃ) ছিলেন রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর বিশিষ্ট খলিফা। ফলে তিনিও ছিলেন উলেখিত সকল তরিকার নিসবত প্রাপ্ত ও আওতাভুক্ত। একই ধারাবাহিকতায় দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফের পরবর্তী গদিনশীন পীর ও আওলাদবৃন্দ সেই সকল তরিকার শাজারা মোবারক সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

নকশেবন্দিয়া-মুজাদ্দেদীয়া তরিকার পীরগণের পবিত্র শাজারা বা সনদনামা

১. আফজালুল আম্বিয়া ও ওয়াররাসূল রাহ্মাতুলীল্ল 'আলামীন আহ্মাদ মুজ্তাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সালাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আস্হাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সালিম। ওফাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা।

২. আমিরুল মুমিনীন হযরত আবুবকর সি্দ্দীক (রাঃ)। মাজার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা।

৩. তাঁহার মুরিদ হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। তিনি ২৫০ বৎসর বয়সে (মতান্তরে ৩৫০ বৎসর) ৩৩ হিজরিতে ওফাত প্রাপ্ত হন।

৪. তাঁহার মুরিদ তাবেঈনদের প্রথম সারির এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলোচিত ব্যক্তিত্ব হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ)। মাজার শরীফ মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে।

৫. তাঁহার মুরিদ ইমামুল আজম হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)। জন্ম ৮০ হিজরি, ১৭ই রবিউল আউয়াল। (মতান্তরে ৮ই রমজান) মদীনা শরীফ।

৬. তাঁহার মুরিদ সুলতানুল আরেফিন হযরত আবু ইয়াযিদ বোস্তামী (রাঃ)। মাজার শরীফ-বোস্তাম।

৭. তাঁহার মুরিদ কুতুবে জামান শায়েখ আবুল হাসান খারকানী (রাঃ)। জন্ম ১৫৩ হিজরি, ওফাৎ ২০৩ হিজরি, মাজার শরীফ-খেরকান।

৮. তাঁহার মুরিদ শায়খে তরিকত হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসি (রাঃ)।

৯. তাঁহার মুরিদ হযরত আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রাঃ)। জন্ম ৪৪০ হিজরি।

১০. তাঁহার মুরিদ রইসুত তরিকত আরেফে রব্বানী হযরত মাওলানা খাজায়ে খাজেগান আবদুল খালেক গজদেওয়ানী (রাঃ)।

১১. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা আরেফ রেওগিরী (রাঃ)। মাজার শরীফ, রেওগির।

১২. তাঁহার মুরিদ হযরত মাহমুদ আনঞ্জির ফাগনুবী (রাঃ)। ওফাৎ ৭১৬ (মতান্তরে ৭১৭) হিজরি, ১৭ই রবিউল আউয়াল।

১৩. তাঁহার মুরিদ হযরত আলী আর্‌রামিতিনী (রাঃ)। মাকান রামিতন। জন্ম ৬৯১ হিজরি, মাজার শরীফ-খারিজম, (খারজুম)।

১৪. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বাবা সামাছী (রাঃ)। মাজার শরীফ-কসবা, সামাছ।

১৫. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমীর সৈয়্যেদ ক্বালাল (রাঃ)। তিনি ২০ বৎসর পীরের খেদমত করিয়াছেন। ওফাৎ ৭৭২ হিজরি, ১৫ই জমাদিউস সানী। মাজার শরীফ রমিতনের নিকটবর্তী বুখারা।

১৬. তাঁহার মুরিদ ইমামে তরিকত শামসুল আরিফিন হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রাঃ)। তিনি নকশেবন্দিয়া তরিকার ইমাম। মাজার শরীফ-কসবা, আরকান।

১৭. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রাঃ)। মাকান কাবুল ও গজনীর মধ্যবর্তী চারখ গ্রামে। ওফাৎ ৮৫১ হিজরি, মাজার শরীফ ইয়ালকেনু।

১৮. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা খাজা উবায়দুলাহ আহরার (রাঃ)। মাজার শরীফ-ওয়াকশ, সমরকান্দ।

১৯. তাঁহার মুরিদ জনাব হযরত মাওলানা যাহেদ (রাঃ)। ওফাৎ ৯৩৬ হিজরি, ১লা রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ- ওয়াকশ।

২০. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা দরবেশ (রাঃ)। ওফাৎ ৯৭০ হিজরি, ১৯ শে মুহাররম, মাজার শরীফ এছফেয়ার।

২১. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র হযরত মাওলানা খাজাকী আমকুনকী (রাঃ)। জন্ম ৯১৮ হিজরি, ওফাৎ ১০০৮ হিজরি, ২২শে শাবান। মাজার শরীফ-কসবা, আমকাঙ্গ, ভারত।

২২. তাঁহার মুরিদ দ্বীনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধারক ও বাহক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ খাজা বাকিবিলাহ (রাঃ)। জন্ম স্থান কাবুল, নিবাস দিলী, জন্ম ৯৭১ হিজরি, (মতান্তরে ৯৭২ হিঃ) ওফাৎ ১০১২ হিজরি, ২৫শে জমাদিউস সানী, মাজার শরীফ-দিলী।

২৩. তাঁহার মুরিদ হযরত ইমামে রাব্বানী, কাইয়্যুমে জামান, মুজাদ্দেদে আল-ফেসানি শায়খ আহমাদ সেরহিন্দি (রাঃ)। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশধর, এই জন্য তাঁহাকে ফারুক এবং হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সালাম-এর ১০০০ বৎসর পরে দ্বীনে তরিকত সংস্কার সাধন করেন বলিয়া তাঁহাকে মুজাদ্দেদে আলফেসানী বলা হয়। জন্ম ৯৭১ হিজরি, ১৪ই শাওয়াল, ওফাত ২৮ শে সফর মাজার শরীফ- সেরহিন্দ।

২৪. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আদমবিননূরী (রাঃ)। মাকান বন্দর (বেন্নুর), ওফাৎ ১০৫৩ হিজরি, মাজার শরীফ মদীনা মনোওয়ারা।

২৫. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আবদুলাহ আকবরাবাদী (রাঃ) মাকান ও মাজার শরীফ যমুনা নদীর তীরে, আগ্রা, ভারত।

২৬. তাঁহার মুরিদ হযরত শাহ্ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রাঃ), মাজার শরীফ-দিলী, ভারত।

২৭. তাঁহার মুরিদ এবং সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ্ ওয়ালি উলাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাঃ)। তিনি সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। জন্ম ১১১৪ হিজরি, ৪ঠা শাওয়াল। ওফাত ১১৭৬ হিজরি, মাজার শরীফ- দিলী, ভারত।

২৮. তাঁহার মুরিদ এবং বুযুর্গ সন্তান আলেমকুল শিরোমণি এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাঃ), জন্ম ১১৫৯ হিজরি, ওফাৎ ১২৩৯ হিজরি, ৭ই শাওয়াল। মাজার শরীফ- দিলী, ভারত।

২৯. তাঁহার মুরিদ মাহবুবে সোবহনী হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (রাঃ)। তিনি পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ধর্ম যুদ্ধে ১২৪৬ হিজরি, যিলকদ, বালাকোর্ট শহরে শহীদ হন।

৩০. তাঁহার মুরিদ সালেক্বীনদের শিরোমণি, আরেফীনদের মূল, হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রাহমাতুলাহি আলাইহি), মাজার শরীফ- মালিয়াশ, থানা- মিরেরশ্বরাই, জেলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৩১. তাঁহার মুরিদ আরেফে রাব্বানী মাহবুবে সোবহানী, মাহবুবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাহমাতুলাহি আলাইহি। ওফাৎ ১৩০৪ হিঃ ৮ই রবিউল আউয়াল, ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বাংলা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬ ইংরেজী, রোজ রবিবার বৈকাল ৪-০০টা। মাজার শরীফ, ২৪/১, মুন্সীপাড়া লেন, মানিকতলা, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফ, থানা- নড়িয়া, জেলা- শরিয়তপুর, বাংলাদেশ।

কাদরিয়া তরিকার পীরগণের পবিত্র শাজারা বা সনদনামা

১. আফজালুল আম্বিয়া ওয়ার্‌রাসুল রাহমাতুলীল্ল আলামীন আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সালালাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সালিম। ওফাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা।

২. তাঁহার মুরিদ আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) এবং রাসূল (সাঃ) তনয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)।

৩. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র ইমামুল মোত্তাকীন হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)।

৪. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র সাইয়েদুস সাদাত জামেউল বারাকাত হাসান মুসান্না (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৫. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র শাহ আবদুলাহ মাহাজ (রাঃ)।

৬. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবুল আলম শাহ্ মুসা আল জাওয়ান (রাঃ)।

৭. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র আব্দুলাহ আল মোরিছ (রাঃ)।

৮. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবুল আলম শাহ মুছা (রাঃ)।

৯. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র শাহ্ সৈয়্যেদ দাউদ (রাঃ)।

১০. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ মোহাম্মদ মোরিছ (রাঃ)।

১১. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ ইয়াহ্ ইয়া যাহেদ (রাঃ)।

১২. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবুল আলম শাহ্ সৈয়্যেদ আবদুলাহ (রাঃ)।

১৩. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবুল আলম শাহ্ আবু ছালেহ্ (রাঃ)।

১৪. তাঁহার মুরিদ কুতুবে রাব্বানী গাউসে সামদানী হযরত বড়পীর সৈয়্যেদ মহিউদ্দীন আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)।

১৫. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র কুতুবে রাব্বানী গাউসে সামদানী কারিমুত্ তরফাইন সাইয়্যেদুস সাদাত কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক (রাঃ)।

১৬. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ শরফুদ্দীন কিতাল (রাঃ)।

১৭. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল মোহাক্কেকীন সৈয়্যেদ আবদুল ওহাব (রাঃ)

১৮. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ বাহাউদ্দীন (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

১৯. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ আক্বীল (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২০. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আলম সৈয়্যেদ শামসুদ্দীন শাহরায়ী (রাঃ)।

২১. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আলম হযরত শাহ গুদা রহমান (রাঃ) (প্রথম)।

২২. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আলম হযরত সৈয়্যেদ শামসুদ্দীন আরেফ (রাঃ)।

২৩. তাঁহার মুরিদ হযরত সৈয়্যেদ গুদা রহমান (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২৪. তাঁহার মুরিদ হযরত শাহ ফুযায়েল (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২৫. তাঁহার মুরিদ হযরত শাহ কামাল (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২৬. তাঁহার মুরিদ হযরত আবদুল আহাদ (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২৭. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমাদ সেরহিন্দ (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২৮. তাঁহার মুরিদ হযরত আদম বিন নূরী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

২৯. তাঁহার মুরিদ হযরত সৈয়্যেদ আকবরাবাদী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৩০. তাঁহার মুরিদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুর রহিম (রাঃ)।

৩১. তাঁহার মুরিদ প্রখ্যাত মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উলাহ দেহলভী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৩২. তাঁহার মুরিদ এবং বুযুর্গ সন্তান আলেমকুল শিরোমণি এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাঃ), জন্ম ১১৫৯ হিজরি, ওফাৎ ১২৩৯ হিজরি, ৭ই শাওয়াল। মাজার শরীফ- দিলী, ভারত।

৩৩. তাঁহার মুরিদ মাহবুবে সোবাহনী হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (রাঃ)। তিনি পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ধর্ম যুদ্ধে ১২৪৬ হিজরি, যিলকদ, বালাকোর্ট শহরে শহীদ হন।

৩৪. তাঁহার মুরিদ সালেক্বীনদের শিরোমণি, আরেফীনদের মূল, হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রাহমাতুলাহি আলাইহি), মাজার শরীফ- মালিয়াশ, থানা- মিরেরশ্বরাই, জেলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৩৫. তাঁহার মুরিদ আরেফে রাব্বানী মাহবুবে সোবহানী, মাহবুবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাহমাতুলাহি আলাইহি। ওফাৎ ১৩০৪ হিঃ ৮ই রবিউল আউয়াল, ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বাংলা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬ ইংরেজী, রোজ রবিবার বৈকাল ৪-০০টা। মাজার শরীফ, ২৪/১, মুন্সীপাড়া লেন, মানিকতলা, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফ, থানা- নড়িয়া, জেলা- শরিয়তপুর, বাংলাদেশ।

চিশতিয়া তরিকার পীরগণের পবিত্র শাজারা বা সনদনামা

১. আফজালুল আম্বিয়া ওয়াররাসূল রাহমাতুলীল আলামীন আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সালিম। ওফাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারা।

২. তাঁহার মুরিদ আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ)।

৩. তাঁহার মুরিদ হযরত হাসান বসরী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৪. তাঁহার মুরিদ হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)।

৫. তাঁহার মুরিদ হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৬. তাঁহার মুরিদ হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৭. তাঁহার মুরিদ ফকিরদের ইমাম, আউলিয়ায়ে কেরামের অগ্রনায়ক হযরত হুযাইফা মারআশী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৮. তাঁহার মুরিদ তত্ত্বজ্ঞানীদের মুকুটমণি খাজা হযরত আবু হুবাইরা বসরী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

৯. তাঁহার মুরিদ যুগের গাউস, যামানার কুতুব, তরিকতের তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজন বরেণ্য হযরত মমশাদ উলবে দিনওয়ারী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

১০. তাঁহার মুরিদ খাজা আবু ইসহাক শামী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

১১. তাঁহার মুরিদ ক্বোদওয়াতুদ্দীন হযরত খাজা আবু আহ্ম্মদ (রাঃ)।

১২. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র খাজা মুহাম্মদ চিশতী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

১৩. তাঁহার মুরিদ ও ভাগ্নে খাজা ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুমআন চিশতী (রাহমাতুলাহি আলাইহি) ।

১৪. তাঁহার মুরিদ ও সুযোগ্য পুত্র কুতুবুল আকতাব খাজা মওদুদ চিশতী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)। শাময়ে সুফিয়া এবং চেরাগে চিশতিয়া নামে লোকে তাঁহাকে অভিহিত করিত।

১৫. তাঁহার মুরিদ হাজ্বী শরীফ জিন্দানী (রাঃ)।

১৬. তাঁহার মুরিদ তরিকত পন্থীগণের ইমাম, হাকিকত বিশারদ, আউলিয়া কেরামের অগ্রনায়ক হযরত খাজা উসমান হারুনী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।

১৭. তাঁহার মুরিদ হযরত খাজায়ে খাজেগান মঈন উদ্দীন হাসান চিশত সানজরী (রাঃ)।

১৮. তাঁহার মুরিদ কুতুবুল আকতাব খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাঃ)।

১৯. তাঁহার মুরিদ সুলতানুস সালেকীন শামসুল আরেফীন হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রাঃ)।

২০. তাঁহার মুরিদ সুলতানুল আউলিয়া, মাহবুবে এলাহী হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রাঃ)।
২১. তাঁহার মুরিদ হযরত ঘী সিরাজ উসমান উধী (রাঃ)।
২২. তাঁহার মুরিদ হযরত আলাউল হক ইবনে আসাদ লাহোরী বাঙ্গালী (রাঃ)।
২৩. তাঁহার মুরিদ ও পুত্র খাজা নূর কুতুবুল আলম (রাঃ)।
২৪. তাঁহার মুরিদ শায়খ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী (রাঃ)।
২৫. তাঁহার মুরিদ হযরত সৈয়্যেদ রাজি হামিদ শাহ (রাঃ)।
২৬. তাঁহার মুরিদ হযরত হাসান ইবনে তাহের (রাঃ)
২৭. তাঁহার মুরিদ শায়খ কাজী খান ইউসুফ আছেহী (রাঃ)।
২৮. তাঁহার মুরিদ এলমের অকুল সমুদ্র, অলিয়ে কামেল শায়খ আবদুল আজিজ (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।
২৯. তাঁহার মুরিদ সৈয়্যেদ আবদুলাহ আকবরাবাদী (রাঃ)।
৩০. তাঁহার মুরিদ শায়খে কামেল ওয়াল মুকাম্মাল হযরত শাহ্ আবদুর রহিম (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।
৩১. তাঁহার মুরিদ প্রখ্যাত মুহাদ্দীস হযরত মাওলানা শাহ্ অলি উলাহ দেহলভী (রাহমাতুলাহি আলাইহি)।
৩২. তাঁহার মুরিদ এবং বুযুর্গ সন্তান আলেমকুল শিরোমণি এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাঃ), জন্ম ১১৫৯ হিজরি, ওফাৎ ১২৩৯ হিজরি, ৭ই শাওয়াল। মাজার শরীফ- দিলী, ভারত।
৩৩. তাঁহার মুরিদ মাহবুবে সোবাহনী হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (রাঃ)। তিনি পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ধর্ম যুদ্ধে ১২৪৬ হিজরি, যিলকদ, বালাকোর্ট শহরে শহীদ হন।
৩৪. তাঁহার মুরিদ সালেক্বীনদের শিরোমণি, আরেফীনদের মূল, হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রাহমাতুলাহি আলাইহি), মাজার শরীফ- মালিয়াশ, থানা- মিরেরশ্বরাই, জেলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৩৫. তাঁহার মুরিদ আরেফে রাব্বানী মাহবুবে সোবহানী, মাহবুবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলাম্মা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রাহমাতুলাহি আলাইহি। ওফাৎ ১৩০৪ হিঃ ৮ই রবিউল আউয়াল, ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বাংলা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬ ইংরেজী, রোজ রবিবার বৈকাল ৪-০০টা। মাজার শরীফ, ২৪/১, মুন্সীপাড়া লেন, মানিকতলা, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফ, থানা- নড়িয়া, জেলা- শরিয়তপুর, বাংলাদেশ।

কাইয়্যুমে জামান হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততিদের নাম

১. হযরত শাহ্ মোঃ মাসুম সাহেব, রামপুর।
২. মৌলভী অলিউন্নকী সাহেব, রামপুর।
৩. হযরত শাহ আবুল খায়ের সাহেব, মোঃ আবদুলাহ সাহেব, গদিনশীন, দিলী।
৪. হযরত শাহ গোলাম ফারুক সাহেব, জামনগর, জেলা-কাটুয়া।
৫. হযরত শাহ্ আবু আহমদ সাহেব, ভূপাল।
৬. হযরত শাহ মিসবাহুল মাগনী সাহেব, দক্ষিণ হায়দারাবাদ।
৭. হযরত শাহ বাহরুদ্দীন সাহেব, সিন্ধ হায়দারাবাদ।
৮. হযরত শাহ ফেদা মোহাম্মদ সাহেব, মদীনা শরীফ।
৯. হযরত শাহ মঞ্জুর আহম্মদ সাহেব, মদীনা শরীফ।
১০. হযরত শাহ আহমদ বাহাউদ্দীন সাহেব মাসুমী, ইস্তাম্বুল।

কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলাম্মা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততিদের নাম

১. হযরত মৌলভী শাহ সূফী সৈয়্যেদ মোস্তফা আলী সাহেব (রাঃ), ওফাৎ নিজ আবাস স্থান, পুনাশী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
২. হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আবদুলাহ আলী (রাঃ), শৈশবে ইন্তেকাল করেন।
৩. কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়্যেদা জোহরা বিবি সাহেবা, বাসস্থান- শাহপুর, পোঃ-শাহপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। মাজার শরীফ- শাহপুর দরবার শরীফ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। *
৪. হযরত সৈয়্যেদা জোবেদা খাতুন (রাঃ), [বারো বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।]

* কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়্যেদা জোহরা খাতুন (রাঃ)-এর এক পুত্র হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ এহ্সান আহম্মদ মাসুম (রাঃ), দুই কন্যা হযরত সৈয়্যেদা সিদ্দিকা খাতুন (রাঃ) ও হযরত সৈয়্যেদা হাজেরা খাতুন (রাঃ)। হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ এহ্সান আহম্মদ মাসুম (রাঃ)-এর চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা। প্রথম পুত্র শৈশবে ইন্তেকাল করেন, দ্বিতীয় পুত্র মরহুম হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আবদুল মতিন জাহাঁগীর (রাঃ)-এর চার পুত্র তিন কন্যা। তৃতীয় পুত্র হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফেরদৌস আহম্মদ সাহেবের একপুত্র ও এককন্যা। চতুর্থ পুত্র হযরত শাহ্ সূফী ষৈয়্যেদ আবুল বাসার সাহেবের দুই পুত্র।

কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ)-এর দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে বর্ণিত ৩৫ জন মুরিদ ও খলিফাগণের নাম এবং বাসস্থান

১. মাওলানা আবদুল হক সাহেব (রাঃ), গ্রাম ও পোঃ-সিজগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
২. মৌলভী আইয়াজ উদ্দীন সাহেব (রাঃ), আলীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৩. সূফী নিয়াজ আহমদ সাহেব (রাঃ), কাতরাপোতা, জেলা-বর্ধমান, ভারত।
৪. সূফী একরামুল হক সাহেব (রাঃ), পুনাসী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
৫. মৌলভী মতিয়ুর রহমান সাহেব (রাঃ), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৬. হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম সাহেব (রাঃ), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৭. মৌলভী আবদুল আজিজ সাহেব (রাঃ), চন্দ্র জাহানাবাদ, জেলা-হুগলী।
৮. মৌলভী আকবর আলী সাহেব (রাঃ), সিলেট, বাংলাদেশ।
৯. মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব (রাঃ), ঢাকা, বাংলাদেশ।
১০. মৌলভী আহমদ আলী সাহেব (রাঃ), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
১১. শাহ দিদার বখস সাহেব (রাঃ), পদ্মপুকুর, জেলা- হাওড়া, ভারত।
১২. শাহ বাকিউলাহ সাহেব (রাঃ), কানপুর, জেলা-হুগলী, ভারত।
১৩. মৌলভী আবু বকর সাহেব (রাঃ), ফুরফুরা, জেলা- হুগলী, ভারত
১৪. মাওলানা শাহ সূফী গোলাম সালমানী (রাঃ), ফুরফুরা, ভারত।
১৫. মৌলভী গনিমত উলাহ সাহেব (রাঃ), ফুরফুরা, ভারত।
১৬. মুন্সী সাদাকাত উলাহ সাহেব (রাঃ), ফুরফুরা, ভারত।
১৭. মুন্সী শারাফাত উলাহ সাহেব (রাঃ), খাতুন, জেলা-হুগলী, ভারত।
১৮. শায়েখ কোরবান আলী সাহেব (রাঃ), বানিয়া তালাব, কলিকাতা, ভারত।
১৯. শামসুল ওলামা মৌলভী মির্জা আশরাফ আলী সাহেব (রাঃ), কলিকাতা।
২০. সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী সাহেব (রাঃ), মেহ্দীবাগ, কলিকাতা।
২১. মৌলভী গুল হুসাইন সাহেব (রাঃ), খোরাসান, আফগানিস্তান।
২২. মৌলভী আতাউর রহমান সাহেব (রাঃ), চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৩. মৌলভী মুবিনুলাহ সাহেব (রাঃ), রামপাড়া, জেলা-হুগলী, ভারত।
২৪. মৌলভী সৈয়্যেদ যুলফিকার আলী সাহেব (রাঃ), টিটাগড়, জেলা- চব্বিশপরগনা, ভারত।
২৫. মৌলভী আতায়ে এলাহি সাহেব (রাঃ), মঙ্গলকোট, জেলা- বর্ধমান, ভারত।
২৬. মুন্সী সুলায়মান সাহেব (রাঃ), জেলা-চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৭. মৌলভী নাছিরুদ্দীন সাহেব (রাঃ), জেলা- নদিয়া, ভারত।
২৮. মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব (রাঃ), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
২৯. মৌলভী কাজী খোদা নাওয়াজ সাহেব (রাঃ), দাহসা, জেলা- হুগলী, ভারত।
৩০. মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব (রাঃ), বৈদ্যবাটি, জেলা- হুগলী, ভারত।
৩১. কাজী ফাসাহতুলাহ সাহেব (রাঃ), চব্বিশ পরগনা, ভারত।

৩২. শায়েখ লাল মোহাম্মাদ সাহেব (রাঃ), চুচুড়া, জেলা- হুগলী, ভারত।
৩৩. মৌলভী সৈয়্যেদ আযম হুসাইন সাহেব (রাঃ), অবস্থান-মদীনা শরীফ।
৩৪. মৌলভী মোহাম্মদ সৈয়্যেদ ওবায়দুলাহ সাহেব (রাঃ), শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, ভারত।
৩৫. মৌলভী হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম সাহেব (রাঃ), ফুরফুরা, জেলা-হুগলী।

শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত জানশরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মোবারক

ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচারের জন্য ইসলামের পতাকা নিয়া যাঁহারা এই দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ মোহাম্মদ দিদার উলাহ শরীফ অন্যতম। তিনি আওলাদে রাসূল (সাঃ) এবং আশেকে রাসূল (সাঃ) ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের নিমিত্তে আরব দেশ হইতে বর্তমান ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত হইয়া বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শরীয়তপুরের নড়িয়া থানার সুরেশ্বর দরবার শরীফের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইছাপাশায় বসতি করেন। নবাবদের নিকট হইতে তিনি ৩৫০ বিঘা লা' খেরাজ (নিস্কর) ভূমি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইহা ভূমিহীন গরিবদের দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম বর্তমান সুরেশ্বরে স্থানান্তর হন।

তাঁহার অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ বাংলা ভারতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক জিন্দা অলি শামসুল ওলামা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ জানশরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রাঃ)। তিনি ২রা অগ্রহায়ণ বাংলা ১২৬৩ সনের রোজ সোমবার সুবহে সাদেকের সময় সুরেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হযরত আলামা সূফী সাফী হারামাইন শরীফাইন আলহাজ্ব শাহ সূফী সৈয়্যেদ মুহাম্মদ মেহের উলাহ শরীফ (রাঃ)। সর্বত্র তিনি 'সূফী সাহেব' বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ জানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ) পিত্রালয়ে পিতা-মাতার নিকট বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন এবং উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর একই মাদ্রাসায় দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত হেড মৌলানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী পীর কেবলা (রাঃ)-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। নিজ পীর মোর্শেদের খেদমতে থাকিয়া আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেন। তাঁহার বিশেষ রচনা সমূহের মধ্যে- সিররেহক জামেনূর, নূরেহক গঞ্জেনূর, লাতায়েফে শাফিয়া, মাতলাউল উলুম, ছফিনায়ে ছফর, কৌলুল কেরাম, সরহে সদর, আইনাইন ও মদিনা কলকি অবতারের ছফিনা উলেখযোগ্য।

উলেখ্য, তিনি ২রা অগ্রহায়ণ বাংলা ১৩২৬ সনে রোজ মঙ্গলবার বৈকাল ৫:১৫ মিনিটে বেছালেহক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাজার শরীফ দরবারে আউলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফে অবস্থিত। আশেকে রাসূল (সাঃ) কুতুবুল এরশাদ রাসূলেনোমা আলামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রাঃ) ছিলেন তাঁহার পীর ও মোর্শেদ কেবলা।

بسم الله الرحمن الرحيم

دیوان اویسی

পবিত্র দিওয়ান-ই-ওয়াইসী

না'তে রাসূল

গযল ১

আমার দিওয়ানের প্রথম ছন্দ মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রেম হইতে উদ্ভূত
তাঁহার ছন্দের প্রেমের সূর্য আমার বুকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

প্রত্যেক শব্দের তলে আমার প্রাণ দগ্ধকারী ক্রন্দন লুকায়িত আছে।
প্রত্যেকটি অক্ষরের নীচে সুপ্ত আগুন নিহিত আছে।

প্রতি গজল অগ্নিকুণ্ড প্রতি ছন্দ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
আমার ছন্দের প্রতিটি ছত্র প্রজ্বলিত অগ্নিসম।

হে আমার প্রেমের রাজ্যের বাদশাহ্ পাগলামিই আমার স্বভাব।
তোমার গলির ধূলিই আমার সিংহাসন
তোমার গলিই আমার প্রাসাদ।

আমার বুকের সর্বত্র তোমার প্রেমের ফুলের আঘাতে জর্জরিত হইয়া আছে।
আমার ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাণ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়াছে।

বন্ধুর মুখের চেহারা আদি সৃষ্টির সৌন্দর্যের বিকাশ।
বন্ধুর চেহারায় আদি নূরের উদয় দেখা যায়।
সে যে আমার বন্ধু তাহাতে আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত।
খোদা যাহারে চায় সে আমার প্রাণের আরাধনা।

আমার জীবন সন্ধ্যা শুভ হইবে যদি মৃত্যুকালে

আমি হয়রান হই এবং চক্ষু ক্রন্দন রত হয়।

ওয়াইসী তাঁহার ধর্ম ও ঈমান সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানে যে
মুহাম্মদের (সঃ) প্রেমেই তাঁহার ধর্ম এবং তাঁহার ভালবাসাই আমার ঈমান।

গযল ২

তোমাকে ভালবাসিয়া আমি তিনটি জিনিস পাইয়াছি
প্রথম অনুতাপ, দ্বিতীয় ক্রন্দন, তৃতীয় দুঃখ।

এই তিনটি জিনিস হইতে আমি আরও তিনটি জিনিসের সঙ্গ পাইলাম
প্রথম পরিতাপ, দ্বিতীয় দুঃখ ও তৃতীয় শোক।

এই তিনটি জিনিস হইতে আরও তিনটি জিনিস আমার হস্তগত হইল
প্রথম দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় দুর্দশা, তৃতীয় ক্লেশ।

এই তিনটি জিনিস হইতে আমার প্রাণ অপর তিনটি জিনিস আকর্ষণ করে
প্রথম পাগলামি, দ্বিতীয় দুঃখ, তৃতীয় অনুশোচনা।

এই তিনটি জিনিস হইতে আমি অপর তিনটি জিনিসের অধিকারী হইয়াছি
প্রথম জ্বালাতন, দ্বিতীয় নিষ্ঠুরতা, তৃতীয় লাঞ্ছনা।

এই তিন অবস্থা হইতে তিনটি জিনিস আমার অনুবর্তী হইয়াছে
প্রথম ছলনা, দ্বিতীয় ক্রন্দন, তৃতীয় শুষ্কতা।

এই তিনটি জিনিস হইতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রেম সারা জীবনে
এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় সিদ্ধ পুরুষ ও তৃতীয় অতুলনীয় হইয়া গেলাম।

এই তিনটি জিনিস হইতে ওয়াইসী পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়া
প্রথমে জীবন বিসর্জন, দ্বিতীয় সুপরিচিত, তৃতীয় প্রেমত্ততা লাভ করিয়াছে।

এই তিনটি জিনিস হইতে ওয়াইসী বিখ্যাত হইয়াছে।
প্রথম কতল, দ্বিতীয় বিদ্রোহ ও তৃতীয় পাগল হইয়াছে।

গযল ৩

তোমার সৌন্দর্য স্বর্গের হুরকে পরাস্ত করিয়াছে
তোমার চেহারা অমূল্য মুক্তাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

তোমার গুণাবলী ধার্মিক গণের কেবলা
তোমার সৌন্দর্য আদি সৌন্দর্যের আয়না।

হযরত ঈসার অনেক কেচ্ছা তোমার ওষ্ঠে প্রকাশ পায়
ব্যাধি গ্রস্ত প্রাণে তোমারই বাক্য আরোগ্য দান করে।

তোমার মিলন ও বিরহ প্রেমিকের অন্তরে স্বর্গ ও নরকের অবস্থা আনয়ন করে
খোদা প্রদত্ত তোমার প্রভাবের নিকট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে।

তোমার বিরহ বেদনায় আমার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে

তোমার বিরহ ব্যথা আর কতকাল সহ্য করিব।

হে সুধী যদি তুমি কখন তাহার পথ অতিক্রম কর
তাহা হইলে তোমার প্রাণে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিবে।

যেথায় ভোরের বাতাস বহে তাহাতে প্রাণ পুলকিত হয়
কারণ, ঐ বাতাস তোমার চলার পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল।

তোমার ওষ্ঠের এক ফোঁটা পানি হযরত খিজিরের সরোবর সম
তোমার একটি কথায় বিগলিত আমার প্রাণ জীবনবন্ত হইয়া উঠে।

তোমার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ চিড়ে দিয়ে
সত্য ধর্মের অবিশ্বাসীগণকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলে।

তোমার মুখমণ্ডলে যে বৃত্ত রেখা অঙ্কিত আছে
তাহারই প্রতিচ্ছবি সূর্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

মুস্তফার (সঃ) সত্তা সৃষ্টির সেরা আলাহ্র দয়ার পরিপূর্ণতা
প্রাণপণে তাহার দয়ার অঞ্চল ধরিয়া রাখিবে।

হে নবীকুল শিরোমণি আমার চোখের উপর তোমার পা রাখ
তোমার পদচিহ্ন আমার বিরহ ব্যথা দূর করিবে।

যদিও খোদার আরশ অতি উচ্চে অবস্থিত
তোমার পদ মর্যাদা তাহা অপেক্ষা কম নহে।
তোমার অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন সরল পন্থা নাই
ওয়াইসী তাই মন প্রাণ দিয়া তোমারই পথ অনুসরণ করে।

গযল ৪

হে প্রিয় তোমার ফুলের মত চেহারা আমাকে দেখাও
আমার অবলা প্রাণকে প্রাণবন্ত কর।

অনেকের জন্য তোমার চেহারা হইতে পর্দা সরাইয়া দাও
এবং জগতের অন্ধকার মুছিয়া দাও

পৃথিবীর সকল প্রাণীকে শিকার কর
এবং তোমার কাল জল বিছাইয়া দাও।

আহম্মদের (সঃ) রূপে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি
এক টুকরো মাটি দ্বারা কি তোমার পেয়ালা ধরিতে পারি।

তোমার প্রেমের পেয়ালা হইতে এক বিন্দু আমাকে পান করাও
এবং এই বুদ্ধি হীনকে উদ্ধার কর
বুদ্ধিমানেরা আমাকে পাগল মনে করে।

আমি তোমার পথ চলিয়া ধন্য হইতে চাই
তোমার চেহারায় রূপের আলো প্রকাশ কর
এবং সর্ব সাধারণে প্রদত্ত করিয়া দাও।

তোমার ওষ্ঠের মধুরতা এবং চোখের চাহনি
মিশরীয় বাদামকে হার মানাইয়া দেয়

তোমার কাল চুলের বেণী ও চেহারার প্রতিভা
সকাল ও সন্ধ্যাকে যেন একত্র করিয়া দেয়।

ওয়াইসী যদি মুস্তফার (সঃ) রূপ দেখিতে চাও
তবে আরাম ও আয়েশ পরিত্যাগ কর।

গযল ৫

আমার প্রাণ চায় বন্ধুর বিরহে মরিবার তরে
আমার মন চায় তব পায়ে প্রাণ সপিবারে ।
সৃষ্টির আদিতে আমার ভাগ্যে তোমার প্রেম জড়াইয়া দিয়াছ
তোমার বিরহ ব্যথায় আমার চোখের রক্তে মুখ ধুইয়া যাইবে।

আমার প্রতি মুহূর্তের কাজ হইতেছে তোমার প্রেমের স্মরণ করা
তোমার বিরহে আমার ভাগ্যে কেবল রাত্রের তারকা গণনা করিতে হয়।

আমার প্রাণের আকাশ তোমার গলি ছাড়া আর কোথাও নাই
হে সমীরণ, তুমি আমার জন্য সেই আকাশের কিছু ধূলিকণা বহিয়া আন।

তোমার বিরহে আমার প্রাণ এত ভরিয়া গিয়াছে
যে আমার প্রাণ এখন এই দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়।

তোমার বিরহ আমার জন্য দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে ও মৃত্যুই এখন শ্রেয়
তোমার বিচ্ছেদ অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং মৃত্যুই এখন বরণীয়।

হে ভোরের বাতাস পবিত্র হাবিবের (সঃ) দরগায় আমার
হে ওয়াইসী তাহার মন প্রাণ তোমার পায়ে সপিয়া দিতে চায়।

গযল ৬

তোমার বিচ্ছেদের কারণে আমার প্রাণ আলোকিত হয় না
আমার মন একবার তোমার চেহারা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে।

তোমার বিরহের বন্দিখানায় আমার প্রাণ এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছে
যে আমার দেহ হইতে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তোমার বিরহ ব্যথায় আমার মধ্যে অপরূপ ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছে
একবার আসিয়া তোমার বিরহের অপরূপ আমার মধ্যে দেখিয়া যাও ।

তাঁহার প্রেমে দুঃখের স্বাদ পাওয়া প্রাণের মৃত্যুর সমতুল্য

প্রেমিকের প্রাণে প্রেম করিয়া সুখ পাওয়া যায় না।

তাহার মুখের একটি বাণী শুনিলে সবার প্রাণ শীতল হইয়া যায়।
হে খোদা তাঁহার মুখের বাণী শুনিবার জন্য আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন কর

হে রূপের রাজা তোমার রূপে লজ্জিত হইয়া
প্রভাত নিজের কাপড় সরাইয়া দিয়াছে (সূর্য উদয় হইয়াছে)।

খোদার দোহাই হে রাসূলুলাহ্ (সঃ) আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর
তোমার বিরহে আমার চক্ষু হইতে রক্ত ঝরুক ইহা আর তুমি চাইও না।
একবার আসিয়া আমার বিরহের বোঝা হালকা করিয়া দাও
কারণ দুঃখের ভারে আমার পৃষ্ঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছে।

হে ভোরের বাতাস যদি কোন দিন তাঁহার দরবারে যাও
তাহা হইলে গিয়া বল ওয়াইসী তোমার দরবারে পৌঁছাইবার কামনা করে।

পৃথিবীর সবার ইচ্ছা যদি তোমার সঙ্গে মিশিয়া যায়
তাহা হইলে সেটাই সবার ইচ্ছায় মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইবে ।

গযল ৭

তোমার সুগন্ধি দিয়া সূর্যের উপর একটি বিন্দু আঁকিয়া দিয়াছ
তোমার মেশ্‌ক খুশবু দ্বারা চাঁদের উপর একটি বৃত্ত টানিয়া দিয়াছ।

তোমার সূর্যসম চেহারা বিহনে আমার দিন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে
তুমি মানব শ্রেষ্ঠ উম্মতের আশ্রয়স্থল ও পয়গাম্বর শ্রেষ্ঠ

তোমার পায়ের মাটি রাজা বাদশাহের মুকুট মণি।
তোমার বিরহে আমার দিন আঁধার রাতের চেয়েও অন্ধকার দেখায়

তোমার দুঃখের বিরহে আমার প্রাণে এরকম আগুন ছড়াইয়া যায়
যেন মনে হয় আমার প্রাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতেছে।

তোমার বিরহে আমার চোখ যদি এডেন সাগরের মত না হইলে
তবে কেন তোমার বিচ্ছেদে তাহা হইতে সর্বদা মুক্তা ঝরিতেছে ?

তোমার আকার (চুলের) গুণে অন্ধকার রাত্রি আলোকিত হয়
তোমার চেহারার আয়নায় উজ্জ্বল প্রভাতের উদয় হয়

তোমার সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রশংসায়
হযরত ঈসা সূর্যের মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ করেন

আমার বুদ্ধি তোমার সেই সূর্যের বিবরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল
কিন্তু যখন তোমার চেহারা দেখিল তখন সে বুদ্ধি হারা হইয়া গেল।

চন্দ্র তোমার সুন্দর চেহারার দাস মাত্র,
সুগন্ধ মেশ্‌ক আম্বর তোমার বেণীর গোলাম মাত্র।

মেশ্‌কের মধ্যে তোমার দয়া নিহিত আছে এবং তোমার দয়া সৌরভে ভরা
চাঁদের মধ্যে তোমার মুক্তা ঝলকে
এবং মুক্তার মধ্যে তোমার মধুরতা মাখান আছে ।
তোমার সৌন্দর্যের দরিয়ায় অমূল্য রত্ন রহিয়াছে,
আকাশ তোমার ধনুক ও সূর্য তাহার গুলি

ওয়াইসী খোদার হাবীবের প্রশংসা করিতে অক্ষম
পরমাণু কি উজ্জ্বল চন্দ্রের স্তুতিগান করিতে পারে।

গযল ৮

হে বন্ধু তোমার মুক্ত মেশ্‌ক ছড়ানো কুন্তলকে নষ্ট করিও না
যুগের শিকলকে বিশৃঙ্খল করিয়া দিও না।

তোমার চুলের দুটি ঝুটি খুলিয়া শরীর ও চেহারার সৌন্দর্য বাড়াইয়া দাও
তাহাতে সরোবৃক্ষ ফুল ও রায়হান ফুলের মান ম্লান হইয়া যাইবে।

কাক চক্ষুতে তুমি কাল সুরমা লাগাইয়া দিয়াছ
চন্দ্রের চতুর্দিকে তোমার সুগন্ধ বেণী ছড়ান আছে।

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি তুমি হুর, না আকাশের চাঁদ , না ফেরেস্তা
কারণ এরকম সুন্দর আকৃতি ও প্রকৃতি মানুষের হইতে পারে না।

তোমার বিরহে আমার প্রাণ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে
যদি বিশ্বাস না হয় একবার আসিয়া আমার রক্ত ঝরা আঁখি দেখিয়া যাও

হে প্রভাত সমীরণ যদি তুমি বন্ধুর দরজার উপর দিয়া প্রবাহিত হও
তাহা হইলে সেই সুন্দর রাজার নিকট আমার বিরহ বেদনার কাহিনী কহিও।

তোমার বিরহ ব্যথায় আমার চক্ষু হইতে এত অধিক অশ্রু ঝরে যে
ঝড় ঝটিকাও তাহাকে একান্ত করিতে পারে না।

যে জাতি তোমার প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়
সে কেবল শয়তানেরই পথ প্রদর্শক হয়।

॥হে খোদার জ্যোতি একবার আসিয়া দয়া প্রদর্শন কর।
তোমার চেহারার নূর দেখিলে আমার ঈমান তাজা হইয়া যাইবে।

তোমার ফুলের কুড়ির মধ্যে যে মণি মুক্তা লুকায়িত আছে।
তাহা দিয়া কুরানের মত আমাকে বিব্রত করিও না।

তোমার দরজার পর্দা হুর ও ফেরেস্তার গৌরবের জিনিস
তোমার দরজার মাটি রাজা বাদশার কপালের টিকা হইবার যোগ্য
তোমার দরবারের সান, মর্যাদা সপ্ত আসমানের মেঘমালা হইতেও উন্নত

ওয়াইসী তোমার বিরহ ব্যথায় মর্মাহত হইয়া আছে
কতই না খুশির দিন হইবে যখন প্রাণের অর্ঘ্য তোমাকে দিতে পারিব।

গযল ৯

বন্ধু আমার সহানুভূতির জন্য আসিল না
হায় আমার ক্রন্দন করিয়া কোন লাভ হইল না।

হে ভোরের বাতাস যদি তুমি আমার বন্ধুর দরবারে পৌঁছাও
তাহা হইলে আমার করুণ অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইও।

তোমার বিরহে আমি প্রতি মুহূর্ত গণনা করিতেছি
দয়া করিয়া আমাকে এই মুহূর্ত গণনা হইতে বিরত কর।

তোমার সুন্নত পরিত্যাগ করা বোকামির কাজ
তাই আমাদের বোকামি দেখিয়া বুদ্ধিমানেরা হাসে।

আমার নিরাপত্তা হইতেছে তোমার হাতে বন্দি হওয়া
তোমার বন্দি হওয়াই আমার জন্য নিরাপদ।

আমার চোখের পানি মনের আগুন নিভাইতে পারে না
আমার অশ্রুজল মতি দিয়া ঢাকা যায় না।

তোমার সহিত মিলনের আশায় মরিয়া যাইতেছি
হায় আমার প্রতি কাণ্ডের জন্য দুঃখ হয়।

সেই ভাগ্যবান যে তোমার চেহারা দেখিতে পায়
আমার ভাগ্য কেবল হাহাকার করে।

হে দয়ালু রাসূল (সঃ) তোমার বিরহে আমি মারা যাইতেছি
এক মুহূর্তের জন্য আসিয়া আমায় সমবেদনা করিয়া যাও ।

তোমার দরজার মাটির আশায় কত দিন আর অপেক্ষা করিব
আমার অপেক্ষা দেখিয়া আকাশও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

আমার মাটি তোমার কুকুর পদদলিত করিয়া গেল
তাহা হইতে আমার মিনতির উপর সুফল হইয়া
তোমার চেহারায় সৌন্দর্য বিনা আমি দুঃখিত ও মর্মাহত
আমার মত ভাগ্যাহত আর কেহ যেন না হয়।

হাহাকার করায় ওয়াইসী তোমার কোন ফল হইল না
এত হাহাকার বিলাপ ও দুঃখ করিয়া।

গযল ১০

তোমার সুগন্ধি দিয়া চন্দ্রের উপর হেলালের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে
চন্দ্র বহুকাল তোমার চেহারার মত আঁকাশ দেখে নাই।

তোমার দৃষ্টি যখন কাল আকাশের উপর পড়ে তাঁহার দৃষ্টি যখন
তোমার কাল ভ্রূর উপর আসিয়া পড়ে

তখন নূতন চাঁদের চিন্তায় পথ দ্বারা প্রাণে আঘাত দেয়
তখন মনে হয় যেন আকাশে নূতন চাঁদ উঠিয়াছে।

পিপীলিকার মত তোমার রেখা চন্দ্রের চতুর্দিকে ঘিরিয়া আছে
তোমার চুলের বেণী সূর্যের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে।

হারুত ফেরেস্তা যতই ঠকবাজি করুক না কেন
তোমার চক্ষুর চাহনি তাঁহার সমস্ত যাদু বাতিল করিয়া দিবে

তোমার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পর্যায়ে কেহই পৌঁছাইতে পারে না।
আলাহ্তায়ালা তোমার চেহারার পরিপূর্ণতার ভারে

তোমার বিরহ ও বিচ্ছেদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকাইত আছে
তোমার প্রেমে দুঃখ ও কষ্ট বাড়িয়াই যায়।

তোমার কেশদাম সন্ধ্যাসম ও তোমার চেহারা প্রভাতসম
তোমার সৌন্দর্যের সমাবেশ অসম্ভব প্রায় ।

তোমার প্রাণ গলান প্রেম ও প্রাণ বিসর্জনকারী রূপের বর্ণনা
মানব কুল সকল মজলিসেই আলোচনা করিয়া থাকে।

যখন আমার চিন্তাধারায় তোমার চেহারা স্থান পায়
আমার প্রাণ তখন তোমার প্রেমের চিন্তায় বিভোর হইয়া যায়।

তোমার আপাদমস্তক আলাহর রহমতের সৃষ্টি
তাহাতে তোমার চেহারার সৌন্দর্যের গৌরব বাড়িয়াছে।
একবার গরিব ওয়াইসীর অবস্থার প্রতি দয়া কর
তোমার চেহারা হইতেছে সুগন্ধভরা চন্দ্রের মত।

গযল ১১

তোমার উন্নত মর্যাদার তুলনায় সকালে (খোদার) আরশ মাটির নীচে
তোমার উচ্চ পদ মর্যাদার তুলনায় সপ্ত আকাশ পায়ের নীচে।

তোমার চুলের তুলনায় রায়হান ফুল ঘায়ের মত দেখায়
তোমার কেশ গুচ্ছের তুলনায় আম্বর সুগন্ধি ধূলিকণা বলিয়া মনে হয়।

তোমার চেহারার তুলনায় আকাশের সূর্য একটি অগ্নিকুণ্ড মাত্র
তোমার আকৃতি দেখিয়া আকাশের চাঁদ লজ্জাবনত হয়।

তোমার দরগাহের মাটি মাখিয়া তারকার চেহারা এত সুন্দর দেখায়
তোমার পথের ধূলি হুরগণের চোখের সুরমা স্বরূপ।

পৃথিবীর মাতা তোমার মত একটি সন্তানের
জন্ম দিতে না পারায় বন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।
পৃথিবীর স্রষ্টা তোমার মত আর একজনের সৃষ্টি আবশ্যক মনে করেন নাই।

তোমার সুন্দর চেহারা সৃষ্টিকর্তার ভালবাসার প্রতীক
তোমার সত্য সৃষ্টি আলাহ্ তায়ালার নূর হইতে ।

আকাশের চক্ষু তোমার মত আর কাহাকেও দেখে নাই।
সৃষ্টির কলম তোমার চেহারার মত আর কাহাকেও সৃষ্টি করে নাই।

তুমি দুই জাহানের বাদশাহ্ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।
জীন ও মানুষের প্রাণ প্রদর্শক ও বিচার দিনের সুপারিশকারী।

তুমি নবুওয়াতের বাগানের সরোবৃক্ষ সঠিক পথের বাগানের গোলাপ ফুল।
সৃষ্টির পথ প্রদর্শক নবীগণের অগ্রগামী।

তুমি জীবন ক্ষেত্রের বাদশাহ্ ও পাপীদের ত্রাণকর্তা
তোমার দরজায় বাদশাহ্গণ তুচ্ছ ও ভিখারী স্বরূপ ।

১২ কাসিদা

তোমার উপত্যকায় স্বর্গের কাঁটার স্থান নাই
জামসেদ বাদশার সিংহাসনে তোমার গায়ের ধূলা পড়ে না।

তোমার দরজার বাতাসের প্রভাবে বিদ্যার ধাম সুমিষ্ট হইয়া উঠে
তোমার মুখের কথা বধিরও শুনিতে পায়।

পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যখন সকলের ভাগ্য নিরূপণ করিলেন
তখন তোমার চেহারা ও চুলের মাধ্যমে আলোও অন্ধকার সৃষ্টি করেন।

আমার চোখের পানি মনের আগুন নিভাইতে পারে না
আমার অশ্রু ধারার উপর মাটি চাপা দাও।

কেয়ামতের দিন আলাহ্ তায়ালা যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন
এবং তোমার দয়ার দ্বারা তোমার সমস্ত উম্মতদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিবেন।

যে ব্যক্তি তোমার দরজার ফকিরি হাসিল করিতে পারিয়াছে
তাহার নিকট পদমর্যাদা ও মান-সম্ভ্রম মাটির তুল্য মনে হয়।

যখন তোমার হস্ত দয়ার দরজা খুলিয়া দেয়
তখন পার্থিব ধন দৌলতের কোন মূল্য থাকে না।

যে তোমাকে হিংসা করে তাহার ভাগ্যে অপদস্ত ও দূর্ভোগ আসে

যেন তাহার দুঃখ কষ্টের মধ্যেই জন্ম হইয়াছে।

তোমার হিংসাকারীর ভাগ্যে সর্ব প্রকার দুর্ভোগ রহিয়াছে
ভাগ্য সর্ব প্রকার নেয়ামতকে তোমার অনুগত করিয়াছে।

যখন তোমার দয়ার সাগরে ঢেউ উঠে
তখন লোহিত সাগরে আর পানি থাকে না।

তোমার শরীরে পৃথিবীর সকলের পরীক্ষা বিদ্যমান আছে
তোমার পবিত্র দেহে নূরের চিহ্ন জারি আছে।

যদি তোমাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তার না হইত
তবে সারা পৃথিবী অন্ধকারে ডুবিয়া রহিত।
যদি আজর তোমার সুন্দর চেহারা দেখিত
তাহা হইলে বিশ্বাস ভরিয়া সমস্ত ঠাকুর ভাঙ্গিয়া ফেলিত।

মালি (চিত্রকর) যদি তোমার প্রকৃতি দেখিত
তাহা হইলে অসহায় হইয়া তাহার কলম ভাঙ্গিয়া ফেলিত।

তোমার কথায় বুকের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যায়
তোমার দর্শনে মনের সমস্ত কষ্ট বিদূরিত হয়।

যেখানে তোমার মুখ সূর্যের প্রতিচ্ছায়া হইয়া দেখা যায়।
সেখানে তোমার চেহারা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আয়নার মত দেখায়।

তোমার সৃষ্টির কারণে দুই দুনিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে
তোমার নামের কারণে লওহে কলমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তোমার মুখের থুথুর সঙ্গে সাগরের ফেনার তুলনা হয়
তোমার সুন্দর ঠোঁটের সঙ্গে কলমের তুলনা হয়।

খোদার বন্ধু উভয় জগতের শ্রেষ্ঠ তুমি মুহাম্মদ (সঃ)
আরব ও অনারব সকলেরই ধার্মিক প্রাণ কেন্দ্র।

তোমার ওষ্ঠ ধরিয়া জীবনের ঝর্ণা প্রবাহিত হইতেছে
তোমার কথার মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

তোমার দয়ার হ্যাঁ ও হ্যাঁ একত্র হয় না
তোমার অনুগ্রহে হ্যাঁ ও নায়ের কোন অবকাশ নাই।

তোমার সৌন্দর্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত
তোমার সৌন্দর্যের কম বেশী হয় না।

আলাহ্ এক এবং তাহার বন্ধুও একজনই
এই অবস্থা অনন্তকালের নিয়ম।

তোমার বিরহ ব্যথায় আমার প্রাণ অস্থির হইয়া আছে
তোমার মুখের বচন আমার অসুস্থের ঔষধ স্বরূপ।

তোমার দয়া ও ক্রোধের মাঝেই আমার স্থিতি,
এবং তাহাতেই আমার সব দুঃখ সুখ বিসর্জন দিয়াছি।

তুমি যেখানে আছ জোহরাকে তোমার দাসী করিয়া দিয়াছেন
তুমি যেখানে আছ তথায় সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।
সৃষ্টির সত্যতা তুমিই প্রমাণ করিয়াছ।
এই ধরণী তোমার মত দ্বিতীয় জনের জন্ম দেয়নি।

পৃথিবীর বৃত্তের তুমিই হইতেছ কেন্দ্রস্থল
কারণ তোমার মত ভিন্ন আর দ্বিতীয় নেই।

সূর্যের চোখে তোমার দরজার মাটি উজ্জ্বল সুরমার মত দেখায়,
সুউচ্চ আরশে তোমার ঘোড়া বিশ্রাম লাভ করে।

তোমার পয়গাম্বরী শরীরের জন্য রুহের সৃষ্টি
তোমার চোখের জন্য চিরন্তন নূরের সৃষ্টি।

তুমি সৌন্দর্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত বাদশাহ
উজ্জ্বল আকাশে বিচার বুদ্ধির বুরুজের মাছের মত।

তোমার ভয়ে সিংহ হরিণের রক্ষাকারী হইয়া যায়
তোমার প্রতাপে ব্যাঘ্র মেষ পালের পালক হইয়া যায়।

তোমার কার্যকলাপ খোদা প্রদত্ত নেয়ামত একত্রিত করিয়া রাখে
তোমার তরবারী পৃথিবীর সকল প্রকার অনাচার দূরীভূত করিয়া দেয়।

তোমার অনুগ্রহ পৃথিবীতে একেশ্বরবাদের নিশান উড়াইয়া দিয়াছে
তোমার চেহারা পৃথিবীতে ধর্মের আলো প্রসারিত করিয়াছে।

তোমার নিয়মাবলী পৃথিবীর সকলের জন্য পথপ্রদর্শক
তোমার বিচার পদ্ধতি সকলের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করে।

তোমার গৌরব ফেরেস্তাদিগকে শিক্ষা দিতে সহায়ক হয়
তোমার পবিত্রতার মধ্যে অপবিত্রতার কোন স্থান নাই।

অধর্ম ও প্রবৃত্তির পথ বিষের মত
তোমার ধর্ম পথ বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

অধর্মের পথে উত্থান পতন নিশ্চিত
তোমার পথের আলো কখনও কম বেশি হয় না।

তুমি খোদার প্রশংসিত, তোমার ধর্ম সুন্দর
অপরাপর ধর্ম দোষ ত্রুটিপূর্ণ।
ফেরেস্তাদের বিবেক বুদ্ধি তোমার ধারে কাছেও পৌঁছাইতে পারে না।
তোমার পরিপূর্ণতা দৃষ্টে জীন ও ইন্‌সান বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তোমার নূরের একটি ছটাদ্বারা সূর্য পৃথিবী আলোকিত করে
তোমার সৌন্দর্যের একটি মাত্র ছটা পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে দেখা যায়।

তোমার মহত্ত্বের বালাখানায় কোন রকম বিপদ আসিতে পারে না।
তোমার পরিপূর্ণতার প্রাসাদে ধ্বংসের কোন অবকাশ নাই।

রাসূলগণের সুলতান ফেরেস্তাদের রাজা ধর্মের বাদশাহ
সকল জাতির জন্য আলাহর রহমত।

তোমার প্রেম পৃথিবীর সকলের প্রাণে শান্তি আনয়ন করে
তোমার দুঃখ শান্তিকামী পাখিকেও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে।

তোমার ভয়ে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলে
তোমার ভয়ে তাহারা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

হায় হায় রূপের বাগানে তোমার চেহারা অতুলনীয়
খুশির বাগানে তোমার শরীরও তুলনা বিহীন।

যদি হরিণ শাবক তোমার সাহস ও ভরসা লাভ করে
তাহা হইলে সে বাঘের দলকেও বশীভূত করিতে পারে।

তোমার মুখের কথায় মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়া পায়
তোমার দরজার মাটি কায়ছার জামসেদ বাদশার মুকুটের সমতুল্য।

তোমার চেহারার জ্যোতি হুর ও ফেরেস্তাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে
তোমার প্রেমে পাগল করিয়া দেয় প্রত্যেক বড় ও বৃদ্ধাকে।

তোমার চেহারা ও চুলের সঙ্গে দিবা রাত্রির তুলনা করা হয়
এই দুটি জিনিস আলাহর নিকট বিশেষ প্রিয়।

পারস্য কবিকুল ফরাছ আনোযায়ী ও উরফী
যদি এইসব বিভিন্ন রকমের কবিতা দেখিতে পাইতেন।

তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেন।
ওয়াইসী আরবী কবি হাসনানের সমকক্ষ ও হযরত দাউদের মত কণ্ঠ সুরধারী
পৃথিবীর শরীরে তুমি প্রাণ স্বরূপ এবং তুমি পৃথিবীর চোখের জ্যোতি।
ধর্মের শরীরে তুমি রুহ এবং মানুষের জানের আঁধার।

উচ্চ সিংহাসনের তুমি রাজা এবং গৌরবময় আকাশে চন্দ্রের তুল্য
শিক্ষার শিখরে সূর্যসম এবং সর্ব দেশের তুমি রাজা।

ভদ্রতার খনিতে তুমি মুক্তার মত, দানের দরিয়ায় মতির মত
গৌর বর্ণের চেহারার সৌন্দর্য এবং তোমার শরীর নূরে ভরা।

তোমার শত্রুর স্থান দোজখ তোমার ভক্তের স্থান বেহেস্ত
সর্ব নিকৃষ্ট দোজখ সর্ব উচ্চ বেহেস্ত।

গযল ১৩

আমার বুকের নিভৃতে তোমার বিরহ ব্যথাই আমার গুপ্তধন
আমার এই পদ্য রচনার মধ্যে তোমার প্রশংসা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আমার চোখের দৃষ্টি তোমার চেহারা ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করে না
আমার বুকের ভিতরে তোমার বিরহ ব্যথা ছাড়া অন্য কিছু নাই।

হে আমার ছোট্ট প্রাণ লোভ করিও না ও দাম্ভিক হইও না
আমার ধ্বংস প্রাপ্ত মনের গুপ্ত ধন হইতেছে কেবল বিরহ ব্যথা।

আমার দিলের দুঃখ প্রাণের রক্ত প্রবাহ হাঁ হাঁ রবের অগ্নি প্রবাহ
এই সমস্তই তোমার বিরহের কারণ এবং ইহাই আমার নগদ পুঁজি।

মদ, মদের বোতল ও উহার পূজারীর আমার কি দরকার
কারণ আমার বোতলও তাঁহার (রাসূলের)
প্রেমের মদিরায় ভরপুর হইয়া আছে।

এখন আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আমার দিলের দুঃখ দূর হইয়াছে
কারণ আমার অঙ্গুরিতে তোমার নামের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত বেহেস্তের জন্য কি সঞ্চয় করিয়াছ
আস মদিনায় আমার রওজা দেখিয়া তৃপ্ত হও।

ওয়াইসী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাকে বল
যে তাহার ইপ্সিত কাজের ছবি মদিনায় দেখিতে পাইবে।

গযল ১৪

তোমার দরজার মাটি আমার চোখের সুরমা স্বরূপ
সেই তো সুখী যে তোমার চেহারা দেখে।

হে সুন্দর তোমার দরজার মাটি
ভাগ্যবানের কপালে তিলক স্বরূপ বিরাজ করে।

হে নবী ! তুমি ক্ষণিকের জন্য বৃক্ষ ও বাগানের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া
(রাসূলের) সরোবৃক্ষসম আকৃতি ও চেহারার রূপ দেখিয়া যাও।

তোমার বিরহের আগুনে আমার প্রাণ আমার ঠোঁটের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে
চিরস্থায়ী পানির একফোঁটা আমার প্রজ্বলিত প্রাণে দান কর।

তোমার দরজায় যে চুম্বন দিয়াছে সেই ভাগ্যবান
সে পরম ভাগ্যবান পুরুষ।

ওহে তুমি প্রবাহিত পানি, খোদার জ্যোতি আলাহর রহমত,

আমাদের একটু খবর রাখ, কারণ পিপাসীদের
প্রাণ ঠোঁটের কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

যেখানে তোমার পদক্ষেপ পড়ে সেখানে ফুল ফুটিয়া উঠে
বিনা পানিতে সেখানে পানির নহর বহিয়া যায়।

আপাদমস্তক তোমার জীবন সুখে ভরা
তোমার দেহের মধ্যে সুখের জীবন প্রবাহিত হইতেছে।

বেচারা ওয়াইসীর উপর একবার দয়ার দৃষ্টি দাও
তোমার দরজার ধূলি তাহার চোখের সুরমা স্বরূপ।

গযল ১৫

প্রাণবন্তকারী বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে
পুনরায় পৃথিবী আলোর খুশিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবী আবার নবদম্পতি বেশ ধারণ করিয়াছে
দুনিয়া আবার সবুজ পোষাক পরিয়াছে।

বাগান সবুজ রঙে ভরিয়া গেল
মাটির রঙ নীল হইয়া গেল ।
পর্বত যেন বর্বর পোষাক পরিধান করিল
ময়দান সোনালী কাপড় পরিয়াছে।

বাগান স্বর্গপুরী হইয়া গিয়াছে
পৃথিবীর রঙ সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবীতে তোমার আগমন হইল
রহমত, মুক্তিদাতা, প্রাণবন্ত ও পথ প্রদর্শক রূপে।

তোমার সাহায্য প্রার্থী হইয়া আসে
নির্বাক, বাক্য বাগিস, বোবা ও অন্ধ।

তোমার দরজার নিকৃষ্ট কুকুরের মধ্যে আছে
বাদশাহ্ জার, খাকান, কায়ছার ও খসরু।

পানি, অগ্নি, মাটি ও বাতাস তোমার আজ্ঞাবহ।
সৃষ্টির কলম তোমার উপর শেষ লিখন লিখিয়াছে।

কার্যকলাপ, ক্ষমতা, সম্পূর্ণতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে
পৃথিবীতে তুমি সৃষ্টির অদ্বিতীয় ।

পরিপূর্ণতার সৌন্দর্যে, ইজ্জতে ও মূল্যায়নে
বিশ্ব স্রষ্টা তোমাকে করিয়াছে।

প্রশংসাকারী, সাহায্যকারী, বিজয়কারী ও প্রাচুর্যময়

তোমার বিরহ ব্যথা আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

ক্রন্দন, হাহাকার, অনুতাপ ও দুঃখ
ওয়াইসী তোমার বিরহ ব্যথায়
বরবাদ, বেকার, ম্রিয়মাণ ও ধ্বংস হইয়া গেল।

গযল ১৬

তোমার বিরহে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে
হে দরদী খোদার ওয়াস্তে আমার ফরিয়াদ শোন।

তোমার বিরহে আমি রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছি
হায় তোমার রঙিন আঁখি আমার আমিত্ব হরণ করিয়া লইয়াছে।
গত রাত্রে পতঙ্গ তোমার প্রার্থীকে বলিল
যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে প্রাণ দিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কর।

তোমার মিষ্টি অধরের সহিত জংলি ফলের তুলনা হয় না
তোমার পায়ের ধূলির সহিত সুরমার তুলনা হয় না।

আমরা পথভ্রষ্ট আমাদিগকে পথ প্রদর্শন কর
যাহাতে এক মুহূর্তের তরেও খোদার দর্শন লাভ করিতে পারি।

তারকারাজী সুন্দর কিন্তু আমরা তোমরা সূর্যসম সঙ্গ লইয়া আছি
বুদ্ধিমান লোকেরা সূর্যের পরিবর্তে কখনো কি ক্ষুদ্র তারকা চায় ?

কখন প্রাণ যায় মাঠের পানে কখনো মন যায় মরুভূমির দিকে
হায় হায় তোমার প্রেমে আমরা পাগল হইয়া গিয়াছি।

তোমার প্রেমের ব্যথায় আমি যেন প্রাণের রক্ত দান করিতেছি
যাহাতে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছি ।

ইহা পর-পতিস্ত্রীর চুম্বন অপেক্ষা মিষ্ট।
আমার আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে
দুই দুনিয়ার নবীর দর্শন লাভ।

তোমার চেহারার সৌন্দর্যের জ্যোতিতে
আমার প্রাণ ধৈর্য হারাইয়া গিয়াছে।

এবং যে প্রাণ ধৈর্য হারায়নি, সে প্রাণ নয়, কঠিন প্রস্তর মাত্র
দুই দুনিয়ার সৃষ্টির পিছনে আলাহর উদ্দেশ্য ছিল।

তোমার সৌন্দর্য ও যশ প্রকাশ করা
ওয়াইসীর ভাগ্যে ছিল তাঁহার প্রেমের পেয়ালার নেশা

এখন আর তো কোন উপায় নাই
তাঁহাকে সহ্য করা ভিন্ন ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করা।

১৭ কাসিদা

ইয়া আলাহ তুমি আপাদমস্তক নূরের জ্যোতি
সকল প্রশংসা আলাহর তুমি একজন সুন্দর প্রেমাস্পদ।
যদি তোমার চেহারার ও চুলের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে
সমস্ত ফুলের বাগান আগুনের ফুলকি ও ময়দান সুগন্ধে ভরিয়া উঠিবে।

রং গন্ধ আমার উদ্দেশ্য নহে কারণ আমি প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছি।
প্রেমিক ও আশেক হউক বা আজরাইল হউক তুমিই সকল সৌন্দর্যের কেন্দ্র।

কি সুন্দর তোমার দুই চোখের পাতা, চেহারা ও দন্তরাজী
যেন যাদু ভরা তীক্ষ্ণ ছুরিকা আলোচ্ছটা ও মুক্তা মালার ন্যায়।

একটি হইতেছে আমার মত্ততার কারণ
অপরটি হইতেছে আমার প্রাণের অস্ত্র পাচারের অস্ত্র।
একটি হইতেছে খোদার পথের প্রদীপ আর একটি হইতেছে উজ্জ্বল মুক্তা।

তুমি সুলতান, তুমি বাদশাহ, তুমি প্রেমিক, তুমি প্রেমাস্পদ
আমি বান্দা, আমি চাকর, আমি ভাগ্যাহত, আমি পাগল ।

তুমি আলাহর ছায়া, তুমি সকলের জন্য দোয়া (আশ্রয়)
যাহারা চক্ষুহীন তাহারাও তোমার চেহারা দেখিতে পায়।

তোমার পূর্ণ সৌন্দর্যে পৃথিবী আলোকময় হইয়া গিয়াছে।
সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হইয়াছে,
সকল পাহাড় পর্বত সীনাই পর্বতে পরিণত হইয়াছে।

তুমি দয়া পরায়ন, তুমি সুন্দর, তুমি প্রাণময়, তুমি জীবন
তুমি অনুগ্রহপূর্ণ, তুমি দয়ার সাগর, তুমি আলোময় আপাদমস্তক।

তোমার সৌন্দর্য ক্রমবর্ধমান, তোমার দয়া পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত
তোমার প্রাণ সকল প্রাণেই অবস্থিত, তোমার জীবন সর্বজীবে বিরাজমান।

কেমন দয়া খোদার দয়া, কেমন অনুগ্রহ খোদার অনুগ্রহ
কেমন আলো খোদার নূরের আলো, পদমর্যাদায় তুমি অদ্বিতীয়।

তুমি আলাহর সৌন্দর্যের বিকাশ (আয়না) তুমি আলাহর বিশিষ্ট দান
তোমার আদর্শ আকৃতি ব্যতীত আর
কেহই এই গুণাবলী লইয়া বাঁচিতে পারে না।

আমি তোমার প্রেমের সহিত জড়িত তুমিই সত্য, অন্য সব অসত্য
তোমার প্রেম ছাড়া আর সব বর্জনীয় তুমিই শান্তি আর সব প্রলোভন মাত্র।

আমি কেন আরাধনা করি না, আমি ধার্মিক নই,
আমার কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।

তোমার অঞ্চল দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিয়াছি,
ইহাই আমার মজবুত হাতল।

আমার সমস্ত অন্যায়, আমার সকল কাজ
আমার হতাশা, আমার নিরাশা।

যদি তুমি আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর
তাহা হইলে এই সমস্ত আমার জন্য মঙ্গল ও ধর্ম-ভীতিতে পরিণত হইবে।

যদি আমাকে ডাক কিম্বা হাঁকিয়া দাও,
যদি আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, বাঁধিয়া রাখ।

তোমার অসীম ক্ষমতা ও তুমি সর্দার
আমি আপাদমস্তক তোমারই অনুগত

তোমার বিরহ ব্যথা আমার এবাদত,
আমার দৈনিক কার্য ধর্ম পথে চলা।

তোমার আকৃতিই আমার ঈমান,
তোমার আকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমি জানি না।

যখন কবরের মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,
তোমার রব কে ? তোমার ধর্ম কি ?

আমি বলিব, তোমার খোদাই আমার খোদা
তোমার ভালবাসাই আমার ধর্ম।

হে আমার গৌরবের সরোবৃক্ষ
আস হে আমার রাজ বাজপক্ষী আস।

আমার প্রাণের গৃহে আস
আমার উপর তোমার পদ স্থাপন কর।

তোমার সৌন্দর্য কোথায় পাব ?
তোমার চিহ্ন কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইব ?

কাহার নিকট হইতে তোমার পথ খুঁজিয়া পাইব ?
তোমার সুগন্ধির নির্দেশ কি দেখাইবে ?

তাহার স্থান দোজখে হউক,
তাহার ঠিকানা জাহান্নাম হউক।

খোদা তাহার শত্রু হউক, যে তোমার সহিত শত্রুতা করে।
তোমার খোদার পথ থেকে যে ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

হে দুর্ভাগা, তাঁহার অঞ্চল ধারণ কর, তোমার ভুল ভ্রান্তি দূর কর।

তুমি সকলের শরীরের প্রাণ তুমি সর্ব দেহের মধ্যে রুহ

তুমি সকলের চোখের জ্যোতি
পৃথিবীর সকল চক্ষু তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত।

সকল প্রাণের তুমি আঁধার সকল ব্যথার তুমি উপসম
সকল ধনীর তুমি রাজা সকল স্বপনের তুমি ব্যাখ্যা।

খোদার নূরে তোমার সৃষ্টি তোমার নূরে পৃথিবী সৃষ্টি।
তুমি সারা পৃথিবীর প্রাণ আর সবাই তোমার করুণা প্রার্থী।

সৃষ্টির রহস্য ও লওহে মাহ্‌ফুজের নকশার বিশেষণ করিতে
তোমার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না যদিও তুমি লেখাপড়ায় (উম্মি)।

তোমার চিন্তা আমার হৃদয়ে আনন্দ দায়ক
তোমার কথা আমার প্রাণে আরাম দায়ক।

তোমার বাক্য আমার ব্যথার উপসম
তোমার বাতাস আমার মনে খুশি আনে।

খোদা তত্ত্বে তুমিই বিদ্বান, ধর্মের রাজ্যে তুমি রাজা।
নবুয়তে তুমিই শেষ নবী, শরিয়তের তুমিই পূর্ণতা

তোমার ভালবাসার প্রতি ভীত-শ্রদ্ধা হওয়া,
তোমার প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধে চলা।

অধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া পথভ্রষ্টতার চরম প্রকাশ
তোমাকে আলাহর অংশ বলি না তোমাকে অদ্বিতীয় বলি না।

কেবল মূর্খরাই এই কথা বলে তোমাকে আলাহ্‌র দাস বলিয়াই জানি
তুমি আলাহর অদ্বিতীয় গোলাম তোমার মত আলাহর নিকটবর্তী আর কেহ নাই।
আলাহর উপর তোমার মত আর কারও দাবী নাই,
তোমার প্রশংসা সকলের উপর ।

তুমি দয়ার সাগর এবং সারা জগতের সাগর ভারণ বস্তু মাত্র।
তুমি সৃষ্টির নূর সূর্যের আলো তাহা হইতেই সূর্য সম্পূর্ণতা লাভ করে।

তুমিই প্রধান এবং তুমিই প্রেমিক, তুমিই পথ প্রদর্শক, তুমিই পথ নির্দেশক।
আমি তোমার অধিনস্ত আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত আমি পথভ্রষ্ট আমি অন্ধ।

তোমার পায়ের উপর মাথা রাখি
তোমার গলির উপর প্রাণ বিসর্জন দেই

তোমার পথে দৌড়াইয়া যাই
তোমার পায়ের ধূলি দিয়ে সুরমা তৈয়ার করি।

হে আলাহর নবী তোমার দ্বারে হে আলাহর হাবিব তোমার প্রশংসার
প্রাণের জ্বালায় গান গাই, ইহাই আমার সুন্দর পদ্যাবলী (কবিতা)

পৃথিবী আলো করা সূর্য তোমার নূরের সহিত তুলনা হয় না
সমস্ত আলোর মধ্যে তোমার আলোই সর্বোৎকৃষ্ট।

তোমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে লোক বলে
যে তুমি আপাদমস্তক আলাহর নূরে ডুবিয়া আছে।

তোমার দেহে আগুনের আলো,
আবার কি রকম আলো ! শ্রেষ্ঠ আলো।

যদি তোমার মুখের পানি এক ফোঁটা সমুদ্রের মধ্যে পড়ে
প্রতি বিন্দু মুক্তায় পরিণত হয়, উচুদরের মুক্তা।

যদি তোমার কাল চুলের গন্ধ ময়দানে ছড়াইয়া পড়ে
সমস্ত প্রান্তর সুগন্ধময় হইয়া যায়।

তোমার মত্ত চোখের দৃষ্টি যদি একবার বাগানের উপর পড়ে
সমস্ত বাগান সুন্দর নার্গিস ফুলে পরিণত হইয়া যাইবে।

যদি তোমার মুখের হাসির ছটা পাহাড়ের উপর পড়ে
পাহাড়ের সমস্ত প্রস্তর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

যদি তোমার কর্তিত ঠোঁটের এক ফোঁটা রক্ত মাটির উপর পড়ে
তাহা হইলে সমস্ত প্রান্তর ফুলে ফুটিয়া উঠিবে।
বিচারের দিনে, তুমি আমাদের জন্য কষ্ট ভোগ করিবে ও দোয়া প্রার্থী হইবে
তাহাতে সবাই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে আলাহর অনুগ্রহ।

তুমি অপূর্ব বন্ধু তোমার সৌন্দর্য দিবালোককে পূর্ণতা দেয়।
তুমি কেমন বন্ধু, তুমি খোদার দোস্ত তোমার আপাদমস্তক সমস্তই পরিমিত।

যদি তুমি মুগ্ধ প্রেমিকের প্রতি একটু দয়া দেখাও
সে প্রাণ ভরিয়া তোমার পথে তাহার মস্তক
এবং তোমার পায়ে প্রাণ উৎসর্গ করিবে।

তোমার চোখের দৃষ্টি দিয়া সারা পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে
সারা বিশ্ববাসীর প্রাণকে তুমি ঘিরিয়া রাখিয়াছ।

তুমিই সবার উদ্দেশ্য সবাই তোমার প্রার্থী
কে তোমাকে চায়, আলাহ, তুমি আলাহর দোস্ত

যদি তোমার চেহারা কাফের ও শয়তান একবার দেখিতে পায়।
তাহা হইলে তাহারা একত্রে খাস্ (পাকা) মোমেন হইয়া যাইবে।

যদি তোমার সুউচ্চ শরীর বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করে
তাহা হইলে সমস্ত বাগান সুন্দর গোলাপ ফুলের গন্ধে ভরিয়া যাইবে।

যদি তোমার চেহারার প্রতিকৃতি বেহেস্ত হইতে দোজখের উপর পতিত হয়
তাহা হইলে সমস্ত দোজখ জান্নাতুল মাওয়ায় (বেহেস্তে) পরিণত হইয়া যাইবে।

যদি তোমার পবিত্র নূরের জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে
সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ণিমার চাঁদের রশ্মির মত।

যদি তোমার চেহারার ঘাম কোন বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়ে।
সেই বাগানের সমুদয় বৃক্ষ সুগন্ধি ফুলে ভরিয়া উঠে।

কেয়ামতের ময়দানে যদি তোমার দয়ার সাগর হইতে এক বিন্দু পতিত হয়,
তাহা হইলে সকল পাপীরা পরিত্রাণ পাইবে যতই কঠিন পাপী হউক না কেন।

আমি ওয়াইসী তোমার বিরহে দিশাহারা হইয়া গিয়াছি।
তোমার বিরহে সম্পূর্ণ রূপে পাগল হইয়া পড়িয়াছি।

ওয়াইসীর মত যদি কেহ তোমার অঞ্চল শক্ত করিয়া ধরে,
সমস্ত পথ ভ্রষ্ট লোক সুপথে চলিয়া আসিবে।

গযল ১৮

তোমার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত তোমার গুণাবলী ধারণার উর্ধ্বে
তোমার না দেখা সৌন্দর্যের জন্য সারা দুনিয়া পাগল হইয়া গিয়াছে।

সকল লক্ষ্যের উর্ধ্বে তুমি অবস্থিত সকলেরই লক্ষ্য তোমার প্রতি
তোমার সৌন্দর্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিতাম
যদি আমি হাজার প্রাণের অধিকারী হইতাম

আমার জর্জরিত অবস্থার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ
আমার মত প্রাণ তোমার বিরহে ব্যথিত হইয়া আছে।

তোমার আরাধনা আত্মা ও জীবনের বন্ধু
তোমার প্রার্থনা জিহ্বার সৌন্দর্য দান করে ।

বুদ্ধি যতই তোমার অনুসন্ধান করুক না কেন
তুমি সপ্ত আসমানের উর্ধ্বে আছ।

তোমার পদমর্যাদার সাফল্যতম অংশের সহিত
পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদার তুলনা হয় না।

তোমার যাদুভরা চোখে ওয়াইসী কতল হইয়া গিয়াছে।
তোমার চক্ষু ধনুকের তীরের মত।

গযল ১৯

হে আমার প্রমত্ত প্রাণ, প্রাণের রাজার প্রেমে বিলাপ কর।
কারণ তাঁহার প্রেম ব্যতীত অন্য কোন প্রেমের মূল্য নেই।

তোমার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতি হইতে সূর্যের উদয় হয়।
তোমার সৌন্দর্যের জলন্ত স্ফুলিঙ্গ সকলের প্রাণে আলো জ্বালাইয়া দেয়,

আমার মস্তক প্রমত্ত ও আমার প্রাণ পাগলামীতে ভরিয়া গিয়াছে।

সেই সুন্দর রাজার প্রেমের কারণ মহা মুশকিলে পড়িয়াছে।

যদি তুমি আলাহ্‌র ভালবাসা চাও, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পথ চল।
ধ্বংসপ্রাপ্ত পথে ভূত প্রেত তোমাকে বিপথগামী করিবে।

যদি খোদার প্রেম চাও, তাহা হইলে মনে প্রাণে রাসূলের (সঃ) অনুসরণ কর।
এটাই হইতেছে সঠিক পথ এবং এই পথের সকল পথিকই সফল কাম।

ধর্মের নৌকায় চড়িয়া নিরাপদে নদী পার হও,
নচেৎ তরঙ্গের আঘাতে ভাঙিয়া যাইবে তরী খুঁজিয়া পাইবে না।

যদি আলাহ্‌র সৌন্দর্য দেখিতে চাও তাহার আয়নার প্রতি লক্ষ্য কর।
তাহার আয়না হইতেছে রাসূল এবং ইহাই তাঁহাকে পাইবার সূত্র।

খোদার পথ যদি চাও, তবে রাসূলের পথ অনুসরণ কর
যদি আসল জিনিস হইতে দূরে থাক অন্ধকার হইতে কি পাবে?

যখন তোমার দরবারে আমার প্রবেশ নিষেধ
তোমার প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছি।

যদি তোমার মজলিশে তোমার পাগল বলিয়া পরিচিত হইতে পারি।
যদি কখনও গোরস্থানের ভিতর দিয়া গমন কর তাহা হইলে দেখিবে।

তোমার চুম্বনের জন্য কতই না প্রাণ লালায়িত রহিয়াছে
হে ওয়াইসী তোমার প্রাণ যেন তাঁহার বিরহ ব্যথা হইতে বিরত না থাকে।
তাঁহার বিরহ হইতে থাকা মানে প্রাণের মৃত্যুর চিহ্ন।

গযল ২০

তোমার ঠোঁটে সৃষ্টির পানি সঞ্চিত আছে
আমার ঠোঁটে তৃষ্ণিত প্রাণ সমূহের জীবন রাখা আছে।

তোমার বিরহ ব্যথাই আমার আনন্দের উৎস।
তোমার আরাধনাই আমার জীবনের ব্রত।

তোমার শরীরের তুলনায় আমার কৃতিত্ব বহু নিম্নে
আমি স্বেচ্ছায় তোমার প্রশংসা করিয়া থাকি।

আমার পাগল প্রাণ মতি ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।
তোমার বিরহে আমার চেহারায় দাগ পড়িয়া গিয়াছে।

যখন তোমার প্রেম করিবার ইচ্ছা গাই
তখন এ বিষয় লইয়া গল্প করিবার কি দরকার।

যখন তুমি আমা হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছ।
আমার প্রাণ সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতেছে।
দিবা রাত্রি মণি মুক্তা ঝরিতেছে।
আমার চক্ষু হইতে তোমার আনুগত্য স্বীকারে

তোমার তিল ও চেহারার প্রশংসাই আমার জন্য যথেষ্ট
তোমার সামান্য প্রশংসায় আমি পরিচিত হইয়াছি।

হে আলাহ্‌র বন্ধু, আমার হাত ধর।
কারণ তোমা বিনা কার্য সিদ্ধির কোন পথ নাই।

ওয়াইসীর উপর তোমার যাদুর প্রভাব কিছুই হয় নাই।
তোমার যাদুর ভ্রান্তি আর কতই আলোচনা করিব।

গযল ২১

সূর্যের মত তুমি পর্দা হইতে বাহির হইয়া আইস, চাঁদে আমার দরকার নাই।
প্রভাতের মত তোমার চেহারা খুলিয়া দেখাও, প্রভাত আমার দরকার নাই।

তুমি আমার কেবলা, তুমি ভিন্ন অপর দিকে আমি চাই নাই।
তুমি আমার প্রজ্বলিত মুক্তা, মতি লইয়া আমি কি করিব।

যখন তোমার মুখের মিষ্টি কথায় মৃত ব্যক্তি প্রাণ প্রাপ্ত হয়।
সে কারণে আমি তোমার মুখের কথা লইয়াই থাকি, মিষ্টান্নে আমার কি প্রয়োজন ?

মৃগনাভী ও ফুল আমি চাই না, আমি তোমার মৃত্তিকার গন্ধ চাই,
তোমার ধূলিই আমার জন্য যথেষ্ট, মৃগনাভীতে আমার দরকার নাই।

আস আস তোমার প্রেমে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।
তুমি হযরত খিজিরের পানি, আমি বৃষ্টি লইয়া কি করিব ?

আস আস একবার আমার চোখের উপর তোমার পা রাখ।
যদি তোমার চেহারাই না দেখিতে পাই, দৃষ্টি শক্তি লইয়া আমি কি করিব ?

আস আস আমার প্রাণ ও মস্তক তোমার জন্য সৎসর্গ করিয়াছি,
তোমার মিলন ছাড়া আমি প্রাণ ও মস্তক লইয়া কি করিব ?

তুমি আমার দোস্ত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন.
আমি তোমার চেহারায় মগ্ন অন্য চেহারার আমার কি আবশ্যক ?
আস আস কারণ তোমা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই
তুমি আমার শরীরের প্রাণ স্বরূপ, অন্য কাহারও আমার প্রয়োজন নাই।

মনে কর না যে, আমি তোমার দরজার মাটি হইতে চলিয়া যাইব
আমি আর তোমার দরজা ছাড়া অন্যের দ্বারে দ্বারে ফিরিবার আবশ্যক কি ?

নিষ্ঠুর প্রাণীদের নিকট হইতে আমার প্রাণে আগুন জ্বলিতেছে
আমি মুক্তার গোলা, অংগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার কি কাজ।

আমি পৃথিবীতে অথবা আকাশে বিচরণ করিতে চাই না
তোমার গলির বাসিন্দা হইয়া থাকিতে চাই।
সাগরের বা খনিতে আমার কি কাজ ?

আমার রাত্রির প্রভাব তোমার সুন্দর চেহারা দিয়া উদ্ভাসিত হয়
তোমার সৌন্দর্যই আমার জন্য যথেষ্ট, আমার কোন যাদুর দরকার নাই।

পাগল ওয়াইসীর নিকট হইতে লাভ লোকসান খুজিবে না
আমি তোমার চিন্তায় মগ্ন, ভাল মন্দে আমার কি কাজ ?

গযল ২২

যদি গো সেই সাধের রাজা, পা রাখে মোর আঁখির পরে
দিন দুনিয়া বিলাইয়া দিব, তাঁহার পায়ের ধূলির তরে।

আমার বক্ষের মাঝে তোমার প্রেমের স্ফুলিঙ্গ এরূপ প্রবলভাবে জ্বলিতেছে যে
অগ্নিসম আমার আহ্ শব্দ কঠিন পাথরকেও গলাইয়া দেয়।

সেই সুন্দর রাজার কি হইল যে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন না
বোধ হয় আমার দুর্ব্যবহারের সংবাদ তিনি রাখেন না।

হে ভোরের বাতাস সেই সুন্দর রাজাকে বল আমার জন্য তোমার কি হইয়াছে?
তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি চোখের দৃষ্টি শক্তি চাই না।

এস হে আহম্মদ রাসূল, এস হে দয়ার বিকাশ
আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর আমার আঁখির পরে পা রাখ।

তুমি ছাড়া আমার আর কোন সাহায্যকারী নাই
তুমি ছাড়া আমার আর কোন প্রেমাস্পদ নাই।
তুমিই আমার কেবলা, তুমিই আমার আশ্রয়স্থল,
আমরা তোমার নিকটই সাহয্য প্রার্থী।

তোমার একটি দৃষ্টি পাইবার আসায় আমার চোখের অশ্রু ঝরে
খোদার ওয়াস্তে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর
তোমার সুন্দর আঁখি একবার খোল ।

হায় আমার ভাগ্য তারকায় দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নাই
তাহার বিরহ ব্যথায় আমার পাগল হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়।

হে আমার ব্যথার ব্যথি, আস হে আমার দুঃখ দূরকারী আস
আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ দাও, তোমার মুক্তাময় চক্ষু খোল।

সেই সাধের রাজার নামে ওয়াইসী অতি সুন্দর গজল গাহে।

এবং তোমার প্রশংসায় ইহকাল পরকাল উৎসর্গ করিয়াছে।

গযল ২৩

তোমার সৌন্দর্যের উষ্ণতায় আমার ওষ্ঠ তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে।
তোমার দয়ার আর্দ্রতা আমাকে বিচলিত করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার চেহারার চিন্তায় মগ্ন আছে যুবক ও বৃদ্ধ
বৃদ্ধ ও যুবকের বুদ্ধি তোমার ধ্যানে মগ্ন আছে।

তোমার দরজার মাটি আজমবাসীর মাথার মুকুট,
তোমার পথের ধূলি আরববাসীর চোখের সুরমা

তোমার পথের ধূলি কারুকার্য শিক্ষা দেয়
তোমার স্বভাব সৌন্দর্যে সকলের জন্য পূর্ণ বিকাশ দান করে।

আদম সন্তানেরা তোমার সৃষ্টির দ্বারা সম্মানিত হইয়াছে
আলীর বংশধরেরাও তোমার কারণ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

তোমার নূর হইতেছে পৃথিবীর সব আলোর উৎস
তোমার নূরের আলো হইতেই সকলের উন্নতি, মর্যাদা, বিকাশ।

তোমার প্রেমের আগুন প্রাণে স্ফুলিঙ্গের আঘাত হানে
তোমার ঠোঁটের এক বিন্দু পানি মানুষের তৃষ্ণা দূর করে।
তোমার চোখের ইশারায় আমার চোখের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়।
তোমার চোখের দৃষ্টি মনের বিকার দূর করিয়া দেয়।

তোমার নূরের প্রকাশ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল
তোমার সৌন্দর্য সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিল।

তোমার মুখের সৌন্দর্য চন্দ্রের উপর দাগ কাটিয়া দেয়।
তোমার চেহারার উষ্ণতা সূর্যকে গরম করিয়া দেয়।

তুমি আলাহ্‌র সৌন্দর্যে প্রকাশ তোমার সৃষ্টি পৃথিবীর জন্য অনুগ্রহ
তুমি আলাহ্‌র অনুগ্রহ, তুমি সমস্ত নবীর জন্য গর্বের বিষয়।

তোমার একটি মাত্র দৃষ্টিতে আমার ধৈর্য ও কীর্তি হারাইয়া গিয়াছে
তোমার একটি মাত্র দর্পণে আমার প্রাণের শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

হে প্রভাত, পৃথিবী দগ্ধকারী সূর্যের কথা আর বর্ণনা করিও না।
ওহে বাতাস মুত্তালেবের বংশধরের সুখবর নাও।

যদি আলাহকে চাও তবে তাঁহার (নবীর) পথের ধূলা হইয়া থাক
হে ধার্মিক পথিক ওই পথে চলিলে আলাহকে খুঁজিয়া পাইবে।

গযল ২৪

সুন্দরীরা তোমার দেহ দেখিয়া গর্ব অনুভব করে,

তোমার শরীর ফুলের শোভা বৃদ্ধি করে

তোমার চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়া ফুল লজ্জায় তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলে।
তোমার দেহ দেখিয়া বাগানের ফুল ছিঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

চাঁদ আলো বিকিরণের জন্য তোমার চেহারা হইতে ধার চায়।
সূর্য রশ্মি ছড়াইবার জন্য তোমার মুখমণ্ডল যে তাপ প্রার্থনা করে,

আজর (হযরত ইব্রাহিমের পিতার ঠাকুর) যখন তোমার সুন্দর চেহারা দেখিল।
লজ্জাবনত হইয়া ঠাকুর ভাঙ্গার পেশা গ্রহণ করিল

যদি দেবতার মন্দিরে যাও দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইবে।
সমস্ত ঠাকুর তাঁহার (নবীর) পদ চুম্বন করিতেছে।

তোমার মুখের প্রশংসা মানুষ কিভাবে করিবে।
কারণ আশ্চর্যের বিষয় তোমার বদন ফুল কলির মুখে কথা ফুটাইয়া দেয়
তোমার সুন্দর ঠোঁট সারা ফুলের বাগানকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে
তোমার গালের তিল খাকান দেশের কস্তুরীর ন্যায় মূল্যবান

বুলবুল তোমার সামনে কি গান গাইবে, তুমি তোতা পাখি।
তোমার মুখের বাণী শিক্ষা দেয় সমস্ত মিষ্ট ভাষীগণকে

তোমার দন্তরাজী মুক্তার মত মূল্যবান।
ইমন দেশের মুক্তা লাল রং তোমার দন্তরাজি হইতে পাইয়াছে।

দেখ প্রেমিকগণ, তোমার গলির মহব্বতে
নিজের জন্মস্থান ভুলিয়া গিয়াছে।

আর কত দিন ওয়াইসীর প্রাণে ব্যথার আগুন জ্বালাইবে,
আমি যে পুড়িয়া যাইতেছি আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

গযল ২৫

তোমার চক্ষু তাতার দেশের হরিণকে পাগল করিয়া দিয়াছে।
তোমার চলন চকোর পাখিকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

তোমার ছটা হুর ও ফেরেস্তার হোন লোপ করিয়া দেয়
তোমার ছায়া জীন ও পরীকে পাগল করিয়া তোলে !

তোমার সুঠাম দেহ গুল বাগিচার সৌন্দর্য কাড়িয়া নেয়।
তোমার সুন্দর চেহারা ফুলের রূপ হরণ করে।

তোমার উত্তাপ সূর্যের কিরণকে স্তব্ধ করিয়া দেয়
তোমার জ্যোতি চন্দ্রের আলোকে স্তমিত করিয়া দেয়।

তোমার সৌন্দর্য সুগন্ধ আম্বরকে প্রজ্বলিত করে
তোমার কেশ তাতার দেশের সুগন্ধ মেশ্‌ককে মুল্য বৃদ্ধি করে।

তোতা পাখির নিকট বুলবুল কি গান গাইবে।
তোমার কথা সকল মিষ্টভাষীকে সুশিক্ষা দিয়া থাকে।

তোমার দন্ত মালা মুক্তার মত মূল্যবান
এবং ইমন দেশের মুক্তার লাল রঙ তাহা হইতে পাইয়াছে।

তোমার মুখমণ্ডলের লজ্জায় প্রাতঃকাল তাহার গলা চীর কোলে (সূর্যোদয় হয়)
তোমার শব্দ শুনিয়া সকাল বেলায় মোরগ বিচলিত হইয়া পড়ে।
রুমবাসী, হাবসী, সিরিয়াবাসী, আরবী ও অনারবী, ভারতবাসী
ও চীনদেশী সকলেই তোমার দ্বারের ভিখারী।

চন্দ্র, সূর্য, হুর, পরী, তারকা ও ফেরেস্তাগণ
তোমার চেহারা হইতে জ্যোতি প্রার্থনা করে।

যখন মুহাম্মদের (সঃ) অঞ্চল ধরিয়া ফেলিয়াছি
তখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছি।

গযল ২৬

নিষ্ফল কাতরোক্তির কারণে গতকাল আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছিল।
আমার দুঃখের ফলশ্রুতি স্বরূপ সারা রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছি।

তোমার চেহারার চিন্তায় আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরে।
আমার সকল প্রচেষ্টা তোমার দৃষ্টিতে কোনই মূল্য নাই।

সীমাহীন ক্রন্দনেও খেদ করিতেছি।
যদি বা কোন দিন আমাকে সীমার ভুক্ত করিয়া নেয়।

অতঃপর আমি পাগলামির ময়দানে মাথা নত করিলাম।
আমার বুদ্ধি বিগলিত হইয়া গিয়া ভাগ্যের গ্রন্থি খুলিয়া গেল।

লোকে পীর ধরে ও বলে আমার পীরই সঠিক
পথের দিশারী ছাড়া পথ চলাই আমাদের ভাগ্য।

প্রত্যেকের জন্য পথপদর্শক আছে, প্রত্যেক হাতে ধরিবার জন্য অঞ্চল আছে।
আমার হাতের জন্য আহম্মদের (সঃ) অঞ্চলই যথেষ্ট।

যিনি সৌন্দর্যের সম্রাট ও খোদার দোস্ত ।
তাঁহার প্রেমই আমার পথপ্রদর্শক, তাঁহার ভালবাসাই আমার কাম্য।

আমার পাপের শাস্তির কারণ যতই আমা হইতে মুখ ফিরাও।
যত অধিক আমার উপর শাস্তি আসুক খোদার ওয়াস্তে সব সহ্য করিব।

হায় কি হইল আমার প্রাণে তাহার ছাড়া অপরের ব্যথা কেন জাগিল।
বোধ হয় আমার পাপ ও অপরাধের কারণ আমার এই অবস্থা হইল।

হে আলাহ এই পাগলের প্রাণ অপরের হাত হইতে রক্ষা কর।
তাঁহার প্রেমকে আমার বন্ধন কর এবং
তাঁহার ভালবাসার শিকল আমাকে পড়াইয়া দাও।

হায় হায় ইয়া আলাহ কেন রাসূলের তারিফ আমাকে পাগল করিয়া দেয়
প্রতি মুহূর্তে আমার সকল কাজ বিকল হইয়া যায়।

হায় হায় আমার প্রবৃত্তি, না'তে রাসূল হইতে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।
আমার জীবনের চেঁচামিচি আমার ভাগ্যকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আমি মনে মনে ঠাকুর পূজা করি ও মুখে তোমার নাম গাহি।
আমার প্রতারণার পর্দা খুলিয়া গিয়াছে আমার চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

ইয়া রাসূল আলাহ ওয়াইসীর প্রাণ তোমার দুঃখে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে
আমার মুখে তোমার প্রেমের বাণী কিন্তু আমার মনে প্রতিমা পূজি।

গযল ২৭

যখন আমার মুস্তফার (সঃ) দরূদ পড়িয়া গান গাহি
তখন সৌভাগ্য আমাদিগকে ফেরেস্তাদের দলভুক্ত করিয়া দেয়।

আহম্মদের (সাঃ) প্রেম ও প্রশংসা আমার মনের ও মুখের ধ্যান
আলাহর ফেরেস্তার কসম করিয়া বলিতেছি এই গুলিই আমার সঙ্গী।

যখন মুস্তফার (সাঃ) প্রেমে আমি জান মাল উৎসর্গ করিয়াছি
তখন আমি আলার নৈকট্যের পথে বাজপক্ষীর মত ধাবিত হইয়াছি।

যদি আমার চক্ষু ও মস্তক দিয়া তাঁহার প্রেমের পথে চলি
তাহা হইলেই আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের (সরল) পথে দ্রুত চলিতে পারিব।

আমার সঠিক পথে পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই
কারণ আমি সর্বোৎকৃষ্ট পথের অনুসারী।

আমার আরাধনার কোন অহংকার নাই
আমার ধর্মাচরণে কোন সাহায্যকারী নাই ।

যদি আমার প্রতি দুনিয়ার রহমতের
(রাসূল) দৃষ্টি থাকে সেই আমার গর্ব ।
যখন আমি মুস্তফার (সঃ) পথের ধূলি হইয়া যাইব।
তখন আমি আকাশের চূড়ার উপর দিয়া উড়িয়া যাইব।

যখন আমি সেই ধর্মের রাজা খোদার দোস্তের প্রশংসার গান গাহি।
সেই গান খোদার নিকট আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিয়া দেয়।

হে রাসূলুলাহ একবার আমার চোখের উপর তোমার পা দিয়া যাও।
তোমার পায়ের ধূলি পাইয়া আমার প্রাণ ধন্য হইয়া যাইবে।

হে ওয়াইসী উঠ ও হুজুরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর

তাঁহার দরবারের মাটিতে মস্তক অবনত কর।

গযল ২৮

আহ্‌ম্মদ (সঃ) ছাড়া অন্য পথে কেন পা বাড়াইয়াছ
তুমি অন্ধের মত কেন বিপথে চলিয়াছ ?

যখন তাঁহার পথ অনুসরণ করাই হইতেছে সঠিক পথ
তখন সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়া এরকম মূর্খতা কেন ?

মুস্তফার (সঃ) প্রেম আলাহর পথের সঠিক নির্দেশক
অন্ধকার পথে চলিয়া আসল জিনিস ছাড়িয়া দাও কেন ?

আহম্মদের (সঃ) পায়ে মাথা রাখ, হাত দিয়া তাঁহার আঁচল ধর
তাঁহার দরগাহ বাদ দিয়া দ্বারে দ্বারে যাচতা করিয়া ফিরিয়াছিলে।

মুস্তফার (সঃ) পথে চলিলে যখন খোদার নৈকট্য লাভ করা যায়।
তখন অন্ধের মত সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে চাও কেন ?

তোমা হইতে পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তে রহমত বর্ষিত হয়
তবে অসহায় ওয়াইসীর উপর কেন বিরহের বর্ষা নিক্ষেপ কর ?

তাঁহার সুন্দর দেহের প্রেমে তাঁহার ফুলের মত চেহারার
ভালবাসার গযল গান গাহিয়া বুদ্ধিকে জানাইয়া দেয় ও পাগল করিয়া দেয়।

একটি হইবে ঘুঘু পাখির গান, দ্বিতীয় মিষ্টভাষী তোতা পাখি
তৃতীয় মাতিয়ে তোলা বুলবুল পাখি, চতুর্থটি পৃথিবীকে অপদস্ত করে।

গযল ২৯

আস আমার ভাঙা সংসার এক মুহূর্তের জন্য ঠিক করিয়া দাও
পাগল বুলবুলকে তোমার ফুলের মত চেহারা একবার দেখাও।

তোমার চেহারা একবার দেখাও যেন আমার কুদৃষ্টি দূর হইয়া যায়
তোমার প্রেমিক পতঙ্গের কারণ এক রাত্রি তোমার প্রদীপ জ্বালাও।

তোমার চোখের দৃষ্টির ছোঁয়া আমার ক্ষতস্থান অর্ধ দগ্ধ করে
আমার প্রাণ চায় তোমার ছোঁয়া আমার ক্ষতস্থানে আঘাত করে।

তোমার বিরহের বোঝা বহিয়া অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি।
খোদা জানে, আমার এই অক্ষমতার বোঝা আমাকে ভাল লাগে।

তোমার প্রেমের ব্যথার কাহিনী আমার মনের মধ্যে লুকায়িত রাখি
কিন্তু আমার চোখের অশ্রু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়।

মন আমার বাগানের সেই সরোবৃক্ষের প্রতিও ধায় না।
আমার মন কিন্তু সেই সরোবৃক্ষ ছাড়া আর কিছুই চায় না।

হে বক্তা তুমি জীন, হুর ও বেহেস্তের দ্বার হইতে লইয়া থাক

আমার মন সেই চেহারা দেখিতে চায় যাহাকে ফেরেস্তারাও হিংসা করে।

প্রাতের রূপ ও চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে শক্তি দিতে পারে না।
আমার প্রাণের বাসনা তোমার সৌন্দর্য দেখিতে চায়।

আমার ঘরে আস ও একটি কথা বল
কারণ পৃথিবীতে তাহারই উচ্চারণ উঠিয়াছে।

তোমার মুখের কথায় মৃত ব্যক্তি প্রাণ প্রাপ্ত হয়
আমার মনের বাগানে কোন বিশ্রাম নাই।
বাগানের ফুলের মত তোমার সুন্দর চেহারায় কোন কাঁটা নাই।

গরিব ওয়াইসী মৃত কি জীবন্ত বলিতে পারি না।
তবে সময় সময় কানে বন্ধুর বিলাপ শুনিতে পাই।

কাসিদা ৩০

ঐ চন্দ্রের উত্তাপ হইতে ঐ সুন্দর ফুলের সৌন্দর্য হইতে
ফেরেস্তা, হুর, পরী ও মানব জাতি সকলেই উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রথম জন চিন্তা মগ্ন হইয়া পড়ে, দ্বিতীয় জন ভীত হইয়া পড়ে,
তৃতীয় জন দুঃখে ভরিয়া উঠে, চতুর্থ জন পাগল হইয়া যায়।

মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীর জন্য দয়ার সৃষ্টি এবং তাঁহার কপালের লিখন
পৃথিবীতে তাঁহার কোন তুলনা নাই।

প্রথম জন হইল সঙ্গী, দ্বিতীয় জন হইল সৌন্দর্যপূর্ণ,
তৃতীয় জন পরিপূর্ণতায় ভরা, চতুর্থ জন আলাহর নিকটবর্তী।

তোমার প্রতিজ্ঞায় প্রকাশ পায় তোমার প্রতিভায় কি কার্য হয়।
তোমার প্রতিভায় খুলিয়া যায় তোমার প্রতিজ্ঞার জন্ম নেয়।

একজন হইতেছে আলাহর দয়া, দ্বিতীয় জন হযরত আলী,
তৃতীয় জন ক্ষমাকারী ও চতুর্থ জন ধর্মের নিশান।

তাঁহার প্রাণে লুকায়িত ছিল, তাঁহার প্রাণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।
তাঁহার সময়ে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল তাহাঁর প্রাণে লুকায়িত ছিল।

প্রথমটি শয়তানের হাত, দ্বিতীয়টি হারুতের যাদু
তৃতীয় হইতেছে প্রতিমা পূজা, চতুর্থ লোভের চিহ্ন।

তাঁহার সময়ের মধ্যে খারাবি আছে, তাঁহার সময়ের মধ্যে মঙ্গল আছে।
তাঁহার সময়ের মধ্যে নবী আছে, তাহার সময়ের মধ্যে সম্মান আছে।

প্রথমতঃ প্রতিমার ক্ষমতা, দ্বিতীয়তঃ শয়তানের দিন,
তৃতীয়তঃ লাত ঠাকুরের স্থান, চতুর্থতঃ উজ্জা ঠাকুরের প্রশংসা।

তোমার সময় নির্ধারিত আছে, তোমার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে,

তোমার সময় মহৎ বলিয়া মহৎ হইয়াছে।

একটি হইতেছে খোদার চিহ্ন, দ্বিতীয়টি বিভ্রান্তির প্রচার
তৃতীয় সত্যের ক্ষমতা , চতুর্থ চিন্তার পথ প্রদর্শক।

তাঁহার সময়ে সব শেষ হইয়া যায় তাহার সময়ে সব পরিপূর্ণ হইয়া যায়।
তাঁহার সময়ে সব আলোকিত হয়, তাঁহার সময়ে সব উন্নত হয়।
প্রথমতঃ শেষ নবী, দ্বিতীয়তঃ পয়গম্বরীর মোহর,
তৃতীয়তঃ সব পথের প্রদীপ, চতুর্থতঃ উজ্জ্বল ধর্ম।

তাঁহার অঙ্গীকারে জ্বালাতন আছে, তাঁহার অঙ্গীকারে ক্রন্দন আছে।
তাঁহার অঙ্গীকারে রোদন আছে, তাঁহার অঙ্গীকারে দুঃখ আছে।

একটি হইতেছে কাফেরের বক্ষস্থল, দ্বিতীয় অগ্নি উপাসকের মন্দির
তৃতীয় পথ ভ্রষ্টের দ্বন্দ্ব, চতুর্থ পবিত্র উপাসক।

তাঁহার সময় উন্নত হইয়াছে তাঁহার সময় অবস্থা ভাল হইয়াছে।
তাঁহার সময় বড় হইয়াছে, তাঁহার সময় পদোন্নতি হইয়াছেন।

প্রথমতঃ দয়াময়ের মসজিদ, দ্বিতীয়তঃ প্রতিমার মন্দির
তৃতীয়তঃ ঈমানের সৌন্দর্য, চতুথর্তঃ পাপের আশ্রয় স্থল।

তাঁহার সময়ে ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে, তাঁহার সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে,
তাঁর সময়ে নষ্ট করা হইয়াছে, তাঁহার সময়ে মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

একটি হইতেছে পাপীদের পুঁজি, দ্বিতীয় হইতেছে পৃথিবীর ঠাকুর ঘর
তৃতীয় বিদ্রোহীর বল, চতুর্থ মন্দ কাজের সহায়ক।

তাঁহার মুখণ্ডলের জ্যোতি হইতে তাঁহার চেহারার ছটা হইতে
তাঁহার আকৃতির সৌন্দর্য হইতে ও তাঁহার দেহ কোমলতা হইতে।

প্রথমতটি সূর্যকে জ্বালাইয়া দেয়, দ্বিতীয়টি চন্দ্রকে সরু করিয়া দেয়।
তৃতীয়টি ফুলের কাঁটা নষ্ট করিয়া দেয়,
চতুর্থটি (বেহেস্তের) তুবা বৃক্ষকে প্রাণ দেয়।

তাঁহার সৌন্দর্য মজলিসের মধ্যে মিমবার হইতে তাঁহার প্রচার
তাঁহার মোজেজার মধ্যে তাহার পত্তন সকলের বুকের মধ্যে তাহারই কথা।

একটি প্রাণ হরণ করে, দ্বিতীয়টি প্রাণে ঈমান আনয়ন করে।
তৃতীয়টি চাঁদ কে দ্বিখণ্ডিত করে, চতুর্থটি খাঁটি মধু যোগায়।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমার তরবারি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমার তীর,
যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমার বর্ষা, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমার পায়ের ধূলি যথেষ্ট।

প্রথম শত্রুর মস্তক ছিন্ন করে, দ্বিতীয় মৃত্যুর মৃত্যু ঘটায়

তৃতীয় কাফেরের জন্য ফুত, চতুর্থ শত্রুর বিনাশকারী।
যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি অস্ত্র গোলাম, অন্তরের মাঝে আমি তাঁহার গোলাম।
আমি তাঁহার ইচ্ছার অনুগত লড়াইয়ের ময়দানে আমি তাঁহার দাস।

এক জন হারুন-অর-রশীদের মত, দ্বিতীয় জন বীর আলোতার সালাম।
তৃতীয় জন মাহমুদ গজনির মত , চতুর্থ বাদশা কায়ছারের তুল্য।

তাঁহার সমতায় স্থির হইয়া যায়, তাঁহার দৃঢ়তায় নড়িতে থাকে।
তাঁহার যুদ্ধে ভয়ে কম্পমান হয়, তাঁহার আলোর ছটায় অন্ধ হইয়া যায়।

একটি হইতেছে পৃথিবীর দোলা, দ্বিতীয়টি আকাশের দোলনা
তৃতীয়টি চীনের প্রাচীর, চতুর্থটি অশ্রুভরা আঁখি।

তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে গলাবন্ধ পর্যন্ত তাঁহার লাল মুক্তার মত দাঁত-
তাঁহার ক্রন্দন বড় দয়ার তাহার অতুলনীয় চক্ষু।

একটি হইতেছে উজ্জ্বল প্রভাত, দ্বিতীয় আনারের মত মুক্তা
তৃতীয় বৃষ্টি ভরা মেঘ, চতুর্থ নার্গিস ফুলের মত ।

তাঁহার দৃষ্টি ময়দানের দিকে, তাঁহার দৃষ্টি মজলিসের দিকে,
তাঁহার তরবারি যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তাঁহার প্রেম প্রাণের মধ্যে।

একটি শরীর হইতে প্রাণ বাহির করিয়া লয়,
দ্বিতীয়টি শরীরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে,
তৃতীয়টি শরীরের মধ্যে প্রাণের কাজ করে, চতুর্থটি প্রাণ বর্ধিত করে।

তাঁহার ফুল বাগানের কাঁটা তাঁহার মরুভূমির বালুকা
তাঁহার পথের ধূলি তাঁহার পায়ের তলার মাটি।

প্রথমটি বাগানের চেয়ে সুন্দর, দ্বিতীয়টি সুগন্ধির মত,
তৃতীয়টি মৃগনাভীর মত, চতুর্থটি সুগন্ধিময়।

ওয়াইসী এখন সেই সুন্দরের জন্য মত্ত হইয়া আছে।
প্রথমত তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে, দ্বিতীয়ত তাঁহার চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিতেছে।
তৃতীয়ত তাঁহার গুণ কীর্তন করিয়াছে, চতুর্থ তাহারই গযল গাহিতেছে।

কাসিদা ৩১

গুহার মধ্যে বন্ধু বিচারকালীন সঙ্গীদানের মজলিসে পাখি সেই রাজার
একজন সত্যবাদী, দ্বিতীয় জন সত্যের অনুসারী।
তৃতীয় জন কোরআনের জমাকারী,
চতুর্থ জন বড় ফুলের সৌন্দর্য হরণ করিয়াছেন।

একদল রঙ ছড়াইয়া দিয়াছে নিরাপদ হইতে হরিণকে বাহির করিয়াছে
প্রথম তাঁহার সুন্দর দেহ , দ্বিতীয় তাঁহার হাসি মুখ,
তৃতীয় তাঁহার চোখের চাহনি, চতুর্থ তাঁহার চুল।

তাঁহার চোখের দৃষ্টি তাঁহার তরবারি,

তাঁহার চুলের গ্রন্থি তাঁহার সমস্ত শরীর।

একটি আমার চোখের স্বপ্ন, দ্বিতীয়টি আমার দেহের প্রাণ,
তৃতীয়টি কাবা ঘরের শিকার।

তাঁহার ব্যাপারে সাক্ষী তাহার প্রশংসার
তাঁহার গতিবেগের প্রমাণ তাহার গৌরবের অভিব্যক্তি।

প্রথম জোরদার আয়াত, দ্বিতীয় ভবিষ্যতের হাদীস,
তৃতীয় দেলের প্রসন্নতা , চতুর্থ সুখের সংবাদ ।

তাঁহার কিতাব অসহায় করিয়া দিয়াছে
তাঁহার কথা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে

তাঁহার বিরহ অশান্ত করিয়া দিয়াছে।
প্রথমতঃ বক্তাগণকে, দ্বিতীয়তঃ পাখিদিগকে,
তৃতীয়তঃ চোখের দৃষ্টিকে চতুর্থতঃ মৃত দেহকে।

তাহার প্রশংসা উপযুক্ত তাঁহার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে,
তাঁহার দেহ সুঠাম, তাঁহার প্রশংসা উত্তম।

একটি অমূল্য স্থান, দ্বিতীয়টি পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী,
তৃতীয়টি সুন্দর পোষাক চতুর্থটি অতুলনীয় জ্যোতি, ।

প্রাণ দিয়া তাঁহার ভক্তি করি, প্রাণ দিয়া তাঁহার অনুগত ,
ধন দিয়া তাঁহার সেবা করি, প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসি।

প্রথমতঃ তিনি জল ও স্থলের রাজা, দ্বিতীয়তঃ রুম আরব ও খয়বারের রাজা,
তৃতীয় তাঁহার মন প্রাণ একই প্রকার, চতুর্থ তিনি পরকাল অন্বেষণকারী।

তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া লজ্জিত তোমার হাসিমুখ।
প্রথমতঃ ফুল নিজেরা জামা ছিড়িয়া ফেলে।
দ্বিতীয়তঃ ফুলের কলি লাল হইয়া উঠে
প্রভাত নির্বাক হইয়া যায়, চতুর্থ হুর নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়।

তাঁহার আলোর প্রকোপে দগ্ধ তাঁহার লজ্জাবনত মুখ,
তাঁহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ তাঁহার লজ্জায় লুকাইয়া যায়।

প্রথম কর্পূরের বাতি, দ্বিতীয় পূর্ণ চন্দ্র ,
তৃতীয় হরিণের চক্ষু, চতুর্থ হযরত ঈসার ফুক।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমার চাকর ময়দানে
তোমার ভৃত্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু হইতে।

প্রথমতঃ আলাহর সাহায্য, দ্বিতীয়টি জয় জয়কার,
তৃতীয়টি আলাহর সাহায্য, চতুর্থটি সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকারী

পৃথিবীতে তাঁহার মত দয়াবান আসে নাই,

তাঁহার মত আর কেউ আসে নাই, পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা হয় না।

প্রথমতঃ তাহার পবিত্র দেহ, দ্বিতীয়ত তাঁহার সুন্দর চেহারা,
তৃতীয়তঃ তাঁহার পবিত্র আলো, চতুর্থতঃ তাঁহার পবিত্র সৃষ্টি।

তোমার মুখের চাকর তোমার গানের ভৃত্য
তোমার ওষ্ঠের অনুগত তোমার দাঁতের চাকর।

একটি উজ্জ্বল সূর্য, দ্বিতীয়টি পূর্ণ চন্দ্র,
তৃতীয় রুম দেশের মুক্তা, চতুর্থ লাল মতি।

তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারি ধরিয়া তাঁহার উদ্ধত তীর ধরিয়া
তাঁহার হুকুমের মাহাত্ম্য তাঁহার মুখের কথা ধরিয়া নেয়।

প্রথমতঃ শত্রুর মস্তক, দ্বিতীয়-কাফেরের শরীর হইতে প্রাণ,
তৃতীয় রাজ্য হইতে কর আদায়, চতুর্থত পৃথিবীতে তোমার জন্ম ।

বিশ্বে তোমার উপস্থিতি মানুষের মধ্যে
তোমার জন্ম দুনিয়ায় তোমার পন্থা।

প্রথমতঃ আলাহর দয়া, দ্বিতীয়ত মৃতের দেহে প্রাণ,
তৃতীয়ত মাতালের বকন, চতুর্থত কঠোর সৃষ্টি।
তোমার প্রেমে পাওয়া যায়, তোমার প্রেম উপলব্ধি হয়,
তোমার প্রেমের সাথী তোমার প্রেমের অন্বেষণে।

প্রথমতঃ বুক জ্বালানি দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ দগ্ধমন,
তৃতীয়তঃ নয়নের অশ্রু, চতুর্থতঃ ময়দানের ধার।

পৃথিবীর চক্ষু দেখি নাই, পৃথিবী জন্ম দেয়নি
পৃথিবীর ধাত্রী পালন করেনি, নীল আকাশেও নাই।

একটি এরকম হায় যোগ্য পূর্ণ রাজা, দ্বিতীয় এরূপ সুন্দর মানুষ,
তৃতীয় এরূপ সন্তান, চতুর্থ তাঁহার মত সুন্দর।

পৃথিবীতে কখনো আসেনি, পৃথিবীতে কোন সময়ই আসেনি
ফেরেস্তার মধ্যেও আসেনি, নবীদের মধ্যেও আসেনি।

প্রথমতঃ তোমার মত আলাহর দোস্ত, দ্বিতীয়তঃ তোমার মত আলাহর রাসূল,
তৃতীয়ত দুজাহানের গৌরব, চতুর্থতঃ আমাদের দোষ খণ্ডনকারী।

তোমার মত কেউ কখনও হয়নি, তোমার মত আর কেউ আসেনি
তোমার জুড়ি আর কেউ আসেনি, তোমার সমকক্ষ কেউ আসেনি।

প্রথমতঃ সৃষ্টির বুনিয়াদ, দ্বিতীয়তঃ পদমর্যাদায়,
তৃতীয়তঃ মর্যাদার নিকটবর্তী, চতুর্থতঃ স্বাধীনচেতা।

তোমার পদের সহিত কাহার তুলনা হয় ?
তোমার পরিমাণের সহিত কাহার তুলনা হয়,

তোমার সমতুল্য কে আছে, তোমার দাবীর সহিত কাহার তুলনা হয়।

প্রথমতঃ গরিবী ও সহ্য শক্তি, দ্বিতীয়তঃ দয়া ও কষ্ট,
তৃতীয়তঃ বক্ষ বিদীর্ণ , চতুর্থতঃ শত্রুর সহিত যুদ্ধ।

তোমার মত কেউ আসেনি, তোমার মত কেউ হয় না,
তোমার মত কার্যক্ষম কে আছে ? তোমার মত বন্ধু কে আছে ?

প্রথমতঃ ফকিরের রাজ্যদান, দ্বিতীয়তঃ গরিব বাদশাহ্,
তৃতীয়তঃ মাটি ও বন্ধু , চতুর্থতঃ লেখাপড়ার মূল্য।

তাঁহার বৃত্তি অতিক্রান্ত তাঁহার সেবার সমাপ্তি
জানোয়ার সবুজ ঘাস ছাড়াইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ তাঁহার সুন্দর মূর্তি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মুখের ছবি,
তৃতীয়তঃ মতির মত ঠোঁট, চতুর্থতঃ তাঁহার হাত হইতে সুন্দর ।
বুলবুল বাগান ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ঘুঘু পাখি দুঃখিত হইয়া
চলিয়া গেল, জোলেখা ইউসুফ ছাড়িয়া গেল।

প্রথম যদি তোমার চেহারা দেখিতে পাইত,
দ্বিতীয় যদি তোমার দেহ দেখিতে পাইত,

তৃতীয়ত ঃ যদি তোমার সৌন্দর্য দেখিতে পাইত,
চতুর্থতঃ যদি তোমার ওষ্ঠ দেখিতে পাইত ।

উজ্জ্বলতায় তাঁহার বন্ধু, নিরিবিলিতে তাঁহার সঙ্গী,
বিদ্যাদানে তাঁহার শিক্ষক, সর্বখানে তাঁহার বন্ধু।

প্রথম আলাহর বন্ধু, দ্বিতীয় জিব্রাঈল ফেরেস্তা,
তৃতীয় আলার সৃষ্টি তিনি, চতুর্থ মৃতকে জীবন দান।

কে জুঁই ফুলের মত হইতে পারে? কে গোলাপ ফুলের মত ?
কে মৃগনাভীর মত ? কে সুগন্ধির মত ?

প্রথম তাঁহার হাত, দ্বিতীয় তাঁহার চেহারা,
তৃতীয় তাঁহার তিল, চতুর্থ তাঁহার মুখের দাগ।

রুম দেশের মুক্তাকে ওমান দেশেরে মতিকে
মানুষের প্রাণকে কেইবা তারকা রাজী।

একটি তোমার মুক্তা, দ্বিতীয় তোমার দাঁত,
তৃতীয় তোমার দেহ, চতুর্থ তোমার অপরূপ চেহারার ছবি ।

খোদা তোমার নিকট চাই, খোদা তোমার নিকট প্রার্থনা করি,
খোদা তোমার নিকট আশা করি।

তোমার প্রেমে যেন মৃত্যু হয়, তোমার প্রার্থনায় রত থাকি
তোমার চিন্তায় মগ্ন থাকি, তোমার পদপ্রার্থী।

আমার প্রাণে ব্যাপ্ত হইয়া আছে আমার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে
আমার মাথার মধ্যে তীর আছে, আমার মনে বাসা বাঁধিয়াছে।

প্রথম তাঁহার সৌন্দর্যের বিকাশ, দ্বিতীয় তাঁহার বিরহের অশ্রু
তৃতীয় তাঁহার মিলনের চিন্তা, চতুর্থ আমার চেহারায় পায়ের স্থান প্রেম।
আলাহ্ এই আমার আরাধনা, আলাহ্ এই আমার ইচ্ছা,
আলাহ্ এই আমার আগ্রহ, আলাহ্ এই আমার উদ্দেশ্য।

আমি তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছি, তাঁহার জন্য আমি কারারুদ্ধ হই
তাঁহার নাম সব সময় শুনাই বা তাঁহার মুখের কথা শুনি।

হে আমার অশ্বারোহী আস হে আমার গুলবদনী
আস হে আমার বস্তু, আস হে আমার মহৎ উদ্দেশ্যের বস্তু আস।

প্রথম একবার আমার পথ করিয়া যাও, দ্বিতীয় আমার অবস্থার প্রতি দেখ,
তৃতীয় আমার চোখের উপর বস, চতুর্থ আমার প্রতি একদৃষ্টি দেখ।

হে প্রিয় তোমার কাছে চাই, হে বন্ধু তোমার নিকট চাই,
হে রাজা তোমার নিকট চাই, হে বাদশাহ তোমার নিকট এই চাই।

প্রথমতঃ তোমার মুখ হইতে পর্দা উঠাইয়া নাও,
দ্বিতীয়তঃ তোমার মুখের একটা কথা বল,

তৃতীয়তঃ আমার মাথায় তোমার পা রাখ,
চতুর্থতঃ আমার প্রাণ কাড়িয়া নাও।

হে প্রিয় একরাত্রি আস, হে প্রিয় তোমার চেহারা একবার দেখাও
আমার চোখের উপর নিক্ষিপ্ত হও, আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হউক।
প্রথম আমার এই দুঃখের কুটিরে তোমার সুন্দর মুখ,

দ্বিতীয় তোমার দরগাহের ধূলি,
তৃতীয় ঐ পায়ের চুমা, চতুর্থ আমার জীবন শুধু।

আহ্ আমার অন্তঃকরণ চায়, আহা আমার চক্ষু চায়,
আহা আমার বক্ষ চায়, আহা আমার প্রাণ চায়।

প্রথম তোমার বিরহে প্রাণের জ্বালা, দ্বিতীয় তোমার বিরহে অশ্রু প্রবাহ,
তৃতীয় তোমার হাসির আঘাত, চতুর্থ প্রান্তরের কিনারা।

আস হে আমার সাধের বৃক্ষ, আস হে আমার উপকারী,
আস হে আমার প্রাণের শান্তি, আস হে অতুলনীয় মুক্তা।

আমার প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গ করি, তোমার পায়ে মাথা রাখি,
তোমার চেহারা অবলোকন করি যেন তোমার পথে চলি।
তুমি অদ্ভুত দয়ালু, অদ্ভুত অনুগ্রহকারী,
অদ্ভুত উপকারী, অদ্ভুত ভয় প্রদর্শনকারী

প্রথমতঃ আমায় আহার করাও না, দ্বিতীয়তঃ আমার কথায় হাস,
তৃতীয়তঃ আমার অপরাধ ক্ষমা কর না, চতুর্থ অদ্ভুত ত্রাণকর্তা।

হে সুন্দর রাজা তোমার বিরহে, হে সুন্দর ফুল তোমার প্রেমে,
হে সুন্দর চন্দ্র তোমার ব্যথায়, হে সুন্দর ফুল তোমার চিন্তায়।

আমি খুবই ব্যথা অনুভব করি, আমি অত্যন্ত বিলাপ করি,
আমি অত্যন্ত ক্রন্দন করি, আমি খুশির সাথে সমাধা করি।

হে আমার চোখের জ্যোতি, আসো হে আমার দেহের প্রাণ
আস হে আমার ব্যথার ঔষধ, আস হে আমার প্রাণের মহব্বত আস।

আমার সহিত সানন্দে বল তোমার ওষ্ঠ পরিচালনা কর,
মৃদু হাস্য কর, আমার সহিত বস।

আস আমার প্রাণের প্রাণ, আস আমার মনের শান্তি,
আস আমার জানের জ্যোতি, আস আমার সুদূরের আশা।

আমার দুঃখ দেখ, আস আমার কথা শোন,
আমার প্রার্থনা গ্রহন কর এবং আমার নিকটে বস।

হে আমার ভ্রূর তরবারি, আস হে আমার চোখের পাতার তীর,
আস হে আমার গরম ঘাম, আস হে আমার মুক্তার ভ্রূ আস।

প্রথম তোমার তরবারি বাহির কর, দ্বিতীয়তঃ আঘাত হান
তৃতীয় অগ্নি মাখা আঘাত কর, চতুর্থ আমার দুঃখ মুছিয়া দাও।

হে নবীর রাজা আমি নতুন করিয়া প্রাণ থেকে তোমার প্রশংসা করিতেছি।
দাউদের কণ্ঠ নিয়া আসিয়াছি এবং সুন্দর গযল গাহিতেছি।

তাঁহার কি সুন্দর চেহারা হে আলাহ তাঁহার জুড়ি আর পয়দা হয়নি।
না মানুষের মধ্যে, না সৃষ্টির মধ্যে, না সাধারণের মধ্যে, না অসাধারণের মধ্যে।

আমার বন্ধুর বিরহে ও প্রেমে আমার সব সময়ের
বন্ধু রুদ্ধ শ্বাস, হলদে চেহারা অসীম দুঃখ পাগল মন।
তোমার শরীরের মত সুঠাম ও সুন্দর দেহ আর দেখিনি
পাইন বৃক্ষ ও তুস বৃক্ষও নহে।

তোমার মুখের বাণীর মত মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয় না
মধু কিংবা চিনি হালুয়া কিংবা সালওয়া (বেহেস্তী খাদ্য)।

তোমার চেহারার সৌন্দর্যের সহিত তুলনা হয় না
সাম দেশের চাঁদ বাগানের ফুল ও সমুদ্রের মুক্তা।

তোমার মত ভাগ্য আর কেউ পায়নি বাগানে বা কোন ময়দানে মরু ভূমিতে।
পৃথিবী তোমার বৃত্তের মত দেখেনি আকাশে অথবা পৃথিবীতে নিকটে কিংবা দূরে।

পৃথিবী তোমার মত সুন্দর জন্ম দেয়নি রূপবান,
চরিত্রবান পরিপূর্ণ ও অতুলনীয়।

তোমার বাপের মত অপরূপ আর নাই
অন্ধকার রাত্রি, নিগ্রোর চেহারা, কাফেরের প্রাণ ও অন্ধকার রাত্রি।

রাত্রির আঁধার তোমার কাল কেশ গুচ্ছ দ্বারা সজ্জিত হয়।
চন্দ্রের আলো তোমার সুন্দর চেহারার জ্যোতি দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে।

গযল ৩২

তোমার সৃষ্টি দুজাহানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ
তোমার চেহারার সৌন্দর্যে কোনরূপ মলিনতা নাই।

যে প্রাণে তোমার প্রেমের বিরহ নাই
সে প্রাণ নহে প্রস্তর বা প্রস্তর অপেক্ষাও মন্দ।

তোমার এই সুন্দর চেহারা যদি ওয়াসক দেখিত
তজরার রূপ দেখিয়া সে নিশ্চয় লজ্জিত হইত।

আজর যদি তোমার সুন্দর চেহারা দেখিতে পাইত
তাহা হইলে সে তাহার গড়া মূর্তি গুলিকে সত্যি সত্যিই ঘৃণা করিত।

বদাখসানের মুক্তাও তোমার ঠোঁটের মত লাল নহে,
লাল গোলাপ ফুলও তোমার ফুলের মত সুন্দর নহে।
তোমার মুখের কথায় মৃত ব্যক্তির প্রাণ সঞ্চার হয়।
তোমার দরজার মাটি বেহেস্তের হুরগণ চোখের সুরমা রূপে ব্যবহার করে।

তোমার চেহারা কত সুন্দর তাহা লোকে ধারণাই করিতে পারে না।
তাই তাহারা চাঁদের সংজ্ঞা তোমার সৌন্দর্যের তুলনা করে।

তোমার বিচ্ছেদের দহনের সহিত কেয়ামতের ভয়ের তুলনা হয় না।
এটা হইতেছে খুব বড় দুঃখ আর ওটা হইতেছে সামান্য কষ্ট।

তোমার চিন্তার ধন আমার বড় ধন।
তোমার ব্যথার দান আমার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

দয়া করিয়া ওয়াইসীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।
তোমার চেহারার শুভ্রতা হইতে চাঁদ তাঁহার শুভ্রতা পাইয়াছে।

গযল ৩৩

আমি বলিলাম তোমার চেহারা মণি মুক্তার সদৃশ্য
সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলি

গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি, তোমার ঠোঁটের মত সুন্দর নহে।
লাল নার্গিস ফুল তোমার চোখের মত সুন্দর নহে।

সরো বৃক্ষের মত তোমাকে উচ্চ মনে করিতাম তাহা ভুল।
তোমার দেহসরো বৃক্ষের চেয়েও সুন্দর।

রুম দেশের মুক্তা তোমার ঠোঁটের মত,
তোমার চেহারা লাল মুক্তার মত।

তোমার যতই সুখ্যাতি করি তাহাতে তোমার লাভ বৃদ্ধি পায়।
যতই তোমার গুণগান করি তোমার স্বভাব উচ্চতা লাভ করে।

মারকারী তারকা তোমার পথে আসিয়া আশ্রয় নেয়,
সুউচ্চ আলাহর আরশ তোমার দৌড়ের ময়দান।

তোমার কেশ গুচ্ছ কস্তুরীর চেয়েও সুগন্ধময়।
তোমার মুখের মিষ্টি কথা মধুর চেয়েও মধুর।
হায় তাহার একটু চাহনির জন্য আমি বিমর্ষ।
আমি তাহার দরজার চৌকাঠের জন্য দুঃখিত।

তোমার সৌন্দর্য চন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বল।
তোমার সুন্দর চেহারা সূর্য অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর।

বন্ধুর বিরহে যদি ওয়াইসী প্রাণ বিসর্জন না দিল তবে আর কি করিল।
আর তাঁহার ভালবাসায় যদি তাঁহার মস্তক চলিয়া যায় সেও উত্তম।

গযল ৩৪

দেহের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাহা তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত।
প্রাণস্পর্শী তোমার কথা প্রবাহিত পানির মত।

তোমার চোখের পলক তারকার জ্যোতিকে ছাড়াইয়া যায়।
তোমার সৌন্দর্য রাজার সিংহাসনকেও সুন্দর করিয়া তোলে।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে তুমি আলাহর বন্ধু।
পৃথিবীর মানব জাতির জন্য তুমি আলাহর রহমত ।

তোমার দুটি চোখ নার্গিস ফুলের মত
ও চেহারা পদ্ম ফুলের মত যেন একত্রিত হইয়াছে।
মনে হয় তোমার সৌন্দর্য একটি বাগানের মত।

যদিও মানব চক্ষুর নিকট তুমি মানুষের মত।
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তুমি প্রাণময়।

তোমার কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।
যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে তুমি পৃথিবীরই একজন।

সূর্য চাহিল একনজর তোমার চেহারা দেখিতে।
আকাশ তাহার কান ধরিয়া বলিল তুই দেখিতে পাবি না।

পৃথিবী শয়তানের দল শূন্যতার ধুমে মগ্ন ছিল।
যতদিন তোমাকে পৃথিবী রক্ষক হিসাবে পায় নাই।

সমস্ত মিথ্যা ধর্ম লোপ পাইয়া গেলে
তখন তুমি পৃথিবীতে সত্য ধর্ম প্রচার করিলে।
আমি নিজেকে ভাগ্যবান ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে করি।
যদি তুমি আমাকে তোমার দরজার কুকুর বলিয়া গ্রহণ কর।

প্রত্যেক মানুষের জন্য বন্ধুর ও পথ প্রদর্শক আছে।
আমিও তোমার অঞ্চলটি ছাড়া আমার জন্য কোন জ্ঞান নাই।

তুমি প্রেমিকের সিংহাসন যাহা রাজার সিংহাসন হইতে উত্তম
এবং সৌন্দর্যে তুমি আকাশের চাঁদের মত।

ঐ ঘোড় সওয়ার যে ময়দানে ভ্রমণ করে, তাঁহার জন্য দুঃখ হয়।
তোমার ঘোড়া আকাশ ও আলাহ্‌র আরশ।

পৃথিবী একটি ঝিনুকের মত তুমি তাঁহার মধ্যে একটি অনন্য মুক্তা।
পৃথিবীতে তোমার সহিত আর কাহারও তুলনা হয় না।

সৃষ্টির প্রথমে আলাহ তোমার চোখ দিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।
তাঁহার এক দৃষ্টিতে একটি পুস্তক রচনা হইয়া যায়।

যতদিন দেহে প্রাণ আছে আমি তোমার দরজায় পড়িয়া থাকিব।
তোমার দয়া ও অনুগ্রহে এবং তুমি ধ্বংস করিয়া দিলেও।

মনে হয় তোমার মুখের মধ্যে জমা হইয়া আছে
উজ্জ্বল পান্না, উজ্জ্বল প্রবাল ও মণি মুক্তা।

ওয়াইসী তোমার বিরহ ব্যথায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।
যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহার জীবন মুহূর্তে শেষ করিতে পার।

গযল ৩৫

সকাল বেলায় মেঘ সাগর হইতে ময়দানে বহিয়া যায়।

সাগর হইতে ময়দানে মণি মুক্তা সঙ্গে নিয়া যায়।

হে বাদশা তোমার ঘোড়ার পায়ে যখন ধূলি উড়ায়
উহা উর্ধ্ব আকাশের সহিত যাইয়া মিশে।

সময় সময় সাদা ঘোড়ার লাগামের মত উর্ধ্বে উঠিয়া যাও
মনে হয় যেন সবুজ মাঠে দৌড়াইতেছ।

যখন বৃষ্টি পাইয়া আকাশ বাগ বাগিচা ভরিয়া উঠে
বাগানে ফুল ফুটিয়া উঠে সবুজ মাঠে (ফাতেমার মত)।

ভোরের বাতাস যেন বাগানে সুগন্ধি ছড়াইয়া দিয়াছে।
সাগরের বৃষ্টি যেন মরু ভূমিতে মুক্তা বর্ষন করিতেছে।

ইহা হইতে পৃথিবী কস্তুরীর গন্ধে ভরিয়া যায়
এবং ইহা হইতে পৃথিবীকে রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র দেখায়।

ইহাতে বাগান আতরের গন্ধে ভরিয়া যায়
এবং ময়দান আলোকিত হইয়া যায়।

আকাশ রেশমের মত নীল এবং সবুজ চাদরের মত
পৃথিবী যেন সবুজ রেশমের মত।

এখন তুমি দেখিতে পাইবে বাগানে নীল রঙের কাপড় বিছান আছে।
এখনই তুমি দেখিবে হাজার হাজার লাল রঙের কুঁড়ে ঘর।

মাটি চেহারা প্রেমিকের মত তাঁহার রঙ রুম দেশের রেশমী কাপড়ের মত।
বাতাস প্রেমিকের চুলের মত, তাহাত্ম গন্ধ কস্তুরীর মত।

নীচে তাঁহার ফুল হাসিতেছে প্রেমিকের লাল চেহারার মত
উপর হইতে মেঘ ক্রন্দন করিতেছে পাগল প্রেমিকের মত।

তাহার হাসিতে পৃথিবীতে ফুল ফুটিয়া উঠে
যেমন রাজার রাজত্বে মানুষ হাসে।

তাঁহার রোদনে পৃথিবীতে যেমন বারি বর্ষণ হয়
তেমন রাজার সে দেশ চলে।

হে খোদা দুঃখের বৃষ্টি সুখের বৃষ্টি হইয়া বর্ষণ হয়
তাহাতে মৃত মাটি সজীব হইয়া উঠে, বৃদ্ধবৃক্ষ সজীব হইয়া উঠে।

তাঁহার কারণে পৃথিবী সজাগ হইয়া উঠে দুনিয়া তাঁহার কারণে খুশি হইয়া উঠে
বাগান তাঁহার কারণে স্বর্গের রূপ ধরে, খাবার জিনিসও ভাল হইয়া যায়।

তোমার সৌন্দর্যে ভূষিত এই পৃথিবী সাদ্দাতের বেহেস্তকেও হার মানাইয়া দেয়।
তোমার কারণে সুন্দর পৃথিবী তাহাকে হাস্যস্পদ করিয়া তোলে।
হেমন্তকালের বৃষ্টি পৃথিবীর চেহারা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়
এবং মন হইতে দুঃখ কষ্টের ধূলি মুছিয়া দেয়।

পৃথিবী হইতে দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে।
দুনিয়াতে দুঃখ কষ্টের আর জন্ম হইবে না।

হে খোদা আমার ভোলা মন এতই ছোট হইয়া গিয়াছে যে
রাসূলের ঘোড়ার পায়ের ধূলি আমার ঘর ঘিরিয়া নিয়াছে।

মেঘ হইতে মিষ্টি বারি বর্ষণ হইতেছে, যাহারা সৃষ্টির জন্য
যাহাদের উপর হাবিবের রহমতের স্বচ্ছ ফয়েজ বর্ষিত হইতেছে।

আকাশের মেঘ হযরতের প্রেমের ভিখারী
যেমন ওয়াইসীর চোখের অশ্রু হযরতের প্রেমে পাগল।

গযল ৩৬

তিনি কাল কস্তুরী দ্বারা চাঁদের উপর পর্দা ফেলিয়াছেন
এবং চুলের গুচ্ছ দ্বারা সূর্যের পর্দা দিয়াছেন।

তুমি ভিন্ন আর কে দেখিয়াছে যে রাত্রি দিনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।
তুমি ছাড়া আর কে দেখিতেছে যে
রাত্রির ভিতর হইতে সূর্য বাহির হইয়া আসিতেছে।

তোমাকে কেন চন্দ্র চারিদিক ঘিরিয়া রাখিয়াছে।
তোমার কেশ গুচ্ছ সূর্যের চতুর্দিকে রেখা টানিয়া দিয়াছে।

তোমার দৃষ্টির ভয়ে হরিণ জঙ্গলে পালাইয়া গিয়াছে।
হযরত খিজিরের পানি তোমার পান করিবার
ভয়ে মরীচিকায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।

মাঝে মাঝে রাতে আমি তোমার প্রেমে গান গাহিয়া থাকি।
সময় সময় দিনে আমি তোমার ব্যথায় অক্ষম হইয়া পড়ি।

তোমার চিরসুন্দর মূর্তি দেখিয়া আমার মন সব সময় অস্থির থাকে।
তোমার সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ ছটা আমার প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া দেয়।

তোমার সৌন্দর্যের চিন্তায় সময় সময় ব্যথা বেদনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ি।
মাঝে মাঝে তোমার বিরহে জ্ঞান বুদ্ধি হারা হইয়া পড়ি।
আমার অশ্রু ধারা মাছ বসবাসের পানির যোগ্য হইয়া গিয়াছে।
তোমার বিরহের আগুনে আমার প্রাণ কাবাবের মত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমার মনের ঘরে সৌন্দর্যের কুটির হইয়া আস ।
আমার এ খারাপ ঘরকে দৌলতের ঘরে পরিণত কর।

রাসূলের পায়ের ধূলির আশায় ওয়াইসী বুকের মধ্যে হাহাকার

ও চোখে বিশুদ্ধ অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

গযল ৩৭

সূর্য ভিখারির মত হইয়া আসিয়া তোমার দরজায় বসে।
সূর্য তোমার ঘোড়ার পায়ের খুর হইয়া আসে।

পৃথিবীতে ও আখেরাতে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ তুমি আলাহর দোস্ত।
তুমি প্রেরিত রাসূল এবং তুমি সূর্যের মতই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছ।

যেখানেই তোমার চেহারার ছায়া পড়ে তাহার প্রতি বিন্দু হইতে
সূর্যের চেহারায় লজ্জার ছাপ ফুটিয়া উঠে।

যদি কোন সাধারণ লোক তোমার সামান্য অনুগ্রহ লাভ করে
তাহা হইলে সে ব্যক্তি সূর্যের মাথার উপর পা রাখিতে পারে।

যদি কোন খারাপ লোক তোমার জ্যোতির একটু আলো পায়
তাহা হইলে সে মনের আনন্দে সূর্যের সমকক্ষ হইয়া উঠে।

যদি কোন গরিব তাহার দরজায় কপাল ঠেকায়
তাহা হইলে সূর্যের বৃত্ত হইতে সে আনন্দে হাত উঠাইয়া নেয়।

তোমার জন্য যে উদ্ভ্রান্ত সে মদে মাতাল হয় না
যদি তারকা থেকেও সূর্য মদের পেয়ালা হয়।

তোমার দ্বারের যে অধমকে বিষম সাহসী
যদিও সে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে মূল্যবান মুক্তা পায়।

তোমার প্রেমের মাধুর্যে আমার প্রাণে বিদ্যুৎ চমকে
যেন সূর্য হইতে সদা হাত দেখা যাইতেছে।

ভিখারী ওয়াইসী তোমার প্রেমের ছটা পাইয়াছে।
উজ্জ্বল চন্দ্র ও সূর্যের আলো যেন তাঁহার নিকট কিছুই নহে।

গযল ৩৮

তোমার সৌন্দর্য চাঁদ সূর্যের উপর রেখা টানিয়া দিয়াছে।
তোমার রেখা চাঁদ সূর্যের ভিতর বিছানা বিছাইয়া দিয়াছে।

সরো বৃক্ষ চাঁদ ও সূর্যের স্বরূপ ফল দিতে পারে কি?
তোমার দেহ হইতেই চন্দ্র ও সূর্যের মত ফল বাহির হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্যের মধ্যে কাল থাকা কেউ দেখে নাই।
তাঁহার কাল চুল গুচ্ছের মধ্যে চাঁদ ও সূর্য দেখা দেয়।

সরোবৃক্ষের মত তোমার দেহের দুইটি উজ্জ্বল গণ্ডদেশে
মনে হয় যেন চন্দ্র সূর্য দুইটি ফল ধরিয়াছে।

তুমি সেই সুন্দর রাজ্যের রাজা দিবারাত্র যাহার দরজায়
চন্দ্র সূর্য ভৃত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে।

তোমার সুন্দর চেহারা দর্শনের আশায় আকাশে
সকাল সন্ধ্যায় সূর্য ও চন্দ্র উদয় হয়।

মুস্তারি (জুপিটার) তারকা প্রাণ দিয়া তোমাকে খরিদ করিতে চাহে
তোমার দরজায় চাঁদ সূর্য বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে।

তোমার মুখমণ্ডল হইতে সুপ্রভাতের আভাস ভাসিয়া আসে।
তোমার চেহারার প্রতিক্রিয়া চাঁদ ও সূর্যে প্রতিফলিত হয়।

তোমার বিরহ ব্যথায় ওয়াইসীর প্রাণ ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে।
তোমার সৌন্দর্য চাঁদ ও সূর্যের উপর ছড়াইয়া আছে।

গযল ৩৯

তোমার বৃক্ষসম দেহে সূর্য প্রতিফলিত হইয়াছে।
তোমার মুখের তিল সূর্যের উপর একটি বিন্দুর মত ফুটিয়া আছে।

যতক্ষণ তোমার চেহারার জ্যোতি পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখে।
তোমার চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়া সূর্য লজ্জাবনত হইয়া থাকে।
তোমার চেহারা হইতে পর্দা সরাইয়া দাও
তাহা হইলে দেখা যাইবে তুমি বেশি সুন্দর, না সূর্য।

চন্দ্রের চতুর্দিকে তোমারই রেখা টানা আছে
সূর্যের উপর তোমার কেশ গুচ্ছ কস্তুরীর মত রক্ষিত আছে।

হে খোদার নূর, তোমার চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়া
প্রভাতের সূর্য লজ্জায় লাল হইয়া উঠে।

তোমার মুখমণ্ডলের ও তোমার চেহারার আলোর প্রভাবে
সূর্যকে একখণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত মনে হয়।

তোমার সুন্দর চেহারা হইতে দুষ্ট দৃষ্টি দূর করিবার জন্য
তারকারাজী ঔষধ ও সূর্য অঙ্গারদাসী হইয়া আছে।

তোমার কেশ গুচ্ছ সুগন্ধিযুক্ত, তোমার অশ্রু কস্তুরীর মত।
সূর্য কি তোমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে ?

যে আরশের নীচে বসিয়া থাকে ও বেহেস্তের দাবি রাখে
তাঁহার মর্যাদা বড় না সূর্যের ?

তোমার প্রশংসা ও আশীর্বাদের জন্য

হযরত ঈসা সূর্যের উপর দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়েন।

তোমার চেহারার আলো হইতে পৃথিবী আলোকিত।
তোমার চেহারার তুলনায় সূর্য একটি তারকার মত।

তোমার চেহারার নিকট চন্দ্র একটি পোকার মত।
তোমার মুখমণ্ডলের তুলনায় সূর্য অতি নগণ্য।

যেখানে তোমার কেশ গুচ্ছ আছে সেখানে সুগন্ধিভরা।
সেখানে তোমার নূরের ছটা সেখানে যেন সূর্য উদয় হইয়াছে।

তোমার বৃক্ষের উপর চন্দ্র উদয় হয় এবং চন্দ্র সুগন্ধে পূর্ণ
তোমার ফুলের কলি মতির মত এবং পাইন বৃক্ষের উপর সূর্য উঠে।

তোমার দৃষ্টি তীরের মত তোমার ভ্রূ ধনুকের মত
তোমার মুখে মিষ্টি ও দেহের বর্ণ সূর্যের মত।
তোমার সৌন্দর্যের আলো মুক্তার জ্যোতির মধ্যে প্রতিফলিত
তোমার পরিপূর্ণতার আলো সূর্যের চেহারায় রেখাপাত করিয়াছে।

ওয়াইসী প্রতি রাত্রে তোমার বিরহে ক্রন্দন করে
তোমার সেই চেহারা একবার দেখাও সূর্য যাহার ভৃত্য।

গযল ৪০

তোমার ওষ্ঠ বদাখসানের মুক্তার মত এবং তোমার চেহারা বারিব্যস্ত
তোমার চক্ষু হরিণের সুন্দর চক্ষুর মত
এবং তোমার কেশগুচ্ছ কস্তুরীর মত সুগন্ধি।

তোমার ওষ্ঠ মিষ্টি বর্ষণ করিয়াছে তোমার মুখ মিষ্ট ভাষী
তোমার চক্ষু প্রাণ আকর্ষণ করিয়া তোমার কস্তুরী (সুগন্ধি) দিগন্ত ব্যাপী।

কেউ কি কখনও শুনিয়াছে যে মুখের মধ্যে মুক্তা থাকে
সূর্যের মত চক্ষু ও ওষ্ঠ মুক্তার ন্যায়।

এমন কোন হরিণ দেখিয়াছে যাহার পৃথিবী জোড়া শিকার
এমন কস্তুরী দেখিয়াছ যে দড়ি দিয়া সূর্যকে বাঁধিয়া রাখে।

বদাখসানের সুন্দর মুক্তার মত ওষ্ঠের জন্য প্রাণের রক্ত অর্পণ করি
সূর্যের মত উজ্জ্বল তোমার মুখের জন্য আমার প্রাণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তোমার ঠোঁটের মধ্যে রঙিন মুক্তা ছড়ানো আছে
তোমার উজ্জ্বল চেহারা যেন মেঘের মাঝে সূর্য ঝলকে।

তোমার হরিণ চক্ষু যখন ভ্রূ চিরিয়া বাহির হইয়া পড়ে
তোমার মণির মত চেহারার বিরহে আমার চোখ দিয়া তরল মুক্তা পড়ে।

তোমার হরিণ চক্ষু আমাকে অন্যায়ের পথে টানিয়া নিয়া যাইতেছে।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল আমার বিবেক বুদ্ধিকে

ভাল পথ থেকে দূরে নিয়া যাইতেছে।

তোমার চক্ষুর চিন্তায় আমার প্রাণ হায় হায় করিতেছে
তোমার সুগন্ধ কুন্তলের বেদনায় আমার প্রাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতেছে।

তোমার মিষ্টভাষী মুখের অভাবে আমার জীবন তিক্ত হইয়া আছে
তোমার সূর্যের মত চেহারার অভাবে আমার ভাগ্য বিড়ম্বিত হইয়া গিয়াছে।
যদি তোমার হরিণ চক্ষু দেখিতে যাইয়া
আমার দুচোখ অন্ধ হইয়া যায় যাক।

যদি তোমার সূর্যের মত উজ্জ্বল মুখ না দেখিতে পাই
তাহার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই ভাল।

তোমার চেহারায় মুক্তা সর্বক্ষণ আমার প্রাণের অঙ্গুরিতে বসান আছে।
তোমার সূর্যের আলো সর্বদা আমার মধ্যে প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

তোমার হরিণ চক্ষু যুবক ও বৃদ্ধ হইতে ঘুম কাড়িয়া নিয়াছে।
তোমার কুন্তলের বৃত্ত আঁকা আছে যুবক ও বৃদ্ধের হৃদয়ে।

তোমার হরিণ চক্ষু চাঁদের উপর বসান আছে।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল সূর্যের চতুর্পাশে ছড়ান আছে।

তোমার মিষ্ট ভাষণ হযরত ঈসার মত অলৌকিক ক্ষমতা রাখে।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল সূর্যের উপর পর্দা ফেলিয়া রাখিয়াছে।

তোমার হরিণ চক্ষু পরাক্রান্ত মানুষকে বন্দি করিয়া রাখে।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে।

তোমার মুখমণ্ডল সূর্যের মত তোমার গণ্ডদেশ মুক্তার ন্যায়।
উহাতে জীবনের ঔষধ আছে এবং ইহাতে প্রাণ জ্বলিয়া যায়।

তোমার হরিণ চক্ষুতে আছে সুরমার দৃষ্টি শক্তি।
তোমার সুগন্ধ কুন্তলের মধ্যে আছে আমার প্রাণের অস্থিরতা।

তোমার কথায় বোঝা যায় নিশ্চয় তুমি ধন সম্পদের চাবিকাঠি।
তোমার চেহারার উজ্জ্বলতা জানাইয়া দেয় যে তুমি খোদার বন্ধু।

তোমার হরিণ চক্ষু আমার মনের মধ্যে চরিয়া বেড়ায়।
তোমার সুগন্ধ কুন্তলের আড়ালে সূর্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

তোমার দন্তরাজী বদাখশানের মুক্তাকে মূল্যহীন করিয়া দেয়।
তোমার গণ্ডাদেশ চন্দ্রের আলোকে নিস্প্রভ করিয়া দেয়।

তোমার জীবন দানকারী বতলের মধ্যে স্বর্গের প্রাঙ্গল রহিয়াছে।
তোমার চেহারার সৌন্দর্যের মধ্যে সূর্য বিরাজ করিতেছে।
তোমার হরিণ চক্ষু পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইয়া দেয়।

তোমার সুগন্ধ কুন্তল পৃথিবীর প্রাণে খারাবি আনিয়া দেয়।

তোমার চেহারা সূর্যের চেয়েও সুন্দর, তোমার ঠোঁট মুক্তার চেয়েও ভাল।
আমি তোমার সাহায্য ভিখারী এবং তাহাও আমার সর্বোত্তম প্রার্থনা।

তোমার চোখের চাহনিতে হরিণের ঘুম ভাঙিয়া যায়।
তোমার কুন্তল সুগন্ধির বাজারে পরিবর্তন আনিয়া দেয়।

তোমার কথার মধ্যে আলাহর রহমত নিহিত আছে
এবং তাহা প্রাণদানকারী বাক্য।

তোমার নূরের সূর্য আলাহর আমিত্ব ঘোষণা করিতেছে।
তোমার হরিণ চক্ষু ব্যবিলনের মাছ নষ্ট করিয়া দেয়।
তোমার কুন্তলের বৃত্ত অসংখ্য কস্তুরী ও সুগন্ধি ছড়াইয়া দেয়।

তোমার মুখের বাক্য মুক্তার ন্যায় মনে হয়।
তোমার উজ্জ্বল চেহারার নিকট সূর্য মেঘে ঢাকিয়া যায়।

তোমার সুখের বাক্য বিধর্মীর জন্য মৃত্যু কৃপান।
তোমার সূর্যের মত চেহারার ছায়া শত্রুর জন্য বিপদ ডাকিয়া আনে।

তোমার হরিণ চক্ষু শত্রুর উপর তীর ও বর্শা হানে।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল পাপীকে পুণ্যের পথে টানিয়া নিয়া যায়।

তোমার মুখ সমুদ্রের মত তোমার দণ্ডরাজী গলিত মুক্তার ন্যায়।
তোমার চেহারা নূরের দরিয়ার মত, তোমার মুখমণ্ডল প্রেমময়।

তোমার হরিণ চক্ষু প্রেমিকের নিকট ধনুকের মত।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল জালের মধ্যে সূর্যকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে।

তুমি হইতেছ বিশুদ্ধ মুক্তা যাহা হইতে মধু ঝরে।
তুমিই হইতেছ সুর্য যদি সূর্য সবুজ রঙ ধারণ করে।

তাঁহার হরিণের মত চক্ষুর প্রাণ সংহার করিয়া বেড়াইতেছে।
তাঁহার কুন্তল খাতানদেশের সুগন্ধির মত, যদি সূর্যের মধ্যে সুগন্ধি থাকে।

তাঁহার বদন সুরাইয়া তারকার মত, তাঁহার গণ্ডাদেশ রাত্রে আসে।
তাঁহার চক্ষু ভয়ধারির মত, তাঁহার কুন্তল কাল কাকের মত।
তাঁহার ওষ্ঠ মুক্তা গলাইয়া দেয় এবং তাঁহার গণ্ডদেশ থেকে সুগন্ধি ছড়ায়।
তাঁহার কুন্তল হইতে সুগন্ধি নির্গত হয় এবং তাঁহার চক্ষু অর্ধ খুদিত।

তোমার মুখের হাসিতে মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসে।
তোমার সূর্যসম মুখ হইতে অদ্ভুত ব্যথা বাহির হয়।

তোমার হরিণ চক্ষু লজ্জাবনত হইয়া থাকে।

তোমার সুগন্ধ কুন্তল রাত্রির অন্ধকারের মত দিশাহারা হইয়া থাকে।

সৌন্দর্যের খনিতে তোমার দাঁত অদ্বিতীয় মুক্তার ন্যায়
সুন্দর আকাশে তোমার চেহারা অতি সুন্দর সূর্যের মত।

তোমার স্তুতি গাহিয়া ওয়াইসী দীর্ঘজীবী হইয়াছে
তোমার প্রশংসা গাহিয়া সূর্যের মত তাহার উজ্জ্বল চেহারা হইয়াছে।

গযল ৪১

তোমার হরিণ চক্ষুর প্রশংসা করিয়া আমি সফলকাম হইয়াছি।
তোমার সুগন্ধ কুন্তলের তারিফ করিয়া আমি কৃতকার্য হইয়াছি।

তোমার হরিণ চক্ষু মানুষ মনে আনন্দ উদয় করে।
তোমার সুগন্ধ কুন্তল চন্দ্র ও সূর্যকে সমপর্যায়ে নিয়া আসে।

তোমার সুন্দর ওষ্ঠে যাহা বল তাহাই সুন্দর।
সৌন্দর্যে তোমার চেহারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

তোমার হরিণ চক্ষুতে শত শত যাদুকর বাঁধা পড়িয়া যায়।
তোমার সুন্দর কুন্তল চাঁদ ও সূর্যকে একই পর্যায়ে আনিয়া দেয়।

ওয়াইসী তোমার ওষ্ঠধর থেকে একফোঁটা স্বর্গের পানি পাইতে চায়
তোমার সূর্যসম চেহারা থেকে আর কত দিন বিরহ সহিব।

গযল ৪২

তোমার অগ্নিময় চেহারার আগ্রহে আমার প্রাণ কাবাব হইয়া গিয়াছে।
হে আমার সুন্দর রাজা আমি যথেষ্ট দগ্ধ হইয়াছি তুমি তাড়াতাড়ি আস।
মানুষকে ভয় দেখাইবার ও শিক্ষা দিবার জন্য
আলাহ তোমাকে দুটো জিনিস দিয়াছে তরবারি ও পুস্তক (কোরআন)।

তোমার সুন্দর চেহারা আলাহর আয়না স্বরূপ।
চন্দ্র হউক বা সূর্যই হউক প্রতি সকালে দেখিতে পাই।

হে আহম্মদ (সঃ) তোমার মুখমণ্ডল হইতে সূর্য তাঁহার কিরণ পাইয়াছে।
তোমার চেহারা হইতে চন্দ্র তাঁহার আলো পাইয়াছে।

আমার প্রাণ তোমার বিরহের আগুনে দগ্ধ হইতেছেন।
হে আমার প্রিয়, খোদার ওয়াস্তে আমা হইতে তোমার মুখ ফিরাইয়া নিওনা।

আমার মন ও প্রাণ দেখ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।
তোমার কুন্তলও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়িয়াছে।

তোমার চেহারা দেখিয়া চাঁদ লজ্জায় ছোট হইয়া যায়।
তোমার হিংসায় সূর্য বিচলিত হইয়া উঠে।

তোমার চেহারার সামনে সূর্য জ্যোতিহীন হইয়া যায়।
তোমার মুখের সামনে চাঁদের কি আলো থাকিবে ?

তোমার চেহারার আলো হইতে চন্দ্র একটি ছটা মাত্র।
মানুষ তোমার সহিত কোন কিছুরই তুলনা করিতে পারে না।

হে ওয়াইসী তুমি দুঃখের অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছ।
অন্ধকারের মাথায় আঘাত হানিতেই অধীর হইয়াছ।

গযল ৪৩

যখন ভাগ্য চন্দ্র ও সূর্যকে তোমার কুন্তলের গ্রন্থির সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে
তখন ভাগ্যের কলম আমার প্রাণে তোমার চেহারার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে।

আমি তোমার পথ হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া যাই
সে কারণ তোমার প্রেমের শিকল
আমার হাত পা তোমার পথে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ।

তোমার প্রেম আসিয়া আমার প্রাণের গুপ্ত কথা লইয়া গেল
এবং আমার কুন্তলের গ্রন্থিতে তোমার সুগন্ধি ছড়াইয়া গেল।
তোমার কাল কুন্তল চাঁদকে ঘিরিয়া বৃত্ত আঁকিয়াছে।
তোমার কুন্তল ছাড়া চাঁদকে ঘিরিয়া আর কোন বৃত্ত কেউ কি দেখিয়াছে ?

হে প্রিয় আজ আমি তোমার মধ্যে বন্দি হইয়া গিয়াছি।
আমার মুখ তোমার কুন্তলের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

তুমি খোদার বন্ধু, তোমার প্রকৃতি সুন্দর
হে প্রিয় আমার চক্ষু সকল দিক হইতে ফিরিয়া তোমার প্রতি বাঁধা পড়িয়াছে।

যখন মানুষ কাবার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়
আমি তোমার পথের জন্য এহরাম বাঁধিয়া লই।

দগ্ধ ওয়াইসী তাঁহার মন প্রাণ দুনিয়া হইতে ফিরাইয়া লইয়াছে।
সকল দিক হইতে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিখোঁজ করিয়াছে।

গযল ৪৪

যখন হইতে আমার প্রাণ খোদার বন্ধুর শোক সহিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।
দিবা রাত্র সকাল সন্ধ্যা তাঁহার দুঃখে বিরহে মশগুল হইয়া রহিয়াছি।

পৃথিবীর সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া জীবন কাটিয়া গেল ।
এখন আমার মন প্রাণ তাঁহার বিরহ ও প্রেমে মশগুল হইয়া গিয়াছে।

বিদ্যুৎসম তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা যখন আমার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।
আমার বিরহ ব্যথিত মন ক্রন্দনরত চক্ষু নিয়া অভ্যস্ত হইয়া গেল।

তোমার প্রেমের আগুন যখন আমার বক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া জ্বলে ।

আমার পাগল পারা মন অগ্নিভরা চিৎকার আমার অভ্যাস হইয়া যায়।

যখন তোমার চক্ষু মন কাড়িয়া নেবার পালা শুরু করে
তখন হরিণ লজ্জায় পড়িয়া বনের পথ ধরে।

আমার দুই চক্ষু যখন তোমার দুই চক্ষুর সহিত মিলিত হয়।
তখন আমার আহত বক্ষস্থল বর্শার আঘাতে জর্জরিত হইয়া যায় ।

কিছু দিন যাবৎ ওয়াইসীর এ রোদনের শব্দ আর শোনা যায় না।
বোধ হয় ক্রন্দনকারীগণ লুকাইয়া গিয়াছে।

গযল ৪৫

তোমার বিরহে আমার অবস্থা এমন হইয়াছে যে
তোমার দুটি কুন্তল দেখিয়া আমার দানের মত নত হইয়া গিয়াছে।

তোমার দুটি কুন্তল হইতেও তোমার তিলের বিন্দু হইতে
আমার মন জালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং
প্রাণ তোমার তিলের মত ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে।

তোমার সৌন্দর্যের রহস্য জানিতে পারিয়া
আমার দুঃখ প্রতি মুহূর্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
হায় হায় তোমার সৌন্দর্যে প্রতি মুহূর্ত পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

তোমার তাজা সৌন্দর্যে আমার পাগলামি চাঙ্গা হইয়া উঠে।
হায় হায় প্রতি মুহূর্তে তোমার সৌন্দর্যে তাজা হইয়া উঠিয়াছে।

আমার প্রাণে তোমার চিন্তা এত গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে যে
আমি নিজের কোন খবর রাখি না ,
আর যদি কোন খবর থাকে তাহা চিন্তা মাত্র।

আমার সারা দেহ মনে তুমি এমন ভাবে জড়াইয়া আছ যে
আমি নিজের কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।

তোমার প্রেম আমার প্রাণে এরূপ দুঃখ-কষ্ট দিয়াছে যে
আমার দেহ এক বিন্দু স্পন্দন নাই, যদি আছে তাহা দুঃখময়।

তোমার মত আর একজনও এই পৃথিবীতে আসে নাই।
যদিও সূর্য একটিই সেও তোমার নিকট বন্দি হইয়া আছে।

তোমার মত আর কেহ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই
চন্দ্র একটিই কিন্তু সে নানা রকম বিপদগ্রস্ত ।

তোমার উচ্চতা তুবা বৃক্ষের মত তোমার চেহারা সূর্যের মত।
তোমার কপাল চন্দ্রের মত এবং তোমার ভ্রূ প্রতিপদের চন্দ্রসম।

যেথায় তোমার ওষ্ঠের সংস্পর্শে প্রস্তর খণ্ডসমূহ মুক্তা হইয়া উঠে
তোমার যেখানে দৃষ্টিপাত হয় সেখানে হরিণের মত সুন্দর হইয়া পড়ে।
ওয়াইসী তোমার বিরহে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।
তাঁহার বিব্রতার কোন ঔষধ নাই তোমার মিলন ছাড়া।

গযল ৪৬

তুমি হইতেছ আলাহর নূরের সৃষ্টি যাহার হিংসায়
সূর্য প্রতি দিন জ্বলিয়া মরিতেছে ও তাহাই প্রচার করিতেছে।

তোমার দরজা ছাড়িয়া আমি কি করিয়া যাইব।
আমার প্রাণ যে তোমার প্রেমে বাঁধা পড়িয়া আছে।

হে সুন্দর দেশের রাজা তোমার জন্য
সূর্য ও চন্দ্র পতাকা ধরিয়া আছে।

চাঁদের চোখে তোমার দরজার ধূলি তুঁতিয়ার ন্যায়
সূর্যের মাথায় তোমার ধূলি মুকুটের মত।

ইহা সত্য যে হযরত ঈসা তোমার মত পবিত্র নহেন
সূর্য তোমার মুখের মত সুন্দর নহে ইহাও সত্য।

তোমার প্রেমের মদ্যপান করিয়া এমন মত্ত হইয়া গিয়াছি যে
আমার চোখের অশ্রু পরিষ্কার মদে পরিণত হইয়াছে।

আলাহর দয়ায় তোমার সৃষ্টি হইয়াছে
খোদার নূর হইতে তোমার মানুষ রূপে জন্ম হইয়াছে।

প্রাতঃকালে তোমার চেহারার মত সুন্দর
সূর্য ও চন্দ্র তোমার সৌন্দর্য সঙ্গে জড়িত।

তোমার দর্শন বিহনে আমার চক্ষু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে
তোমার মিলনের অভাবে আমার পৃথিবী সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তোমার সুন্দর চেহারার হিংসার কারণে
পূর্ণিমার চাঁদের উপর দাগ পড়িয়া গিয়াছে।

উল্কা পাখি তোমার বিদ্যা প্রাণে লইয়া উড়িয়া যায়
সূর্য তোমার শরীরের সৌন্দর্য লইয়া উদয় হয়।
তোমার কথা ছাড়া সব কথাই খারাপ কথা।
তোমার বন্ধুর ছাড়া সব কথাই অর্থহীন।

যেখানে তোমার অভিসম্পাতের আগুন প্রজ্বলিত হয়
সেখানে শত্রু ভয়ে বিহ্বল হইয়া পারদের মত হইয়া পড়ে।

তোমার তীরের ভয়ে শত্রু প্রাণ ছেদা হইয়া গিয়াছে
তোমার তরবারির আঘাতে অবিশ্বাসীর প্রাণ বিষাদময় হইয়াছে।

তোমার সুগন্ধের তুলনায় জাফরান অতি তুচ্ছ
রাজ প্রাসাদ তোমার বাড়ির তুলনায় পায়খানার মত।

তোমার বিধানের উপর ভাগ্য নিরূপিত হয়
এবং তাহার উপর সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

তোমার চেহারা যখন সূর্যের উপর পড়ে
তখন সূর্যের চেহারা সুন্দর হইয়া যায়।

তুমি পরিপূর্ণ মানব ও খোদার মনোনীত
তুমি সৃষ্টির অতুলনীয় ও স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট।

তোমার কথার মধ্যে স্বর্গের সুধার মিষ্টতা আছে
তোমার বাক্যে স্বর্গের সুধা মিশ্রিত আছে।

আমি যতই পাপী হই না কেন পাপকে ভয় করি না
কারণ আমার হাত তোমার পবিত্র অঞ্চলে জড়াইয়া আছে।

তোমার ঘরের প্রতিটি প্রস্তর মণি মুক্তা প্রায়
তোমার গলির প্রতিটি কাঁটা গোলাপ ও লিলি ফুলের মত।

তোমার সৌন্দর্য পৃথিবীর সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণতা দেয়
তোমার বাসস্থান পৃথিবীর অট্টালিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

তোমার সুউচ্চ আকাশে সূর্য একটি ছোট তারকার মত
তোমার প্রাচুর্যের সাগরে পৃথিবী একটি ছোট নৌকার মত।

খোদা ছাড়া তাঁহার প্রশংসার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার
খোদা ছাড়া তাঁহার প্রশংসার যাহা কিছু বল সবই সত্য বটে।

আলাহ যাহাকে নিকট মনে করেন তাহার চেয়ে আর কেহ পছন্দনীয় নহে
সাবধান আলাহর নিকট আর কিছু চাহিও না কারণ এ পথ বড়ই পিচ্ছিল।
যদি তোমার শত্রু হস্তীর মত বড় হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে
তোমার এই বান্দার নিকট সে মশা মাছি হইতেও তুচ্ছ।

খোদার ইচ্ছায় অন্তর পরিপক্ব হয়
যতক্ষণ খোদার হুকুম না হয় সকল কার্য কঠিন বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গের ফেরেস্তা যদি তোমার গলির মুখে আসিয়া দাঁড়ায়
তাহা হইলে সুতার কাপড় রেশমের কাপড় বলিয়া মনে হয়।

তোমার পথের ধূলি সুগন্ধি অপেক্ষা উত্তম

তোমার দরজার ধূলি কস্তুরী অপেক্ষা উত্তম।

ফুল যখন তোমার সুন্দর চেহারা দেখিতে পাইল
তখন সে লজ্জায় ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেল।

তোমার হাসির বরকতে সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যায়
তোমার চোখের চাহনিতে মাথা ঘুরিয়া যায়।

গযল ৪৭

তোমায় না দেখায় আমার দেহ খড়ের চাইতেও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে
তোমার জন্য পর্বত প্রমাণ দুঃখ সইবার ক্ষমতা আমার আছে।

তোমার প্রশংসা আমার মুখে লাগিয়া থাক এই আমার প্রার্থনা
তোমার বিরহ আমার প্রাণে থাক সেই আমার জন্য দৌলত।

তোমার প্রেমের আগুনে প্রতি মুহূর্ত গলিয়া যাইতেছি
জ্বলিতেছি কিন্তু আহ্ করিতেছি না এইত আমার অবস্থা।

হে বক্তা তুমি ও তোমার স্বর্গ আমি ও মদিনার গলি
ওটা তোমার জন্য বেহেস্ত, আর এইটা আমার বেহেস্ত।

এমন মুহূর্ত নাই যখন আমি তোমার চিন্তা হইতে খালি থাকি
তুমি আমার প্রতি মুহূর্তের প্রিয় বন্ধু ।

যখন আমার বুকের মধ্যে তোমার ব্যথা স্থান পাইয়াছে
তখন আমি অপর সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি
এবং এটাই আমার জন্য আরাম।

ফেরেস্তারা তোমাকে দেখিয়া হিংসা করে
তোমার তীরের মত শরীর যখন আমি দেখি
তখন শ্রদ্ধায় ধনুকের মত নুইয়া পড়ি এইত আমার অবস্থা।

রাজার দরবারে বসিতে পাওয়াকে আমি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি না
তোমার দরজার ফকিরদের সঙ্গে বসিতে পাওয়াই পরম সৌভাগ্য।

সকলের নিকট হইতে তোমার অঞ্চল উঠাইয়া নেও ও তোমাতেই ধ্যান মগ্ন হওয়া
এটাই আমার ঈমান, এটাই আমার ধর্ম ও এই আমার জাতীয়তা।

বাহ্যতঃ আমি বুদ্ধিমান কিন্তু অন্তরে আমি পাগল
পয়গম্বর প্রধানের প্রেমের কারণ আমার এই অবস্থা হইয়াছে।

উভয় পৃথিবীর মধ্যে তোমার ঘর ছাড়া অন্য দিকে আমি চাহিনা
আমার চেয়ে আর কোন বড় ভিখারী নাই, এই আমার গর্ব ।

যদি আমার চক্ষু তোমার সুন্দর চেহারা ছাড়া
অন্য কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে,

আমার চক্ষু হইতে দৃষ্টি শক্তি বাহির করিয়া দিও লজ্জাবশতঃ ।

তোমার বিরহে আমি ওয়াইসী দুঃখ ভিন্ন আর কি করিব।
আমার ভাগ্যে তোমার প্রেমের ধন দৌলতই রহিয়া গিয়াছে।

গযল ৪৮

সেই হতভাগ্য যে খারাপ পথের নির্দেশ দিতেছে
সেই হতভাগা যে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে প্রাণপাত করিতেছে।

ধর্মের পথের পথিকদের প্রাণ বধের জন্য
বিপথে প্রতারণার জাল কি দিয়া রাখিয়াছে।

সাবধান থাক তাহার কুদৃষ্টি যেন তোমাকে বিপথগামী না করে
হত্যাকারী তোমার জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে।

সে তাহার চাতুর্য ও ধোঁকাবাজি দ্বারা মূলোৎপাটন করিতে
ন্যায় ও ধর্মের অট্টালিকা যাহা তুমি প্রস্তুত করিয়াছ।

শত্রুমনা বুদ্ধিমান লোক যখন পথে বাহির হয়
ধোঁকাবাজি ও চতুরতার শিকার তাহার পথে রাখা হয়।
সাবধান ধর্মের মদিরার পেয়ালা নষ্ট করিও না
পেয়ালার তলায় মৃত্যু বিষ লুকায়িত আছে।

আলাহর ওহী ও এলহামকে ওজনের জন্য
সন্দেহ ও দ্বিধার সঙ্গে তুলনা করিতে চায়।

ঠকবাজির জাল, প্রতারণার বীজ, বিদ্বেষের পথ
ধর্মের পথে বিধাইয়া রাখিয়াছে মূর্খ মানুষ।

ধর্ম পথের জন্য পয়গম্বরের দেখান পথ বাছিয়া নাও
কারণ পথে বিধর্ম, গোনাহ, ধোঁকাবাজি সমূহ বিছানো আছে।

দুদিনের অস্থায়ী জীবনের দুনিয়ায় বোকার মত
হায় হায় কাফেরী ও অবিশ্বাসীর পথ বাছিয়া নিয়াছ।

দুঃখের কথা যে চাতুরির সঙ্গে পয়গম্বরের ওহীর তুলনা করিয়া
ধ্যান-ধারণা ও সন্দেহের বোঝা রাখিয়া গিয়াছে।

সন্দেহ ও জ্ঞানকে পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্য
খোদাতায়ালা পৃথিবীকে সীমা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ওয়াইসী সাবধান তোমাকে বিপথগামী করিতে পারে
সেই বদমাশ যে মন্দ পথের নির্দেশ দেয়।

গযল ৪৯

তোমার চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল, তোমার কেশগুচ্ছ অন্ধকার রাত্রির মত কাল

যেন রাত্রে সূর্য উঠিয়াছে ইহা বিশেষ আশ্চর্যের বিষয়।

তোমার সৌন্দর্যে দেখিয়া প্রভাত উদয় হয়
তোমার চেহারা দেখিয়া সূর্য বিচলিত হয়।

পয়গম্বরগণও ফেরেস্তাগণকে প্রত্যেক দুনিয়ার জন্য বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে
কিন্তু খোদার বন্ধুকে দুই দুনিয়াই পছন্দ করা হইয়াছে।

যখন আলাহর হুকুমে তোমার চেহারা হইতে পর্দা সরিয়া যায়
তখন চন্দ্র ও সূর্য তোমার মুখ দেখিয়া লজ্জায় লুকাইয়া পড়ে।
তোমার সৌন্দর্য হইতে যে অসৎ সেকেলে আবু জাহেল
তোমার পূর্ণতায় যে হিংসা করে সে হইতেছে আবু লাহাব।

সেই আঁখি সুখী যে তোমার চেহারা দেখিতে পারিয়াছে
সেই অন্তর সুখী যাহার মধ্যে তোমার প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে।

তোমার বিরহে যে কতল হইয়া গিয়াছে সে মরে নাই
যাহার মধ্যে তোমার প্রেম নাই সে মানুষ নহে আগুনের ইন্ধণ।

চাঁদের আলো ও তোমার আলোর মধ্যে এই প্রভেদ,
চাঁদের জ্যোতি আসে সূর্য হইতে তোমার জ্যোতি আসে আলাহর তরফ হইতে।

তোমার চেহারার সৌন্দর্যের খ্যাতি যখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া গেল
তোমার বিরহে সকলেই দুঃখিত, তোমার প্রেমে সকলেই খুশি ।

তোমার বিরহে যদি আমার দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যায়, তাহাতেই আমি খুশি
কারণ বন্ধুর নিকট হইতে যে আনন্দ পাই তাহাতেই আমি আনন্দিত।

তোমার প্রেম হইতে প্রাণ বাঁচান অসম্ভব ব্যাপার
কারণ তোমার দুঃখে মানুষ তৃষিত প্রাণ হইয়া আছে।

কাহার এমন গানে আমার বুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে
বোধ হয় ওয়াইসীর গানে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে।

গযল ৫০

দুইটি সূর্য একত্রিত হইয়া বলিল, ইহাই আমার চেহরা
দুটি প্রতিমার চাঁদ জমা হইয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিকৃতি।

সন্ধ্যার পর সকাল আসে, আর বলে এই আমার চেহারা
সকালের পর সন্ধ্যা আসিয়া বলে এই আমার কুন্তল।

ফুল হইতে মধু বাহির হইয়া আসিয়া বলে এই আমার কথা
প্রিয়ার কেশগুচ্ছ ও কস্তুরী মিশিয়া গিয়া বলে এই আমার কুন্তল।

রাত্রে তাহার চুল দেখিয়া মনে হয় যেন ফুল ফুটিয়া আছে

জিজ্ঞাসা করিলাম এটা কি? সে বলিল, এটি আমার ফুল।
কুন্তল খুলিয়া দিল, কস্তুরীর মত সুগন্ধে বাতাস ভরিয়া গেল
মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, এটাই আমার সুগন্ধ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমার আকাঙ্ক্ষিত সরো বৃক্ষ কোথায়
বলিল চুপ কর, সেই আকাঙ্ক্ষিত দেহ আমারই।

আমি বলিলাম, হে আমার প্রিয় তুমি দুজাহানের মূল্য কিনিয়া লইয়াছ
বলিল আমার মাত্র একটি চুল যাহারা মূল্য দিয়া কিনিয়াছে।

একস্থানের কথা বলিল সেখানে দুই ঠোঁটের মধ্যে হাড় আছে
চেঁচাইয়া বলিল, হ্যাঁ আমার গলির মধ্যে আছে।

আখিঁর একটি দৃষ্টিতে তোমার উদ্ভ্রান্ত প্রাণ বধ করিল
সে কে বলিল আমার হরিণ (চক্ষু)।

আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে আপনার ওয়াইসী আলোর প্রতি মন দিয়াছে
তিনি হাসিয়া বলিলেন, তাহার মন আমার প্রতিই আছে।

গযল ৫১

তোমার সৌন্দর্য প্রভাতের হাসিকে হরণ করিয়া নেয়
তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদকেও জয় করিয়া নেয়।

তোমার কেশগুচ্ছের রঙ, গন্ধ ও তাঁহার তেজ
কস্তুরী ও সুগন্ধি ফুলকেও হার মানাইয়া দেয়।

তাঁহার প্রেমে কত কান্নাকাটি করিলাম
কিন্তু হায় একনজর তাঁহাকে দেখিতে পারিলাম না।

তোমার চেহারা দেখিবার আকুল আগ্রহে
দিবা রাত্রি আমি কান্নাকাটি করিতেছি চিৎকারকারী মোরগের ন্যায়।

তোমার মুখের একটি ফুঁতে হাজার মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করিতে পার
তোমার মিষ্টি মুখ আবেহায়াত বহন করিয়া থাকে।

যে মাটির উপর পা রাখ তাহার ধূলি মুছিয়া যায়
সূর্য অপেক্ষা তোমার উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য অধিক।

গযল ৫২

তুমি হইতেছ প্রাণবন্ত মুক্তা প্রবাহিত পানির মত
আমার মনে ও প্রাণে তোমার প্রেম পানির মত প্রবাহিত হইতেছে।

তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য জীন, ফেরেস্তা, হুর ও মানব প্রাণ নিয়া
খেলা করিতেছে, গান গাহিতেছে ও কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে।

একমাত্র আমিই তোমার প্রেমের দুঃখে হয়রান হই নাই
তোমার সুন্দর চেহারার জন্য সারা বিশ্বই বিভোর হইয়া আছে।

তোমার সুন্দর চেহারা আমার প্রাণের বাগানকে সুন্দর করে
তোমার সুন্দর দেহ আমার দেহকে সুন্দর করে।

তোমার মুখ হইতে জীবনের প্রদীপ নির্গত হয়
তোমার কেশগুচ্ছে মধ্য হইতে সূর্য উদয় হয়।

পৃথিবী সৃষ্টির কারণে আলাহ তোমাকে পয়দা করিয়াছে।
দিন দুনিয়া সৃষ্টির কারণে আলাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছে।

ধার্মিক ও সাধুগণ তোমার প্রেমের পাগল
তোমার বিচ্ছেদ ও বিরহের দুঃখে ওয়াইসী ব্যথিত, বিব্রত ও ক্রন্দনরত আছে।

গযল ৫৩

তোমার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্তপাত করিয়া দেয়
কিন্তু তোমার দুটি ওষ্ঠ দিয়া সুধা ঝরে।

তবে সুন্দর মুক্তা তোমার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দেয়
দেখ আমার দুই চক্ষু হইতে সর্বদা মুক্তা ঝরিতেছে।

তোমার চেহারার ছাপ ছাড়া আমার প্রাণে আর কাহারও স্থান নাই
তোমার ব্যথা আমার প্রাণের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

তোমার গলির বাতাস প্রতি মুহূর্তে আমার ব্যথার মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে
প্রতি মুহূর্তে আমার প্রাণের মধ্যে তোমার প্রেম ব্যথা দিতেছে।
হে আমার রাজা আমার প্রাণের কথা কি আর বলিব
তোমার বিরহ ব্যথায় আমার রক্ত বিন্দু বিন্দু হইয়া পড়িতেছে।

পূর্ণিমার চাঁদের মত তোমার চেহারা দেখিতে যাইয়া
আমার চেহারাও প্রতিমার চাঁদের মত হইয়া গিয়াছে।

তীরের মত চক্ষু তোমার দেহ দেখিতে পাইয়া
আমার দেহ ধনুকের মত নত হইয়া গেল।

হে আলাহর নূর তোমাকে খুঁজিতে গিয়া ওয়াইসীর
বৃষ্টির মত অশ্রুপাত হইতেছে এবং বিজলির মত বিলাপ করিতেছে।

তোমার বিভোর চক্ষু হইতে প্রেমিকদের জন্য রক্তপাত হইতেছে।
আর দেখ তুনের মধ্যে সব সময় বিদ্যুৎ চমকের মত ভ্রূ করা আছে।

গযল ৫৪

তোমার সুন্দর চক্ষু তোমাকে এক দৃষ্টি দেখিবার জন্য
আমার প্রাণ খুন ঝরাইতেছে চোখ দিয়া অশ্রু পড়িতেছে।

তোমার বিরহে আমার অবস্থা কেমন হইয়াছে তাহাই শুধাইতেছ
আমার প্রাণ একটি রক্তপিণ্ড হইয়া গিয়াছে
আর দেহ একটি হাড্ডিতে পরিণত হইয়াছে।

তোমার চোখের দৃষ্টি লুট তারাজের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে
আসা মাত্র মন কাড়িয়া নিয়াছে এখন প্রাণ সংহারের চেষ্টায় আছে।

তোমার বিরহে আমার অবস্থা কেমন হইয়া গিয়াছে দেখ
আমার প্রাণ লাল হইয়া গিয়াছে।
আমার চেহারা জাফরানের মত হইয়া গিয়াছে।

হে সুন্দর রাজা তোমার বিরহের আগুনে
আমার মাথায় নিরাশার ব্যথা ও প্রাণ অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে।

তোমার বিরহে আমার অবস্থা এমন কাহিল হইয়া গিয়াছে
আমার প্রাণ তীরের মত এবং দেহ ধনুকের মত ।
তোমার চক্ষু বিরহে আমার অবস্থা এমন হইয়াছে যে
তোমার একটি দৃষ্টিতে আমি কতল হইয়া যাই ও শহীদ হইয়া পড়ি।

ওয়াইসীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিওনা তাহার পায়ের ধূলি না পাইয়া
তাহার দুঃখের অবধি নাই এবং তাহার চলার পথ ধূলিতে পরিণত হইয়াছে।

হে অমূল্য মন যখন তুমি আমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে
সেই হইতে তোমার বিরহে আমার চক্ষু হইতে মুক্তা ঝরিতেছে।

গযল ৫৫

তোমার চেহারা মুক্তার চেয়েও সুন্দর
তোমার বিরহে আমার দুই চোখ দিয়া মুক্তা ধারা বহিতেছে।

দয়া করিয়া মুহূর্তের জন্য এই রোগগ্রস্তের নিকট আসো
যে তোমার বিরহ ব্যথায় অসুস্থ ও অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

যদিও প্রতি মূহূর্তে দুঃখের তীর
আকাশের অত্যাচার হইতে আসিয়া বসিয়াছে।

তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কারণ তোমার দেওয়া দুঃখ

আমার ঢালের কাজ করিতেছে।

তোমার সুন্দর প্রেম ছাড়া আর সব কাজই কঠিন ব্যাপার
তোমার আরাধনা ছাড়া আর সব কাজেই মাথা ব্যথা হয়।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সমস্ত চেহারা আঁকা হইয়াছে
তাহার মধ্যে তোমার চেহারাই সব চেয়ে সুন্দর আলাহর নিকট।

অন্ধকার রাত্রিতে যদি তোমার চেহারা হইতে পর্দা সরাইয়া নাও
মানুষ তখন আশ্চর্য হইয়া বলিবে বোধহয় চাঁদ উঠিয়াছে।

তোমার মুখ সূর্যের মত তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল।
তোমার কেশগুচ্ছ সন্ধ্যার মত কাল
তোমার মুখমণ্ডল সকাল বেলার যাদুর মত।
তোমার চেহারা আলাহর নূর তোমার গুণ আলাহর দয়া
তোমার চেহারা ও গুণ সৌন্দর্য একে অপরকে ছাড়াইয়া যায়।

হে ওয়াইসী সর্বস্থানে নবীর প্রেমকে পছন্দ করিয়া নাও
সুখ দুঃখ সব ভুলিয়া গিয়া, কারণ এসবই অনিত্য।

গযল ৫৬

তোমার চেহারা সূর্যের মত, তবে সূর্যের চেয়েও সুন্দর
তোমার সৌন্দর্য প্রভাতের মত কিন্তু প্রভাতের চেয়ে সুন্দর।

তোমাকে ভুলিয়া গিয়া আমার প্রাণের উপর এক বিপদ আসিল
তোমাকে বাদ দিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আর এক বিপদ।

ওয়াইসী তোমার বৃক্ষ স্বরূপ বাঁশির মত দেহ
যাহা বাগানের মাটি হইতে উদ্ভূত হয়
মাটির ভিতর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া আসে ইহাও একটি বৃক্ষ স্বরূপ।

আলাহর নিকট পয়গাম্বরগণের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে
কিন্তু তাঁহার মোস্তফার (সঃ) মর্যাদা আলাহর নিকট সকলের চেয়ে ঊর্ধ্বে।

নবীর প্রেমে সবাই হৈ চৈ করে
কিন্তু তাহার প্রেমে ওয়াইসীর অবস্থা অন্য রকম।

গযল ৫৭

তোমার চেহারার আলো সূর্যের রশ্মিকে নিভাইয়া দেয়
আমার বিরহের স্ফুলিঙ্গ আগুনের প্রখরতাকে নষ্ট করিয়া দেয়।

আহম্মদ হইতেছেন খোদার দোস্ত, তাঁহার মুখ হইতে মিষ্টি নিঃসৃত হয়।
ঈসা (আঃ) এর অলৌকিকতা তিনি পাইয়াছেন ।

তাহা তোমার পোষাক, ইয়াসিন তোমার মাথার তাজ
তোমার চেহারা প্রভাতের মত, তোমার কেশগুচ্ছ অন্ধকার রাত্রির মত।

তোমার মুখের বাণী হইতে একবিন্দু যাহার ভাগ্যে পড়িয়াছে
আলাহ্‌র নামের মাহাত্ম্যে সে খায়বারের দুর্গ ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।
যে তোমার সৌন্দর্য খুঁজিয়া পায় সে খালি (চিত্রকরের) ছবি ছিঁড়িয়া ফেলে
যে তোমার মুখের সৌন্দর্য চায় সে আজরের কলম ভাঙিয়া দেয়।

তোমার চোখের দৃষ্টি নার্গিস ফুলকেও তন্ময় করিয়া দেয়
তোমার হাসির কলি ফুলকেও মূল্যহীন করিয়া দেয়।

তোমার উজ্জ্বল চেহারা চাঁদের আলো ম্লান করিয়া দেয়
তোমার মুখের সৌন্দর্যের জ্যোতিকে স্পষ্ট করিয়া দেয়।

তোমার চেহারার সৌন্দর্য ফেরেস্তার মন হরণ করে
তোমার মিষ্টি কথা বেহেস্তের উন্নত অবস্থা ভাঙিয়া দেয়।

তোমার মুখের হাসি মুক্তাকে হার মানাইয়া দেয়
তোমার ঋজু দেহ মনুকর বৃক্ষের পৃষ্ঠ বাঁকা করিয়া দেয়।

তোমার গলির শৃগাল যদি একবার মুখ তুলিয়া চায়
তাহা হইলে হিংস্র ব্যাঘ্রের বুকেও কম্পন লাগিয়া যায়।

তোমার কুঞ্চি ভ্রূর নিকট বৃত্ত চাঁদের পিঠ কুজা হইয়া যায়
তোমার চেহারা দেখিয়া পূর্ণিমার চাঁদ গোল হইয়া যায়।

তোমার পূর্ণতার পরিমাপ করতে গিয়া বৃদ্ধ ছোট হইয়া যায়
তাহার বৃক্ষের চিন্তা করিতে গিয়া বৃক্ষের শাখা ভাঙিয়া যায়।

কোন বক্তা ইচ্ছা করিল তোমার স্তুতিগান করিবে
কিন্তু তোমার সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টিতে তাহার বক্তৃতা বন্ধ হইয়া গেল।

তোমার চেহারার প্রেমিক কখনও মদ্যপায়ী হইতে পারে না
তোমার সৌন্দর্য তাহাকে বলিয়া দেয় যে
মদের বোতল ও পেয়ালা ভাঙিয়া ফেল।

তোমার রূপ দেখিয়া সূর্য চায় সে সুপ্রভাত হউক
কিন্তু সন্ধ্যা গুপ্তস্থান থেকে বাহির হইয়া আসিয়া সূর্যের দর্পচূর্ণ করিয়া দেয়।

সূর্য গর্বভরে বলে যে আমি তাহার মত উজ্জ্বল হইব
কিন্তু আকাশ সব সময় তাহার বৃত্তের চাকা ভাঙিয়া দেয়।

সৌন্দর্যের কেন্দ্র তুমি তোমার উপর আলাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে।
তোমার দয়া অসীম তোমার ক্ষমতা মুক্তা ভাঙিয়া ফেলে।

শুকতারা তোমার গুণ কীর্তন করিতে চাহিল
কিন্তু অপারগ হইয়া তাহার কলম ভাঙিয়া ফেলিল।

তোমার প্রেম বুদ্ধিমানের প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া দেয়
যতক্ষণ তাকদীর তোমার মুখে সুগন্ধ চুল ঢাকিয়া দেন।
তোমার বিদ্যুৎবাহী তরবারী আকাশের সূর্যকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

তোমার অশ্বক্ষুরের আঘাতে আকাশের তারকার পিঠ
তারার তীক্ষ্ণতা এক আঘাতে দুই দেহকে ধরাশায়ী করে।

তোমার চোখের চাহনিতে যাদুকরের যাদু নষ্ট করিয়া দেয়।
তোমার প্রাণ দগ্ধকারী দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ খঞ্জরকেও খান খান করিয়া দেয়।

তোমার দুমুখো তরবারী চীন দেশ জয় করিয়া আনে।
তোমার দ্রুতগামী তীর কায়সারের লস্করকে হারাইয়া দেয়।

তোমার কথার স্রোত আবেহায়াতের পানি লুটিয়া নেয়।
তোমার মুখ নিঃসৃত বাক্যের ডোর মুক্তার সুতা ছিঁড়িয়া দেয়।

তোমার চেহারা সময়ের উপর অস্ত্র হানে।
তোমার কেশের বৃত্ত আকাশের বৃত্তকে ভাঙিয়া দেয়।

তোমার পথের বাতাস পৃথিবীতে কস্তুরীকে বিব্রত করিয়া রাখে।
তোমার চলার পথের ধূলি সুগন্ধের মূল্য হ্রাস করিয়া দেয়।

তোমার কেশের গুচ্ছ কস্তরিকেও হার মানাইয়া দেয়।
তোমার দরজার বাতাস প্রভাতের শমীরকে ম্লান করিয়া দেয়।

তোমার দরজায় যে বসতে পায় তাহার ইজ্জত সূর্যের মুকুটেরও ঊর্ধ্বে।
তোমার বাড়ির চাকর সিকান্দার বাদশার দর্পচূর্ণ করিয়া দেয়।

তোমার রঙিন চেহারা মুক্তার রঙ হরণ করিয়া নিয়াছে।
তোমার রৌপ্য শুভ্র হাত মণি ও মুক্তার রঙ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।
তোমার বাড়ির চাকর সম্পদের মালিক হইয়াছে ।
হাত হইতে মান ছিনাইয়া নিয়া নওজরের (রাজার ছেলে)
রুস্তম পালোয়ানের হাত ধরিয়াছে।

তোমার দূরদৃষ্টি পৃথিবীর শান্তি বহন করে।
তোমার মনের গতি নষ্ট করিয়া দেয়।

তোমার মাজেজা শয়তানের পথ বন্ধ করিয়া দেয়।
তোমার বাড়ি রাজ বাড়িকে উড়াইয়া দেয়।

হে রাসূল তোমার জুতার এক বিন্দু ধূলি
শত্রুর কলিজা ছিঁড়িয়া দেয় ও সৈন্যের কাতার ভাঙিয়া দেয়।

তোমার মুখের তিল চাঁদের উপর কাল ফেনা হইয়া দেখা দিয়াছে।
তোমার পথের ধূলি তাহার চারপিঠ ভাঙিয়া দিয়াছে।

তোমার ফুলের কুড়ির হাসিতে ফুল ফুটিয়া ওঠে।
তোমার চক্ষুর কটাক্ষ পড়িয়া কস্তুরীর গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে।

তোমার তরবারীর তেজ শয়তানের প্রাণে আঘাত হানে।
তোমার সারাব শান্তি অত্যাচারীর হাত ভাঙিয়া দেয়।

তোমার তরবারিখানা বাহির হইয়া শত্রুর মাথায় আঘাত হানে
এবং তোমার বান্দা বিধর্মীর মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করে।

মায়ের পেট হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার আগে ও নাভী কাটিবার আগে
ওয়াইসীর প্রাণে তোমার প্রেম আসিয়া সব কাটিয়া দিয়াছে।

তোমার চেহারার মাধুর্য বিনা বেহেস্তের বাগান বিফল।
তোমার সৌন্দর্য বিহনে পৃথিবীর সুখ বেকার।

গযল ৫৮

তোমার দিদারের নেয়ামত ছাড়া জান্নাতের বাগানও অনর্থক ,
তোমার সৌন্দর্য ছাড়া পৃথিবীর ভোগ বিলাস অর্থহীন।

আমি তোমার দেহের সৌন্দর্যের জন্য পাগল
সে পাগল তাহাকে আর কি পরামর্শ দিবে।
জীবনটা পানির মত বহিয়া যাইতেছে তাহার প্রতি মুহূর্ত ও বহিয়া যাইতেছে।
জীবনের বড়াই করিও না কারণ জীবনটাই বৃথা।

সাবধান নবীর পথ ছাড়া অন্য পথে পা রাখিও না।
বেকার বিপথে চলিয়া নিজের ধর্ম নষ্ট করিও না।

তোমার ফুলসম দেহের অভাবে বাগান নরক তুল্য।
তোমার সুন্দর বাগানের অভাবে বেহেস্তও বিফল।

পৃথিবী একটি কটাক্ষপূর্ণ স্ত্রীলোক এবং তাহার স্বভাব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী।
হে আমার প্রাণ তাহার কটাক্ষপাতে তুমি আনন্দিত হইও না।

ওয়াইসী খান্ত ! রাসূলের সঙ্গে মহব্বত করা তোমার কাজ নয়।

মনে প্রেম না থাকিলে মুখে প্রেমের কথা আওড়ান বৃথা।

গযল ৫৯

তোমার কাল তিল চাঁদের মাথার মুকুট হইয়া আছে।
তোমার সৌন্দর্য সকল সৌন্দর্যের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে।

তোমার মাথার মুকুট ছিল ইয়াছিন তোমার দরজার মাটি
পৃথিবীর রাজা সমূহের মাথার মুকুট ছিল ঊর্ধ্ব জগতের দিগন্ত ভেদী।

তোমার সৌন্দর্য দেখিয়া হুর ও ফেরেস্তা পাগল হইয়া গিয়াছে।
তোমার চলন দেখিয়া তিতির পাখি আত্মাহুতি করে।

তোমার সৌন্দর্যের পিপাসী সারা জাহানের সুন্দরীরা।
তোমার চেহারার সৌন্দর্যের পিপাসী দুই জাহান।

পৃথিবীর তুমি জীবন এবং সাদা কাল সবারই সরদার।
তোমার চেহারা ও চুল হইতে সূর্য ও অন্ধকার রাত্রির আবির্ভাব ।

হে রাজন আমার প্রেমের রাজ্যে আজ
বিরহ, ব্যথা, দুঃখ ও শোকের সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে।

গযল ৬০

তোমার মুখ হইতে পর্দা খোল যাহাতে উন্মুক্ত হয়।
চেহারা হইতে নূর বাহির হয় যাহা সূর্যের মধ্যে নাই চাঁদও দেখে নাই।
তোমার চেহারা লোকেরা সূর্যের সহিত তুলনা করে
কিন্তু ইহা তুলনা বিহীন এবং এইরূপ তুলনা করা অসম্মত।

তোমার চেহারার সহিত কি সূর্যের তুলনা হয়।
তোমার সৌন্দর্য যদি না দেখিয়া থাকে পূর্ণ চাঁদের কোন মূল্যই নাই।

মানুষ তোমার সৌন্দর্যের সহিত কিসের তুলনা করিতে পারে?
আলাহ তোমার সৌন্দর্যের তুলনার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করাই সম্মত।
তোমার চেয়ে আর কারও অধিক প্রশংসা করা অসম্মত।

তোমার সঙ্গে তোমার তুলনা করা যায়।
যদি দুটি রেখা সমান ভাবে আঁকা যায়।

অসহায় ওয়াইসীর অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।
আলাহর অবারিত রহমতের দয়া ও চাবি তোমার হাতে ।

গযল ৬১

মুখের পর্দা সরাও তোমার উজ্জ্বল চেহারা ফুটিয়া উঠুক ।
তাহা দেখিয়া পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকাইয়া যাইবে।

তোমার সৌন্দর্য এমনই হয়নি যে তাহার সঙ্গে কাহারও তুলনা করা যায়।
তোমার চেহারা এমন নহে যে কাহারও সঙ্গে তুলনা চলে।

সূর্য তোমার নিকট প্রদীপসম, তোমার চেহারার সামনে পূর্ণিমার চাঁদ।
যেমন চাঁদের সামনে তারকা প্রায়।

প্রেমের আগুন নিভাইবার পাঙ্খা বুদ্ধিমানের নিকট খুলে না।
যতই পর্দা ঢাকিতে যাইবে ততই পর্দা খুলিয়া যাইবে।

তোমার প্রেমের রহস্য যতই লুকাইয়া রাখিতে চাই
কিন্তু কোন ফল হয় না যতই পর্দা ঢাকিয়া রাখিতে চায় বারে বারে খুলিয়া যায়

তোমার সূর্যসম চেহারা না দেখিয়া এবং চন্দ্রসম মুখ না দেখিয়া
আমার দিন বৃথায় যায় এবং রাত্রি সুখের হয় না।

তুমি যদি তাড়াইয়া দাও তাহা মানিয়া নিলাম
আর কাউকে তো গ্রহণ করিতে পারি না।
সে লোক অপদার্থ যে অন্য লোকের মেনে নেওয়াতে খুশি থাকে।
তোমার দরজা হইতে যদি তাড়াইয়া দাও তাহাতেও আমি সন্তুষ্ট।
সেই ব্যক্তি কাফের যে তোমার দরজা ছাড়িয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

প্রেমের বাগান এমনই বাগান যাহার পানি আগুনের মত
তাহা হইতে প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যতই বাহির হয় সবুজ হইয়া উঠে।

ওয়াইসী কি এমন লোক যে আলাহর প্রতি একনজর দৃষ্টিপাত করিবে
এই আমার জন্য যথেষ্ট সে আমার পথে ঢাল হইয়া থাকিবে।

গযল ৬২

উত্তম সীলমোহর মারিয়াছেন তাহার চেহারায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে
তাহার চেহারা উজ্জ্বল চন্দ্রকে স্তিমিত করিয়া দিয়াছে।

আমার মনের পাখির জন্য তোমার কাল কেশের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছে।
আর এই ওজুহাত দেখাইয়া কেশগুচ্ছ ফাদ রাখিয়াছে।

তোমার চেহারার রেখা সুগন্ধ ফুলের চারণ ভূমি
যেন সকল সৌন্দর্য একত্রিকৃত হইয়া রহিয়াছে।

হে প্রিয় চাঁদ তোমার দিলে হিংসা করিয়া
খোদার নূর দিয়া তোমাকে সাজানো হইয়াছে।

দুই জাহানের সুন্দর লোকেরা তোমায় দেখিয়া লজ্জাবনত হইয়া আছে।
সুরে তাহার পোষাক দিয়া তাহার দেহ আচ্ছাদিত করা হইয়াছে।
সুরে ইয়াসিনের উজ্জ্বল মুকুট তাহার মস্তকে রাখা হইয়াছে।

যে দিন পৃথিবীর বৃত্ত সৃষ্টি করা হইয়াছিল
তোমাকে তাহার কেন্দ্র বিন্দু করা হয়।

তোমার উজ্জ্বল চেহারা হইতে আলাহর রহমত প্রকাশিত হয়।
তোমার সুমিষ্ট ওষ্ঠাধার হইতে আবেহায়াতের ফোয়ারা ছোটে।

চিরস্থায়ী সৌন্দর্য ও আলাহর নূর প্রচারের জন্য
তাহার দেহখানি সনদুবিল (বেহেস্তি বৃক্ষ) ন্যায় তৈয়ার করিয়াছেন।

সূর্য ও চন্দ্রকে যদিও পূর্ণ আলো ও পূর্ণ সৌন্দর্য দেওয়া হইয়াছে।
কিন্তু তাঁহাকে পৃথিবীতে আলো ও সৌন্দর্যের আঁধার করা হইয়াছে।
তোমার অতুলনীয় সৃষ্টি যদি কেহ অন্য কিছুর তুলনা করিতে চাহে
তোমার সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠার সহিত বৃথা আলোচনা করে।

গযল ৬৩

যদি কেহ মুহাম্মদের (সঃ) পথ ছাড়া খোদার জন্য পথ ধরে
সে যেমন পাথর হইতে মুক্তা এবং প্রস্তর হইতে মতি পাইতে চায়।

যে খোদার নৈকট্য লাভ করিতে চায় অপরের প্রেমের মাধ্যমে
সে যেন বিভ্রান্ত হইতে পথের দিশা খুঁজতে চায়
এবং অন্ধের নিকট হইতে চোখের জ্যোতি কামনা করে।

হে দুই জাহানের বাদশা তোমার বিরহে
আমার চোখে তুফান বইছে এবং অশ্রুর দরিয়া বহিয়া যাইতেছে।

তোমার চেহারার জন্য আমি তৃষ্ণার্ত, আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত
আমার প্রাণ তোমার তৃষ্ণা চায়, পাগলামির আগুন চায়।

প্রাণ নিয়া আস তোমার ওষ্ঠ ও দন্তরাজি দেখিবার জন্য কাঁদিতেছি।
আমি চাই তোমার প্রবাহিত মুক্তাধারা ও লাল মতি।

তোমার প্রেমে পড়িয়া আমার মাথা পাগলের মত হইয়া গিয়াছে।
সে মজনুর চেঁচামিচি চায় এবং জোলেখার প্রাণ চায়।

আমার প্রাণ আলাহর জ্যোতিতে পূর্ণ,
তোমার চেহারা ভিন্ন আর কিছুই খোঁজে না।
সেইরূপ মাকাল ফল চাওয়া আর সাপের কাছে সুরমা চাওয়ার মত ।

ফুলের হাসি খুশি দেখিতে চাহি না।
আমার প্রাণ চায় সেই সুন্দর চেহারা সেই সুঠাম দেহ।

তোমার বিরহে ওয়াইসী কত দিন সহ্য করিয়া থাকিবে
তাঁহার প্রাণ প্রেম চায় এবং মরুভূমিতে নিরাপত্তা খুঁজিতেছে।

গযল ৬৪

যিনি মানব জাতির জন্য নিজের শরীর দেহ পাত করিয়াছেন
মানব জাতিও তাহার জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছে।
যাহারা তাঁহার চেহারাকে পূর্ণিমার চাঁদের সহিত তুলনা করে
তাঁহারা অপদার্থ অজ্ঞ তাই এইরূপ বিফল তুলনা করে।

আমি একাই তাহার পথে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতেছি না।
আমাদের নেতারাও তাহার বিরহে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।

আহম্মদের (সঃ) রূপ ছাড়া যাহারা অন্যত্র কেউ না খুঁজিয়া বেড়ায়।
অমৃত সুধা (হায়ওয়ান) বাদ দিয়া তাহারা হলাহল খুঁজিয়া বেড়ায়।

তোমার দেখানো পথ হইতে যাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়
সত্য পথের দিকে তাহারা পিঠ ফিরাইয়া থাকে ও বিপদগামী হয়।

মারাত্মক আঘাত মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়
আমার জীবন মারাত্মক আঘাত দিয়া ঘেরা আছে।

তাঁহার সৌন্দর্য আজ আমার প্রাণে উদয় হইল না।
সৃষ্টির প্রথম দিক হইতে তাহার সৌন্দর্যের প্রেম
তাহাদের প্রাণে ক্ষতি হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহার চুলের বেণী তাঁহার মুখের উপর বৃত্তাকারে আঁকা আছে
যেন সূর্য ও চন্দ্র তাহার বৃত্তের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

আমার সহ্যশক্তি আরাম ও আয়েশ সমস্ত চলিয়া গিয়াছে
যখন হইতে আমার প্রাণে আগুনের মালা দুলিতেছে।

তোমার দরজায় বসবাসকারীর জন্য দুনিয়া বিশুদ্ধ মাটির মত
কারণ তোমার দরজার মাটি দিয়া তাঁহারা কিমিয়া তৈয়ার করে।

আহম্মদের (সঃ) দয়ার উপর নির্ভর করাই শ্রেয়
তাঁহার দরজায় সমস্ত পৃথিবী দয়ার ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া আছে।

তাঁহার একদিকে সৃষ্টির দৃশ্য অপর দিকে নতুনত্বের ছায়া
মধ্যস্থলে তিনি বিরাজমান দুইদিকে সীমারেখা।

তাঁহার সুন্দর চেহারা যাহাদের উপর চোখের দৃষ্টি হানে
তাঁহারা অধীর আনন্দে তাঁহার গলিতে নাচিতে থাকে।

ওয়াইসী যে কেবল এখনই তাঁহার সুন্দর চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা নয়
সৃষ্টির আদিম দিন হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

গযল ৬৫

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আমার প্রাণ তোমার ছাড়া অন্যত্র বাসা খুঁজিয়া বেড়ায়।
আমার প্রাণ তোমার প্রেম ছাড়া অন্যত্র বাসা বাঁধিতে চায়।

মোমেনের কেবলা কাবা, কাফেরের কেবলা মন্দির
আমার কেবলা তোমার পায়ের তলায়।

সকাল ও সন্ধ্যা মন প্রাণে এই দোয়া চাই
যত দিন প্রাণ রহে যেন তোমার চেহারার জন্য পাগল হইয়া থাকি।

দুই জাহান একটি সীমাহীন সমুদ্রের মত
তাহার মাঝে মুহাম্মদ (সঃ) একটি অতুলনীয় মুক্তাসম।

হায় সে ভাগ্য কোথায় ! যে তোমাকে একবার দেখিতে পাইতাম
সেই চক্ষু কতই না ভাগ্যবান যে তোমার চেহারা দেখিতে পায় ।

লোকে বলে প্রবাহিত পানির মধ্যে অন্ধকার তুমি লুকায়িত আছ
তাহারা জানেনা যে তোমার জন্ম মুক্তার মধ্যে।

ওয়াইসী তোমার বিরহে দিবারাত্র অনুতাপ করিতেছে
যদিবা তাঁহার অনুতাপ তোমার প্রাণে স্থান পায়।

গযল ৬৬

তোমার চেহারার বরকত আমার দৃষ্টিতে দুনিয়া বাগানে পরিণত হয়
তোমার চেহারার অভাবে দুনিয়া আমার চোখে অন্ধকার বলিয়া মনে হয়।

কোথায় বেহেস্তের চিন্তা ও হুর পরীর সৌন্দর্য
আমার জন্য তোমার গলি বেহেস্তের চেয়েও সুন্দর।

তোমার প্রেম প্রবাহে হে সুন্দরের রাজা
পৃথিবীতে শান্তি ও আরাম বিরাজ করে।

তোমার মুখ নিঃসৃত কথাগুলি অনন্য মুক্তাসম
তোমার চরণে আমার পরাণ উৎসর্গ করিলাম।

যদিও আমি লক্ষ পরাণের অধিকারী হই
যদি আমার চোখের ভাগ্যে তোমার পায়ের ধূলি পড়ে।
আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে এবং সৌভাগ্য যৌবন লাভ করিবে
তোমার চেহারার সৌন্দর্য আমার চোখের জ্যোতি হইয়া আছে।

তোমার চেহরার চিন্তা আমার বুকে প্রবাহিত হইতেছে
তোমার সৃষ্টির কারণে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

তোমার জন্মের পর পয়গম্বরের পরিশেষ হইয়াছে।
তোমার বিরহে ওয়াইসীর ক্রন্দন অহরহ উদ্বেলিত হইতেছে।

আসো তোমার অভাবে আমার
মন ও প্রাণ ব্যথিত হইয়া আছে।

গযল ৬৭

মুহাম্মদের (সঃ) প্রেমের স্ফুলিঙ্গ আমার প্রাণে পতিত হইয়াছে।
হাজার শুকুর যে আমার ভাগ্যে যৌবন আসিয়া পড়িয়াছে।

মানুষ ও জীনের সেই বাদশার অঞ্চল ধরিয়া টানি।
আমার কি সেই ভাগ্য যাত্রীদের সহিত আমার কাজ পড়িয়া গিয়াছে।

তাঁহার বিরহের আগুন আমার আপাদমস্তক জ্বালাইয়া দিয়াছে।
হায় ! তাঁহার প্রেমের আগুন আমার ঘর বাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছে।

মদের নেশায় মাতাল হইয়া থাকিবার আমার দরকার নাই।
মুহাম্মদ (সঃ) প্রেমের দরিয়া আমার প্রাণে উপচাইয়া পড়িয়াছে।

আমি সেই ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ) অনুগ্রহে যাহার
পা প্রথম ও সর্বোচ্চ মনজিলে স্থান পাইয়াছে।

আমিও অন্যান্যের মধ্যে এই প্রভেদ হইতেছে যে
সৃষ্টির প্রথম হইতে আমার গুরু পথিকগণের শীর্ষে রহিয়াছেন।

যাহারা অপদার্থ তাহারা আমার খবর কি রাখিবে?
তাহারা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে।

আসো মুহূর্তের জন্য আমার পাশে বস ও ফুর্তি কর।
কারণ আমার পদক্ষেপ আরশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

গযল ৬৮

তাঁহার কপাল ও মুখমণ্ডলে খোদার জ্যোতি দেখ
তাঁহার আপাদমস্তক আলাহর রহমতে আচ্ছাদিত আছে।

তাঁহার মুখের বাণীতে বিগলিত অস্থি-প্রাণ ফিরিয়া পায়।
তাঁহার মিষ্টি ঠোঁট হইতে চিরস্থায়ী ফোয়ারা বহিয়া যাইতেছে।

যখন তাঁহার কাল কেশগুচ্ছ এতটুকু আসিয়া পড়ে ।
তাঁহার কালকেশ চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

তাঁহার চেহারার সৌন্দর্য বিষধর কালো সাপের মাথার ফুল
তাঁহার মাথায় চলন্ত কুন্তল ধন ভাণ্ডার সাপের মাথায় আকর্ষণীয় ফুলের মত।

তাঁহার সৌন্দর্যের পরিমাপ সত্যই সীমাহীন।
তাঁহার সুন্দর চেহারার প্রশংসা কোরানের ব্যাখ্যা ।

তাঁহার কাল কেশগুচ্ছ যখন প্রভাতের উপর বেণী ছড়াইয়া দেয়
তখন মনে হয় যেন সকাল ও সন্ধ্যা একত্রিত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার গলির তুচ্ছ খরকুটাও হইয়া উঠে প্রাণ সঞ্চারক
বেহেস্তের বাগানও তাঁহার দরজার সামনে মাটি হইয়া যায়।

আহম্মদ (সঃ) দ্বীন দুনিয়ার বাদশাহ ও আলাহর বন্ধু

অনন্য সৌন্দর্যের বিকাশ ও আলাহর দয়ার প্রকাশ ।

তাঁহার দেখান পথ ছাড়িয়া দিয়াছে
অথচ তাঁহার প্রেমিক সে ক্রন্দন বড় আশ্চর্য।
দেখ শয়তানের চর কেমন জাল বিছাইয়া রাখিয়াছে।

তোমার চেহারার জ্যোতি দেখিয়া আমি প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছি।
আমি জ্বলিতেছি, আমি বিমর্ষ ও আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

তোমার পথের ধূলির বিরহ ব্যথায় আমি বিলাপ করিতেছি।
আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, আমার বক্ষ ক্রন্দনরত।

দেখ প্রতি সকাল সন্ধ্যায় ওয়াইসী
তাঁহার পথের ধূলি লইয়া চোখের সুরমা তৈয়ার করে।

গযল ৬৯

সেই সুন্দর রাজার সৌন্দর্য দেখ
তাঁহার চেহারায় আলাহর জ্যোতি দেখ।

তাঁহার চেহারায় তাঁহার দেহে তাঁহার মুখে
আলাহর রহমতের বিকাশ দেখিয়া যাও।

তাঁহার মুক্তার মত মিষ্ট কথায় প্রাণ দান করে
তাঁহার ঠোঁট হইতে আবেহায়াতের ঝর্ণা ঝরে।

ওই চোখে ওই ভ্রূতে ওই মুখ
কত বুদ্ধি ও কত বিব্রত ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

পৃথিবীর সেই সুন্দর রাজার প্রেমে
দেখ ফেরেস্তারা বিব্রত রহিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

তাঁহার পথের ধূলি আমার চোখের সুরমা করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি।
দেখ তাঁহার চোখ হইতে ফোয়ারা প্রবাহিত হইতেছে।

সেই দয়ার সাগর হইতে আমার ভাগ্যে কি পাইয়াছি।
শুষ্ক ওষ্ঠ দগ্ধ প্রাণ দেখিয়া যাও।

কত সুন্দর কত ভালবাসা কত মাহাত্ম্য
এবং প্রত্যেকটির মধ্যে তাহার রহস্য লুকায়িত আছে।

আলাহর সেই বন্ধুর দক্ষতা ও ইচ্ছায় আসিয়া
দেখ পৃথিবী স্থির হইয়া আছে এবং আকাশ ঘুরিতেছে।

তাঁহার দরগাহ কত বড় পুণ্য স্থান।
তাঁহার মাটিতে রাজ প্রাসাদ দেখিতে পাইবে।

সেই সুন্দর রাজার প্রশংসা মানুষ আর কি করিবে।
তাঁহার প্রশংসা কোরানের অলংকার স্বরূপ।

তাঁহার রাস্তা এমনই যে তাহার প্রত্যেক কাঁটা ও গুল্ম
সবই যেন বাগান ও সবই যেন বেহেস্ত দেখ।

তাঁহার চেহারার জ্যোতির আশায় চারিদিক হইতে
ঘূণ্যয়মান মস্তক ও ক্রন্দনরত প্রাণ দেখ।

সেই জীবন দায়িনী ঝর্ণা হইতে ওয়াইসী কি পাইয়াছে?
কেবলই দুঃখ কেবলই হতাশা পাইয়াছে।

গযল ৭০

ঐ সুন্দর চেহারা দেখিয়া আমার প্রাণ বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে।
ঐ সুন্দর দেহ দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

তাঁহার রঙিন ঠোঁটের ছায়া যদি পড়ে ।
তাঁহার সুন্দর চেহারার এক ফোঁটা যদি বিচ্ছুরিত হয়।

তাঁহার প্রত্যেকটি রূপ বদাখশানের লালা ফুল হইয়া যায়।
তাঁহার প্রত্যেকটি ফোঁটা যেন চিত্তাকর্ষক মুক্তায় পরিণত হয়।

তোমার পায়ের ধূলা আমার চোখের সুরমা।
তোমার পথের ধূলি সুন্দর কস্তুরীর ন্যায়।

যে কোন ভিখারী তোমার পথের ধূলি মাথার মুকুট করিয়া নিয়াছে।
তাঁহার দৃষ্টিতে সেই মাটি বাদশা দারার দৌলতের সম।

তোমার জন্য মরুভূমি বাগানে পরিণত হয়।
তোমা বিনা ফুলের বাগান মরুভূমি হইয়া পড়ে।

যদি শহীদের খুনের উপর তোমার মুখের লালা পড়ে,
তাহা হইলে সেখানকার ঘাম লাল ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এই প্রাণ গলানো গযল আমাকে পাগলামির দিকে টানিতেছে।
মনে হয় এই গানের আদ্যপান্ত ওয়াইসীর লেখা।

গযল ৭১

গত রাত্রে তোমার বিরহে আমার প্রাণ দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল।
আমার সঙ্গে ছিল দুঃখে ভরা দিন ও অশ্রু ভরা আঁখি।

আমার প্রাণের সম্বন্ধ শেরকের অপবাদ হইতে পৃথক ।
তোমার প্রেম হইতে যখন আমার প্রাণ পৃথক হয় তখন তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

সেই প্রেমে যাহাদের প্রেম মানব জাতির প্রেমের মত নহে।
সৃষ্টির সময় তাঁহাকে খোদার দোস্তরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আমার প্রাণ তোমার চোখের দয়ার দৃষ্টি পাবার আশা রাখে।
এবং আমার চোখের উপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলিয়াছে।

তাঁহার সৌন্দর্য বুঝিবার ইচ্ছা করি
কিন্তু যখন তাঁহার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করি আমার বুদ্ধি আতঙ্ক গ্রস্ত হয়।

তাঁহার সৌন্দর্যের ঝলক খুঁজিতেছি কখন আবির্ভাব হইবে জানি না
আকাশ হইতে তাঁহার জ্যোতি বিকাশ হইবে।

হে আমাদের প্রাণের রাজা তোমার প্রেমের সর্প দংশন
সকলের জন্য মারাত্মক বিষ কিন্তু আমার জন্য বিষহর।

বেহেস্তের বাগান তোমারই দেখিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে
নচেৎ তোমার প্রেমিকের চক্ষে এ সমস্ত অতি নগণ্য।

হে সুন্দর রাজা কেবল মাত্র আমিই তোমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেই না
বাগানে দেখি গোলাপ ফুলও সে কারণ নিজের ঘাড় ভাঙিয়া ফেলে।

আমার অবস্থার প্রতি সেই সুন্দর রাজা যখনই দৃষ্টিপাত করে
তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে যথেষ্ট বিষ ও বিষহর দৃষ্ট হয়।

ওয়াইসীকে লোকে উপদেশ দেয় যে প্রেম জঘন্য জিনিস
এক নির্ভীক প্রেমিক ঐ সমস্ত পরোয়া করে না।

তাঁহার সুন্দর চেহারা ছাড়া অন্যের প্রতি ওয়াইসী দৃষ্টিপাত করে না।
তাঁহার চেহারা দেখিবার আশা রাখ, আশা পূরণ হইবে।

গযল ৭২

যদি তোমার চেহারা দেখিতে পায় দুই দুনিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে।
আর যদি তোমার পথের ধূলি পায় সেইতো ধন দৌলত হইয়া উঠে।

যদি একবার দয়া করিয়া আমার কবরের নিকট আসো,
মাটি হইতে আমার প্রাণ উঠিয়া আসিবে তোমার পদ চুম্বনের জন্য।

তোমার পথের ধূলি যদি আমার বিছানা হইত
তাহা হইলে আমার পাগল মন সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিত।

আমার প্রাণ গলানো অশ্রু মুক্তা ধারার মত।
আমার এই প্রবাহিত চোখের পানি মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িয়াছে।

আমি তোমার প্রেমের পাগল খেজেরের সঙ্গেতো তাহা সজ্জিত হয় না।
তোমার মুখ নিঃসৃত বাদ্য প্রবাহিত পানি হইতে উঠিতেছে।
তুমি যে দিকেই চল তোমার সৌন্দর্যের অলৌকিকতার কারণ
তোমার পায়ের নীচে সবুজতা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

ওহে সুন্দর রাজা যখন তোমার স্তুতি গাহি আমার প্রাণ নাচিয়া উঠে ।
আমার কবিতা পড়ে তাহা হইলে শান্ত পানিও টগবগ করিয়া উঠে।

হে খোদার বন্ধু তোমার সুন্দর চেহারা একবার দেখাও।

তাহা হইলে আমার পাগল মন খুশিতে ভরিয়া উঠিবে।

ওয়াইসী তোমার জন্য পাগল যদি সে তোমার পথের ধূলি পায়
কস্তুরী ফল ও সরোবৃক্ষ তাহা হইতে উত্থিত হয়।

গযল ৭৩

যদি তুমি আমার বন্ধুর সাজে আস আমার প্রাণ হইতে আগুন বাহির হয়।
যদি তুমি আমার চোখের মধ্যে না আস তাহা হইলে আমার অশ্রুপাত হয়।

যদি তোমার চেহারা হইতে পর্দা সরাইয়া দাও আমার দুঃখ দূর হইয়া যায়।
যদি তোমার মুখ হইতে বোরকা তুলিয়া ফেল আমার ভয় ভীতি উঠিয়া যায়।

তোমার সুঠাম দেহ একবার বাগানের মধ্যে প্রকাশ কর।
তাহলে সরো বৃক্ষের উপর ঘুঘু পাখি বসিয়া গান ধরিবে।

তোমার পথের ধূলি যদি প্রাতঃকালে মাঠের উপর উড়িয়া পড়ে।
তাহা হইলে ঘাসের বদলে সেখানে কস্তুরী ও সরোবৃক্ষ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

ইয়া আলাহ এই রকম এক রাত্রি আসে যখন আমি তোমাকে দেখিতে পাই।
তাহা হইলে আমার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হইবে।

হে সুন্দর রাজা যদি একবার তোমার সৌন্দর্য প্রকাশ কর
তাহা হইলে বৃদ্ধ যুবক সবাই তাহা দেখিয়া কান্ন কাটি লাগাইয়া দেয়।

যদি কোন রাত্রে ওয়াইসী তোমার পদ চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে
দুই জাহান হইতে সে পাগলও কিন্তু লাফাইয়া উঠিবে।

গযল ৭৪

যখন আমার হাসির বিজলি বিষাদের স্ফুলিঙ্গ হানে
যখন আমার সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।
আমার ক্রন্দনের সৌন্দর্য হইতেছে আমার আবেগের বজ্রপাত
আমার জীবনের বসন্ত হইতেছে ক্রন্দন করা।

আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে তোমার চেহারার চিন্তায় থাকি
আমার মধ্যে যতক্ষণ রুহ থাকে তোমার ভালবাসায় মত্ত থাকি।

যদি আমার মাথার উপর তরবারী চলিয়া যায় তবুও কি করিয়া সম্ভব হয়
যে তোমার বিরহ ব্যতীত আর কিছু আমার প্রাণে স্থান পায়।

খোদা সবই দেখেন সবই জানেন এবং শুনেন
সেই মজলিসের আলো আমার হইতে কতক্ষণ পৃথক থাকিতে পারে।

আমার নির্জনের বন্ধু হইতেছে প্রাণ দগ্ধকারী ক্রন্দন

আমার নিভৃতের সঙ্গী হইতেছে বিলাপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

হাজার স্রোতস্বিনীর পানি প্রবাহিত হইয়া যায়
যদি একবার তাঁহার মিষ্টি ঠোঁট হইতে বচন বাহির হয়।

নবীর পথ হইতে যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয়
তাহাকে ভদ্রলোক বলিও না সে শয়তানের চেয়েও অধম।

সেই ভিখারী যে তোমার দানের মাটি পাইয়া বড় হইয়াছে
তাহাকে ভিখারী বলিও না সে রাজার চেয়েও বড়।

তুমি ছাড়া আর কে দেখিয়াছে যে সূর্যের মধ্যে দাস আছে
তুমি ব্যতীত আর কে দেখিয়াছে যে চাঁদ কাপড় পরিয়া আছে।

যদি এক মুহূর্ত তোমার সৌন্দর্য দেখিতে পাইতাম
তাহা হইলে আমার কার্য সিদ্ধি হইত ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইত।

জীন ও মানুষ তারকা ও ফেরেস্তা তোমার সমপর্যায়ে হইত
যদি তাহারা কেউ তোমার মত খোদার দোস্ত হইত।

সুন্দর বাগানের মধ্যে কাহার ক্ষমতা আছে যে তোমার সমকক্ষ হইতে পারে
আর কাহার অধিকার আছে যে আরশের উপর পদ সেবা করিতে পারে।

আলাহর নিকট ওয়াইসীর সব ক্ষীণ প্রার্থনা
যে যতক্ষণ তোমার গুণগান গাই আমার মুখ হইতে যেন মুক্তা ঝরে।

গযল ৭৫

দুই জাহানে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী
তিনি হযরত মুস্তফা (সঃ) জীন ও মানুষের রাজা।

আহম্মদ হইতেছেন রাসূল যাঁহার দরজার মাটি
হুরগণ চোখের সুরমারূপে ব্যবহার করে।

তিনি আহম্মদ রাসূল যাঁহার দরগায়
পৃথিবীর সকলের জন্য আশ্রয়স্থল ও কেবলা

তিনি আহম্মদ রাসূল যাহার রওজায়
পাক পবিত্র জীন সকল বসবাস করে।

তাঁহার দরগার মাটি যদি কাহারও পোষাকে লাগে
তাহা বড়লোকের পোষাকে রৌদ্রের মত সুন্দর দেখায়।

তাঁহার পথ হইতে যে ধূলি উড়ে
তাঁহার মর্যাদা পশ্চিম দেশীয় রাজার মত হয়।

তাঁহার মাটি হইতে যদি এক বিন্দু বাহির হয়
মনে হইবে যেন সূর্য হইতে লোনার কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে।

তিনি অদ্বিতীয় খোদার বন্ধু এবং দিন দুনিয়ার শরীরের জীবন।
আলাহর দুনিয়া একটি কাফেলার দল
এবং তিনি (রাসূল) ঐ কাফেলার পথ প্রদর্শক।

অনুগত চাকরের মত বাদশাও তাঁহার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে
তোমার মত হাজার হাজার লোক সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে
থাকিয়াই প্রাণসঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করে।

জুব্বা পরা হাজার হাজার লোক তাঁহার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে।
প্রতাপশালী বাদশা দাঁড়ায় ভিখারির বেশে

উভয় জাহান মিলিয়া যেন একটি শরীর
আর সেই শরীরের মধ্যে তিনি (আহম্মদ সঃ) হইতেছেন প্রাণ।
তাঁহার স্বভাব অমূল্য রত্ন আর সৃষ্টিকুল যেন উলাসিত খনি।

যে কেহ তাঁহার ছায়ার আশ্রয় প্রার্থনা করে
সকল বিপদ হইতে সে নিরাপদে থাকে।
নবী সকল তারকার মত আর তিনি শেষ নবী
তারকাদের জন্য উজ্জ্বল সূর্য।

অন্ধকার রাত্রে বিধর্মীদের পথপ্রদর্শনের জন্য
নবীর ধর্ম আকাশে তারকার পথের মত দেখায়।

তিনি এ রকম মুর্শেদ, যদি কেহ তাঁহার পথ গ্রহণ করিয়া
তাঁহার জন্য লুণ্ঠনকারী মুর্শেদ আবশ্যক হয় না।

যে লোক তোমার দেখানো পথের বিরুদ্ধে চলে
নিশ্চয় তাঁহার পথপ্রদর্শক শয়তান।

তাঁহার দাঁড়িতে ও কপালে রহিয়াছে এমন উজ্জ্বল চিত্র
যাহা পারস্য সম্রাট কায়সারগণের রাজকীয় সৌন্দর্যের মত।

তোমার হাতের অলৌকিক কংকর
শত্রুর মাথায় তীরের মত নিক্ষিপ্ত হয়।

জীনের পুত্র বীর রুস্তম তোমার নিকট বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।
জানকে শৃগালের চেয়েও ছোট বলিয়া মনে হয়।

তোমার ক্রোধের সামনে দোজখকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে হয়।
তোমার দয়ার সুখে বেহেস্ত একটি চিহ্ন মাত্র।

তোমার তীর প্রাণ ধ্বংসকারী ভীতি সঞ্চার করে।
তোমার তরবারী শত্রুর নিকট বস্ত্রসায়।

তোমার ধর্মের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে
তাহাদের সূক্ষ্ম বিচার করিতে দেরি হয়।

পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ আর কেহই নাই।
তোমার সমান আর কে হইতে পারে ?

যখন তুমি শত্রুর মস্তকে আঘাত কর
তোমার ঘোড়ার জীনের সাথে বিজয় যুক্ত থাকে।

যে রাজা হয় রাজার রাজা
সে তোমার দরজার চাকরের চেয়েও কম পদস্থ।

যে বীর পুরুষ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে।
তোমার নিকট সে মেয়ে মানুষের চেয়েও দুর্বল।
প্রাধান্যে ও সৌন্দর্যে বুজর্গী ও ইজ্জতে
তুমি ফেরেস্তাদেরও উর্ধ্বে।

শত্রুর উপর যেন তোমার ক্রোধ পতিত না হয়
তাহা যেন শুকনা ঘাসের উপর বজ্রপাতের মত।

তোমার দরজার মাটিতে মাথা রাখিলে
সরদারগণের বুজর্গী ও ইজ্জত বর্ধিত হয়।

যুদ্ধের সময় তোমার নিষ্কাষিত তরবারি
বিধর্মের জন্য মালেকুল মওতের মত কাজ করে।

তোমার শরীয়তের (ধর্মের) চাবুকের ভীতি
পাখিদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা দেয়।

ওয়াইসীর পদ্য পাঠ কর
তাহার পাঠের চেয়ে মাধুর্য বেশি।

গযল ৭৬

যদি কোন দেহ প্রাণের চেয়েও সুন্দর থাকে
উহা পয়গম্বরদের রাজার দেহ হইতেছে।

তাঁহার মুখ মণ্ডল ও আকৃতি চন্দ্র ও সূর্যের মত।
যেন হাজার হাজার চন্দ্রের একত্র সমাবেশ।

তিনি পূর্ণ চন্দ্র, তাঁহার মুখের একবিন্দু
আকাশের চাঁদের মত দেখায়।

তিনি আহম্মদ পয়গাম্বর যাহার পথের ধূলি
রাজার মাথার মুকুটে শোভা পাইতেছে।

আহম্মদ নবী যাহার দরজার মাটি

সকল রাজার মাথার তাজ (মুকুট)।

আহম্মদ রাসূল সৌন্দর্যের ব্যাপারে
মিশরবাসীর নিকট ইউসুফের মত।
আহম্মদ রাসূল যিনি মানুষের মধ্যে
উজ্জ্বল চন্দ্রের মত শোভা পায়।

আহম্মদ রাসূল যিনি খোদার নিকট
মানব কুলের মধ্যে পরিপূর্ণতায় ও সম্মানে সর্বোৎকৃষ্ট।

তিনিই আহম্মদ রাসূল যাহার আপাদমস্তক নূরে ভরা।
তিনি আহম্মদ রাসূল যিনি পৃথিবীতে সকলের জন্য আলাহর রহমত।
আলোকময় স্নিগ্ধ সুন্দর ও মোহিনী।

সকলের জন্য দিশারী ও পথ প্রদর্শক।
বিজয়ী ও সর্বশেষ সুন্দর ও মহৎ।

সত্যবাদী ও পৃথিবীর জন্য রহমত (দয়া)
মিলনকারী, দক্ষ, সহ্য ও বিজ্ঞ।

সমস্ত পাপীগণের ত্রাণকারী।
তিনি ধার্মিক ও আবেদ, খলিল ও হাবিব।
উম্মতগণের মঙ্গলের প্রতীক।

তিনি সুন্দর শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ, তিনি একা ও একেলা
এবং অসহায় দলের সহায়।

তিনি সূর্য ও বিদ্বান বক্তা ও দাতা এবং পাপীগণের প্রতিভূ।
তিনি নিকটবর্তী উচ্চস্তরের ত্রাণকর্তা ও উন্নত
পৃথিবীর সকলের চেয়ে উচ্চস্তরের।

তিনি সম্ভ্রান্ত বিচারক সুন্দর ও সৌন্দর্যপূর্ণ
যেমন বিখ্যাত ঘোড়ার উপর তিনি খোদার নূর।

তাঁহার চেহারা উজ্জ্বল হইয়া আছে,
চাঁদের মত হাস্যোজ্জ্বল আহম্মদ বিশুদ্ধভাষী,
আকর্ষণীয় প্রেমিকের মনের সম্রাট।

তোমার প্রদীপের মত চেহারার উপর পতঙ্গের মত উড়িয়া আসিয়া পড়ে
ফেরেস্তা, হুর, মানুষ ও জীন।

গোলাপ বৃক্ষ তাহার দেহের কাঁটা খাইয়া ফেলে।
তাঁহার গায়ের জামা গোলাপী রঙের হইয়া থাকে।
তাঁহার কেশগুচ্ছ কুণ্ডলিকৃত।
তাঁহার দাড়ি সুগন্ধি ফুলের মত।

নার্গিস ফুল তাঁহার চোখ দেখিয়া পাগল হইয়া যায়।
হৃদয়ের রক্তিম খুনের গুচ্ছ যেন

তাঁহার ললাট দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহার চেহারা হইতে রেখাযুক্ত পদ্মফুল বাহির হয়।
তাঁহার দেহ হইতে শাপলা ফুলের আকৃতি দেখা দেয়।

তোমার দেহ আমার জন্য আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃক্ষ।
তোমার হাত আমার জন্য আশার ডাল স্বরূপ ।

তোমার সৌন্দর্য বিনা বাগান জঙ্গলে পরিণত হয়।
তোমার রূপের ছটা পাইলে জঙ্গল কানন হইয়া উঠে।

আমাদের দৃষ্টিতে তোমার পথের কাঁটা
বাগ বাগিচার চেয়েও সুন্দর।

তোমার বিরহে আমার চক্ষু দিয়া
অশ্রু বহে উজ্জ্বল মেঘের মত ।

যেখানেই তুমি পদক্ষেপ কর সেখানেই
ঘাসের স্থলে সবজির বাগান শোভা পায়।

তোমার বিরহের বিবরণ অল্পই হইবে,
যদি আমার প্রতিটি চুল জিয়া হইয়া উঠে।

তোমার চেহারা আজারের নিকট ভীতিপ্রদ
মূর্তি সকল তোমার সামনে মাথা নত করিয়া থাকে।

চাঁদ তোমার চেহারা দেখিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে।
সূর্য তোমার মুখ দেখিয়া উত্তপ্ত হইয়া যায়।

আমার পরাণ বুলবুল দিবা রাত্র
তোমার বিরহে গান গাহিয়া বেড়ায়।

তোমার সৌন্দর্য আমাদের চিন্তার ঊর্ধ্বে।
তোমার প্রশংসা আমাদের বর্ণনার বাহিরে।
যদি দোজখে তোমার বাতাস বহে
তাঁহার মূল্য বেহেস্তের প্রায়

আমি ক্রন্দনে মাতিয়া থাকি এই পৃথিবীতে
কারণ বিচার দিনের চেঁচামিচি শুনিতে পাই।

গযল ৭৭

আমাদের প্রাণ ও তোমার দেহ একাঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে।
তোমার রগ ও পা দিয়া তোমার দুঃখ বহিয়া চলিয়াছে।

তোমার কাল চোখের একটি চাহনিতে

যাদুগীরের যাদু নষ্ট করিয়া দেয়।

তোমার পায়ের নীচে আমার জীবন উৎসর্গ করিয়া দেই।
যদি আমার একলক্ষ প্রাণ থাকে।

তোমার পাক দেওয়া কুন্তল ও কাল তিল
আমার প্রাণ পাখির জাল ও দানার কাজ করে।

তোমার কপোল চাঁদ সূর্যের চেহারার মত।
তোমার মুখ এই দুটোরই কাছাকাছি।

আমার প্রাণের গোপন কথা খুলিয়া কি বলিব।
আমার মনের অবস্থা সবই তোমার জানা আছে।

তোমার বিরহে আর কতদিন কাঁদিব
আমার পরাণ পাখি আর কত দুঃখ করিবে।

জীবনের উদ্দেশ্য তোমার বিরহ বহন করা
নচেৎ জীবনের উদ্দেশ্য বৃথায় যাইত।

আমার জীবনের উদ্দেশ্য তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।
হে খোদা আমার জীবন চিরস্থায়ী হউক।

তোমার চোখের পাতা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হয়।
তোমার চোখের ভ্রূ বন্দুকের মত দেখায়।

আবেহায়াত যাহা মৃতকে জীবন্ত করে
তাহা তোমার মুখের লালার মধ্যে গুপ্ত আছে।

তোমার প্রশংসায় ওয়াইসী প্রতি মুহূর্ত
মিষ্টভাষী পাখির মত গান গায়।

গযল ৭৮

তোমার আঁখির পাতা বৃদ্ধ ও যুবককে সুদৃষ্টি দান করে।
তোমার দৃষ্টি শেষ কালে বিপদ টানিয়া আনে।

তোমার মুখ নিঃসৃত বাক্য মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণ দান করে
তোমার দরজার মাটি হুর ও পাখির জন্য সুরমা স্বরূপ।

তোমার মুখের উজ্জ্বলতা চাঁদের কিরণ হইতে হরণ করে।
তোমার ঠোঁটের লালা হইতে নদীর পানি প্রবাহিত হয়।

তোমার ফুলের মত চেহারা লক্ষ ফুলের মাঝে দাগ কাটিয়া দেয়।
তোমার সাদা দাঁতের ঈর্ষায় প্রাণ লাল হইয়া যায়।

যদি কখন বসন্ত কালে বাগানের ধার দিয়া যাও
তোমার পথের বিছানা স্বরূপ ফুলের বাগান দেখিতে পাইবে।

চন্দ্র তোমায় হিংসা করে তোমার সুগন্ধ চুল দেখিয়া
যেন বিজলির উপর সূর্য সুন্দর মুকুট বানাইয়া দিয়াছে।

এই পৃথিবীতে তোমার কোঁকড়ান চুলের মত আর কেউ দেখে নাই।
সূর্য তাহার উপর কাল কস্তুরীর মত ছাদ করিয়া দিয়াছে।

তোমার চেহারা চাঁদের মত সর বিবর্তনে রেখাপাত হয়
এ রকম চাঁদের রেখায় রাত সুন্দর।

তোমার কাল মোহর ফাঁদের মধ্যে বাঁধা আছে।
তোমার চোখের ভ্রূ সিপাহীর ধনুকের মত।

যদি পৃথিবীকে নষ্ট করিবার ক্ষমতা আর না থাকে
তবে পাগল সিপাহীর হাতে তরবারি ও বর্শা দিয়া কি হইবে ?

আমার প্রাণে যখন আলাহর ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়
তখন তোমার পাগল প্রাণ সমস্ত সম্পদ নষ্ট করিয়া ফেলে।

তোমার বিরহে আমি মারা যাচ্ছি কিন্তু তোমার মন নরম হইল না।
খোদা যেন আর কাহাকেও কঠিন প্রাণ করিয়া না পাঠায়।

হে সুন্দর অশ্বারোহী তোমার চক্রের মাঝে
কোন লোক শান্তির চিহ্ন দেখতে পায় না।
যেখানে তোমার জুলুম ও অত্যাচার বিরাজ করে
সেখানে বসন্তকালে গ্রীষ্মের বাতাস বহে।

তোমার সুন্দর চেহারা দেখিয়া যে পৃথিবীকে জীবন দান করে
তোমার বিরহে মানুষ ও জীন আর কত দিন প্রাণ বিসর্জন করিবে।

গলিত মুক্তা সবুজ রঙের বাটিতে।
আমার হইতে ফিরাইয়া নিয়া অপরকে দেওয়া হয়।

আমি ঘৃণা করিয়া নিজের রক্ত নিজ হাতে পান করি।
লজ্জায় পড়িয়া মদের পেয়ালা অপরকে দেওয়া হয়।

এই সুন্দর পৃথিবী তোমার অত্যাচারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।
হে নিষ্ঠুর আলাহ তোমার কঠিন প্রাণ দয়া ঢালিয়া দিক ।

আমি সেই লোক নই যাহাকে তোমার দৃষ্টি বিবৃত করে
যদিও তোমার সুদৃষ্টি শত শত ধার্মিক লোককে সুখী করে।

তোমার মত কাফের দুনিয়াতে আর একটা নাই
যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা কাফেরের নিকট কেমন করিয়া প্রাণ সোপর্দ করিবে।

কখনো মনে করিওনা যে আমি তোমার হাতে বন্দি হইয়া থাকিব।
এ কি করিয়া সম্ভব যে আমার প্রাণের লাগাম তোমার হাতে তুলিয়া দিব।

যে প্রাণে প্রেম কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা নাই
সেই প্রাণে কি করিয়া সুখ শান্তি আসিতে পারে।

তোমার মত প্রাণ প্রিয় দয়ালু লোক বেশি দেখা যায় না।
বেশি লোক দেখা যায় না যারা প্রাণের ঔষধ জানে।

প্রিয়জন হইতে আমি ভিতশ্রদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি।
তোমার মত মন কষ্টে আলাহ যেন আর কাহাকেও না ফেলিয়া দেন।

আলাহর বন্ধুর নিকট আমি দোয়া প্রার্থনা করি
শেষ পয়গম্বর আমাকে ভাল ঔষধ দিবেন।

যে সবাইকে প্রেম দিয়া বেড়ায় তাঁহাকে প্রেমিক বলি না।
যে প্রেমিকের রাজা তাঁহাকেই প্রেমিক বলি।
যে লোক পয়গাম্বর সাহেবের অঞ্চল ধরিয়া থাকে
তাঁহার কি দুঃখ পরকালের দুঃখের জন্য।

সেই ব্যক্তি সুখী যে তোমার বিরহে সুখ ও সন্তুষ্টি পায় না
সেই ব্যক্তি যে পৃথিবীতে ডাল ভাত নিয়েই সুখী থাকে।

যদি লক্ষ বৎসর জিব্রাঈল ফেরেস্তা উড়িতে থাকে
তবুও সে তোমার নিকট পৌঁছাইতে পারিবে না।

হে খোদার রহমত তোমার অস্তিত্ব ভিন্ন আর কে
কেয়ামতের বিভীষিকা হইতে নিরাপত্তা দিতে পারিবে।

তোমার চেহারার সহিতসূর্যকে তুলনা করিতে গিয়া
আকাশ তাহাকে নাম করণ করিয়াছে অগ্নিবর্ষি চক্ষু।

যদি তোমার নিকট কেহ দয়া ভিক্ষা করে
তুমি তাঁহাকে আসহাবে কাহাফের মত ঘুমে নিরাপদের আশ্রয় দাও।

তোমার দুঃখে আমার দু'চোখ দিয়া মণিমুক্তা ঝরে।
তোমার প্রেম আমার চোখে সাগর ও খনির মুক্তা প্রদান করে।

যেখানেই তুমি পদ নিক্ষেপ কর সে স্থানে সবুজ ঘাসে ভরিয়া যায়।
তোমার পা মাটিকে প্রবাহিত পানিতে পরিণত করে।

সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে তোমার পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।
আলাহ তাহার পদবী দিয়াছে সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যদি আকাশ দিবারাত্র লক্ষবার ঘোরে

তবু তোমার মত একজনকেও চিহ্নিত করিতে পারে না।

যে হতভাগ্য তোমাকে মারিবার জন্য তরবারি বাহির করে
আলাহ তাহার স্থান করিয়া দেয় তোমার বর্শার মুখে।

তোমার ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা তোমাকে খোদার নৈকট্য লাভ করিয়াছে
তোমার সম্মানের জন্য আকাশ সিঁড়ি হইয়া হাজির আছে।

দুনিয়াকে ইজ্জত ও কদর দিবার জন্য।
তোমার পায়ের ধূলি হইতে রাজার মাথার তাজ তৈয়ারী হয়।
হে ওয়াইসী তুমি যে খোদার হাবীবের প্রশংসা গাহিলে
তজ্জন্য জিব্রাঈল ফেরেস্তা তোমাকে মিষ্টভাষী পক্ষী খেতাব দিয়াছেন।

এখন আমি তোমার প্রশংসায় একটি গান গাহিতেছি
যদি ভাল শ্রোতা থাকে তাহাতে প্রাণ উৎসর্গ করিবে।

গযল ৭৯

তোমার মুখের কথায় প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে।
তোমার দ্বারের মাটি হুর ও জীনকে সুরমা দেয়।

তোমার এলাকা হইতে আমি কিভাবে হাত গুটাইয়া নিতে পারি?
যদি না আকাশ আমার ঘাড় এমন দেশের তরবারীর নীচে রাখিয়া দেয়।

যে সমস্ত মাটির উপর তোমার পায়ের তলার ধূলি পতিত হয়।
যদি সেটা দোজখ হয় তবুও সেখানে পানির প্রবাহ বহিয়া যায়।

আমার বুকে তোমার বিরহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে কি করিয়া আর বাঁচি
তোমার সঙ্গে মিলন হইতেছে আমার ক্ষতের মলম।

প্রাণের পাখি সব তোমার প্রেমে উড়িয়া বেড়ায়
এবং সবাই নিজ নিজ ডালে বাসা বাঁধিয়া থাকে।

যদি তোমার ঘোড়ার পায়ের ধূলি বাতাসের সহিত উপর দিয়া উড়িয়া যায়।
বেহেস্তের দারোয়ান উহা হুর ও জীনের সুরমা স্বরূপ দান করে।

গযল ৮০

আমার প্রাণ বিরহে ওষ্ঠাগত সেই রাজার নিকট কবে পৌঁছাইবে।
হে খোদা আমার এই রাত্রির ক্রন্দন কবে শেষ হইবে।

হে প্রভাতী বাতাস আমার উত্থান পতনের বার্তা শুনাইয়া দাও।
আমার অবস্থা জানাইয়া দাও, আমি সেখানে কি করিয়া পৌঁছাইব।

যদি সেই প্রকাশ্য নূর হাজির হয় আমার প্রাণও উৎসর্গ করিয়া দেই।
যতই তাহা মূল্যবান হউক শেষে আমার প্রিয়ের কাছে কখন পৌঁছাইবে।

আমার প্রাণ ব্যথায় ব্যথিত এই ব্যথা হইতে কবে নিস্তার পাইব।
এই প্রাণের ব্যথা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে কবে এই রোগ নীরোগ হইবে।

হে সুন্দর অশ্বারোহী তোমার আপাদমস্তক আলাহর দয়ায় ভরা
একবার আমায় বল হে মুস্তফা কেমনে তোমার অঞ্চল আমি ধরিতে পারি।

যদি রাসূলের (সঃ) চেহারার নূরে জীবন উৎসর্গ করিতে চাও
তাহা হইলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দাও।
ওয়াইসী হস্তে সেই নেয়ামত কখন আসিবে ?

গযল ৮১

যখন তাহার স্মৃতি মনে পড়ে আমার চক্ষে অশ্রু বহিয়া যায়।
প্রবাহ নয় নিশ্চয় অশ্রু প্রবাহ বহিয়া যায়।

তোমার ফুলের মত চেহারা যখন দেখি যখন আমার মনে হইয়া যায়।
বুলবুল পাখির মত যেমন শাখায় ফুল ফুটিয়া থাকে।

তীরের মত তাঁহার চোখের পাতা যখন দেখি
আমার চক্ষে যেন তীরের মত বিদ্ধ হয়।
দুইটা একটা তীর নয় হাজার হাজার তীর আসিয়া বিদ্ধ হয়।

সুন্দর শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সঃ) যখন মুখ হইতে পর্দা উঠাইয়া লয়
তখন সমস্ত দেশ উৎসর্গের জন্য দলে দলে আসিয়া হাজির হয়।

তোমার প্রাণ দগ্ধকারী বিরহ শরৎকালের ঝরা পাতার ন্যায়।
আমার আকাঙ্ক্ষার চারা তোমাকে দেখাইবার জন্য পাগল।

হে খোদা আমার আকাঙ্ক্ষার চারা কবে প্রস্ফুটিত হইবে
যখন বাতি নিভিয়া যায় পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়।

দুঃখে আমার বক্ষ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে।
তাহার ঘোড়ার পায়েক্ষূলি আমার চোখে আসিয়া পড়ে।

তাঁহার পথের ধূলি আমার চোখে আলো বর্ষণ করে।
আমার চোখের আলো ঢালিয়া দেয় আমার প্রাণের ধূলি কণা।

যখন তাঁহার সুন্দর চেহারার উপর অস্থির কুন্তল দেখিতে পায়।
আমার অবস্থা অস্থির হইয়া উঠে ও আমার প্রাণ ধূলিময় হইয়া যায়।
যখন চাঁদের সঙ্গে তাঁহার সুন্দর চেহারার তুলনা করি।
আমার চোখের ভ্রূ উজ্জ্বল চাঁদের মধ্যে দাগ দেখিতে পাই।

তোমার চেহারার চতুষ্পার্শের সবুজ রেখা দেখিয়া মনে হয়
যেন উজ্জ্বল সূর্যের চতুষ্পার্শে সবুজ রেখা টানিয়া দিয়াছে।

আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিনতি করিতেছি যে হে আমার সুন্দর বাগান
তোমার চেহারা দেখিতে না পাইয়া বল আমি আর কত কাঁদিব।

খুশি ও আনন্দে আমি ফুলের মত হাসিমুখ হইয়া যায়।
যখন আমার চোখে তাহার ফুলের মত চেহারা ভাসিয়া আসে।

গযল ৮২

তোমার গলির মধ্যে যে একবার যাইতে পারে
সে যেন বেহেস্তের মধ্যে নিজ মাথা রাখিতে পারিল।

বুলবুল বিরহের দুঃখে আমার মতোই ব্যথিত
যখন তাহার ক্রন্দনে চক্ষু ভিজিয়া যাইবে।

আমার বক্ষদেশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব যদি আমার প্রাণে
তোমার বিরহ ব্যথা ছাড়া অন্য কিছু চিহ্ন দেখা দেয়।

প্রতি সন্ধ্যায় আকাশের অঞ্চল কেন রক্তবর্ণ হইয়া যায়
আমার চক্ষু হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হয় বলিয়া।

তুমি রাজা আমি প্রজা, আমি স্থানচ্যুত হইব না।
যদি বাদশাহ প্রজার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখে।

তাঁহার দয়ার দৃষ্টি আমা হইতে বিলুপ্ত হইবে না।
যদি আমার প্রাণের খবর সামান্যও তাঁহার মনে জানা থাকে।

এই বিলাপ যাহা আমার আপাদমস্তক জ্বালাইয়া দিতেছে ।
যদি আমার এই বিলাপ তাঁহার প্রাণে সামান্য রেখাপাত করিতে পারে।

সূরে তাহাও সূরা ইয়াসিনের পোষাক তুমি পরিধান করিয়াছ।
তুমি ছাড়া হায় আর কাহারও এ পোষাক নাই।
যদি ওয়াইসীর ক্রন্দনে কোন ফল হয়
তাহা হইলে বন্ধু তাহার উপর দয়ার দৃষ্টি দেয়।

প্রত্যেক রাত্রি যখন আসে তাহার পাছে পাছে প্রভাত চলিয়া আসে।
হে খোদা এই ভাবে আমার রাত্রিরও যেন অবসান হয়।

গযল ৮৩

যতক্ষণ আমার প্রাণ আমার দেহে আবদ্ধ থাকে
পাগলামির মধ্যে যেন আমি বাসা বাঁধিয়া থাকি।

প্রাণ অপেক্ষা তাঁহার দেহ সুন্দর বলিয়া মনে হয়।
হে খোদা তুমি তাঁহার প্রাণের মুক্তা দিয়া তাহার দেহ তৈয়ার করিয়াছিলে।

যাহাতে তোমার সৌন্দর্য দুঃখের চিহ্ন খুঁজিয়া পায়।
সেই জন্য এই পৃথিবীতে ফুল ও বুলবুলের বাগান সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

যাহারা বলে যে তোমার চেহারা সূর্যের মত
এটা আসল কথা নয় মন গড়া কথা।

তোমার চেহারা হইতে পর্দা সরাইয়া লও
স্থানে স্থানে তোমার চেহারা হইতে বাগান তৈয়ার হইয়াছে।

তাঁহার আপাদমস্তক আলাহর নূর দেখিতে পাই।
তুমি বলিবে যে আলাহর নূর দিয়া তাহাঁর জামা তৈয়ার করা হইয়াছে।

হারুতের যাদু বেকার ও বিফল হইয়া গেল
তোমার চোখের দৃষ্টির প্রকোপে।

যে ব্যক্তি তোমার পথ ছাড়া অন্য পথে চলে
সে নিজের জন্য বিপথ হইতে আলো খুঁজিয়া বেড়ায়।

ওয়াইসী সেই দিন তোমার বিরহের সঙ্গে প্রণয় করিবে।
যবে আমার প্রাণ দেহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে।

গযল ৮৪

নদীর পানি তোমার ঠোঁটের পানি বাহিয়া স্ফীত হইয়া উঠে।
তোমার মুখের কথায় মৃতদেহ প্রাণ পাইয়া থাকে।
আমি হতভাগ্য তোমার নিকট দৃষ্টি যোগ্য নয়।
যদি তোমার দ্বারের ধূলি আমার চোখের সুরমা করা হয়।

হে আলাহ ! কি সুন্দর সে দরজা যাহার উপর তাঁহার দরজা আছে।
যে কেউ ঐ দরজায় বসিতে পারে সে যেন রাজ সিংহাসনে বসিল।

যেদিন তোমার দরজার মাটি আমার মাথার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবে।
যেদিন তারকা আমার গোলাম হইবে এবং আমার সৌভাগ্য উদয় হইবে।

আমার নতুন জীবন আরম্ভ হইবে এবং আমার মাথার ধূলি ঝরিয়া যাইবে।
যদি আমার চক্ষু তোমার চেহারার দর্শন লাভ করে।

হে দোজাহানের বাদশা যদি কেহ তোমার দ্বারের ভিখারী হইতে পারে
নিশ্চয় এই ভাবে ভিখারী সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হইতে পারে।

তোমার সুন্দর চেহারা দেখাও কারণ তাহার হিংসায়
সকাল সন্ধ্যায় চন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ চেহারার পর্দা টানিয়া দেয়।

যখন মুক্তাসম তোমার চেহারা দেখিতে পাই।
তখন আমার চোখের অশ্রু মুক্তা হইয়া আরো গভীরে ঝরিতে থাকে।

তোমার মন্দ আকাঙ্ক্ষা ব্যাঘ্রের মত খুবই খারাপ তাহা হইতে সাবধান থাক।
কারণ যতই তাঁহার তোষামোদ করিবে ততই সে মন্দ হইয়া উঠিবে।

আমি বলিলাম আমি আপনার পদচুম্বন করিতে চাই ।
তিনি বলিলেন ছবর কর তোমার মুখ আরও পবিত্র হওয়া দরকার।

তোমার পবিত্র সত্তা আমাদের মাথার উপর আলাহর রহমত স্বরূপ
তোমার দরজা হইতে অন্য দরজায় যে চলিয়া যায় সে বোকা।

তোমার সৌন্দর্য পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া তোলে
সেই সৌন্দর্যেই পৃথিবী সুন্দরতর হইবে।

ওয়াইসী কোথায় আমার প্রাণের সে রাজা কোথায় ?
যেমন ধূলিকণা চাঁদ হইতে লাভবান হইতে চায়।

গযল ৮৫

আমার দুঃখের সকল ঔষধ আমার বন্ধুর বিরহ
প্রিয়ের প্রাণের ঔষধ প্রিয়ার বিরহে।
আমার প্রাণ তোমার বিরহে লাল ফুলের মত হইয়া গিয়াছে।
আমার প্রাণের বাগান যদি ঠিক না হয় তাতেও দুঃখ নাই।

তোমার মুখের সৌন্দর্য ও চাঁদের সৌন্দর্য একই রকম
যদিও চাঁদের মুখে কাল দাগ আছে।

প্রভাত ! আমার চোখের জন্য তোমার পথের ধূলি লইয়া আস।
আমি যেখানেই থাকি না কেন জঙ্গলে কি পর্বতে ।

সেই ব্যক্তি তোমার সমতুল্য হইতে পারে
যদি কেহ তোমার মত খোদার বন্ধু হইতে পারে।

তোমার চোখের সঙ্গে নার্গিস ফুলের কি তুলনা হয়?
কেয়ামতের দিন তুমি ছাড়া উম্মতদের জন্য আর কে সুপারিশ করিবে।

বিচারের দিন তুমি ছাড়া কে আর নিশান উড়াইবে।
তোমার বিরহের ভারে আমার পদদ্বয় লইয়া গিয়াছে।

প্রকৃত প্রেমিকের চিহ্ন হইতেছে তাহার দেহ দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে
গরিব ওয়াইসীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।
তোমার বিরহ ব্যথায় বেচারা আর কতদিন ভুগিবে ?

গযল ৮৬

যতক্ষণ আমার প্রাণে তোমার প্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আপতিত হয়।
তোমার প্রেম ছাড়া অন্য সমস্ত বস্তু ভুলিয়া যাই।

যখন জীন, মানুষ, হুর ও ফেরেস্তা তোমার চেহারা দেখিয়া
তখন তাঁহারা সকলেই অস্তির হইয়া একে অপরের উপর ঢলিয়া পড়ে।

তোমার একটি দৃষ্টিপাতে মন প্রাণ ও ধর্ম সমস্ত লুটাইয়া নিয়া যাও।
এই যে তোমার ব্যথা কি আশ্চর্যভাবে কার্যকরী হয়।

তোমার বিরহ ব্যথা মনের মধ্যে পড়িলে সমস্ত জ্বালাইয়া দেয়।
যে ঘরে আগুন জ্বলে সেখানে কি করিয়া শান্তি থাকিতে পারে ?

কাসিদা ৮৭

আশ্চর্য! বন্ধুর চেহারা কত সুন্দর।
আশ্চর্য প্রিয় বন্ধু কেমন সুন্দর।

পাখি চেঁচামিচি করিতেছে ও আমরা সাবধান হইয়া আছি।
বুলবুল গান গাহিতেছে ও আমরা চুপ করিয়া আছি।

ফুল নিজের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে আমরা নিষ্কর্ম হইয়া আছি।
হে প্রেমিক পাগল ! বন্ধুর চেহারা দেখিয়া বেড়াও।

বন্ধুর সহিত মিলনের জন্য ফুর্তি কর।
দুনিয়া দুনিয়া করিয়া আর কত দিন ফিরিবে।

কতদিন আর বন্ধুর বিরহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে ?
আর কতকাল মসজিদের দিকে পিঠ করিয়া থাকিবে ?

কতকাল কেবলা ছাড়িয়া তাতারীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে ?
কতদিন কাবা হইতে মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে ?

কতদিন আলো হইতে অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিবে ?
কত দিন আর মদের ডিবিয়া হাতে পাগলামী করিবে ?
কতদিন আর মদের জন্য পাগলের মত ঘুরিবে ?

মাতলামি ছাড়িয়া দাও ও তাঁহার প্রেমে পাগল হও।
হে বন্ধু মদ না খাইয়াই (তাঁহার প্রেমে) পাগল হইয়া যাও।

কতদিন মদ খাইবে আর ইমন দেশের বাতাস খাইবে ?
কতদিন আর মাতলামির নেশায় মাতাল হইয়া থাকিবে ?

ক্ষণিকের জন্য বাসনার উর্ধ্বে ওঠ
মুহূর্তের জন্য কান হইতে তুলা সরাইয়া নাও।

বন্ধুর রূপ, গুণ সৌন্দর্য পিপাসায় জাগিয়া তোমরা উঠ।
আমাদের প্রাণের মধ্যে আগুন হানিয়া দাও।

তোমার ক্রন্দণরত প্রাণের একটি ক্রন্দন শোনাও।
তোমার ক্ষত-বিক্ষত বক্ষ হইতে একটি গান গাও।
বেকুব শুষ্ক রসকষহীন পীরকে তুমি নাচাইয়া দাও।
অলস ও আবেদগণকে পাগল করিয়া দাও।

তোমার প্রাণ শীতল হইয়া গিয়াছে তাহাতে আগুন ঢালিয়া দাও।
তোমার জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় যে সঞ্চয় আছে তাহাতে আগুন লাগাইয়া দাও ।

বন্ধু ছাড়া শত্রুর সহিত কতদিন মিশিয়া থাকিবে।
কতদিন বন্ধু ছাড়া দেওয়ানের মুখ ফিরিয়া থাকিবে।

আসো আমরা বাহদুরি দেখাইয়া বেড়াই,
আসো আমরা শুলে চড়ি ।

আমাদের কাজ হইতেছে তাঁহার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা
এটাই হইতেছে আসল কাজ আর সব সঠিক কাজ হইতে দূরে।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি সব বিদায় লইয়া গিয়াছে।
আমার সহ্য শক্তি ও সহনশীলতা সব চলিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে আমি আমার জামা নীলনদে ফেলিয়া দিব।
তাহার পর আমি মাথা হইতেও পাগড়ি খুলিয়া ফেলিব।

তাহার পর আমি পাহাড়ের উপর নিজ মাথা ভাঙ্গিব
এরপর আমি এবাদত হইতে সরিয়া দাঁড়াইব।

অতঃপর আমি মরুভূমি পানে মুখ ফিরাইয়া লই।
তাহার পর আমি জঙ্গলে গিয়া বসবাস করি।

এরপর আমার আরাধনার স্থান বন্ধুর সৌন্দর্য ।
তাহার পর প্রিয়ের চেহারা আমার হইতেছে কাবা।

তাহার পর চক্ষু দিয়া রক্তাশ্রু বহাইয়া দিলাম।
তাহার পর অশ্রুকে আনারের ফুলে পরিবর্তন করিলাম।

হে ধ্বনি তোমার দ্বারে আমি তাঁবু গাড়িলাম ।
প্রেমিকের পায়ে আমার প্রাণ উৎসর্গ করিলাম।

যদি পৃথিবী প্রেমাস্পদে ভরিয়া যায়
আর যদি পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রেমিক জন্মে ।

যদি কোন লোক কোন লোকের জন্য পাগল হইয়া যায়।
আর যদি কোন লোক কোন লোককে কষ্ট দেয়।
যদি কেউ কেশগুচ্ছ হইতে শিকল তৈয়ার করিয়া
যদি কেউ কেশ হইতে পৈতা তৈয়ার করে।

আমি রাসূলের সৌন্দর্যে পাগল হইয়া আছি।
আমি পবিত্র সৈয়্যেদের জন্য উন্মত্ত হইয়া আছি।

তাঁহার প্রেমের সুরার এক ঢোক আমার জন্য যথেষ্ট।
তাঁহার সামান্য ভালবাসাই আমার দরকার।

যদি তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জন কর তাহাতে সুখ পাইবে।
এইটাই হইতেছে কাজের মত কাজ ইহাতেই লিপ্ত থাক।

তাঁহার চেহারা প্রদীপসম আমরা তাঁহার পতঙ্গ
তাঁহার প্রেম মদের মত, আমরা মদের বন্ধু।

তাঁহার প্রশংসা কর সকাল ও সন্ধ্যায়
তাঁহার গুণগান করো রাতে ও ভোরে।

আমরা সব রোগী ও তিনি রোগের ঔষধ
আমরা মন্দ পথে চলি তাঁহার প্রেম পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয়।

অতঃপর আমি তাঁহার আরাধনা আমার তসবিহ্ করিয়াছি
তাহার পর আমি নাতে রাসূল লইয়া আলোচনা করি।

তাহার পর আমার মনের মধ্যে তাঁহার চেহারা আঁকিয়া লই।
তাহার পর তাঁহার আলোচনা নিয়া তর্কবিতর্ক করি।

তাহার পর মনের সততার উপর স্থর রহিলাম।
তাহার পর হাজার হাজার বছর তাঁহার উপর নির্ভর করিলাম।

তাঁহার প্রেমের হাতুড়ি দিয়া শিকল তৈয়ার করিলাম।
তাঁহার ভালবাসার সুতা দিয়া পৈতা তৈয়ার করিলাম।

তাঁহার প্রেমের পুস্তক মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছি
তাঁহার ব্যাখ্যার কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

হে আমার বন্ধু আসো, আসো একবার
আমি অসুস্থ আমার প্রতি দয়া কর।
আমি দুঃখী আমার প্রতি দৃষ্টি দান কর।
আমি গরিব আমার প্রতি দয়া কর।

আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে তোমাকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছায়।
হে প্রেমিকগণের রাজা একবার দর্শন দাও।

তোমার বিচ্ছেদের কারণে আমরা সবাই দুঃখিত।
তোমার চেহারা দেখিয়া আমরা সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি।

দিন দুনিয়ায় তুমিই আমার উদ্দেশ্য
এ কথা তুমি জান হে সুন্দর রাজা ।

যদি কেহ একটি মাত্র অঞ্চল ধরিয়া থাকে।
আমি আপনার জুতা ধরিয়া থাকি ধুলার মত।

ওয়াইসী আর একটি গযল পড়
এবং তাঁহার প্রতি উৎসর্গ কর।

বুলবুল পাখির মত প্রত্যেক ফুলে আঁচড় দিওনা
পতঙ্গের মত চেরাগে আত্মাহুতি দাও।

কাসিদা ৮৮

কতদিন আর ঘুমাইবে জাগ
কতদিন আর পাগলামী করিবে সাবধান হও।

সূর্য উদয় হইয়াছে তুমি এখনও ঘুমাইতেছ
তুমি ঘুমাইতেছ মুরগির বাচ্চারা জাগিয়া উঠিয়াছে।

পাখিরা সব জাগিয়া উঠিয়াছে আর তুমি এখনও ঘুমাইয়া আছ।
হে অকর্মণ্য তোমার কোন লজ্জা নাই।

হে অবোধ খরগোশের মত আর কত ঘুমাইবে।
হে ঠগবাজ আর কত দিন কানে তুলা দিয়া থাকিবে।

জানোয়ারের মত শরীর লইয়াই মত্ত আছ।
তোমার শরীর ভাল আছে কিন্তু তোমার মন রোগাক্রান্ত।
চেষ্টা কর যাহাতে দুঃখ দূর করিতে পার।
চেষ্টা কর যাহাতে বিপদমুক্ত হইতে পার।

কতদিন আর সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া দুঃখে থাকিবে।
মনকে সব পথ হইতে ফিরাইয়া সত্য পথে আস।

তোমার মন আর কতদিন মূর্তি পূজা করিবে।
তোমার সুন্দর চেহারা কেবলার দিকে চাহিয়া থাক।

মন পবিত্র রাখ ও সূফীর মত চল।
পরিষ্কার থাক সঠিক পথের সূফীদের মত।

প্রাণ বন্দি হইয়াছে লোভ ওই ইন্দ্রিয়ের বেষ্টনী দ্বারা
ভেদের দরজা কিভাবে প্রাণ মধ্যে খুলিবে।

বুলবুল পাখির মত প্রত্যেক ফুলে আঁচড় দিও না।
মনকে পতঙ্গের মত কর ও বাতির উপর উৎসর্গ কর।

পাপ ও তাপে তোমার মন তিক্ত হইয়া আছে।
তোমার প্রাণে কি করিয়া আলো প্রবেশ করিবে।

নিয়মানুবর্তিতার বিরোধিতা হইতে ধর্মদ্রোহিতা হইতে
খারাপের সঙ্গে সঙ্গম প্রাণে বিপদ আনে।

আর কত দিন লোভ ও মণিসার আরাধনা করিবে।
আর কতদিন পদ ও মর্যাদার পিছনে ঘুরিবে।

আর কতদিন তোমার কান ঢোলের শব্দ শুনিবে।
তোমার মন আর কত দিন ইন্দ্রিয় পূজা করিবে।

লোভের পিছনে আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে।
মর্যাদার জন্য ঘুরিয়া কতদিন নিজেকে ধ্বংস করিবে।

আর কতদিন শয়তানের পূজা করিবে।
আর কতদিন টাকা পয়সার গোলাম হইয়া থাকিবে।

হে বন্ধুগণ জীবন প্রবাহিত হইয়া গেল।

আমরা ছোট ছেলেদের মত খেলাধুলা নিয়াই থাকিলাম।
বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এখনও যুবক হইবার সাধ,
মধ্য বয়সী হইয়া পড়িয়াছি আর কতদিন বালক থাকিব।

আমরা লেখাপড়া করি কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক মূর্খ।
আমাদের বুদ্ধি আছে কিন্তু কাজ কর্মে আমরা বোকা ।

আমাদের চক্ষু আছে কিন্তু দেখিবার সময় অন্ধ।
আমাদের পা আছে কিন্তু চলিবার সময় খঞ্জ।

আমাদের হাত আছে কিন্তু কোন ক্ষমতা নাই
কথা বলবার ক্ষমতা আছে কিন্তু বলার সময় বোকা হইয়া যাই।

প্রেমের জন্য দুঃখ হয় ভ্রান্তির জন্য
বন্ধুর নিকট ঠাণ্ডা হইয়া যায় ও অপরিচিতের নিকট গরম হইয়া যায়।

তাঁহার সৌন্দর্য পরিস্ফুট ও আমরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া আছি।
তাঁহার ফুলের ছটা কার্যকরী ও আমরা অপদার্থ।

অতঃপর আমি দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলাম।
অতঃপর আমি আত্মীয় স্বজন হইতে মন ফিরাইয়া লইলাম।

অতঃপর চক্ষু তাঁহার দরজার মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে
অতঃপর আমার চেহারাও বন্ধুর বাড়ি।

অতঃপর আমি বন্ধুর দ্বারে মস্তক রাখিলাম।
অতঃপর আমি বন্ধুর প্রেমে প্রাণ উৎসর্গ করিলাম।

বন্ধুর মুখে চোখ রাখিয়া জীবন কাটাইয়া দেই।
বন্ধুর দরজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দেই।

এই অহংকারের ঘরে প্রাণ বাঁধিয়া রাখিও না।
এই সব দেহে প্রাণ নিয়া খেলিওনা সাবধান ।

এই গোলমাল ভরা দুনিয়া হইতে সাবধান থাক।
মূল্যবান উপদেশ কান দিয়া শোন।

সাবধান বন্যার গতিপথে ঘর করিওনা
আর বাজারের ধারে বাড়ি বানাইও না।

এই পৃথিবীটা জঙ্গলের মত
এর মধ্যে অসংখ্য দানব বাস করে ।
এই পৃথিবী মানুষকে পথ হইতে বিপথে চালিত করে
এবং তাহাকে মরুভূমির পানে নিয়া যায়

বোকা মানুষ দানবের ধোঁকায় পড়িয়া যায়।
যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা দানবের ধোঁকা হইতে সাবধানে থাকে।

খুব সাবধানে থাক যেন কেউ পথভ্রষ্ট না করে।
তাহাদের ধোঁকাবাজি হইতে হুঁশিয়ার থাক।

এই পৃথিবীটা একটা বড় বাসস্থান
তাহাতে অসংখ্য মানুষ আসা যাওয়া করিতেছে।

দিবা রাত্রি এই পৃথিবী গল্প করিতেছে
সব সময় হাজার হাজার মানুষ।

আলাহ্ হাজার হাজার মানুষ পয়দা করিয়াছেন।
একদিন এই সমস্ত স্থির হইয়া যাইবে।

পাগলারা সব পাগলামির মধ্যেই থাকে
যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা সাবধানে থাকে।

সমস্ত অপরিচিতগণ বিদ্যা বুদ্ধির বাহিরে আছে।
অবোধ লোকেরা কর্ম হইতে দূরে আছে ।

প্রত্যেক লোকের এক এক রকম ইচ্ছা হয়
প্রত্যেক লোক এক এক নিয়মে চলে।

একজন জানে যে এই আমার উদ্দেশ্য
আর একজন বলে এই আমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়।

এই একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সহিত মিশে
আর একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সহিত মিশিয়া অকেজো হইয়া যায়।

ঐ জিনিস এই জিনিসকে মিথ্যা প্রামানিত করে।
এই জিনিস ঐ জিনিসকে অকেজো করিয়া দেয়।

অবশেষে সবই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।
চিন্তা করিয়া দেখ এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ।

তাঁহারা অত্যাচার ও বিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।
ভালকে বাদ দিয়া মন্দ পদ্ধতিকে গ্রহণ করে।
রাত্রের পাহারাদার বুঝিতে পারে না
রাত্রে মাটি ও কাঠের মধ্যে প্রভেদ।

এই সমস্ত লোক রাত্রির পথযাত্রী
তাহাদের জন্য এই পৃথিবী অন্ধকার রাত্রি।

বদমাশ লোকের স্বভাব হয় বাদুরের মত
তাহারা সমস্ত দিন বাদুরের মত অন্ধ হইয়া থাকে।

মূর্খতায় তাহারা আবু জেহেলের চেয়েও বড়।
কষ্ট দানে তাহারা স্বর্গের চেয়েও পীড়াদায়ক।

তাহারা সবাই দুঃখ ও ঝগড়া ফেসাদের মধ্যে থাকে।
তাহাদের সবার মনের বাসনা কষ্ট দেওয়া।

সর্বত্র ইহারা বিপদের আগুন নিয়া ঘোরে
সর্বস্থানে ইহারা বদমাশীর আগুন নিয়া বেড়ায়।

যখন ঐখানের প্রভাতি বাতাস প্রবাহিত হয়
তখন সকলের কাজ বেকার হইয়া যায়।

তাহাদের ধন সম্পদ তাহাদের জন্য শাস্তি হইয়া যায়।
অশান্তির বাহক তাহাদের বাসস্থান হইয়া যায় তাহাদের জন্য শুলিময়।

এইসব দানব হইতে দূরে থাক।
এইসব খারাবি হইতে সাবধান থাক।

হে আলাহ অন্যায় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর
এবং অবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে শান্তি দাও।

তাহাদের সঙ্গে সহবাস তোমাকে অপদস্ত করে
তাহাদের সহিত ভালবাসা তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে।

ইহাদের সঙ্গে সহবাসে কোনই উপকার নাই।
এই পাপীদের সঙ্গে থাকায় কোন ভাল হয় না।

ইহাদের বন্ধুত্ব হইতে দূরে থাক।
ইহাদের গতি পথ হইতে একধারে থাক।
হ্যাঁ এটা স্থায়ী বাসস্থান নয় (এখানে থেকে) যাত্রা করিতে হইবে।
এটা শান্তির স্থান নয় চলিয়া যাবার স্থান।

ধন সম্পত্তির জন্য দুঃখ করিও না, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য ব্যস্ত হইও না।
পৃথিবীর আরামের ভক্ত হইও না।

ঘর বাড়ির জন্য ব্যাকুল হইও না।
দুনিয়ার সম্পদের উপর ভরসা করিও না।

এই অস্থায়ী পৃথিবীর উপর মন বেঁধ না।
দুনিয়ার সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ কাটিয়া ফেল।

যে সব জিনিস দর্শনের অযোগ্য তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিও না।
আনন্দের স্থান হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখ।

সমস্ত দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়া প্রেমাস্পদের দিকে মুখ ফিরাও।
যাহাতে তুমি খোদার অনুগ্রহ লাভ করিতে পার।

এবং তুমি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে পার।
নিষ্ঠার সহিত পৃথিবী হইতে উর্ধ্বে উঠ।

মন প্রাণ দিয়া পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা কর।
দুনিয়ার লাভ লোকসান হইতে দূরে থাক।

পৃথিবীর সুখ দুঃখের পথে হাত বাড়াইও না।
ভাল মন্দ সমস্তই আলাহর হাতে সঁপিয়া দাও।

তুমি ও সবাই মার্জনাকারী আলাহর উপর
সব অবস্থায় আলাহর শুকুর করিবে।

প্রতি কাজে আলাহর উপর নির্ভর করিবে
মন হইতে অহংকার দূর করিয়া দাও।

গর্ব হইতে প্রাণ পবিত্র রাখ,
বিনয়ী স্বভাব অবলম্বন কর।

কুস্বভাব দমন কর।
যতক্ষণ গর্ব অহংকার ও লোভ হইতে নিষ্কৃতি না পাইবে।
পবিত্রতা লাভ করা তোমার জন্য কঠিন হইবে।
মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সর্দার ঐসব কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ পরিত্রাণকারী পবিত্র আহম্মদ (সঃ)
তিনি মানব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রধান।

দুই জাহানের বাদশাহ পবিত্র সৈয়্যেদ
তিনি মহামহিম আলাহর নূর ।

ছোট বড় সকলেরই পথ প্রদর্শক।
এই পৃথিবীতে তিনি বিপথগামীদের পথ প্রদর্শক।

বিচারের দিনে তিনি পাপীদের ত্রাণকর্তা।
যদি তুমি দুই জাহানের মঙ্গল কামনা কর

তাহা হইলে নিজের মধ্যে পরিত্রাণের পথ বুঝিয়া লও।
হাত দিয়া মুহাম্মদের (সঃ) অঞ্চল ধর।

তাঁহার পথের ধূলি দিয়া চোখের সুরমা বানাও।
আহম্মদ (সঃ) হইতেছেন সৃষ্টির সেরা।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মানব জাতির গর্ব।
আহম্মদ (সঃ) আলাহ পাকের বন্ধু

শেষ নবী ও পবিত্র লোকদের মাথার মুকুট ।
আহম্মদ (সঃ) যিনি মানুষ ও ফেরেস্তার উর্ধ্বে।

প্রশংসা ও পদমর্যাদায় সবার শ্রেষ্ঠ।

আহম্মদ (সঃ) চন্দ্র ও সূর্যের উর্ধ্বে।

সৌন্দর্য পরিপূর্ণতা ও ভদ্রতায় পূর্ণ।
আহম্মদ (সঃ) যিনি ফুলের চেয়েও সুন্দর।

তাঁহার চেহারা তাঁহার শরীর ও তাঁহার মুখমণ্ডল সুন্দর।
আহম্মদ (সঃ) তিনি ফুলের পাতার চেয়ে সুন্দর।

তাঁহার ঠোঁট চেহারা ও মুখমণ্ডল সুন্দর।
আহম্মদের (সঃ) উপর উৎসর্গ করিয়া দাও।
ধন-দৌলত মান-সম্মান ও লোকজন।
শোন শোন সব জায়গা হইতে খাতা উঠাইয়া নাও।

তাঁহার গলির মধ্যে নিজ স্থান বাছিয়া নাও।
প্রাণ দিয়া তাঁহার হুকুমের অনুগত হইয়া চল।

এবং সত্য সত্যই তাহাকে পথ প্রদর্শক বলিয়া মান।
হযরত ইউসুফ যদি তোমার সুন্দর চেহারা দেখিতে পাইতেন ।

তাহা হইলে জুলেখার মত তোমার জন্য পাগল হইয়া যাইতেন
এবং সমস্ত লোক পৃথিবীর সেই প্রেমিকের প্রতি।

বুলবুলের ন্যায় প্রেমে পাগল হইয়া আছে
আমি প্রাণ দিয়া খোদার অনুগত হইয়া আছি।

তোমার ভালবাসা আমাকে স্বনির্ভর করিয়াছে
তুমি ছাড়া আমার আর কেউ বন্ধু নাই।

তোমার দুঃখ ও বেদনা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নাই।
তুমি ছাড়া আর কাহাকেও যেন পছন্দ না করি।

তুমি ছাড়া আর কাহাকেও যেন বন্ধু বলিয়া না জানি।
তোমার বেদনা আমি প্রাণের পরিবর্তে খারিজ করিয়াছি।

তোমার প্রেম ছাড়া আর সব কিছুতেই আমার বিরাগ
আমি তোমাকেই চিনি তোমাকেই চাই।

তোমার প্রেমই আমার পদ্য ও দক্ষতা
তোমরা বল যে তোমাদের মধ্যে খোদার ভালবাসা আছে।

আমার কিন্তু খোদা ছাড়া অন্য কোন কাজই নাই।
যদি তুমি নিজের কথাবার্তায় সত্যবাদী হও ।

এবং নিজ কথায় যদি মজবুত থাক
তাহা হইলে সঠিক ভাবে আহম্মদের (সঃ) অনুগামী হও।

ও তোমার ব্যবহার দ্বারা তাঁহার অনুসরণ কর।
তোমার মুখে সব সময় এই কথা বলা যায়।

যে আমি সেই রাজার প্রেমিক হইতেছি।
তাঁহার প্রেমের স্ফুলিঙ্গ আমার অন্তর জ্বালাইয়া দিতেছে।

তাঁহার দুঃখ ও ব্যথায় আমার চেহারা বিষাদিত।
তিনি ছাড়া আমার মনে অন্য কাহারও স্থান নাই।

তাঁহার প্রেম আমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শান্তি হরণ করিয়াছে।
আমার বাহির ও ভিতর সবস্থানে তাঁহার সত্তায় ভরিয়া আছে।

সব জায়গায় তিনিই আমার বন্ধু।
কিন্তু আমি তোমাকে দেখি তাহার বিপরীত।

হে প্রতারক তুমি সত্য গোপন কর।
তোমার সমস্ত কাজ তাহার সুন্নতের বিপরীত।

তুমি মুখে যে কথা বল কাজে তাহার উল্টা কর।
যখন তাঁহার প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিতে চাও ।

তাঁহার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে চলিতে পারিবে না।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে তোমার মনের মধ্যে ।

তাঁহার ভালবাসা বিন্দু মাত্র নাই।
যদি তাঁহার প্রেম তোমার প্রাণের মধ্যে থাকে ।

তাহা হইলে অন্য লোকের প্রেম তোমার মধ্যে কি করিয়া আসিবে?
তুমি ছাড়া আর কেউ প্রেমিককে দেখে নাই।

বন্ধুর কার্যকলাপ তোমার অনুসরণ করা উচিত।
প্রেমিকের কাজের মধ্যে যদি কিছু ভুল ত্রুটি হইয়া যায়।

প্রেমাস্পদের নিকট তাহাতেও আনন্দ
যদি সমস্তই গালাগালি, মারামারী, অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয়।

প্রেমাস্পদের নিকট তাহা আঙ্গুর, আপেল ও আনারসের চেয়েও মিষ্টি লাগে।
মধুর চেয়ে মিষ্টি কি ?

প্রেমিকের নিকট প্রেমাস্পদের চালচলন
তুমি অদ্ভুত প্রেমিক কেননা তুমি পছন্দ কর না।
হে প্রতারক তোমার প্রেমাস্পদের কাজকর্ম
পৃথিবীতে সত্য মিথ্যা আছে।

আল্লাহর নিকট সবই জানা আছে।
তিনি অদ্ভুত বন্ধু অদ্ভুত প্রেমিক।

এবং প্রতিবার বিপরীত ভাব দেখান।
তোমার কথা যদি ঠিক হয় কাজ এমন কেন?

তোমার কাজ ও কথায় গরমিল রহিয়াছে

এখন কোন কাজ তোমার জন্য কঠিন হইয়া পড়িবে ।

তখন কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখিবে।
ধর্ম কর্মে যদি অবহেলা কর।

তোমার কাজকর্মে কোন উদ্দেশ্যই সাধন হইবে না।
আহম্মদ (সঃ) ও আহাদ (খোদা) যদি একই বলিয়া জান।

তাহাতে তোমার কোনই কাজ হইবে না।
হে প্রতারক চাতুরি ছাড়িয়া দাও সত্য সন্ধানী হও ।

তাহা হইলে তুমি দোজখের কঠিন আজাব হইতে পরিত্রাণ পাইবে।
তাঁহার প্রেমের পথে চলিবার চেষ্টা কর।

তাঁহার পথ ধর এবং অন্য পথ ছাড়।
সোজা পথে চল আসহাবদের পথ ধর।

চলার মত চল সুপথে চল।
হ্যাঁ সর্বদা মুহাম্মদের (সঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

মন ও প্রাণ তাঁহার উপর সঁপিয়া দাও।
কোরআনের আঁচল আঁকড়ে ধর।

ভাল জিনিসের হাত ধর।
তাঁহার আত্মীয়-স্বজন নূহের নৌকায় আছে।

বিনা নৌকায় তোমার পরিত্রাণ নাই।
যদি নূহের নৌকায় চড়িতে ইতস্ততঃ কর ।
তাহা হইলে কেনান সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার মত হইবে।
যদি আলাহর দোস্ত আহম্মদ (সঃ) কে ভালবাসতে চাও ।

তাহলে তাঁহার সংগীদের (আসহাব) ভালবাস।
তাঁহার বংশধরগণ নৌকাসম এবং সঙ্গীরা তারকার মত।

তাহাদের উভয়কে সমুদ্রে ও রাত্রে আবশ্যকীয় বলিয়া জানিবে।
পৃথিবীটা অন্ধকার রাত্রির মত ও তোমার ধর্ম সমুদ্রের মত।

তোমার পথ দেখিবার জন্য নৌকা ও তারকার আবশ্যক।
যদি মাসায়ী (কবি) আজকাল বাঁচিয়া থাকিত।

তাহা হইলে তাহার কার্যকলাপের জন্য বিশেষ মজুরি পাইত না।
খাকানির মত একটা গান গাও।

ওয়াইসীর গান রাজা বাদশাহর চেয়েও সুন্দর।
বন্ধুর বিরহে আমার প্রাণ ঘাবড়াইয়া গিয়াছে।
বন্ধুর বিচ্ছেদে আমার দিবস অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।

কাসিদা ৮৯

কি সুন্দর কি সুন্দর তাঁহার চেহারা।
কি আনন্দময় সৌন্দর্যে ভরা আকৃতি।

তাঁহার পাখির মত চলন আমার মন কাড়িয়া লয়।
তাঁহার তোঁতার মত বুলি আমার প্রাণে শান্তি আনে।

তোমার সুন্দর চেহারা দেখিয়া আমার প্রাণ হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে।
তোমাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ দেহ মধ্যে ছটফট করিতেছে।

তোমার চেহারা অসীম সৌন্দর্যের বিকাশ।
তোমার মুখমণ্ডল আলাহর নূরের উদয় স্থান।

তাঁহার চেহারায় খোদার সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে
যদি খোদার দর্শন লাভ করিতে চাও ।

তাঁহার চেহারা প্রাণের চেয়েও পরিষ্কার।
তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতায় চাঁদকেও হারাইয়া দেয়।
আমার প্রাণে তাঁহার সৌন্দর্য লক্ষাঘাত করিতেছে।
তাঁহার প্রেম আমার বক্ষ হইতে শান্তি কাড়িয়া নিয়াছে।

তাঁহার নাম বাছিয়া লইয়া মুস্তফা (সঃ) রাখা হইয়াছে।
তাহা হইতে আবির্ভাব হইয়াছে মুরতুজার।

তাঁহার সৌন্দর্য মুক্তাসম এবং প্রেমিকের জন্য খনিসম।
তাহার সহ্যশক্তি পাহাড়সম এবং বিদ্যা বুদ্ধির মত অসীম।

তাঁহার বুদ্ধি রুহের মত, তাঁহার রুহ মুক্তার মত।
তাহার দয়া সাগরের মত তাঁহার স্বভাব কষ্ঠি পাথরের মত।

তোমার পদের জন্য মুকুট পাইয়াছি, আর মুকুট হইয়াছে অমূল্য রত্ন।
তুমি চাঁদের সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের মধ্যে ভেদাভেদ আছে।

দেশের জন্য তুমি রাজা, রাজার জন্য মুকুট।
নূহের জন্য নৌকা নূহের অন্তর নিহিত গোপন রহস্য।

আইনের জন্য তিনি সৌভাগ্য, বিচারের জন্য ভাগ্যবান,
দুষ্টের জন্য শাস্তি, অত্যাচারের জন্য ধ্বংস।

আকাশের মধ্যে সূর্যসম এবং সূর্যের সৌন্দর্য।
মজলিশের প্রদীপ এবং প্রদীপের আলোসম।

তিনি হইতেছেন চোখের জ্যোতি, জ্যোতির মধ্যে স্ফুলিঙ্গ
প্রাণের মধ্যে শান্তি এবং আনন্দের কেন্দ্রস্থল।

তাঁহাকে স্মরণ করিলে মোমেন নিরাপদে থাকে।

তাঁহার নাম শুনিলে দেও অসুস্থ হইয়া পড়ে।

আলাহর নূর তাঁহার চেহারায় উজ্জ্বল হইয়া আছে।
আলাহর দয়া তাঁহার উপর ফোঁটা ফোঁটা হইয়া ঝরিতেছে।

হযরত ঈসার অলৌকিক ক্ষমতা রদ হইয়া গিয়াছে।
হযরত খিজিরের ফোয়ারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার চেহারার জ্যোতি হইতে সূর্যের এত আলো
তাঁহার দয়ার কারণ চাঁদের এত অফুরন্ত ভাণ্ডার।
তাঁহার ভালবাসার কারণ মোমেন বেহেস্তে চলিয়া যাইবে।
তাঁহার হিংসার জন্য কাফের দোজখে যায়।

মানব বুদ্ধি তাঁহার পরিপূর্ণতা দেখিয়া স্তম্ভিত।
তাঁহার জ্ঞান তাঁহার দয়ার মধ্যে অর্থহীন হইয়া পড়ে।

তাঁহার আকৃতির সৌন্দর্য বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়া দেয়।
তাঁহার চেহারার সৌন্দর্য সূর্যের কিরণকে হার মানাইয়া দেয়।

চক্ষু তাঁহার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যায়।
তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ অঙ্গার হইয়া যায়।

তাঁহার বিরহ সর্বত্র এই দোজখের মত ।
তাঁহার মিলন সবখানেই বেহেস্ত ও বসন্তসম।

তাঁহার ঘূর্ণির মাঝে দোজখ একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত।
তাঁহার গলির মধ্যে বেহেস্ত একটা কাঁটার মত।

তাঁহার বন্ধুদের দোজাহানে পদমর্যাদা বাড়ে।
দুই পৃথিবীতে তাঁহার শত্রু মর্যাদাহীন হইয়া পড়ে।

দুই দুনিয়ার বাদশাহ তিনি, উভয় জাহানের বুদ্ধিমত্তার সম্রাট
খোদা তত্ত্ব জ্ঞানী ও সমস্ত সৎকার্যের আধার।

তিনি সৃষ্টির সেরা ও শেষ
বিচারকর্তা আলাহর দানের প্রকাশ।

যদি বিচারের দিন তুমি সুপারিশকারী না হইবে
আগুন হইতে পাপীগণ কিভাবে ত্রাণ পাইবে।

পবিত্র আলাহ সৃষ্টির মালিক,
নিজের সৌন্দর্য তাঁহার চেহারায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আলাহর বন্ধু পরিপূর্ণ নূর
শ্রেষ্ঠ বান্দা ক্ষমাকারী ,আলাহর বন্ধু তিনি পবিত্র নূর ।

যিনি অন্যের দোষ গোপন রাখেন, তাঁহার খাস বান্দা।
সেটা অশুভদিন যে দিন তাঁহার দরজা হইতে বিতাড়িত হয়।
সে দিন শুভ যে দিন তাঁহার চেহারা দেখিতে পায়।
তাহার উপাসনা করিলে উপকার হয়।

তাঁহাকে অমান্য করিলে অমঙ্গল হয়।
তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে অধর্ম।

তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখা হইতেছে আসল ঈমান।
সেই নবী শ্রেষ্ঠের পরিপূর্ণতার বিবরণ।

বিবেক বুদ্ধির ও গণনার গণ্ডির বাহিরে।
প্রতি মুহূর্ত তাঁহার উপর আলাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বর্ষিত হউক।

সব সময় আলাহর তরফ হইতে তাঁহার হেফাজত করা হয়।
আলাহর দয়া তাঁহার উপর প্রেমাস্পদের মত হইয়া আসে।

চিরস্থায়ী সৌন্দর্য তাঁহার ছাড়া আর কাহারও নাই।
সর্বস্থানে সৌন্দর্য তোমাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব।

তোমার অনুগ্রহ সর্বত্র তাঁহার প্রেমে বিভোর।
হাসরের দিন যখন আলাহ বিচারক হইয়া বলিবেন।

প্রত্যেককে তাহার কার্যাবলীর জন্য জিজ্ঞাসা করিবেন।
সেদিন পয়গাম্বরদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িবে।

গুণী দরবেশদের কার্যক্রম কঠিন হইয়া যাইবে।
সে দিন ভয়ে সকলের প্রাণ রক্ত হইয়া যাইবে।

সবারই মন দুঃখে ভাঙিয়া পড়িবে।
সেদিন সকলের জন্য দিন অন্ধকার হইয়া যাইবে।

মানুষ ও ফেরেস্তার অবস্থা দুঃখময় হইয়া উঠিবে।
তোমার দয়ার হাত যদি সাহায্য না করে।

তোমার সাধারণ অনুগ্রহ যদি সাহায্যকারী না হয়।
কেহই সমৃদ্ধি ও পরিত্রাণ পাইত না।

অবশেষে সবাই ধ্বংস হইয়া যাইত।
হে আমার প্রাণ জানে পরাণে তাঁহার আঁচল ধরিয়া থাক।
মন ও প্রাণ তাঁহার উপর উৎসর্গ করিয়া দাও।
যদি ঠিকমত তাঁহার অঞ্চল না ধর।

বিচারের দিন আলাহ তোমায় ক্ষমা করিবেন না।
যে প্রাণ তাঁহার প্রেম হইতে বঞ্চিত ।

তাহা পাথরের চেয়ে শক্ত ও মৃত দেহ হইতেও খারাপ।

যাহার মন আহম্মদের (সঃ) প্রতি আকৃষ্ট না হয় ।

তাঁহার অন্তর কাফেরের মত যদিও সে ভাল মানুষ হয়।
যদি কেহ তাঁহার দেখান পথের বিরুদ্ধাচরণ করে।

আমি তাহাকে বিপথগামী বলিব সে যতই ভাল লোক হউক।
গরিব ওয়াইসীর মাথা ও চোখের উপর।

হে বন্ধু একবার তোমার পা রাখ।
ওয়াইসী তোমার প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে তাঁহার প্রশংসা গাও
এবং সুন্দর পদ্য লিখিয়া তাঁহার ভাষণ দাও।

কাসিদা ৯০

ফুলের বাগান হইতে সুখবর আসিতেছে।
দেখ দেখ বসন্তে বৃষ্টি পড়িতেছে ।

দেখ দেখ আমি মুক্তার মত হইয়া গেলাম
দেখ দেখ বাগান সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে।

মেঘ সুন্দরী চন্দ্রের উপর বারি বর্ষণ করে।
বন্ধনহীন অগণিত মুক্তাধারা সমর্পণ করে।

ফলে বাতাস হইয়া যায় সুগন্ধির মত।
মেঘ হইয়া যায় ভারি মুক্তার মত।

একদিকে তোতা পাখি গান গাইতেছে।
অপর দিকে হাজার পাখির কুজন উঠিয়াছে।

ঘুঘু পাখ খুব আনন্দ করিতেছে।
পর্বতমালায় চকোর পাখি খুশি করিতেছে।
পাগলামীর চিহ্ন দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে।
পৃথিবীতে পাগলামীর কোন চিহ্ন নাই।

মাটি খুশি ও আনন্দে ভরপুর।
বাগান নানা রকম ফল দিতেছে।

সবুজ বৃক্ষ শাখা তাতে পাখি বসিয়া আছে।
পাখির ঠোঁটের মত ডালে লাল ফুল ফুটিয়া আছে।

লাল ফুল গাছের ডালে ফুটিয়া আছে।
সবুজ মাঠে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে।

লাল রঙের লিলি ফুল প্রিয়ার হাতের তালুর মত।
এ যেন মৃত সঞ্জীবনী সূরা রঙে প্রিয়ার ঠোঁটের মত।

মনে হয় যেন পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া গিয়াছে।
নানা রকম সুগন্ধি ফুলে ও ফুল কলিতে।

মেঘের চোখ দিয়া মণি মুক্তা ঝরিতেছে।
মাটির বুকে নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছে।

পৃথিবী খুশিতে মাতিয়া গিয়াছে।
মেঘের মত মহলে ফুল ফুটিয়া আছে।

চকোর পাখি আনন্দ ভরিয়া লাইন ধরিয়া চলিতেছে।
কোকিল পাখি হাজার রকম তাল তুলিয়া গাহিতেছে।

মেঘ পাগলের মত বারি বর্ষণ করিতেছে।
অগাঁথা মণি মুক্তা দরজা ও দেওয়ালের গায়ে।

মেঘ যেন ধাত্রীর মত সবুজ বর্ণের বাচ্চাদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছে
কিম্বা পৃথিবীর অনিশ্চয়তা দেখিয়া।

বজ্র ও বিজলী অশ্রুপাত করিতেছে।
দুঃখের ময়লা মুছিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর বুক হইতে বৃষ্টি ধুলা ধুইয়া নিয়া গিয়াছে।
দুঃখ চিরতরে পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইল।
ঝগড়া ঘুমাইয়া পড়িল ও খুশি জাগিয়া উঠল।
বনের পাখির গান শুনিয়া মনে হয়।

ভোরের বাতাস যেন গান করিতেছি।
গাছের ডালে বসিয়া পাখি সুন্দর গান ধরিয়াছে।

নবীর মত গুঞ্জরণ করিতেছে।
দুনিয়া খুশির প্রাচুর্যে ভরিয়া গিয়াছে।

রাত্রে নবীর মিলাদ পড়িতেছে।
তিনি সৃষ্টির সেরা আলাহর দয়া ।

আলাহর ওহী বহনকারী আহম্মদ তিনি ক্ষমতাবান
তাঁহার দয়া অসহায় জনের দুঃখের ঔষধ।

তাঁহার ক্রোধ বদমাইশদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করে।
তাঁহার সুন্দর চেহারা আলাহর কেতাবের মত।

ধূলির লেখনি দ্বারা তাঁহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।
তাঁহার আকৃতি সুন্দর করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে।

তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর।
যেখানেই তাহার চেহারা দেখা দেয়।

সেখানেই সমস্ত শরীর লজ্জায় কাঁটার বাগানের মত হইয়া যায়।
যখন তাঁহার মুক্তাসম ঠোঁট হইতে কথা বাহির হয়।

তখন হযরত ঈসার কথা নিষ্প্রভ হইয়া যায়।
যেখানে তাঁহার পদচিহ্ন পড়ে সেখানেই বাগান গড়িয়া উঠে।

যেখানেই তিনি উপস্থিত হন সেখানেই ফুল বাগানে ফুটিয়া উঠে।
তাঁহার মুখের কথাকে ভালবাস।

তাঁহার পায়ের তলায় বেহেস্তের বাগান বিরাজ করে।
আজর (হযরত মুসার পিতা) যদি সেই সুন্দর চেহারা দেখিতে পাইত।

তাহা হইলে মনে প্রাণে প্রতিমাকে ঘৃণা করিত।
যে রূপ ওয়াসেক আজরার প্রেমে প্রাণ সর্মপণ করিয়াছে।
তাঁহার সৌন্দর্য যদি দেখিতে তুমিও পাগল হইয়া যাইতে।
সিরিন যদি তাঁহার সুন্দর ঠোঁট দেখিতে পাইত
তাহার সুন্দর প্রাণ তাঁহার তরে উৎসর্গ করিয়া দিত।

তোমা বিহনে রোগীর প্রাণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।
একবার আস তুমি রোগীর খোঁজখবর নাও।

হে ওয়াইসী আর একটা গান গাও
সেই মুহাম্মদের (সঃ) প্রশংসায় যিনি শ্রেষ্ঠ।

গযল ৯১

হে চক্ষুষ্মান সুসংবাদ দাও সুসংবাদ দাও
এই যে এই যে প্রকাশ পাইয়াছে চেহারা দেখিয়া নাও।

সেই সুন্দর চেহারা সূর্য ও চাঁদের মত সুন্দর।
যেখানেই তোমার চেহারা দেখা যায়।

তাহা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মত সুন্দর হইয়া যায়।
যেখানেই তোমার পদচিহ্ন পড়ে সেই স্থানই আনন্দ মুখর হইয়া পড়ে ।

তাঁহার সমস্ত রাস্তা বাগানে পরিণত হইয়াছে
তাঁহার যেখানে কাঁটাছিল সেখানে গোলাপের বাগান হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার দয়ার আবির্ভাবে ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়।
তাঁহার চেহারার প্রভাবে ফুলের বাগান ফুটিয়া উঠে।

তাঁহার চেহারার সামনে পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষীণ হইয়া যায়।
তাঁহার জ্যোতির মুখে সূর্য অগ্নিময় হইয়া উঠে।

তাঁহার সৌন্দর্যের নিকট চন্দ্রের সৌন্দর্য একটা রেখার মত।
তাঁহার পূর্ণতার নিকট সূর্যের পূর্ণতা লজ্জাজনক।

তাঁহার চেহারা হইতে চাঁদ উত্তাপ প্রাপ্ত হয়।
সূর্য তাঁহার মুখ হইতে আগুনের টুকরা হইয়া উঠে।

প্রভাত তাঁহার চেহারা দেখিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলে।
সন্ধ্যা তাঁহার চুল দেখিয়া নিজের চেহারা ভাল করিয়া ফেলে।
তাঁহার পথের ধূলি সুগন্ধি হইয়া উঠে।
তাঁহার পথের ধূলি সুগন্ধি হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার মুখ দেখিয়া ফুলের কুড়ি রক্তাক্ত হইয়া উঠে।
তাঁহার চেহারা দেখিয়া ফুল তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলে।

আমার মধ্য হইতে হঠাৎ সৌন্দর্যের আবির্ভাব হইল।
অন্ধকার রাত্রে পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাবের ন্যায় ।

তাঁহার একটি প্রকাশ আমাকে অস্থির করিয়া ফেলে।
তাঁহার একটি দর্শন আমাকে পাগল করিয়া রাখে।

যখন অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞান ফিরিয়া আসিল
যখন আমার মন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই সৌন্দর্য ও ঔদ্ধত্য।
হে প্রেমানন্দ এই সমস্ত তুমি কোথা হইতে পাইলে?

তিনি একদিন আহম্মদ (সঃ) এর দরগার ধূলি
আমার চোখের সুরমা করিয়া লইয়াছিলাম।

আহম্মদ (সঃ) কে তিনি খোদার দোস্ত
তিনি পৃথিবীর গর্ব পৃথিবীর সৌন্দর্য।

আহম্মদ (সঃ) পয়গাম্বর যিনি বিচারের দিন
পাপীদের জন্য মাফ চাহিবেন নিজের দোস্তের (আলাহর) নিকট।

নবীদের প্রধান, মানুষের উদ্ধারকারী
বিচারের দিন সকলের সাহায্যকারী ।

কোন চক্ষুই তাঁহার মত চেহারার লোক দেখে নাই।
কান তাহার কথার মত কথা শোনেনি।

তাঁহার সৌন্দর্যের জ্যোতি পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে।
তাঁহার চেহারার ঝলক আমার বিরাম নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার দেহের তুলনায় (বেহেস্তের) তুবা বৃক্ষ একটি ছায়ার মত ।
তাঁহার একটির গলির তুলনায় বেহেস্ত একটি কাঁটার মত।
তাঁহার মুখের লালা হইতে বেহেস্তের সালসাবিল সদা নির্গত ।
তাঁহার মুখের লালা হইতে কাওসারের ঝর্ণা নিঃসৃত হইয়াছে।

পয়গম্বরগণ তাঁহার অনুসরণ করেন।
যাহারা তাঁহার অনুসরণ করে তাহাদের মঙ্গল হয়।

তিনি সর্বগুণান্বিত এবং পয়গম্বরদের সরদার।
সূফীগণের পথ প্রদর্শক ও আলোকধারী।

তাঁহার সমতুল্য কোথাও কেহ দেখেন নাই।
কোন স্থানেই তাঁহার তুলনা নাই।

পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার মত
দুর্মূল্য মুক্তা পৃথিবীর সাগরে জন্মায় নাই।

তাহাকে ভয় করিলে আলাহর মাহাত্ম্য বোঝা যায়।
আলাহর দয়া পাইতে হইলে তাঁহার দয়া দরকার।

তিনি দার্শনিক, দুনিয়া বিমুখ, জ্ঞানী, সহিষ্ণু, মধুর ও মহৎ।
সূফী ও সত্যবাদী, সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী।

প্রথম ও শেষ নবীদের নেতা, বিচারক ও সমস্ত মঙ্গলের তত্ত্ব
তিনি মিলনকারী পরিপূর্ণ আলাহর বন্ধু।

তিনি রক্ষাকারী আরোগ্য দানকারী ও বিশ্ব
প্রার্থনারত ভক্ত মোলায়েম ভাগ্যবান।

পথ প্রদর্শক পথের দিশারী সুন্দর চেহারার অধিকারী।
তিনি ত্রাণকর্তা ও পবিত্র।

তিনি পাক সাফ ও অতি পবিত্র।
তাঁহার প্রশংসার যত কথাই বলি সব বিফল হইয়া গেল।

তাঁহার স্তুতি যতই গাই কোন কাজে লাগিল না।
তিনি দেশের রাজা প্রধান ও পরিপূর্ণ।

(আলাহর) ওহী বহনকারী ও বিধর্মীদের ধ্বংসকারী।
যে আরাধনা তাহা প্রথামত নহে।
তাহা হযরতের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।
তাঁহার পথ হইতে যাহারা ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

মনে রেখ তাহারা শয়তানের বন্ধু।
মন ও প্রাণ দিয়া তাঁহাকে খরিদ করিয়া নাও।

মন ও প্রাণ তাঁহার পথে উৎসর্গ কর
যদি খোদার নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা থাকে।

নবীর নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা কর তবেই কৃতকার্য হইবে।
ঐশী প্রেম যদি তোমার বাসনা হয়।

হে সাবধানী লোক নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
তাঁহার দেখান পথে যে চলে সে ভাগ্যবান।

যে তাঁহার বিপরীত পথে চলে সে লাঞ্ছিত হয়।
সৌভাগ্য যাহাকে পরিচালিত করে।

তাহাকে অনুসরণ করিয়া সুকাজ ও সুচরিত্র
সৌভাগ্য যাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

দুর্ভাগ্য তাহাকে টানিয়া নিয়া যায় লাঞ্ছনার দিকে।
যাহার মনে ধূলি লাগিয়া গিয়াছে।

তাঁহার ভাগ্যে ধূলি ছাড়া আর কিছু থাকে না।
তাঁহার প্রেমের আলো যাহার প্রাণে নাই।

তাহার আশ্রয় স্থল হইতেছে দোজখ।
ওয়াইসী বাজে কথা বলায় কোন লাভ নাই।
বাজে কথা ছাড় ও সত্যবাদী হও।

কাসিদা ৯২

যে কোন জিনিস যাহা আলোর মধ্যে লুকায়িত থাকে
সুন্দর জিনিস অন্ধকারকে আপন বুকে টানিয়া নেয়।

কখনও পাপের মত জড়াইয়া থাকে কখনও সুতার মত বাঁধে
কখনও দওলতের উপর শুইয়া থাকে,
কখনও জ্বলন্ত অঙ্গারের সঙ্গী হইয়া থাকে।
কখনও নিজের উপর জড়াইয়া নেয় কখনও নিজের উপর উঠিয়া পড়ে।
কখনও কাঁপতে থাকে কখনও খুব ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

কখনও সাপের মত হইয়া যায় কখনও জালের মত মনে হয়।
কখনও কাল জিনিসের মত দেখায় কখনও লোহার মত মনে হয়।

কখনও নূরের উপর ঘুমাইয়া থাকে কখনও আগুনের উপর গড়াগড়ি দেয় ।
কখনও বাতাসের উপর নাচিতে থাকে কখনও কস্তুরীর মত একই রঙ হইয়া যায়।

কখনও শাপলা ফুলের সহিত থাকে
কখনও নার্গিস ফুলের সহিত মিশিয়া যায়।

কখনও লালা ফুল গাছের সহিত জড়াইয়া থাকে
কখনও কমলা লেবুর সহিত মিশিয়া থাকে।

কখনও কাল বিষাক্ত সাপের মত যেন বিছার মত
কখনও নিজের বক্ষের উপর টানে, কখনও চন্দ্রকে বিছার মধ্যে টানে ।

কখনও শুকতারার সঙ্গে মিশিয়া থাকে।
কখনও জোহ্‌রা তারকার পাশে থাকে।

কখনও সূর্যের মুকুট হইয়া বসে
কখনও কখন চাঁদের উপর বিরাজ করে।

কখনও তাহার সঙ্গী হয় শাপলা ফুল
কখনও তাহার বন্ধু হয় নার্গিস ফুল।

কখনও তাঁহার খেলার মাঠ হয় ফুলের বাগান
কখনও ফুল তাহার বিছানা হয় ।

কখনও হিন্দুস্থানী বাজিকরের সঙ্গে খেলা করে
কখনও চন্দ্রের সঙ্গে খেলা করে কখনও সূর্যের উপর গিয়া বসে ।

কখনও প্রিয়ার তিলের মত কাল এবং কাফেরের প্রাণর মত অন্ধকার
কখনও রুশবাসীর রক্তের মত কাল কখনও রুমবাসীর মত খারাপ।

তুমি বলিবে দানব দেখাটা কাবু করিয়া রাখিয়াছে
হিন্দুস্থানীরা পশ্চিমা রাজাকে বন্দি করিয়া ফেলিয়াছে।
তোমার হাত হইতে পড়িলে খোতান দেশের কস্তুরী খাস্তা হইয়া পড়ে।
যদি তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে মাটি ফুলে ভরিয়া যায়।

সূর্যের উপর ফাঁদ পাতিয়া দেয় চন্দ্রের চতুর্দিকে বৃত্ত আঁকিয়া দেয়।
তাঁহার মুঠির মধ্যে হুর ধরা আছে
তাঁহার বুকের মধ্যে জোহরা তারা বাঁধা আছে।

অন্ধকার চন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ধন করে।
নার্গিস ফুল সূর্যের অলঙ্কার স্বরূপ ।

নবীর মাটি সুগন্ধে পূর্ণ প্রাণে আনন্দ দেয়
আনন্দ বর্ধন করে ও জীবন বাঁচাইয়া রাখে।

ভালবাসায় মুঠা ঝড়ে যেন নবীর পথের ধূলি কণা
যেন নবীর দরগার ধূলি তাহার মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছে।

তাঁহার স্তুতি গাইতে হয়রান হইয়া গিয়াছি।
তাঁহার প্রশংসা ভাঙিয়া পড়িয়াছে।
প্রেমিকের অবস্থার মত যে নবীর প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছে ।

তিনি কিরূপ প্রধান পৃথিবীর প্রবীণ সৃষ্টির পৃথিবীতে
কিরকম সৃষ্টি আলাহর সৃষ্টি, সৃষ্টির মধ্যে।

তাঁহার সৌন্দর্যের তুলনা নাই তাঁহার তুলনার কোন সীমা নাই।
তিনি পৃথিবীর আলাহর বন্ধু রাজার বন্ধুর দেশে।

যদি পৃথিবী মিষ্ট ভাষায় ভরিয়া যায় তুমি তাহার ঊর্ধ্বে পরিষ্কার
দেশে যদি বাকবিতণ্ডা থাকে তোমার রাজ্যে তাহা প্রকট।

পয়গম্বরী যদি সাগর হয় তুমি সেই সাগরের মুক্তা।
ওমান দেশে যদি সাহসিকতা থাকে তুমি ওমানের মণি।

যদি বাগানের ভাল সৌন্দর্য থাকে তুমি সেই বাগানের ফুল।

যদি বাগিচার কোন সৌন্দর্য থাকে তুমি সেই বাগিচার পাইন বৃক্ষ।

যদি চোখের মধ্যে প্রেম থাকে তুমি সেই চোখের জ্যোতি।
যদি দেহের মধ্যে কোন বাহাদুরী থাকে তুমি সেই শরীরে প্রাণ স্বরূপ।

যদি বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য থাকে তুমি সেই বস্তুর চক্ষুসম।
যদি প্রেমিকের মধ্যে সম্পূর্ণতা দেখিতে চাও তুমি তাহার প্রাণ কেন্দ্র ।
দানশীলের যদি ছবি দেখিতে চাও সে হইতেছ তুমি
বাদশাহীর মধ্যে যদি মহানুভবতা দেখিতে চাও সে হইতেছ তুমি।

যদি বাদশাহীকে খনি বলা হয় তুমি সেই খনির মুক্তা।
যদি ক্ষমতাকে বলা যায় কোষাগার তুমি সেই কোষাগারের ধন দৌলত।

তাঁহার ধারাল তরবারির খাপ হইতেছে বিধর্মের শরীরের খাপ।
তাঁহার কঠোর শাস্তি বিধর্মীর মাথার মস্তিষ্ক খাইয়া ফেলে।

তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারিতে জয় ও বিজয় মিশিয়া আছে।
তাঁহার বর্শার চাকচিক্য দেখিয়া মৃত্যু পালাইয়া যায় ও ভাগ্য লুকাইয়া যায়।

ধন-দৌলত ও বিজয় আলাহর আশ্রয়ে নিরাপদ বাসস্থান থাকে
এবং তাঁহার দরগায় বাদশা খেদমতগারের মত ।

তাঁহার দরবারের প্রভাতি বাতাস হযরত ইসার (রাঃ) ফুঁকের মত।
তাঁহার পথের ধূলি প্রবাহিত পানির মত বিশুদ্ধ।

তাঁহার দরজার ধূলি সূর্যের চোখের সুরমাসম।
তাঁহার ঘোড়ার পদধূলি আরশের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করে।

তাঁহার সম্মানে ও উন্নতির সমুদ্রে আকাশ সাগরের মত মনে হয়।
তাঁহার চেহারার সামনে সূর্যকে দেখায় যেন তারকার মত।

যদি চন্দ্র তাহার আলোয় আকাশ আলোকিত করিতে চায়
তৎক্ষণাৎ তাহার গলা চাপিয়া ধরে কারণ চন্দ্র সূর্যের মত হইতে পারে না।

যদি আগুনের মধ্যে তাঁহার করুণা বর্ষিত হয় সেখানে বাগান ফুটিয়া উঠে।
যদি পানির মধ্যে তাঁহার ক্রোধ ঢালিয়া দেওয়া হয়
তাহা হইতে আগুন বাহির হইতে থাকে।

যদি তাঁহার নরম মেজাজ পাহাড়ের উপর পড়ে
পাহাড়ের বড়াই দূরীভূত হয়।

যদি তাহার রাগ পাহাড়ের উপর পড়ে
তাহা হইলে পাহাড় খতম হইয়া যায়।

তোমার দয়ায় গরম বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া যায়
তোমার রাগে নরম বাতাস গরম হইয়া যায়।
যদি তাঁহার দয়া মেঘের উপর বর্ষিত হয়
তাহাতে মুক্তাধারা ঝরিতে থাকে।

যদি তোমার অনুগ্রহ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে
তাহাতে মণি মুক্তার জন্ম হয়।

তাহার আগুনের বিজলি হইতে শত্রুর শস্যে
সকল সম্পদে আগুন লাগিয়া যায়।

তাঁহার তরবারির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে
বিধর্মী আজরের দলে আগুন ছড়াইয়া যায়।

সৃষ্টির ভেদ তাহার জ্ঞাত লাওহে মাহফুজের লেখা তিনি পড়িতে পারেন।
যদিও তিনি মূর্খ লেখাপড়া অজানা যদিও তিনি গরিব অথচ বিশেষ ধনী।

মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) নাম স্মরনে পাপীদের পাপ দূরীভূত হয়।
খোদ আলাহ তায়ালা তাহার প্রশংসা গাহিয়াছেন যিনি পয়গম্বরগণের সরদার।

যদি জঙ্গল বা মরুভূমিতে তাঁহার দেহের ছায়া পড়ে
তাহা হইলে কস্তুরী ও নার্গিস ফুল ফুটিয়া উঠে।

বেদ্বীনের রক্ত ও অন্যায়কারীর রক্ত।
তাঁহার তরবারির ছবি ও তাঁহার ছোঁয়ায় পানি হইয়া দেখা দেয়।

যদি তাঁহার আসমানি যাত্রা পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয়
তাহা হইলে জিব্রাঈল ফেরেস্তা নিজের পাখা বিছাইয়া দেয় ।

সুলতান মাহমুদ ও সিকান্দার আপনার সামান্য অনুচর মাত্র।
কায়সার ও মনসুর আপনার অনুগত চাকরের মত।

ওয়াইসী আস তাঁহার স্মরণে গযল গাই।
বাগানের বুলবুলির কণ্ঠে ও কাশ্মীরের তোতা পাখির মত।

গযল ৯৩

হে মোর আগ্রহের বস্তু তুমি আস
আমার চোখের উপরে একবার তোমার পা রাখ।
তোমার বিরহে আমার প্রাণ রক্তে ভরিয়া গিয়াছে
তোমার জন্য আমার চোখে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

যদি তোমার মুখের লালা জমি ও সাগরে পতিত হয় ।
তাহা হইলে মণিমুক্তা জন্মে ও তাহা হইতে মিষ্টি বাহির হয়।

সেই সুন্দর রাজার প্রেমে পড়িয়া আমার এই মাত্র লাভ হইয়াছে।
ক্ষীণ দেহ উদ্ভ্রান্ত প্রাণ মাথা ঘুরুনি ও ফ্যাকাসে চেহারা ।

তাঁহার মুখ নিঃসৃত কথার মধ্যে যথার্থ মান জড়ান আছে।
তাঁহার কথার প্রতিটি বাক্যে রাজ্যের বিবরণ নিহিত আছে।

তাঁহার প্রশংসার যে কথা বলা হয় তাহা মতি তুল্য

যে মানব তাঁহার শ্রুতি গান করে তাহা ওমান দেশের মত সুন্দর।

তাঁহার সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহা তোতা পাখির মত ।
তাঁহার প্রশংসায় যা বলা হয় তাহা মুক্তার মত মিষ্টি।

তাঁহার সৌন্দর্য বাগানের মত বাগান তাহা হইতে সৌন্দর্য লাভ করে।
দেখ নাসরিন ফুল, পদ্মফুল, শাপলা ফুল ও পাইন ফুল।

যখন সেই সুন্দরকে মনে পড়ে আমার দুই চোখ নদীর মত প্রবাহিত হয়।
তাহার মধ্যে দেখিতে পাইবে ঢেউ তুফান ও মণি মুক্তা।

আমার এই পাগল প্রাণও তাঁহার বিরহের আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে।
তাঁহার মধ্যে দেখ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ধুমা, আগুন ও অগ্নি কুণ্ডলি ।

তাঁহার সৌন্দর্য একটি বিপদ যা আমার প্রাণের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
তাঁহার মধ্যে দেখ ধনুক তীর, শিরস্ত্রান ও ছোরা ।
ওয়াইসী তাঁহার প্রেমে পড়িয়া পাগল হইয়া গিয়াছে।

সে কেবল কাঁদে ও রোদন করে দুঃখ করে ও বিব্রত থাকে
তোমার প্রেমের ডুরিতে নিজেকে বাধিয়া আমার আর কোন লাভ হইল না ।

আমার বাহিরটা নষ্ট হইয়া গেল ভিতরটা পাগল,
চেহারা হলদে মন বিহ্বল হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার প্রেমে আমার দু'চোখ বাহিয়া কেবল দুস্প্রাপ্য মুক্তা ঝরে।
তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ হইতে কেবল আগুন বাহির হয়।

কাসিদা ৯৪

একদিন প্রভাতে নিজের পাপের কারণে যখন হতাশ হইয়াছিলাম।
আলাহর আলোর পৃথিবী হইতে আয়াত আসিল
"আমার দরগা হইতে হতাশ হইও না"।

আমার নিকট শব্দ আসিতেছে পবিত্র ফেরেস্তা হইতে
জীবন ভরা পাপের লজ্জায় তুমি আসিয়াছ।

তুমি কি করিয়াছ যাহার জন্য এত অনুতপ্ত ও দুঃখিত।
তুমি কি করিয়াছ যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ।

আলাহর ধর্মে তুমি পাপাচার ও ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করিতেছ।
দয়াময় আলাহর সহিত শরিক (ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ) করিতেছ।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমার পাপের কি ব্যাখ্যা দিব
কারণ আমার জীবনের যত কাজ সব পাপে ভরা।

এমন কোন পাপ ও অন্যায় নাই যাহা আমার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই।
অজ্ঞতা ও অহংকার বশতঃ আমি সর্বদাই শয়তানের অনুসরণ করিয়া থাকি।

এখন পাপের ভারে আমার কণ্ঠ নুইয়া পড়িয়াছে।
বৃদ্ধ আকাশের পিঠের মত আমার দুঃখ ও বিপদ ভরিয়া গিয়াছে।

সর্বদা মনে প্রাণে ইন্দ্রিয় পরায়ন হইয়া থাকি।
আমি সেই ভৃত্যের মত যে মনিবের হুকুমে মগ্ন থাকে।

আমার পাপের বোঝার কারণ ক্ষমা প্রাপ্তির কোন আশা নাই।
লজ্জাবশতঃ দুঃখের সাগরে ডুবিয়া গিয়াছি।

আমার কোন বন্ধু নাই যে এমন বন্ধুর মত কাজ করে।
আমার কোন নেতা নাই যে আমাকে অন্যায় হইতে বিরত রাখে।

কোন ভাল কাজ করিনাই যা আমার উপকারে আসিতে পারে।
কোন এবাদত করি নাই যাহার দ্বারা বিচারের দিন ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারিব।

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি পাপ ভিন্ন আর কিছু দেখি না।
যে কাজের দিকেই দেখি না কেন কোথাও আলো দেখি না।
আমার পাপের পরিমাণ বৃষ্টির চেয়েও অধিক।
আমার গুপ্ত অপরাধ মরুভূমির বালুকা রাশির চেয়েও বেশি।

আমার বুদ্ধিহীনতার জন্য প্রতি পদে পাপ আহরণ করিতেছি।
প্রতি মুহূর্তে নানা রকম জুলুম, অত্যাচার করিয়া চলিয়াছি।

রাত্রে হাজার হাজার খারাপ কাজ মাথাচাড়া দিয়া উঠে।
দিনের বেলায় হাজার হাজার পাপ কাজ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আমি যে পাপ আচরণ করিয়া যাই তাহা ধারণার উর্ধ্বে।
আমি যে দোষ ও অন্যায় করিয়া যাই তাহা জ্ঞান বুদ্ধির বাহিরে।

আমি ভাল মনে ভাল কাজ করি নাই।
ভক্তি সহকারে হুজুরী মনে সৎকর্ম করি নাই।

যদি বিচারের দিন আমার পাপ রাশি বণ্টন করা হয়
তাহা হইলে উক্ত সমগ্র সৃষ্টির অংশে পড়িতে পারে।

আমার কোন বাহানা নাই যাহা আমি তুলিয়া ধরিব
কোন উপায় নাই যাহা দ্বারা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

যেদিকেই চাই পর্বত প্রমাণ আমার পাপরাশি দেখিতে পাই
যে দিকেই দৃষ্টি দান করি আমার দেশ ভরা দোষ দেখিতে পাই।

আলাহর দরগা হইতে পালাইয়া আমরা নিস্তার পাই।
আমার পাপ ও দুষ্কর্মের কোন সীমা নাই।

সমস্ত জীবন ঘুমঘোরে কাটাইয়া দিলাম।

এখন সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিলে কি ফল হইবে।

যখন সব শেষ হইয়া যাইবে তখন ফেরেস্তা আমাকে বলিবে
ওহে তুমি খোদার পথ থেকে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

ওহে বোকা সঠিক পথ হইতে কেন ভ্রষ্ট হইয়া গেলা ?
কেন আকাঙ্ক্ষিত পথ হইতে অন্ধ হইয়া গেলা ?

তোমার ইপ্সিত পথ হইতেছে অত্যাচার ও দুষ্টামী
তোমাকে দোষ ত্রুটিহীন সঠিক পথ দেখাইয়া দিতেছি ।

চোখের পানি দিয়া ওজু কর ও দু'এক ওয়াক্ত নামাজ পড়।
পবিত্র মনে সমস্ত পাপ কাজ হইতে তওবা কর।
দৈনিক এবাদতে প্রতি মুহূর্তে রাসূলের তারিফের ওজিফা পাঠ কর।
একান্ত মনে রাসূলের নাত পড়িয়া জিহ্বাটাকে সিক্ত রাখ।

খুশির সঙ্গে বুকের উপর মুহাম্মদ (সঃ) এর নাম লিখিয়া রাখ।
যদি কেয়ামতের বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইতে চাও।

তোমার পাপরাশি যদি পাহাড়ের মত বৃহৎ হয়
তোমার দোষ জল যদি সাগরের ঢেউয়ের মত বড় হয়।

মুহাম্মদের (সঃ) নাম পড়িয়া ফুঁক দিলে সব ধূলিকণা হইয়া যাইবে।
তাঁহার প্রশংসা যদি পড় সব মরীচিকা হইয়া যাইবে।

যদি তাঁহার প্রশংসা মেঘের মধ্যে পৌঁছায় তাহাতে মুক্তা ঝরে ।
যদি তাঁহার খ্যাতি অগ্নিকুণ্ডে পোড়ে তাহাতে আঙ্গুর গাছ হইয়া আঙ্গুর ধরিবে।

তাঁহার নাম পড়িয়া আগুনে ফুঁ দিলে বাগান তৈরী হইয়া যায়।
তাঁহার প্রশংসা পড়িয়া কাটায় ফুঁ দিলে তাহাতে আঙ্গুর জন্মে।

যদি তাঁহার নাম পড়িয়া সাপের উপর ফু দাও তাহা মধুতে পরিণত হইবে।
যদি তাঁহার নাম পড়িয়া বাঘের মাথায় ফুঁ দাও সে শান্ত হইয়া যাইবে।

যদি কোন বাগানে তাঁহার ক্রোধ আসিয়া পড়ে তাহা মরুভূমি হইয়া যাইবে।
যদি কোন মরুভূমিতে তাহার দয়া আসিয়া পড়ে তাহা আবাদ হইয়া যাইবে।

যদি কেহ তাহার পবিত্র নামের তাবিজ করিয়া রাখে
(ইসরাফিলের) সুর ফুঁকা পর্যন্ত সে পৃথিবীর অত্যাচার হইতে নিরাপদে থাকিবে।

যদি কেহ তাঁহার দরজার মাটি দিয়া সুরমা করিয়া রাখে
জন্মান্ধ ব্যক্তিও চক্ষুষ্মান হইয়া পড়ে।

তোমার মত আর কেহ আলাহর নিকটবর্তী হইতে পারে না।
আকাশ পৃথিবীতে তোমার মত আর কাহাকেও দেখে নাই।

ফেরেস্তার চোখ তোমার মত (সুন্দর) কোন মানুষ বা হুর দেখে নাই।
অনাদি কালের আরম্ভেই তোমার জন্ম হইয়াছে।

গযল ৯৫

তোমার গুণের সমকক্ষ আর কেহ নাই।
পৃথিবীটা সমুদ্রের মত আর সেই সমুদ্রে তুমি মুক্তার মত।
তুমি পৃথিবীর নির্যাস স্বরূপ আর পৃথিবী ছিল বার মত।
আলাহর নূর যদি দেখিতে চাও তাহা হইলে তাঁহার চেহারার দিকে চাহিয়া দেখ।

আলাহর সৌন্দর্য যদি দেখিতে চাও তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া দেখ।
যদি আলাহর সন্তুষ্টি পাইতে চাও তাঁহার সন্তুষ্টি পাইবার চেষ্টা কর।

যদি প্রাণে সুখ পাইতে চাও তবে তাঁহার প্রেম অনুসন্ধান কর।
তোমার স্বভাব যেন চিরকাল আমার বুকে লেখা থাকে।

তোমার প্রার্থনাবলী যেন আমার বুকে চিরদিন অঙ্কিত থাকে।
সৃষ্টির আরম্ভ হইতে তোমার প্রেমে আমি পাগল।

তোমার বিরহে আমি কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব।
গরিব ওয়াইসী তোমার বিরহে ক্রন্দন করিতেছে।

গযল ৯৬

বল তোমার বিরহ ব্যথা কতদিন সহ্য করিব।
তোমার ব্যথা ছাড়া আমার আর কোন প্রেমিক নাই।
তুমি ছাড়া আমার আর কোন প্রাণ প্রেয়সী নাই।

ব্রাহ্মণ যদি তোমার সুন্দর চেহারা দেখিত
তাহলে সে বলিত তুমি ছাড়া আর কেউ পূজনীয় নাই।

যদি আমি অবিশ্বাসী ও বিধর্মী হইয়া পড়ি।
তোমার জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমার অন্য কোন ঈমান নাই।

তোমার প্রেমের রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি আমি।
তোমার দর্শন ভিন্ন আমার আর কোন প্রতিকার নাই।

আলাহর সৃষ্টির সম্পূর্ণতা ও বুদ্ধির প্রসারণ।
তোমার সুন্দর চেহারার মত আর কোন প্রমাণ নাই।

বন্ধুর রাজত্ব তোমাকে দান করা হইয়াছে
তোমার মত রাজত্ব আর কেউ পাবে না।

কেলনের চন্দ্র (হযরত ইউসুফ) পানি, মাটি ও নূর দ্বারা তৈয়ারী।
আমাদের ইউসুফ (হযরত মুহাম্মদ সঃ) অন্য কেনানের লোক।
আলাহর নূর তাঁহার চেহারার উপর জ্বলজ্বল করিতেছে।

তাঁহার চেহারার সৌন্দর্য অন্য রকম চারুচিত্রে পূর্ণ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে তোমাকেই ভালবাসার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।
আমি অন্য কোন প্রতিজ্ঞার কথা জানি না।

তোমার ওষ্ঠ নিঃসৃত পানীয় ছাড়া অন্য কোন পানীয় আমি জানিনা।
যদিও আমাকে প্রাণ সঞ্জীবনী সুরা যতই দেওয়া হউক না কেন ?

তোমার নামে আমি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি।
তোমার ছাড়া আমি আর কাহারও নামে প্রাণ উৎসর্গ করি নাই।

যদি তোমার ভালবাসা না থাকিত তাহলে হযরত ঈসার
অলৌকিকতার মত সব সময় নতুন নতুন প্রাণ জন্মিত না।

দুঃখ ভারের প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করি।
আর কাহারও সেবা করিতে জানি না।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে তোমার প্রেম আমার ঈমান হইয়া আছে।
এখন আমি অন্যের উপর আর কি ঈমান আনিব।

আমি ইরানী নহি এবং তাহা হইতে আমার কোন উপকার হইবে না।
আমার অনুরাগ অন্য কোন ইরানীর দ্বারা হইতে পারে।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ওয়াইসী তোমার অঞ্চল ধরিয়া আছে।
সে আর কাহারও অঞ্চল ধরিতে চাহে না।

গযল ৯৭

তাঁহার পবিত্র শরীর অন্য জিনিসে গড়া
এই মুক্তা অন্য খনির তৈরী।

চতুর্দিকে তাঁহার সৌন্দর্যের জন্য শব্দ উত্থিত হইতেছে
এবং বিলাপ উঠিতেছে অন্যরূপ শব্দে।

তাঁহার মুখের সৌন্দর্য সারা বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছে।
আমার প্রাণ আর কোন চেহারা দেখিতে পায় না।
প্রতি মুহূর্তে আমার বিদগ্ধ প্রাণে
তোমার প্রেমের তীর আঘাত করিতেছে।

তোমার সৌন্দর্যের শেষ কোথায় আছে তা জানিনা।
সব সময় তাঁহার নতুন নতুন মাহাত্ম্যদেখিতে পাই।

আমার সৌন্দর্যে বসন্ত অন্য রকম।
আমার চোখের বন্যা অন্য রকম।

গযল ৯৮

আমার প্রাণে দুঃখের কাঁটা বিঁধিয়াছে

তাঁহার সৌন্দর্যের বাগান অন্য রকম।

আমার প্রাণের দাগ পদ্ম ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।
আমার প্রাণে বাগান বসিয়া গিয়াছে।

ওয়াইসীর পদ্য ফেরেস্তারা পড়ে ও বলে।
এ যেন আর একজন খাকানি (কবি) জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

কাসিদা ৯৯

সেই সুন্দর পদ্ম ফুলের মত চেহারার আগ্রহে
আমার প্রাণে দাগ পড়িয়া গিয়াছে ও আমার বক্ষ লাল হইয়া গিয়াছে।

তোমার প্রদত্ত সুন্দর বিধান পড়িয়া ও শুনিয়া
আমার বক্ষে আগুন জ্বলিতেছে ও অন্তরে প্রদাহ হইয়া গিয়াছে।

যখন আমার দৃষ্টি হইতে বিদ্যুৎ চলিয়া যায় ও মেঘের মত
আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ স্থান পায় ও আমার চক্ষু হইতে নদী প্রবাহিত হয়।

তোমার চেহারা আগুনের মত এবং আগুনের দ্বারা ক্ষতি হয়।
তোমার চেহারা হইতে আমার প্রাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হানে।

তোমার চক্ষু দস্যুর মত লুট তরাজ করিয়া বেড়ায়।
চোখের সামনে যাহা পায় লুট করিয়া নেয়।

কখন বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া যায়, প্রাণ উড়িয়া যায়
কখন ধৈর্য হারাইয়া যায়, কখন মন শিকারে পরিণত হয়।
লুণ্ঠন দ্বারা কেয়ামতের গোলযোগ সৃষ্টি করা হয়।
ভীষন লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে একজন লুণ্ঠনকারী হাজির হইয়াছে।

তাহার চোখের একটি দৃষ্টি তীরের মত আমার প্রাণে বিঁধিতেছে।
তোমার কাল চুল আমার প্রাণের বিপদসম।

আমার দেহকে পেঁচাইয়া থাকে কাল সর্পের মত
সময় সময় বিছার মত প্রাণে আঘাত হানে।

সময় সময় সাপের মত ক্ষত করিয়া দেয়
আপাদমস্তক তোমার বিপদে ভরা এবং পৃথিবীতে ঝগড়া ছড়াইতেছে।

তোমার গোলযোগ সৃষ্টির পৃথিবী সন্ত্রস্ত।
তোমার সহ্যাকারে চতুর্দিকে হাহুতাশ উঠিয়াছে।

তোমার উৎপীড়নে সর্বত্র শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।
আর কত দিন তোমার অত্যাচারে ঘরবাড়ি ধ্বংস করিয়া দিবে।

হে কালের ফেতনা আর অত্যাচারকে বাড়াইওনা
তোমার প্রেম জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমার রক্ত খাইয়া ফেলিয়াছে।

তোমার প্রেম অগ্নিসম এবং প্রাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আঘাত হানে।
আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, আমাকে গৃহহীন করিয়াছে।

আমাকে বিচলিত করিয়াছে, আমার প্রাণের শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে।
তোমার ভালবাসা আমার প্রাণে ব্যথা কষ্ট ও দুঃখ দেয়।

তোমার প্রেম দুঃখ দেয় ও সীমাহীন কষ্ট
তোমার ভালবাসা বেদনাপূর্ণ অত্যাচার ও প্রাণের ব্যথা ।

তোমার প্রেমের সৃষ্টির মধ্যে পাগলামী শান্তি ও নিষ্পেষণে ভরা।
কখন প্রাণ হরণ করিয়া নেয় ও ধ্বংস করিয়া দেয়।

কখন অত্যাচার করে ও দেহকে কাহিল করিয়া দেয়।
তোমার রূপ বিপদ ডাকিয়া আনে তোমার প্রেম প্রাণে ব্যথা দেয় ।

এই সব ব্যথা ও বিপদ হইতে সাবধান হইবে।
তোমার প্রেমে বিপদ আমি সেই বিপদ হইতে সরিয়া যাই।
সেরা পয়গম্বর সাহেবের ভালবাসার কেল্লার মধ্যে।
তোমার রূপ সুধা প্রাণ সঞ্চার করে তোমার বিরহ ব্যথা প্রাণ হরণ করে।

হত্যাকারী বিষ আর তোমার কেশরাশি কৃষ্ণকায়ী সাপের মত।
এ বিরহ ব্যথার বিষ এতোই ভয়াবহ যে এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই।

খোদার দোস্ত নবী (আহম্মদের (সঃ) না'তে মজিয়া থাকি।
বৃক্ষসম তোমার দেহ যতদিন দেখি নাই আমার বিশ্বাস হয় নাই যে।

সূর্য ও চন্দ্র সেই বৃক্ষের ফল স্বরূপ।
সৃষ্টির গর্ব খোদার বন্ধু আলাহর নূর বিখ্যাত রাজা।

মানুষ ও জীনের প্রভু দু'জাহানে
যদি তাঁহার নাম পড়ে মাটিতে ফুঁক দাও তাহা সোনা হইয়া উঠে।

যদি তাহার নাম পড়িয়া আগুনে ফুঁক দাও
তাহা ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

বেহেস্তের দূতগণ তোমার পায়ের ধূলি লইয়া
চোখের সুরমা ব্যবহার করে।

স্বর্গের হুর তোমার পায়ের ধূলি লইয়া হস্তে বাঁধে মালা।
তোমার উজ্জ্বল চেহারার তুলনায় সূর্য একটি বিন্দুর মত।

তোমার মুখমণ্ডলে চন্দ্র একটি রেখাযুক্ত তারকার মত।
চাঁদ ও চাঁদের তুলনায় এইরূপ হয় যেন।

কালতিল ও কাল কুন্তলের মত
যদি সূর্যের মধ্যে কিরণ থাকে।

তাহা হইলে উহা দুইটি মেঘের ধনুকের মত

ও নেশাভরা দু'চোখের মত মনে হয়।

হযরত ঈসা যদি তোমাকে ডাকেন তাহা হইলে
তাঁহাকে দেখিবে খোদার আরশের চতুর্দিকে আলাহর কাছে ঘুরিতেছে ।

তোমার দরজার মাটি রাজার মুকুটের মুক্তাসম
সে যখন তারকার মত হাজির হয় তখন সূর্য তাহার অনুসরণ করে।
সেই সৃষ্টি যাহা পৃথিবীর প্রাণ স্বরূপ।
সেই সৃষ্টি যাহার আসন হইতেছে আলাহর নূর।

তুমি সেই ব্যক্তি যাহার হাতে সৃষ্টির চাবিকাঠি দেওয়া হইয়াছে।
তিনি আলাহর দয়া ও গুণাবলির দৃষ্টান্ত।

তোমার নিকট হইতে জীন, মানুষ ও ফেরেস্তা সকলেই উপকার প্রাপ্ত হয়।
তিনি সেই লোক যাহার পদমর্যাদা ও গুণাবলি হিসাবের বহির্ভূত।

তোমার গুণাগুণের সীমা নাই।
তোমার প্রশংসা ও গুণাবলির সংখ্যার গণনা নাই।

আলাহ তোমাকে বিশেষ গুণে গুণান্বিত করিয়াছেন।
আলাহ তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

তোমার পবিত্র সৃষ্টি আলাহর দয়ার দান।
তোমাকে পয়গম্বরগণ শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।

তোমার মত শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কোন পয়গম্বর লাভ করিতে পারে নাই।
আউলিয়াগণ তোমার ফকিরি স্বীকার করিয়াছেন।

তোমার ঘরের মাটি বাদশাদের তাজ তুল্য
তোমার চেহারার উপর সূর্য একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত।

তোমার বিরহে আমার প্রাণ দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে।
তোমার বিরহে আমার চক্ষু অশ্রু ভরিয়া গিয়াছে।

গযল ১০০

তোমার অভাবে আমার বক্ষস্থল আগুনের আধার হইয়া আছে।
তোমার বিহনে আমার চক্ষু পানির ঝর্ণার মত বহিয়া যাইতেছে।

তোমার কায়া আমার অন্তরে মিশিয়া গিয়াছে
তোমার মাথা ও আকৃতি আমার বিরহের শুষ্ক কূপের প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তির কাজ করে

তুমিতো এমন মহান খোদার রহস্য তোমার সৌন্দর্যে প্রকাশিত
তুমিতো এমন মহান সত্তার জাতি নূর তোমার চেহারায় উদ্ভাসিত।
তোমার সম্মুখে সূর্যকে একটি বিন্দুর মত মনে হয়।
তোমার রূপ দেখিয়া চাঁদও শোকাহত ।

দেহের মধ্যে প্রাণ যেমন তোমার দয়া আমার নিকট তেমনই।

তোমার প্রেমের ব্যথা আমার প্রাণকে ভিখারী বানাইয়া দিয়াছে।

তোমার ইচ্ছাই আমার প্রাণের বন্ধু।
তোমার প্রেমের ব্যথা আমার প্রাণে বহিয়া চলিয়াছে।

তাঁহার নার্গিস ফুলের মত চক্ষু দেখিয়া আমার চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিতেছে।
সময় সময় আমার প্রাণ বিবাদে বলিতেছে পৃথিবীর বিপদ হইতে।

দুঃখের ব্যথায় আমার প্রাণ বক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়।
পারদের মত যাহা অগ্নি দেখিলে পালাইয়া যায়।

আমার চোখে ঘুম নাই আমার চোখে আরাম নাই।
আমার মুখে পানি নাই আমার প্রাণে স্থিরতা নাই।

এক কথায় তাঁহার বিরহে আমি কতই হীন ও অপদার্থ হইয়া গিয়াছি।
কখনও আমার প্রাণ বিধ্বস্ত হইয়া যায় কখনও দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ি।

হঠাৎ তাঁহার দরবার হইতে পূর্ণ চন্দ্রের মত তিনি হাজির হইয়া গেলেন।
তাঁহার দুই চক্ষু প্রেমপূর্ণ ও দুইটি কুন্তল কৃষ্ণবর্ণ ।

তাঁহার প্রাণ হরণকারী সৌন্দর্য তাঁহার ওষ্ঠ দিয়া মিষ্টি বহিয়া পড়িতেছে।
তাঁহার মিষ্টি কথা তাঁহার দুটি কাল কুন্তলেরও মাঝে লুকাইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার উজ্জ্বল কপাল দেখিয়া প্রাতঃকাল হিংসা করে।
তাঁহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া সূর্য আশ্চর্য হইয়া যায়।

আমার দুখের কুটিরে তাঁহার বদন ও কুন্তল
উজ্জ্বল প্রভাত ও অন্ধকার রাত্রির মত দেখায়।

তাঁহার চক্ষু হইতে সব সময় দ্বন্দ্ব উত্তাপিত হয়।
তাঁহার দুটি কুন্তল বেণী হইতে প্রতি মুহূর্তে কস্তুরীর সুবাস প্রকাশিত হয়।

তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল সূর্যের মত এবং
তাঁহার চেহারা চাঁদের মত সুন্দর তৃপ্তিকর।
এই দুইটা মিশিয়া বেহেস্তের মত দেখায়
এবং তাহাদের বিচ্ছেদ নরকসম।

পৃথিবীর মত ঝগড়াঝাটি তাঁহার চোখের ঈসারায় প্রচলিত হয়।
পৃথিবীর যত দ্বন্দ্ব অত্যাচার তাঁহার কুন্তল দ্বারা প্রতিরোধ হয়।

দুঃখ বিবাদও পাগলামীর আশ্রয়স্থল হইতেছে তাহার দয়া।
অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল হইতেছে তাহার প্রেম।

মোট কথা তাঁহার চেহারায় উজ্জ্বলের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম।
তাঁহার সেই সৌন্দর্য সেই খুব সুরত ও নম্র চেহারার মধ্যে।

যখন অস্থির অবস্থা হইতে বিবেক বুদ্ধি ফিরিয়া পাইলাম

আমি লাফাইয়া উঠিলাম উদ্ভ্রান্ত হইয়া দৌড়াইতে লাগিলাম।

তোমার পদ চুম্বন করিয়া তোমার পায়ে মস্তক রাখি
যদি প্রাণ উৎসর্গ করি ও আমার মন তাঁহাকে বিলাইয়া দেই।

তাঁহার হাত ধরিয়া আদবের সহিত সালাম জানাই
তাঁহার সামনে বসিয়া তাহাকে সিংহাসনের উপর বসাই।

তাঁহার পদ চুম্বন করিয়া বলিলাম মিনতির সহিত।
তুমি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও উত্তম ও তোমার কুন্তল কস্তুরীর সুগন্ধ যুক্ত।

তোমার চন্দ্রসম সৌন্দর্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি
এখন বল তোমার সৌন্দর্য গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসর কেন বেশি।

তোমার ঠোঁটের হাসিতে ফুল ফোটে ও বিকশিত হয়।
যদি তুমি সঠিক অবগত থাক ইহা কোন আশ্চর্য নহে।

প্রধান কাজ হইতে দেখিয়া কাকুতি মিনতির সহিত
নবীর দরগায় দুই একবার মাথা নত করি।

মুস্তফা (সঃ) পৃথিবীর রাজা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ।
পৃথিবীর পথ প্রদর্শক বিচার দিনের সাহায্যকারী।

পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য।
পৃথিবীর সৃষ্টির সেরা আলাহর দয়া।
তুমি পূর্ণ সাগরের মুক্তা সুন্দর আকাশের তারকা।
মহান আলমের খোদা, মহান সমুদ্রের মতি।

তুমি বিদ্যার খনি দয়ার সাগর দানের চক্ষু
দয়ার বিদ্যার নহর পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর ও ক্ষমতাবান ।

হযরত ইউসুফ তাহার সুন্দর মুখের লজ্জায়
কূপের নীচে লুকাইয়া গিয়াছে।

হযরত ঈসা তাঁহার সুন্দর ঠোঁটের ঈর্ষায়
নীল আকাশের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া আছে।

তাঁহার দয়ার মেঘ দেখিয়া মনে হয় যেন মরীচিকার সমুদ্র
তাহার দয়ার পাহাড়ের নিকট পাহাড় ধূলিবৎ মনে হয়।

যেখানে তোমার প্রশংসা হয় সেখানে মনে হয়
যেন বেহেস্ত মধ্যে বেহেস্ত হইয়া গিয়াছে।

যেখানে তোমার তারিফ করা হয় সেখানে
মনে হয় যেন বসন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।

যদি কেউ তাঁহার প্রশংসায় পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত গাহিয়া যায়

তাঁহার মুখ দিয়া কথার বদলে সুন্দর মতি পড়িতে থাকে।

তোমার দরগার ধূলিকণা ছাড়া অন্য
আর কিছু দিয়া যে সুরমা তৈয়ার করে।

দুজাহানের মধ্যে তাহার চোখের জন্য
ধূলি ছাড়া আর কিছুই তৈয়ার করিতে পারে না।

তাঁহার দয়ার প্রভাতী বাতাস মরুভূমিতে ফুলের বাগান বানাইয়া দেয়।
তাঁহার ক্রোধের গরম বাতাস মেঘ হইতে অগ্নিবর্ষণ করে ।

যদি জ্ঞানের পাখি তাঁহার মর্যাদার চূড়ায় উড়িয়া যাইতে পারে
তাহা হইলে কেয়ামত পর্যন্ত উহা সীমাহীন হইয়া থাকিবে।

যদি জিবরাঈল ফেরেস্তা তাঁহার প্রশংসা গণনা করিতে চাহে
কিয়ামত পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাইবে না।
তোমার প্রাণের মাঝে লুকায়িত আছে খোদার প্রেম।
তোমার মুখে আলোকিত হয় খোদার নূর।

তাঁহার হাত মেঘের মত তাঁহার ঘাম দয়া ও দানের মত।
তাঁহার প্রাণ সাগরের মত যাহার তরফ হইতেছে কাল ও মমতার মত।

যদি তোমার চেহারা দেখিতে না পায় চক্ষু আমার বৃথায় যাইবে।
যদি তোমার ব্যথা আমার মধ্যে না থাকে জীবন আমার বৃথায় যাইবে।

যাহাতে জীবনের পোষাক এই পৃথিবীতে আসে
সেই হইতেছে আমার আরাধনা ওহে বাদশাহ।

একবার যদি তোমার চেহারা দেখতে পাই আমার দৃষ্টি সার্থক হইবে।
তোমার চিন্তায় মগ্ন থাকা আমার স্বভাব।

তোমার দরজার ধূলি আমার চোখের সুরমা
তোমাকে দেখিবার আগ্রহ আমার প্রাণের শান্তি হরণ করিয়াছে।

তোমার বিরহে আমার প্রাণ ঠোঁটে আসিয়া ঠেকিয়াছে।
তোমার সৌন্দর্য বিহনে আমার অন্তর ব্যথিত হইয়া আছে।

তোমার জন্য আমি রোদন করি তাহাতে কোন ফল হয় না।
তোমা বিহনে ওয়াইসী বেচারা অস্থির হইয়া থাকে।

ওহে দুজাহানের বাদশাহ উঠ আর কত ঘুমাইবে।
হে ফলপ্রসূ বাদশাহ একবার বাহিরে আসিয়া বেড়াও।

দেখ তোমার এই উম্মতের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে।
খোদার ওয়াস্তে তোমার এই উম্মতের প্রতি একটু দয়া প্রদর্শন কর।

নবীর সুন্নত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে আলার একাত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ত্রিত্ববাদ ও অংশীবাদ এখন চারিদিকে বিরাজ করিতেছে।

হুমা পাখির স্থলে এখন বাদুর বাসা বাঁধিয়াছে।
আর কতদিন ভয়ে ভয়ে থাকিবে।

আমাদের খবর আর কতদিন না রাখিবে
আর কতদিন ভীত সন্ত্রস্ত থাকিবে।

ওয়াইসী তাঁহার সৌন্দর্যের চিন্তায় গান গাও
যদি সেই গান পাহাড়ের উপর পড়ে
তাহা হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে।

গযল ১০১

তুমি সূর্যের ঈর্ষার বস্তু তোমার প্রেম আমার প্রাণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হানিতেছে।
তোমার বিরহের আগুন আমার মন অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার সৌন্দর্য লাভের আশায় আমার প্রাণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।
তোমায় পাইবার আশায় আমার প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি।

তোমার বিরহে আমার দেহে যে অর্ধেক প্রাণ আছে।
আমার এই বাসনা যে তাহা আমি তব পদ প্রান্তে বিসর্জন দেই।

হে খোদা আমার প্রাণ দুঃখ ভারাক্রান্ত
তাহাও আবার তোমার বিরহ ব্যথায় জর্জরিত।

তুমি আমার মন ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত আমার মাথার কাছে আস
এখন তোমার বিরহে আমার প্রাণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তোমার প্রেম আমার সহ্যশক্তি ও নিশ্চিন্ততা লুটিয়া নিয়াছে।
তোমার চেহারা বিনা আমার চোখে পৃথিবীর অন্ধকার মনে হইতেছে।

তোমার জন্য আমার অপেক্ষমাণ চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে।
একবার যদি তোমার দরজার মাটি আমার হাতে আসিয়া পড়ে।

ওহে ভোরের বাতাস যদি সেই হুজুরের নিকট দিয়া যাও
আমার দুঃখের অবস্থা একটু জানাইয়া দিও।

তোমার সৌন্দর্য হইতে কিছু ভিক্ষা চায়
রাত্রে উজ্জ্বল চাঁদ ও দিনে সূর্য ।

ওয়াইসী যদি তুমি নবীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা রাখ
তাহা হইলে তাঁহার ছাড়া তোমার ধন সম্পত্তি
ও খাদ্য কিছু আছে সব পরিত্যাগ কর।

তাঁহার ছাড়া অন্য প্রেম হইতে তোমার প্রাণ খালি থাকে না।
আর কতদিন তাঁহার প্রেম তোমার প্রাণকে বিদীর্ণ করিবে।

গযল ১০২

কে দেখিয়াছে সরো বৃক্ষ উজ্জ্বল চাঁদের মত বাহির হইয়াছে।
তোমার দেহ ছাড়া যাহা বিখ্যাত সৌন্দর্য লইয়া আবির্ভাব হইয়াছে।
তোমার মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শের রেখা ছাড়া
সূর্যের চতুষ্পার্শের তাঁহার কোন রেখা দেখা যায় না।

হে বন্ধু তোমার বিরহে আমার তিন অবস্থা হইয়াছে
ব্যথিত প্রাণ দ্বিতীয় আঁখিময় ও উড়ন্ত তীর

মরণকালে একবার আমার আঁখির পরে পা রাখ।
এই আমার আকাঙ্ক্ষা হে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

এইরূপ মনে কর না যে তোমার দুঃখের ব্যথায় আমি অসন্তুষ্ট আছি
তোমার দুঃখই আমার আকাঙ্ক্ষা তোমার ব্যথাই আমার চিন্তা।

আমার মন ও প্রাণ হইতে তোমার চিন্তা ও দুঃখ চলিয়া যাইবে
কারণ সৃষ্টির দিন তোমার দুঃখ দিয়া আমাকে গড়া হইয়াছে।

তুমি সেই রাজা যাহার সৌন্দর্যের রাজ্যে
খোদা তোমার সমতুল্য আর কাহাকেও সৃষ্টি করেননি।

তোমার দু'টি চুলের কুন্তল যাহা চাঁদের চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া রাখিয়াছে
যাহা অন্ধকার রাত্রে চন্দ্র ও সূর্যকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার মুখের পাশে যে দু'টি পাগল পারা চক্ষু আছে।
তাহা ছাড়া সূর্যের ধারে লাল নার্গিস ফুলকে আর দেখিয়াছে।

মুক্তার মত লাল ফুলের কুড়িকে দেখিয়াছে।
সেই বন্ধুর হাসি মুখের কুড়ি ছাড়া ।

যে লোক বলে যে পৃথিবীটা আলাহর প্রকাশক সে জানে।
আমার চক্ষে তুমি আলাহর সৌন্দর্যের আয়না স্বরূপ।

সবর্ক্ষণ গরিব ওয়াইসী তোমার বিরহ ব্যথায়
দুঃখ কষ্টে হাহুতাস ও হতাশায় দিন যাপন করিতেছে।

যখন তোমার সঙ্গে মিলনের যোগ্য নহি আমার প্রাণ চায়
যত দিন বাঁচিয়া আছি তোমার বিরহে যেন প্রাণপাত করি
ও তোমার প্রেমে বন্দি হইয়া থাকি।

কাসিদা ১০৩

গতরাত্রে তাঁহার বিরহে আমি অস্থির হইয়া ছিলাম।
প্রেমিকের কুন্তল বেণী আমার বিছানায় যেন কাঁটা হইয়া বিঁধিতে ছিল।

কখনও আমি রোদন করি বুলবুলের মত,
কখনও আমি ক্রন্দন করি মেঘের মত।

কখনও ব্যথায় অস্থির থাকি, কখনও সাপের ন্যায়
কুণ্ডলিকৃত হইয়া থাকি।

তাঁহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া আমার দেহ নব হইয়া যায়।
তাঁহার মুক্তার মত ঠোঁট দেখিয়া আমার হৃদয় রক্তে রঞ্জিত হইয়া যায়।

তাহার নার্গিস সম দৃষ্টিতে আমার চক্ষু রক্তিম আভায় ভরিয়া উঠিয়াছে ।
আবার কখনও আমার প্রাণ কিয়ামতের ময়দানে
বালামুছিবতের ভয়াবহতাকেও হার মানায়।

কখনো এমন হয় যে তোমার বিচ্ছেদ ব্যথায়
আমার প্রাণ যেন বক্ষ থেকে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে ।

যেমন আগুনের তাপ পাইলে পারদ পালাইয়া যায়
চোখে না আছে ঘুম না আছে স্বস্থিরতা
না সেই চেহারার কোন লাবণ্য না প্রাণে কোন স্বস্থিরতা ।

তোমার দুঃখ তাহার জন্য আরাম তোমার ব্যথা তাহার জন্য সুখ
তোমার প্রেম তাহার জন্য কাঁটা, এ ছাড়া অন্য জিনিস হইতে দূরে থাক।

তোমার চেহারার ছায়ার একাংশ আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।
যাহা উজ্জ্বল সূর্যের আলোর মত শোভা পাইতেছে।

প্রেমিকদের প্রচারের দিন চলিয়া গিয়াছে।
যখন তোমার সুন্দর চেহারা পৃথিবীতে প্রচার হইয়া গেল।

গযল ১০৪

তোমার কাল কুন্তল যেন সূর্যের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে।
তোমার চাঁদ পায়া মুখের উপর যেন কস্তুরীর গন্ধে ভরপুর।
তোমার প্রেম আমার প্রাণের মধ্যে আসে
তোমার ব্যথা আমার বুকের মধ্যে অনুভব করি।

এদের উভয়কেই ভাল লাগে এবং
উভয়েই আমার বক্ষে আঘাত হানে।

তোমার দেহ স্বরূপ বৃক্ষের উপর তোমার রূপের বাগান।
কে শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে যে গাছের উপর বাগান ফুটিয়াছে ।

আমার মুখে তোমার প্রশংসা গাহি আমার প্রাণে তোমার দয়ার বিশ্বাস।
আমার দেহের মধ্যে সেটাই প্রাণ সেটাই আমার দৃষ্টির আলো।

তোমার চিন্তা আমার মন হইতে কি করিয়া
চলিয়া যাইতে পারে আযলের ফলকে।

তোমার নাম খোদাই করিয়াছে
যেমন পাথরের উপর নাম খোদাই করার মত।

তোমার চেহারা যা তোমার দেলে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে
মনে হয় যেন সবুজ ঘাসের উপর আগুন জ্বলিতেছে।

আর কত দিন তোমার পথের ধূলিতে বসিয়া থাকিব।
দয়া করিয়া একবার এই অধমের পানে চাও।

তোমার পথের ধারে তৃণের মত পড়িয়া থাকি
যাহাতে করিয়া তোমার চলার সময় আমার উপর দৃষ্টিপাত কর।

আমি বিব্রত পাগল ও কণ্ঠ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।
আমি তোমার পথে বসিয়া কাঁদিতেছি ও
দুঃখিত হইয়া আছি হাত জোড় করিয়া।

তোমার সুউচ্চ দেহে তোমার চেহারা আগুনের মত জ্বলিতেছে।
যদি তুমি তাহাকে নিশ্চয়তা দাও তাহা হইলে
সে অঞ্চল তোমার শরীরে মাখিয়া থাকে।

চাঁদের মত সে নবী তাঁহার অঞ্চল আমি কেমনে ধরিতে পারিব।
হায় হায় মানুষে কি কখন হাত দিয়া চাঁদ ধরিতে পারে।

তোমার মুখের কথা মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে।
তোমার মুখ হযরত খিজিরের পানির মত মিষ্টি।
তোমার মুখের উপরে তোমার চুলের গোলাকার চুটি দেখিয়া মনে হয়
যেন সূর্যের উপর প্রেমিকের চুলের চুটি ঢাকিয়া আছে।

বেহেস্ত তোমার অনুগত হইয়া আছে।
তোমার শত্রুর বাস স্থান হইতেছে দোজখ।

হায় হায় আমি ভিখারীর মত আর তিনি সুন্দর রাজা।
আমার দুঃখ হয় একদিকে আমি অপর দিকে সৃষ্টির সেরা।

যখন তোমার দয়া আমার প্রাণের রাজ্য অধিকার করিয়া বসে
আমার প্রাণের রাজ্য ওলট পালট হইয়া যায়।

একবার তুমি বস একবার তোমাকে আমার উপর বসাইব
এবং এক রাত্রি আমার জীবনের কাহিনী তোমাকে শুনাইব।

ক্রন্দন ও দুঃখ ছাড়া ওয়াইসীর আর কোন উপায় নাই।
আর কতদিন সে বসিয়া থাকিবে তোমার নিরাশার দ্বারে দ্বারে।

গযল ১০৫

তোমার সুন্দর চেহারা চাঁদকে ঠাট্টা করে।
তোমার যৌবনের চেহারা সকলকে দেখিয়া হাঁসে।

তোমার চেহারা একবার দেখাও কারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়া যাইতেছি।
হুর ফেরেস্তা জীন ও মানুষ যাকে অপরের উপরে।

তোমার চাঁদের মত মুখে যে দাগ আছে তাহা দেখিয়া চাঁদও ঈর্ষা করে।
দেখিয়া মনে হয় যেন চাঁদের উপরে কাল দাগ পড়িয়া গিয়াছে।

তোমা হইতে যতই দূরে সরিয়া যাই ততই আমি রোদন করি।
আমার অশ্রুসিক্ত চোখে একবার ও কিছু পানি বর্ষণ করিও না।

প্রাণের ক্ষতের কারণ মরাণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি কিন্তু তুমি দয়া করিয়া
আমার প্রাণের ক্ষতে একবারও মলম লাগাইয়া দিলে না।

আমি যতই তোমার পথ পানে চাহিয়া থাকি
হে খোদা কি হইল যে তুমি একবারও আমার দৃষ্টি পথে আসিলে না।
হযরত ঈসার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া তুমি খুব হাসি দেখাও
হযরত খিজিরের পানি দেখিয়া খুব ঠাট্টা তামাসা কর।

তিনি (সঃ) হইতেছেন মহৎ ব্যক্তি আর হযরত ইউসুফ একজন সাধারণ লোক।
মানব শ্রেষ্ঠের সঙ্গে হযরত ইউসুফের কি তুলনা হইতে পারে?

হে আলাহর নূর (আলো) তোমার প্রেমে পড়িয়া আমার অবস্থা এমনই হইয়াছে।
আমার প্রাণ বিপদাপন্ন, মন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে আমার এখন কঠিন অবস্থা।

তোমার প্রেমের আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ আমার প্রাণে আঘাত করে ।
আমার প্রাণে আগুনের আঘাত আর কত দিন পছন্দ করিবে।

তোমার প্রশংসার কারণে আমার এই গযল তৈয়ার করিলাম।
ফেরেস্তারা ইহা পালক দ্বারা লিখিয়া লইল।

ক্ষত-বিক্ষত ওয়াইসীর মাথার উপর একবার আস।
কেন তাহার পথের উপর আগুন নিক্ষেপ কর।

গযল ১০৬

হে ব্যথিত প্রাণের বন্ধু তোমার বিরহে আমার জীবন।
দুঃখিত ও বিষাদ ও আগুনের মত হইয়া আছে।

আমার আছে প্রাণের রক্ত, তোমার প্রেম ও দুঃখে ভরা মন।
একটা হইতেছে সুরা, দ্বিতীয় হইতেছে ফাঁকি, তৃতীয় হইতেছে মদের পেয়ালা।

তোমার চোখের তিনটি জিনিস মূল্যহীন
প্রথম হরিণ, দ্বিতীয় যাদু, তৃতীয় ফুল।

তোমাকে ভালবাসিয়া আমার ভাগ্যে তিনটি জিনিস পাইয়াছি
এক হইতেছে শোক, দ্বিতীয় হইতেছে রোদন, তৃতীয় হইতেছে লোকসান ।

সকাল সন্ধ্যা চন্দ্র সূর্য সব সময় তোমার চেহারার
গোলাম ও অনুগত রহিয়াছে।

তোমার জন্য দিবা রাত্র সর্বদা দুঃখে যাপন করি।

প্রথম শোকে, দ্বিতীয় ভয়ে ও তৃতীয় কষ্টে।

আমার প্রাণ সকাল সন্ধ্যা তোমার কুন্তল মাঝে বাঁধা পড়িয়াছে।
বন্দির মত পাগলের মত বিভ্রান্তের মন।
আমার অবস্থার দিকে একবার দেখ তোমার বিহনে আমি হইয়া গিয়াছি
প্রথম হাড্ডিসার, দ্বিতীয় অসার, তৃতীয় ক্ষতিগ্রস্ত।

মন ও প্রাণ দিয়া তোমার চেহারার সৌন্দর্যের গোলাম হইয়া থাকিবে
প্রথম চন্দ্র, দ্বিতীয় সূর্য ও তৃতীয় তারকারাজী।

গযল ১০৭

আহা মদিনা শহরতলীর চারিধার প্রাণ হরণকারী বেহেস্তের মত।
আলাহ তায়ালা আর কোন শহরের শহরতলী এত সুন্দর করিয়া তৈয়ার করেন নাই।

তাহার মধ্যে সবুজ রঙের গাছপালা সবুজ মুক্তার মত ছড়ানো আছে।
যাহার মধ্যে বৃক্ষাদি দাঁড়াইয়া আছে যেন বেত্র সম্পদের দেহের মত।

সে যাহার বাগানের পাখির কণ্ঠ সুর বিদ্যা বুদ্ধি হরণ করে
সকালের মোরগের সুর মাথার বুদ্ধি লোপ করিয়া দেয়।

সুন্দরীর ওষ্ঠসম তাহার বাগানের ফুল ফুটিয়া থাকে।
তাহার মাঠ বেহেস্তের বাগানকে ঠাট্টা তামাশা করে।

তাঁহার পথের পাথর কুচি মণি মুক্তার সমতুল্য।
চতুর্দিকে চাহিয়া দেখ খোদার নূর উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

যে দিকে যাও তাঁহার মধ্যে আলাহর ভেদ দেখিতে পাইবে।
সর্বদা তাঁহার পবিত্র মাটি হইতে যে ধূলি উড়ে ।

তাহা সূর্য রাজার মাথার মুকুটের মত শোভা পায়।
প্রতিটি ফুলের মধ্যে নবীর (সঃ) প্রেমের গন্ধ পাওয়া যায়।
তাঁহার প্রত্যেক বালুকণা হইতে তাঁহার প্রেমের বাতাস বহে।

গযল ১০৮

কি সুন্দর শহর মদিনা তাঁহার স্বচ্ছ পানি মুক্তার মত।
আলাহ এরকম আর একটি শহর সৃষ্টি করেন নাই।

তাঁহার শহরগুলি বেহেস্তের মত সুন্দর।
তাঁহার পথের ধূলি চোখের জন্য সুরমা স্বরূপ।
তাঁহার পথের ধূলির স্বভাব হইতেছে স্পর্শ মণির মত।
তাঁহার পথের ধূলির সহিত সুগন্ধি মিশ্রিত আছে।

আলাহ তাঁহার পানির সহিত বেহেস্তের
নহরের সুমিষ্ট পানি মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার মাটিতে আলাহ হাজার রকম গুণ মিশাইয়া দিয়াছেন।

কি সুন্দর স্থান যেখানে এইটার উপর পবিত্র বেহেস্ত অবস্থান করে।

কি সুন্দর স্থান পৃথিবীতে এমন দেশ আর কোথায়ও নাই।
কি সুন্দর স্থান তাহার প্রস্তর খণ্ড মুক্তা ও আকিকের মত।

কি সুন্দর স্থান তাহার প্রতি ধূলিকণা চাঁদ ও সূর্যের মত।
সে এমনই স্থান সেখানকার প্রতিটি বাগানই যে (বেহেস্তের) মত।

সে এমনই স্থান সেখানকার কাকেরদল কাশ্মীরী পক্ষীর মত
সে এমনই স্থান যাহা উন্নতির আরশের চাইতে উন্নত।

সেই যে স্থান যাহা উন্নতিতে কাবার সমকক্ষ।
সেই যে স্থান যেখানে লুকায়িত আছে অমূল্য মুক্তা।

সে এমনই স্থান যেখানে বসিয়া আছে মানুষের গর্ব।
সেখানকার বাতাস হযরত ঈসার দমের মত।

সে এমন স্থান যেখানকার মাটি দ্বারা ব্যথা নিরাময় হয়।
এই সে স্থান যেখানে কর্মের বিশ্রাম স্থল আছে।

এই সে স্থান যেখানে ধর্মের উৎস আছে।
এই সেই স্থান যেখানে সূর্যের আলো মুছিয়া যায়।

এই সেই স্থান যেখানে প্রখর সূর্যও হয় অস্তমিত
এই সেই স্থান যেখানে পূর্ণিমার আলো নিভিয়া যায়।
কি সুন্দর স্থান যাহার উন্নতিতে আকাশও পিছাইয়া পড়িয়া যায়।

কি সুন্দর স্থান যেখানে ফেরেস্তারা রাস্তায় ফরাস বিছাইয়া দেয়।
এমনিই স্থান যেখানকার মাটিতে সুরমা তৈয়ার হয়।

সে এমনই জায়গা যেখানকার ধূলি দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।
কি সুন্দর জায়গা যাহার প্রতিটি প্রস্রবন বেহেস্তের (তাসানধ) নহরের মত।
কি সুন্দর জায়গা যাহার প্রত্যেক ফোয়ারা বেহেস্তের কাওসারের মত।
কি সুন্দর দেশ যেখানে প্রতিটি বৃক্ষ স্বর্গের তুস বৃক্ষের সমতুল্য।

কি সুন্দর দেশ যাহার ধূলিকণা তারকার মত।
সেই যে স্থান যাহা পৃথিবীর রাজাদের আশ্রয়স্থল।

সেই স্থান যাহা পৃথিবীর সকলের কেবলা ।
সে কি সুন্দর স্থান যেখানে ধনী দরিদ্র সবাই চুম্বন প্রদান করে।

সে কি সুন্দর স্থান যেখানে জীন ও মানুষ সিজদা দেয়।
কি সুন্দর স্থান যেখানে আলাহর দোস্তের বাসস্থান।

কি সুন্দর স্থান যেখানকার রাজা হইতেছেন নবী (সঃ)।
তিনি সেই নবী দিন-দুনিয়ার বাদশাহ আলাহর রাসূল।

তিনি সেই নবী সৃষ্টির গুপ্ত তথ্য

দুজাহানের সর্দার এবং জল ও স্থলের রাজা।
সেই যে নবী যিনি দিন দুনিয়ার বাদশাহ।

সেই যে নবী যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের পথ প্রদর্শক ।
সেই যে নবী যিনি দুই দুনিয়ার গর্ব।

সেই যে নবী যিনি মানুষ ও জীনের পথপ্রদর্শক।
তিনি সেই নবী যাঁহার পথের ধূলি দিয়া কিমিয়া তৈয়ার হয়।

তিনি সেই নবী যাঁহার পথের ধূলি হইতে চোখের সুরমা তৈয়ার হয়।
সেই যে নবী যিনি পৃথিবী সৃষ্টির কারণ।

সেই যে নবী যিনি পয়গম্বর কুলের রাজা।
তিনি সেই নবী যিনি পাপীগণের ত্রাণকারী।

তিনি সেই নবী যিনি অন্যায়কারীদের দোষ খণ্ডনকারী
তিনি সেই নবী যিনি খোদার সৌন্দর্যের আয়না।

তিনি সেই নবী যিনি বিশ্ব স্রষ্টার জ্যোতি।
তিনি সেই নবী যিনি আলার প্রশংসার নিশান উড়াইয়াছেন।

তিনি সেই নবী যিনি তাঁহার সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন করিয়াছেন
তিনি সেই নবী যিনি মানব কুলের শিরোমণি।
তিনি সেই নবী যিনি সমস্ত ফেরেস্তাদের চেয়েও উত্তম।
তিনি সেই নবী যিনি লক্ষস্থল ছিল লাকাদ কারবান নার (মানুষের মর্যাদার)।

তিনি সেই নবী খোদা যাঁহার চেহারার আকাঙ্ক্ষা করিতেন।
তিনি সেই নবী যাঁহার কথায় মৃত ব্যক্তি প্রাণ পায়।

তিনি সেই নবী যাঁহার কথাবার্তা মধুর চেয়েও মিষ্টি।
তিনি সেই নবী যাঁহার মুখ সূর্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল।

তিনি সেই নবী যাঁহার চেহারায় আলাহর নূর আলোকময় হইয়া উঠে।
তিনি সেই নবী যিনি শাশ্বত সৌন্দর্যের উৎস।

তিনি সেই নবী যাঁহার সৌন্দর্যে ফেরেস্তা বিব্রত হইয়া পড়ে।
তিনি সেই নবী যাঁহার প্রশংসায় বুদ্ধিমান হতভম্ব হইয়া যায়।

তিনি সেই নবী যাঁহার পরিপূর্ণতা আমাদের বুদ্ধির সীমালংঘন করিয়া যায়।
তিনি সেই নবী যাহার সৌন্দর্য প্রশংসার ঊর্ধ্বে।

তিনি সেই নবী আকাশ যাহার দরবারে সৌর জগৎ অবনত হয়।
তিনি সেই নবী ফেরেস্তা প্রাণ দিয়া যাহার সেবা করে।

তিনি সেই নবী তাঁহার চেহারার সৌন্দর্যও ঔষধের মত কার্যকরী।
তিনিই সেই নবী যাহার সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত আছে।

তিনি সেই নবী যাহার ব্যথা আমার নিকট উপসম সম।

তিনি সেই নবী যাঁহার বিরহ আমার প্রাণের ব্যথা।

তিনি সেই নবী যাঁহার স্মরণে আমি শান্তি পাই।
তিনি সেই নবী যাঁহার প্রশংসা মধুর লাগে।

তিনি সেই নবী যাঁহার প্রশংসা আমার প্রচালক।
তিনি সেই নবী যাঁহার তারিফ আমার পথ প্রদর্শক।

তিনি সেই নবী যাঁহার নাম হইতেছে আমার তাবিজ।
তিনি সেই নবী যাঁহার বেদনা হইতেছে আমার উপসম।

তিনি সেই নবী যাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া আমি উদ্ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি।
তিনি সেই নবী যাঁহার চিন্তায় আমি বিভ্রান্ত হইয়া আছি।

গযল ১০৯

তোমার আপাদমস্তক হইতে আলাহর দয়া উদ্ভাসিত হইতেছে।
তোমার দয়া হইতে যে দূরে সরিয়া আছে
আলাহর দয়া হইতে সে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

তোমার চেহারার আভা দুজাহানে ছড়াইয়া আছে
যেমন সূর্য, চাঁদ, বেহেস্ত ও হুর ।

যদিও চন্দ্র, সূর্য ও পরী সৌন্দর্যে ভরা।
কিন্তু এই সমস্তের চেয়ে তোমার সৌন্দর্য আলাহর প্রিয়।

তোমার সুন্দর ব্যবহার পৃথিবী বেহেস্তের বাগানে পরিণত হইয়াছে।
তোমার নূরের ছটায় পৃথিবী আলোর ধারায় ভরিয়া গিয়াছে।

সেই অন্ধ যে তোমার সুন্দর চেহারাও দেখিতে পায় না।
সেই অন্ধ যে উজ্জ্বল সূর্যকেও দেখিতে পায় না।

তুমি আলাহর নূর ও মানুষের সুন্দর চেহারার অধিকারী।
কেউ কি কখনো শুনিয়াছে যে নূরে কথা কয় ও তাঁহার ঠোঁট ও মুখ আছে।

চাঁদ ও সূর্য তোমার চেহারা হইতে আলো ভিক্ষা চাহে।
তোমার চেহারার তিল হইতে অন্ধকার রাত্রি জাল বিছাইয়া রাখিয়াছে।

তোমার চেহারা হইতে চন্দ্র ও সূর্য আলো ভিক্ষা করে
অন্ধকার তোমার তিল দিয়া সব সময় রাত্রিকে ঘিরিয়া রাখে।

তাঁহার চক্ষু হইতেছে ঝগড়ার খনি
যাহা হইতে ঝগড়া ছাড়া আর কিছু আসে না।
তাঁহার কুন্তল হইতেছে শিকারির জাল যাহা দ্বারা প্রাণ হরণ করে।

কাসিদা ১১০

তাহার পাগল করা চক্ষু যদি না হইত
তাহা হইলে ছোরা কি দিয়া আঘাত করিত।

তোমার যদি কাল কুন্তল না হইত
তাহা হইলে কি দিয়া বন্ধন ও মুক্ত হইত।
তাঁহার চক্ষু যেমন ঝগড়ার খনি তাহা হইতে কেবল ঝগড়ার উৎপত্তি হয়।
তোমার কুন্তল শিকারির জালের স্বরূপ তাহা দিয়া কেবল প্রাণ হরণ করে।
তাঁহার কুন্তল তুর্কী চোরের মত এবং চোরের মতই অন্তর হরণ করে।

যদি সে চোর না হইবে তাহা হইলে শোবার ঘরে তাহার বন্ধুত্ব কিসের।
যদি সে ধ্বংসকারী সিপাহী না হইবে তবে কেন মোর এ প্রাণ হরণ করিবে।

এই সাহসী সিপাহী কেন প্রকাশ্যে আমাদের মন চুরি করিবে।
সেই সাহসী চোর যে দিন দুপুরে মানুষের মন চুরি করিয়া নেয়।

এটা ওটা ঝগড়ার কারণে আমার মনের অবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।
এটা ওটা চাপে মানুষের মন নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার চেহারা যদি দয়ায় না ভরপুর থাকিবে
তাহা না হইলে দেখিয়া লাভ কি হইবে।

তাঁহার চেহারা সূর্যের মত যাহা কখন ও ধ্বংস হয় না।
তাঁহার সৌন্দর্য চন্দ্রের মত যাহা চিরকাল পরিষ্কার থাকে।

তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত কিন্তু তাহার মত ক্ষয়ে যায় না।
তাঁহার চেহারা সূর্যের মত কিন্তু তাঁহার মত পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে না।

তাঁহার মুখ সূর্যের মত কিন্তু প্রকাশিত হয় না।
তাঁহার সৌন্দর্য চাঁদের মত এবং সব সময় অগ্নির মত প্রজ্বলিত থাকে।

তাঁহার চেহারা সূর্যের মত তাহা হইতে পৃথিবী আলোকিত হয়।
তাঁহার চেহারা সূর্যের মত কিন্তু তাহাতে কোন দাগ নাই।

তাঁহার চেহারা চন্দ্রের মত তাঁহার চতুর্দিকে কাল রেখা আছে।
তাঁহার আকৃতি সূর্যের মত যখন দিনের মধ্যভাগে থাকে।

তাঁহার চেহারা সূর্যের মত কিন্তু দিবা রাত্রে উত্তপ্ত হইয়া থাকে।
তাঁহার চেহারা অস্ত্রের মত এবং দিবা রাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

তাঁহার চেহারা সূর্যের মত তাঁহার গরমে প্রাণ হরণ করে
তাঁহার চেহারা চাঁদের মত যাহাতে প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

এটা সেই সূর্য নহে যাহার জ্যোতি কমতে থাকে
ইহা সেই সূর্য যাহার জ্যোতি অপেক্ষমাণ রহিয়াছে।
এটা সেই চাঁদ নয় যে প্রতি মাসে প্রতি পদ হইয়া দেখা দেয়
এটা সেই চাঁদ যাহা প্রতি মাসে ও প্রতি বৎসরে একই অবস্থায় থাকে।

তিনি একটা চাঁদ বটে কিন্তু সর্বদা পূর্ণিমার চাঁদের মত
তিনি একটি সূর্য কিন্তু তাঁহার চতুর্পাশে অন্ধকার রাত্রির বৃত্ত আছে।

এমন চন্দ্রকেও দেখিয়াছ যাহার মধ্যে নার্গিস ফুল ফুটিয়া থাকে
এমন সূর্যকেও দেখিয়াছ যাহার বুকের মধ্যে ফুল ফুটিয়া থাকে।

চেন কি এমন চাঁদ, দেখিয়াছি যেখানে প্রতি পদের চাঁদ জোড়া লাগিয়া আছে।
কেউ কি এমন সূর্যকে দেখিয়াছে যাহার হাতে গজায় সবুজ গাছ ।

তাঁহার খুশির চাঁদ দেখিয়া আমার শরীর খিলালের মত বিকাশ হইয়া গিয়াছে
তাঁহার তুলার বৃক্ষের মত হাত দেখিয়া আমার প্রাণ আগুনের মত হইয়া গিয়াছে।

যদি তাঁহার প্রাণ না থাকে তাহা হইলে কে কবে আমাকে প্রাণ দিতো
যদি সে ফুলের বাগান না হইবে তবে তাহার দেহ পুষ্প বদনী না হইত ।

যদি তাঁহার চেহারা মানুষের মত না হইবে
তাহা না হইলে প্রাণ দান করিবে কি করিয়া।

তাঁহার দেহ যদি বাগানের মত না হইবে
তবে তাঁহার চেহারা ফুলের মত হইবে না কেন?

যদি তাঁহার মুখ মৌমাছির মত না হইবে
তবে তাহা হইতে মধু বর্ষিবে কেন?

যদি সাপ না হইত তাহার দুই বেণী
কেমন করে কুণ্ডলা বৃত্ত হইবে ?

তাঁহার ওষ্ঠে যদি রক্তই না থাকে তাহা হইলে
তাঁহার ঠোঁটে রক্ত লাগিয়া থাকিবে কেন?

যদি তাঁহার ভ্রূতে রক্ত লাগিয়া না থাকিবে
তাঁহার আকার কেন এত ধারাল মত কেন হইবে?

যদি সে বিপদই না হইবে তবে কেন তাঁহার
আবির্ভাব ভালকে মন্দ কি করিয়া করিল।
যদি সে আমাদের রক্ত না চায় তাহা হইলে
রক্ত দিয়া কিভাবে ছবি আঁকিল।

যদি সে দেবদারু গাছ না হইবে তাহা হইলে
সে কি করিয়া এত সোজা হইবে

যদি তাঁহার দেহ খেজুর গাছের মত না হইবে
তাহা হইলে তাঁহার দেহে খেজুর ফল কেন আসিবে।

যদি সে দেবদারু বৃক্ষ না হইবে তাহা হইলে
বাগানে তাঁহার মত আর কে আছে ?

যদি সে খেজুর বৃক্ষ না হইবে তবে বাগানে
কাঁটাদার বৃক্ষ আর কে হইবে?

দেবদারু গাছ এরকম নিজেকে সাজাইয়াছে যে তাঁহার মাথা নরম হইয়া গিয়াছে।
এ গাছটা রূপার রঙের সেজন্য তাঁহার প্রাণও রুপার রঙের হইয়া গিয়াছে।

তুমি কি এ রকম দেবদারু বৃক্ষ দেখিয়াছ যে সদা আপেলের মত ফল দান করে।
এরকম গাছ কি দেখিয়াছ যাহার কাণ্ড কানে নার্গিস ফুলের মত দেখায়।

যদি সে কঠিন প্রাণ না হইবে তবে তাহার প্রাণ নরম হইবে না কেন ?
যদি তাহার মেজাজ পারদের মত না হইবে তবে সে অস্থির হইবে কেন ?

ইহার গলি যদি খারখারের মত সুন্দর না হইবে তবে তাহার এত প্রাণবন্ত হইবে কেন ?
যদি তাহার মাটি তাতারের মত না হইবে তবে তাহা শত সুগন্ধ কেন ?

যদি তাঁহার রাস্তা খারখারের মত সুন্দর না হইবে
তবে তা পানে এত সুখ দিবে কেন?

যদি তাহার মাটি তাঁতার দেশের মত না হইবে
তবে তাহা হইতে মৃগনাভীর মত সুগন্ধ বাহির হইবে কেন।

তোমার বিরহে আমার দুইচোখ বাহিয়া মুক্তা ঝরছে
তোমার বিরহে আমার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর পরিবর্তে মুক্তা ঝরছে।

আমার চোখ থেকে মুক্তা ঝরে কারণ
আমার শোকার্ত প্রাণ তাঁহার মধ্য খামার বহন করে।
আমার চোখ থেকে মতি ঝরিতেছে যেন তোমার দুই কানে স্মৃতি থাকে।
আমি তাঁহাকে শুনাইলাম এই প্রেম তুমি কোথা হইতে পাইলে
আমাকে বলিল একদিন আমি আহম্মদ (সঃ)-এর রাস্তা দিয়া গিয়াছিলাম।

গযল ১১১

হে প্রিয় তোমার সৌন্দর্য থেকে চন্দ্র আলোক প্রাপ্ত হয়
যে প্রিয় তোমার চেহারার ঈর্শায় সূর্য মেঘের আড়ালে চলিয়া যায়।

তোমার বিরহে আমার প্রাণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে
যেমন কাপড়ের গন্ধ একবার উঠে আবার স্তব্ধ হইয়া যায়।

হে ফুল চেহারা তোমার প্রেমে সর্বক্ষণ জ্বলিতেছে
আমি কখন জ্বলি কখন স্থির থাকি যেমন সূর্য গরম হইয়া থাকে।

হে প্রিয় তোমার আমি বেচারা ওয়াইসী কাদায় পড়িলে
গাধার যেমন অবস্থা হয় খুব লাচার ও ক্ষুব্ধ হইয়া আছি।

১১২ গযল

যখন হইতে আমি আমার প্রাণে তোমার কুন্তলের তারের সঙ্গে বাঁধিয়াছি

সকাল সন্ধ্যা দিবা রাত্রি দুঃখ আমার বুকে কাঁটা হইয়া বিঁধিতেছে।

হে প্রেমের রাজা তোমার প্রেমের কাঁটা
আমার সমস্ত আরাম ও আয়েস নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

তোমার বিরহে বেহেস্ত আমার নিকট তুচ্ছ।
তোমার চেহারা দেখিলে পর বেহেস্ত আমার নিকট
পাহাড়ি দেশ বলিয়া মনে হয়।

তোমার ব্যথার বোঝা আমার বুকে পাহাড়ের মত ভারি হইয়া গিয়াছে।
তোমার বিরহে আমি কোয়েল পাখির মত দুঃখের গান গাহিতেছি।

হে সুন্দরের রাজা ও খোদার দোস্ত।
তোমার প্রেমের উন্মাদনায় আমার প্রাণ কোয়েল পাখির মত গাহিতেছে।

আলাহর যদি দয়া হয় তাহলে তোমার চেহারা দেখিতে পাই
আর যদি তোমার চেহারা দেখিতে পাই
তাহলে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে করিব।

গযল ১১৩

আহম্মদ কে ? যাঁহার বাসস্থান হইতেছে পৃথিবীর সেরা বাসস্থান।
আহম্মদ কে ? যাঁহার বাসস্থান হইতেছে পৃথিবীর বাসস্থানের শ্রেষ্ঠ।

আহম্মদ কে ? যাঁহার সৌন্দর্য বয়ানের উর্ধ্বে
আহম্মদ কে ? যাঁহার প্রশংসা বিবরণের উর্ধ্বে।

আহম্মদ কে ? যাঁহার ব্যবহার খুবই উত্তম ব্যবহার।
আহম্মদ কে ? যাঁহার ব্যবহার আলাহর নূর হইতে সৃষ্টি।

আহম্মদ কে ? যাঁহার লোচন হইতেছে সঠিক রাস্তায়।
আহম্মদ কে ? যাঁহার ধর্ম হইতেছে সঠিক ধর্ম।

আহম্মদ কে ? যিনি হইতেছেন আলাহর সৌন্দর্যের আয়না।
আহম্মদ কে ? আলার প্রেম হইতেছে যাহার চারিত্রিক স্বভাব।

আহম্মদ কে ? যিনি আমাদের চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেন।
আহম্মদ কে? যিনি জীন ও মানুষের উপর আমাদের জন্য মুকুট স্বরূপ।

আহম্মদ কে ? যিনি নবম আকাশের উপর ভ্রমণ করিয়াছেন।
আহম্মদ কে ? যাঁহার স্থান বুদ্ধি ও বিবেকের উর্ধ্বে ।

ও আলাহর রাসূল একবার তোমার পা আমার চোখের উপর রাখ
তোমার পথের ধূলিতে আমার অন্ধকার চক্ষু তোমার নূরে ভরিয়া যাক।

হে আলাহর রাসূল একবার আমার অবস্থার দিকে চাহিয়া দেখ
তোমার আগ্রহে আমার দুই চোখ আর কতদিন অশ্রু ভরা থাকিবে?

তোমার দর্শন আমার দুই চোখ অশ্রু পূর্ণ হইয়া গিয়াছে

আমার চোখের কোন গরিব ও লাচার দুস্থ ও দুঃখিত।

আমার প্রাণ অতি মাত্রায় ক্রন্দন করিতেছে।
হে সুন্দরের রাজা বল কতই ক্রন্দন করিব,
কতই কষ্ট পাইব, কতই অগ্নির মত জ্বলিব।

তোমার বিরহে প্রতি মুহূর্তে আমার প্রাণের তার বাজিতেছে
তোমার চেহারার আলোর বিহনে আমার চোখে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।

গযল ১১৪

আজ যখন তোমার মাদকতা ভরা চোখ দেখিলাম
আজ তোমার মাদকতা পূর্ণ চক্ষুর শিকার হইয়া গিয়াছি।

তোমার চেহারার সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।
আজ তোমার চেহারা চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে তুলনা করিলাম।

নবীজীর প্রেমের ব্যথায় আমি বেদনা ভারাক্রান্ত হইয়া আছি
আজকে আমি মদের পেয়ালা পান করি নাই।

পাঠক তুমি বেহেস্ত নিয়া থাক আমি তাঁহার প্রেমে পাগল হইয়া আছি
আজকে আমি দু'জাহানের দৌলত হইতে অঞ্চল গুটাইয়া নিয়াছি।

হে বন্ধু আমি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি তুমি আসিয়া তামাশা দেখিয়া যাও
কারণ তোমার বিরহে আমর জীবন দুঃখময় হইয়া গিয়াছে।

বহুদিন হল তোমাকে দেখিয়াছি এখন আমার চোখ এমন হইয়া গিয়াছে
মনে তোমার চেহারার সৌন্দর্য মাত্র আজকেই দেখিলাম।

হায় আমি লম্বা নিশি যাপন করিতেছি জাগিয়া
আমার কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতেছে না আমি আজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

তাহারা আজকে বলিল তোমার ভেদ বুঝিতে পারিলাম
তুমি উঠিয়া পড়, তোমার মহব্বতে আজ আমি বাড়িয়া উঠিয়াছি।

হে ওয়াইসী আমার সহনশীলতা ও বুদ্ধি লোপ পাইয়া গিয়াছে
আজ যখন তোমার মাদকতাপূর্ণ চোখ দেখিতে পাইলাম।

গযল ১১৫

তাঁহার কুণ্ডলিকৃত কুন্তল পৃথিবীকে গোলমালের মধ্যে ফেলিয়াছে
তাঁহার উজ্জ্বল দুইটি গণ্ডদেশ পৃথিবীকে আলোময় করিয়া দিয়াছে।

যখন তাঁহার চেহারার সৌন্দর্য দেখিলাম আমার প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া গেল
তখন এক প্রান্তরে পা বাড়াইলাম যাহার কোন অন্ত নাই।

তুমি যখন আমার বুকের মধ্যে আসিয়া বসিলে
আমার প্রাণ ওষ্ঠমান উৎসর্গ করিলাম।
আমি তোমার প্রেমে পাগল হইয়া গেলাম

ও তোমার হুকুমের তাঁবেদার হইয়া গেলাম।

তোমার সৌন্দর্য উজ্জ্বল পূর্ণিমার মত
তোমার চুলের গ্রন্থি দেখিয়া মনে হয় রাত্রি আসিল।

তাঁহার সুন্দর চেহারা পূর্বাকাশের সূর্যের গলবস্ত্র করিয়াছে।
তাঁহার প্রেমাস্পদকে খুন করার জন্য তাঁহার চোখের পাতা বর্শার কাজ করে।

তাঁহার দুইটি চোখের ভ্রূ তীক্ষ্ণ তরবারীর মত।
তাঁহার ঘূর্ণিচক্রের দুর্ভোগ হইতে আমি দুঃখের সাগরে পতিত হইয়াছি।

হে খোদা এই ঘূর্ণিচক্রের দুর্ভোগ হইতে আমাকে রক্ষা কর
যখন আপনার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় তখন খিজিরের ঠোঁট তৃষ্ণার্ত থাকে।

তোমার কথার তুলনায় খিজিরের পানির মূল্য অর্ধ পয়সা
যদি তুমি সূর্যের চতুর্পাশে উজ্জ্বল রেখা না দেখিয়া থাক ।

তাহা হইলে তাহার চেহারার চতুর্পাশে সেই উজ্জ্বল রেখা দেখ।
আমি জানি না তাঁহার বিভীষিকাময় চক্ষু কি ভাষ্য জানে।

তাঁহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু সারা পৃথিবীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।
তাঁহার দেহ গোলাপ গাছের মত তাহার জিহ্বা থ্যান পাতার মত।

তাঁহার আকৃতি রায়হান ফুলের মত
এবং তাঁহার চেহারা শাপলা ফুলের মত।

যদি বল তাঁহার আপাদমস্তক একটি ফুলের বাগান।
সর্বত্রই তাঁহার স্বভাব প্রতিভাত হয় মৃতকার জীবন্ত হইয়া উঠে।

পবিত্র আলাহর জীবন অমৃত পানের সুযোগ হইয়া উঠে
দুই দুনিয়া রাসূল পাকের পোষাকের মত দেখাইতেছে।

দুই পৃথিবী একটা শরীরের মত আর মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার প্রাণ।
পৃথিবী সৃষ্টির দিন হইতে তাঁহার গলিতে আমার বাসা ঠিক হইয়া গিয়াছে।

তুমি বেহেস্তের বাড়ি ও তাহার দারোয়ান লইয়া থাক।
তোমার প্রশংসার বিবরণ সকলেরই জানা আছে।
আমি এ যুগের খাকানি এবং বাংলাদেশ আমার ,
তোমার প্রশংসাপত্র সকলের নিকট বিদিত আছে।

আমি যুগের কবি খাকানি ও বাংলা ভূমি হইয়াছে শেরওয়ান
(প্রখ্যাত কবি ও অলি খাকানী শেরওয়ানী)
আমার মনের কানে অজানা দেশের শব্দ হইল

যে আহম্মদ (সঃ) হইতেছেন দুনিয়ার রাজা আর
ওয়াইসী তোমার হাসসান (সাহাবী হাসসান বিন সাবেত রঃ)।

গযল ১১৬

বাড়ি সুগন্ধিতর হইয়া উঠিয়াছে তাহার চুলের বেণীর সুগন্ধে।
মাটি হইয়া গিয়াছে বাগানের মত তাঁহার বাগানের মত সুন্দর চেহারার কারণে।

আকাশ মাটিতে নামিয়া আসে তাঁহার ঘোড়ার খুরের নীচে।
মাটি আকাশের উপরে উঠিয়া যায় তাঁহার সুন্দর চেহারার মোহরের মত।
তোমার বিরহে পৃথিবী আমার চোখে অন্ধকার মনে হইতেছে।

হে খোদা তোমার বিরহে আমার চোখে
সকাল বেলাকে আমার রাত্রি বলিয়া মনে হইতেছে ।

যাহার প্রাণে তোমার প্রেম আছে
কাল তাহাকেই আমি মুসলমান বলিয়া জানি।

যাহার প্রাণ তোমার প্রেম হইতে খালি
তাহাকে আমি মুসলমান বলিয়া গণ্য করি না।

আমার অসুখের ঔষধ আশ্চর্য রকমের
আমার সমস্ত অসুখের উৎপত্তি কেবলই তুমি।

তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কে দেখিয়াছে
যে বেদনার মধ্যে উপশমও আছে।

যেই লোক নবীর পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়।
অবশ্যই শয়তান তাহাকে সুপথ হইতে বিপথগামী করিয়া দেয়।

আমি তাঁহার নির্দেশে কোমর বাঁধিয়াছি
তাঁহার আদেশ অমান্য করি না।
তাঁহার পায়ে মাথা পাতিয়া এই ভাবে
ব্যস্ত থাকি যে কখন কি হুকুম করেন।

সবাই জানে যে গাছ হইতে মধু হয়।
বড়ই আশ্চর্য যে তোমার সুন্দর ঠোঁট হইতে মধু নির্গত হয়।

যদি তুমি সূর্যই না হইবে তোমার চেহারার ছায়া হইতে
আমার অশ্রুমাখা অস্তিত্বকে লাল মতির মত না হইবে।

যদি তোমার মুক্তাধারা হইতে খিজির একবারও না পান করে।
তাহা হইলে জীবনের পানি কেয়ামত পর্যন্ত আস্বাদ করিতে পারে না।

তাঁহার মস্তক সুউচ্চ আকাশে উদীয়মান
ফেরেস্তার স্বভাব উজ্জ্বল চন্দ্রের মত চেহারা।

সপ্তম আকাশ অতিক্রমকারী এক
মুহূর্তে দ্রুতগামী ঘোড়ার মত চলে।

তাঁহার শব্দের সাগর হইতে হাজার হাজার মুক্তার মানে প্রকাশ পায়।
হাজার হাজার গুপ্ততথ্য তাঁহার যাদুর মধ্যে লুকাইয়া আছে।

তাঁহার চুল অন্ধকার রাত্রির মত যাহা দিনের বেলায় সূর্যকে লুকাইয়া রাখে।
তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা রাত্রি কালে সূর্যকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

আমার রক্ত ধারা আঁখি ও বক্ষভরা ক্রন্দন তুমিই আমার পরিপূর্ণ প্রেমিক।
তোমার প্রেমের উপর দাবি রাখি।

যে দুই দুনিয়া হইতে এক মুষ্টি ধূলি যোগাড় করিতে পারিয়াছে।
সে তোমার দরজার ভিখারী হইতে পারিয়াছে।

তাঁহার গোপন প্রেমের যাদু তাঁহার প্রেম ভরা চোখে
নানা রকম ভাবে প্রেমের ভাব ধারা উদ্ভূত হয়।

আলাহ্ তায়ালা তাঁহার কাল চুল দিয়া অন্ধকারকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে
এবং তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল ঠোট দিয়া জীবনের পানিকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

হে ভোরের বাতাস তুমি একবার সেই সুন্দরের রেকর্ডকারীকে বল
ওয়াইসী আগ্রহ প্রকাশ করে তোমার উপর তাহার প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য।

গযল ১১৭

চাঁদের চেহারার সহিততোমার চেহারার মিল আছে।
তাতার দেশের মৃগনাভীর সহিত তোমার চুলের সঙ্গতি আছে।

সৌন্দর্য খুবসুরতি, মাধুরিমা ও প্রাণবন্ততা প্রসঙ্গে
সারা সৃষ্টির সহিত তোমার চেহারাই সব চেয়ে সুন্দর।

সরো বৃক্ষের তোমার সহিত কি তুলনা হয়।
তোমার চেহারার সহিত তুষ বৃক্ষের তুলনা হইতে পারে।

সৃষ্টির সেরা পৃথিবীর সৃষ্টি ফেরেস্তা
তোমার মেজাজের সহিত তুলনা হয়।

ওয়াইসী তোমার মন পাবার উদ্দেশ্য পুড়িয়া যাইতেছে
যদি তোমার পথের কুকুরের সহিত তাহার তুলনা হয়।

গযল ১১৮

প্রেমিকের দিক হইতে যখন তুমি প্রাণ পুড়িয়া ফেলিলে
যখন তুমি দুঃখের দ্বারা অসুখের মধ্যে বন্দি হইয়া গেলে।

পৃথিবীতে আমার মন ও প্রাণ তোমাতেই উৎসর্গ হউক।
তোমার চেহারা দেখা ভিন্ন আমার কোন স্পৃহা নাই।

হে মানবকুল শ্রেষ্ঠ তোমার কটাক্ষ হইতে আমার মন প্রাণ দগ্ধ করিতেছে।
আমার এই দগ্ধ প্রাণে আর কতকাল কটাক্ষ পাত করিবে।

তোমার উদাসীনতা আমার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে।
খোদার ওয়াস্তে আমি উদ্ভ্রান্তের প্রতি আর উদাসীনতা দেখাইও না।

তুমি প্রান ও দুইজাহান সমস্ত শরীর
তুমি হইতেছ আসল জিনিস আর সারা পৃথিবী হইতেছে বেকার।

হে আলাহ্র রহমত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর।
তোমার প্রেম দিবা রাত্রি আমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

হে সৃষ্টির রূপ গরিব ওয়াইসী আর কতদিন
প্রতি মুহূর্ত তোমার দুঃখ নিয়া আশাধারী হইয়া থাকিবে।

গজল ১১৯

যখন হইতে তোমার মুখমণ্ডল মৃগনাভীসম সৌরভে ভরপুর হইয়া গিয়াছে
তোমার প্রেমে আমার মন প্রাণ দিবারাত্র ছাইয়া গিয়াছে ।

আমার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলেও
তোমা হইতে আমার প্রাণ উঠাইয়া লইব না।
আমার মন ও প্রাণে প্রেম ও বিশ্বাস ঘিরিয়া রহিয়াছে।

তোমার মুখমণ্ডলের চারিদিকে সবুজ রেখা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।
যেন আকাশের সূর্যের চতুর্দিকে মেঘে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

আলাহর শত শুকুর তোমার ভালবাসা ভিন্ন আমার প্রাণে আর কিছুই নাই।
তোমার প্রেমে আমার প্রাণ ছাইয়া রাখিয়াছে।

তোমার প্রেমের সূর্য যখন আমার প্রাণে উদয় হইল
আমার প্রাণে তোমার প্রেম ছাইয়া গেল।

তোমার পদমর্যাদায় আর কে পৌঁছাইতে পারে ?
তোমার পদমর্যাদা সমস্ত নবীকুলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

তোমার বিরহে ও বিচ্ছেদে ওয়াইসী তাহার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে।
তাহার প্রাণে অসহনীয় দুঃখ ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

গযল ১২০

চাঁদের চারিদিকে কাল রেখা তুমিই টানিয়া দিয়াছ।
সূর্যের চারিদিকে তুমিই রেখা টানিয়া দিয়াছ।

তোমার প্রভাতি চেহারায় সুগন্ধি মাখানো
যেন চাঁদের চারিধারে সুগন্ধ রেখা টানা হইয়াছে।

তোমার সৌন্দর্য যখন প্রকাশ পাইল তখন তোমার প্রেম আসিয়া
বৃদ্ধ ও যুবকের প্রাণে হাসি খুশি ছড়াইয়া দিল।

তোমার চেহারার সবুজ রেখা ছাড়া
আর কোন রেখা সূর্যের চতুর্পাশে নাই।

গযল ১২১

ওহে প্রচারক তোমার উপদেশ আমার কোনই কাজে লাগিল না।
এই মূর্খকে তুমি বৃথাই উপদেশ দিতেছ।

তোমার জন্য বেহেস্তের হুর ও প্রাসাদ সমূহ ছাড়িয়া দিলাম।
হে প্রচারক দুই দুনিয়ার বাদশাহর দরগাই আমার জন্য যথেষ্ট।

আমি সেই লোক না যাহাকে তুমি বেহেস্ত দিয়া ভুলাইয়া রাখিবে।
আমি ও আমার দুজাহানের বাদশার বাড়িই আমার জন্য যথেষ্ট।

আমার মত পাগল হও ও বন্ধুর অঞ্চল ধরিয়া থাক
আর কত দিন বন্দি ও জালিয়াতির মধ্যে মগ্ন থাকিবে।

তাঁহার প্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ তোমার প্রাণে না জ্বলিবে
ততক্ষণ তুমি তাঁহার নূর ও আলোর সন্ধান পাইবে না।

লোক দেখান ধর্মচর্চা পরিহার কর ও বন্ধুর বিরহে মগ্ন হইয়া থাক।
হে প্রচারক শুষ্ক ধর্ম চর্চা তোমাকে প্রকৃত প্রেম দিবে না।

তোমার প্রাণ বেহেস্তের জন্য উদ্ভ্রান্ত হইয়া আছে।
তোমার আমার প্রভেদ দেল।
আমার প্রাণ খোদার দোস্তের জন্য পাগল হইয়া আছে।

তুমি বেহেস্তের জন্য উদ্বিগ্ন আমি বন্ধুর জন্য উদ্বিগ্ন ।
তোমার ও আমার ইপ্সিত বন্ধু পৃথক পৃথক।

হে ওয়াইসী যখন তুমি তাঁহার মত বেহেস্ত ও হুরের আকাঙ্ক্ষা করিবে
তাহা হইলে বন্ধুর অঞ্চল হইতে তোমার হাত কি করিয়া মুক্ত করিবে।

গযল ১২২

হে সুন্দর তোমার রূপে সকল রূপসীরা হইয়া গিয়াছে বিস্মিত
তোমার চেহারার লাবণ্য প্রেমিকদের জন্য হইয়া গিয়াছে তরবারি ।

তোমার কারণে আকাশ ওলট পালট হইয়া যায়।
তোমার সৌন্দর্যের কারণে আকাশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।
আমার প্রতি দয়া দেখাও আমিতো শাস্তির মধ্যে আছি।
তোমাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ পাগল পারা হইয়া আছে।

তোমার প্রেমের যন্ত্রণা আমার জন্য ওষুধ স্বরূপ।
তোমার বিরহের বিষ আমার জন্য ঔষধি আফিম।

খোদা তোমার চেহারার সৌন্দর্যের চরম সৃষ্টি করিয়াছেন
সে কারণে তুমি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষের অধিকারী।

তুমি একমাত্র খোদার চেয়ে অধঃস্থল এবং পৃথিবীর মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ
এবং সে কারণ তুমি সবার উপর সৌন্দর্যের অধিকারী।

ওয়াইসী তোমার বিরহের আগুনে জ্বলিয়া যাইতেছে।

তুমি দয়া কর ও বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা কর।

গযল ১২৩

তোমার সৌন্দর্য ফেরেস্তার সৌন্দর্যকেও ছাড়াইয়া যায়।
সৌন্দর্যের ব্যাপারে তুমি সবাইকে ছাপাইয়া যাও।

মানুষের দু'চোখের মধ্যে সৌন্দর্য ভরা আছে।
তাহাদের দু'চোখের সৌন্দর্যের মধ্যে তোমার চোখের পুত্তলি লুকাইয়া আছে।

মাটির ফুল ও আকাশের সূর্য তোমার সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা করে।
তোমার সৌন্দর্যের পতঙ্গ যখন আমার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে ।

ফেরেস্তা তোমার চেহারার উপর প্রদীপের পতঙ্গ হইয়া আসে।
যখন আমার প্রাণের মধ্যে তোমার প্রেমের ছাপ পড়িয়া গেল।

অন্য সমস্ত জিনিসের ছবি আমার প্রাণ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।
সুন্দরের মধ্যে যে সব চেয়ে সেরা সুন্দর।

সেই ব্যক্তি তুমি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
তুমি ছাড়া চাঁদের সৌন্দর্য তোমার চেহারায় আসিয়া পড়ে ।

ওয়াইসীর ঘায়ে নুনের ছিঁটা আর কত কাল দিবে।
সৌন্দর্য ও মূল্যায়নে তোমার সমকক্ষ কেহ নাই।

গযল ১২৪

জীন, মানুষ, হুর, পরী, তারকা ও ফেরেস্তার মধ্যে
আমার মনে প্রাণে ও আমার বক্ষে তোমার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নাই।

তোমার স্তুতিগান তোমার দয়া তোমার শুকুর ও তোমার অনুকম্পা ভিন্ন
সমস্ত দেশের রাজা ও সকল রাজ্যের বাদশাহ।

তোমার দরগাহের দরজায় পথ প্রদর্শকসম।
সকল দেশের খাকান বাদশাহ আর সকল দেশের রাজাধিরাজ।

গযল ১২৫

তোমার চেহারার সৌন্দর্য পরিণতি লাভ করিয়াছে।
তোমার জন্ম হইতে সৃষ্টি পরিণতি লাভ করিয়াছে।

তোমার ঠোঁট হইতে আবেহায়াতের উৎপত্তি।
তোমার চেহারা আলাহর সৌন্দর্যের আয়না।

তোমার চেহারায় সরু চাঁদের মত যে ভ্রূ আছে
সূর্যের চেহারায় কেউ কি ওরকম কাল চন্দ্রের কলা দেখিয়াছে।

তুমি আলাহর প্রেমে এতই মত্ত হইয়া আছ
যে আলাহ ও তোমার মধ্যে পৃথক করিয়া দেখা অসম্ভব।

তোমার বিচ্ছেদের আগুনে কতদিন জ্বলিব।
দুঃখ কষ্টের মাঝে কত দিন আর রহিব।

আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া যাই তা তুমি আর কত দিন চাও।
আর কত দিন প্রাণের রক্তপাত আমার জন্য হালাল হইবে।

তোমা হইতে দূরে পড়িয়া থাকিয়া আর কত দিন ক্রন্দন করিব।
তোমার বিরহে আমার প্রাণ আর কতদিন কষ্ট পাইবে।

তোমার বিরহ ছাড়া আমার আর যে ব্যথা আছে তাহা আমার মাথা ব্যথা।
তোমার প্রেম ছাড়া আমার আর যাহা কিছু আছে তাহা সবই বৃথা।

তোমার ব্যথার ফলশ্রুতি স্বরূপ ওয়াইসীর প্রাণ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।
তোমার স্তুতিগান (নাত) গাহিতে গাহিতে আমার কথাবার্তা মধুর হইয়া গিয়াছে।

গযল ১২৬

যে প্রাণ তোমার প্রেমের সৌন্দর্য ছাড়া অন্যের প্রতি অনুরক্ত হয়
ভাল পথের অনুরাগী না হইয়া বিপথগামী হইয়া যায়।

চন্দ্র তোমার চেহারার সৌন্দর্য সমকক্ষ সামনে অন্ধকার রাখে।
সূর্যের সামনে কে দেখিয়াছে কৃষ্ণ চাঁদ।

ঝড়ের মত ক্ষীণ হইতে হইতে
একমাস পর সে একবার পূর্ণতা লাভ করে।

বোকা বুলবুল পাখির মত আমি প্রত্যেক ফলে ভক্ত হইয়া পড়ি না।
আমি সেই লোকের ভৃত্য খোদ খোদা যাহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

সূর্য কি এমন যে তোমার সমকক্ষ হইতে পারে ?
সূর্য কোথা হইতে তোমার মত চক্ষু, চেহারা ও দেহের অধিকারী হইবে।

ওয়াইসী তোমার প্রশংসায় তোতা ও বুলবুল পাখির মত হইয়া গিয়াছে।
কি করিয়া কাক ও কোকিল তাহার সমকক্ষ হইবে।

আমার চক্ষু হইতে যথেষ্ট রক্তের অশ্রু বহিয়া ঝরিতেছে
আমার বক্ষ হইতে যথেষ্ট ক্রন্দন ঝরিতেছে।
তোমার প্রেমের দাবিতে হে মোর প্রিয়তম।

তোমার দরজায় ভিক্ষা করিয়া যে কৃতকার্য হইয়াছে
তাহার নিকট পৃথিবীর ফলাফল এক মুষ্ঠি ধূলিবৎ।

গযল ১২৭

সূর্য ও চন্দ্র তোমার সমকক্ষ হইতে চায় তোমার গুণে ও উচ্চতায়
অপদার্থ জন কেমন করিয়া তোমার সমকক্ষ হইতে পারে ?

হযরত ইউসুফ ছিলেন তোমার সৌন্দর্যের ছায়া মাত্র।

হযরত ইব্রাহিম খলিলুলাহ তোমার পরিপূর্ণতার প্রতীক মাত্র।
তোমার সৌন্দর্যের বিবরণ এই যে

তোমার সৌন্দর্য পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে।
তোমার মধ্যেই সৌন্দর্যের সীমারেখা টানা হইয়াছে।
কোরান শরীফই তাহার প্রথম প্রমাণ।
আমি নির্ভরসা, দুঃখ ও বুকের ক্রন্দন (ব্যথা) লইয়া আছি।

যদিও তোমার দয়া পৃথিবীময় এবং সকল রাস্তায় ছড়াইয়া আছে।
সমস্ত সুন্দর জিনিসের জন্ম তোমা হইতে।

আসলের সঙ্গে কখনও নকলের তুলনা হয় ?
আমার ইচ্ছা হয় মন ও প্রাণ তাহার জন্য উৎসর্গ করি।

হে খবর দাতা আমাকে সুন্দর খবর দান কর।
তোমার বিরহে আমার প্রাণ ঠোঁটের উপর চলিয়া আসিয়াছে।

যদি আমার উপর অনুগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে শীঘ্র কর।
তুমি চন্দ্র তুল্য ও তোমার ঠোঁটে আবেহায়াত ধারণ করিয়া আছে।

তুমি সূর্যের মত এবং তোমার মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট ধারণ করিয়া আছ।
তোমার প্রেমে আমি শহীদ হইয়া গিয়াছি।

এই শহীদের প্রতি দয়া প্রকাশ কর।
তাঁহার পথে চলাই আলাহর পথের দিশারী।

এই পথ যে ছাড়িয়া দেয় সে বিপথগামী হইয়া গেল।
প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন পথ প্রদর্শক আছে।
কিন্তু তোমার বেচারা ওয়াইসী ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছে।

গযল ১২৮

যখন তোমার প্রেমের আগুন আমার বক্ষস্থলে জ্বলে।
আমার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের চিৎকারে উজ্জ্বল সূর্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।

তুমি উজ্জ্বল সূর্য সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ পথ প্রদর্শনের আলো সুন্দর দৃষ্টান্ত
দানের সাগর, দয়ার সাগর, ইমাম শ্রেষ্ঠ ও সকল উম্মতের গৌরব ও পথ প্রদর্শক।

সেই দুজাহানের রাজার প্রেমে পড়িয়া আমি শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি।
আমার ভাগ্যে সৃষ্টির প্রথমেই লেখা ছিল।

যখন হইতে আমার প্রাণের মধ্যে
তোমার বিরহ ও দুঃখ বাসা বাঁধিয়াছে।
তখন হইতে আমি সকলের জুলুম হইতে নিরাপদে আছি।
চালাকি ও ফন্দি হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

তোমার চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল তোমার চুল অন্ধকার রাত্রির মত কালো।
তোমার পথ ফেরদৌসের মত, তোমার সৌন্দর্যের মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি নাই।

দিবারাত্র সকাল সন্ধ্যা তোমার বিচ্ছেদ বিরহে, আমার জিদ,
ফরিয়াদ ও ক্রন্দন তোমার চিন্তা ও আরাধনা আমার কার্যক্রম।

তোমার চেহারা চন্দ্রকেও ছাড়াইয়া যায়
তাঁহার চুল অন্ধকারকেও অতিক্রম করে।

তাঁহাকে দেখিয়া হুরও লুকাইয়া যায় বেহেস্তে ফোয়ারা
তাঁহার ওষ্ঠের রূপ দেখিয়া লজ্জায় অবনত ।

তোমার চেহারা চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর তোমার সৌন্দর্য প্রভাতের চেয়েও সুন্দর।
তোমার মুখের লালা চিনির চেয়েও মিষ্টি তোমার কথা মধুর চেয়ে মিষ্টি।

দিবা রাত্রি পৃথিবী যতই দুঃখ কষ্ট লইয়া ঘুরুক
তোমার সত্তার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না।

যদি পৃথিবীর আরাম ও আয়েস
আমা হইতে চলিয়া যায় (উধাও হইয়া যায়),

তাহাতে আমার দুঃখ নাই তাহার পরিবর্তে
তোমার ব্যথা ও দুঃখ আছে এবং ইহাই উত্তম পরিবর্তন।

প্রেমের হাটে যখন আমি তোমা হইতে পৃথক হইয়া পড়ি
সকাল সন্ধ্যা তোমার বিরহে আমার দুঃখ বাড়িয়া যায় ও আরাম কমিয়া যায়।

গযল ১২৯

এক রাত্রে আমি শত শত বিচ্ছেদকে
আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া ছিলাম।

শত শত দুঃখের রজনীকে আস্তিনের মধ্যে
প্রভাতের হাসিকে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াছিলাম।
ওহে মানব শ্রেষ্ঠ মুস্তফা তোমার সদা উদ্ভাসিত সৌন্দর্যে
তোমার পায়ের নীচে শত শত পূর্ণ চন্দ্র চাপা রহিয়াছে।

তোমার চেহারার খাতিরে আমার পাগল মন
কিরণ দানকারী চন্দ্রকে পায়ের কাছে রাখিয়া দেয়
এবং উজ্জ্বল সূর্যকে বগল দাবা করিয়া রাখে।

হে বিচার দিনের পরিত্রাণকারী
হযরত ইউসুফ তোমার সমতুল্য নহেন।
তোমার চিবুকের নীচে শত শত কূপ লুকায়িত রহিয়াছে।

আমার প্রাণ অগ্নিময় মজনুর প্রাণের মত
পাগলের প্রবৃত্তিসম এবং প্রেমিকের মাদকতা চাপিয়া রাখিয়াছে।

হে সুন্দর তোমার আরামের মাঝে
আমি আর কতদিন পায়চারী করিব।

তোমার বিরহ ব্যথাই আমার পথের কাঁটার বৃক্ষ
আমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছি।

আমার বিদগ্ধ প্রাণের জন্য একবার তোমার ঠোঁট খোল ও একটা কথা বল।
তোমার মুক্তার মত ঠোঁট শত শত জীবন দেওয়া কূপ কাবু করিয়া রাখিয়াছে।

বিচারের দিন সমস্ত লোক কবর হইতে বাহির হইয়া আসিবে।
আমিও পাগলামীর মধ্যে উঠিয়া পড়িব তীর ও বর্শা হাতে লইয়া।

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক লোক অপর একজন
লোকের উপর নির্ভর করিবে।

আমিও বিব্রত হইয়া একজনের উপর নির্ভর করিব।
ওয়াইসী ! বিচারের দিন আমার দুঃখ কিসের ?

সেদিন আমি নবীর সৌন্দর্য অবলোকন করিব।
সেদিন আমি কতজনে লইয়া হাসিমুখে ঈদের খুশি করিতে থাকিব।

গযল ১৩০

একরাত্রে আমি ছিলাম শত শত বিচ্ছেদের বজ্র বুকে নিয়া।
সন্ধ্যার বিপদ ও কেয়ামতের ভোরের বগল দাবা করিয়া।
হে মুস্তফা ! হে মরতুজা ! খোদার ওয়াস্তে আমার উপর দয়া কর।
আমার হাত হইতে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে।
তোমার চেহারার জন্য পাগলামি চাপিয়া রাখিয়াছি।

আমার ওষ্ঠ প্রাণ আছে কেমন প্রাণ যাহার প্রাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে।
দুঃখের সাগরে বিষাদের ঢেউকে বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

তোমার বিরহে আমার অবস্থা কাহিল হইয়া গিয়াছে।
তুমি কি একবারও আমার খবর রাখ ?
যদিও আমি তোমার বিচ্ছেদের ব্যথা চাপিয়া রাখিয়াছি।

গযল ১৩১

তোমার চেহারার বরকতে সুন্দরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
তোমার চুলের বরকতে কস্তুরীর গন্ধ আরও বৃদ্ধি পায়।

হযরত আদম (আঃ) তোমা হইতে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।
হযরত ইব্রাহীম তোমা হইতেই মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

তোমার কথাবার্তা হইতে বিদ্যা প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে।
তোমার হস্ত দ্বারা দয়ার পথ খুলিয়াছে।

তোমার ঋজু দেহের তুলনায় সরো বৃক্ষ রক্ত বলিয়া মনে হয়
তোমার সুন্দর মুখের তুলনায় চন্দ্রকে ম্লান বলিয়া মনে হয়।

তোমার ঘূর্ণ্যমান চক্ষুর তুলনা নাই।
তোমার কালে কেহ তোমার সমকক্ষ নাই।

তোমার বাক্যাবলি সঠিক পথ প্রদর্শক হইয়া আসিয়াছে।
তোমার সৌন্দর্য হইতেছে আলাহ্‌র নূরের প্রমাণ।

তোমার চেহারার কারণে প্রভাতের চেহারা এত সুন্দর দেখায় ।
তোমার দেহের কারণ সুন্দর চক্ষু আরও সুন্দর দেখায়।

ওহে ওয়াইসী কেয়ামতের দিন দুঃখ করিও না।
সে দিন যিনি তোমার সাহায্যকারী ও ত্রাণকর্তা হইবে না।

ওয়াইসী আর কত দিন তুমি তাঁহার বিরহে প্রাণ উৎসর্গ করিবে।
যিনি সৌন্দর্যে অতুলনীয় ও অনন্য।

গযল ১৩২

দেখ কি সুন্দর কাল কস্তুরী দিয়া চাঁদের উপর লেখা হইয়াছে।
কি সুন্দর দৃষ্টি দিয়া পৃথিবীর কার্যক্রমকে তছনছ করিয়া দিয়াছে।

তোমার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা সুরা 'ওদ্দোহায়' লেখা আছে।
তোমার চেহারার চারিদিকে কস্তুরী দিয়া লেখা রহিয়াছে।

তোমার কাল কুন্তলের তলে সাদা চেহারায়
মনে হয় ভিজা চুলের মধ্যে চাঁদ বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

সদ্ব্যবহারের জন্য তোমার ব্যবহারই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট
ভাল ব্যবহারের জন্য তুমি মানবকুল শ্রেষ্ঠ ।

সৌন্দর্যে তুমি চন্দ্রের মত তোমার চেহারা
ফেরেস্তার মত তোমার বাসস্থান আকাশে,
তোমার মুখমণ্ডল (হযরত) খিজিরের মত তুমি আলাহ্‌র দোস্ত নির্মল নূর।

তোমার বিরহে আমার প্রাণে জাহান্নামের অগ্নি তুষের আগুনের মত।
তোমার বিরহের যাতনা যেন বিচার দিবসের আজাব।

তোমার চেহারার সৌন্দর্য সূর্যের গরম কমাইয়া দেয়।
তোমার সৌন্দর্যের মহিমা চন্দ্রের সৌন্দর্যকে শেষ করিয়া দেয়।

তোমার দুটি চোখের ভ্রূ চন্দ্রের উপর টেক্কা দিয়া আছে।
যেন চাঁদের উপর এক জোড়া চোখ লাগিয়া আছে।

তোমার চেহারা যেন আশার ঊষা ও দুটি বেণী সন্ধ্যার মত
যেন মুখের উপর দুপাশে সন্ধ্যা ও সকাল আসিয়া জমিয়াছে।

আস ওয়াইসী হৃদয়ের ক্ষতের উপর একবার চাহিয়া দেখ
দু'একটি কথা বলিয়া তাহার হৃদয়ের ক্ষতের উপর ঔষধ প্রদান কর।

গযল ১৩৩

আমার প্রাণ সব সময় তোমার প্রেমে বন্দি হইয়া আছে।
তোমার বিরহে আমি আর কত দিন আরামকে হারাম করিয়া থাকিব।
তোমার চেহারা হইতে পর্দা উঠাও হুরেরাও তোমাকে হিংসা করে।
সূর্য মেঘের আড়ালে কতদিন লুকাইয়া থাকিতে পারে?

আহা সেদিন আমার কবে হইবে।
যে দিন প্রাণ ভরিয়া তোমার পদ চুম্বন করিতে পারিব।

তুমি আসল সৈয়্যেদ নবীদের বাদশাহ্‌
আলাহ্‌র দয়ার প্রতীক মানবকুল শ্রেষ্ঠ।

তোমাকে দিবা রাত্রি স্মরণ করাই আমার প্রাণের বন্ধু।
সকাল সন্ধ্যা তোমারই নামের তসবিহ জপি।

যে কেহ তোমার দরজার মাটি হইতে মাথার তাজ প্রাপ্ত হয়
তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং দিন আরামে যায়।

যে তোমার পথ থেকে মুখ ফিরাইয়া নেয়
পরিত্রাণের আশা হইতে সে সুদূর পরাহত হয়।

তোমার বিহনে আমি সকাল সন্ধ্যা শান্তি নাহি পাই।
তোমার নিকট সব সময় আলাহ্‌র দোয়া আসিতেছে।

তোমার নিকট তাঁহার সালাম সব সময় পৌঁছাইতেছে।
যে লোক তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় শির নত করে ।

দুই দুনিয়ায় সে উচ্চপদ লাভ করে।
হে ওয়াইসী দুই দুনিয়ার প্রেম পরিত্যাগ কর ।
পবিত্র মনে তাঁহার প্রেমিক হইয়া যাও।

গযল ১৩৪

তাঁহার কস্তুরীর গন্ধযুক্ত মুখ অবয়ব প্রেমিকের সুন্দর কাল রঙে।
তাঁহার কাল কুন্তলের প্রেমের ফাঁদে মিশিয়া গিয়াছে।

তাঁর প্রাণ হরণকারী দৃষ্টি প্রাণের ব্যথাকে পাগল করিয়া দেয়।
তাঁহার প্রাণের কথা প্রাণের ক্ষতে মলমের কাজ করে।

তাঁহার মিষ্টি মন কস্তুরীর মত চেহারার মধ্যে লুকায়িত আছে।
চেহারা কাল দাগের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে ।
যেন কুরআনের হরফগুলো কাল তিলের নোকতার মত দেখাইতেছে।
তাঁহার পাগল চক্ষের চাহনি দেখিয়া মনে হয
যেন সকল প্রাণ হরণ করিয়া নিয়াছে।

তাঁহার কুন্তলের বেষ্টনী দ্বারা সারা পৃথিবীকে তছনছ করিয়া দিয়াছে।
তাঁহার কাল চোখের চাহনি যাহা সব সময় আমার বক্ষতে আঘাত হানিতেছে।

সেই মিষ্টি ঠোঁটের গোলাম যে সব সময় আমার দেহে প্রাণ দান করিতেছে
তাঁহার প্রাণ হরণকারী সৌন্দর্য খোদাতালা গোপনে ভালবাসে।

তাঁহার সুন্নতের পথ আলাহ কবুল করিয়া লইয়াছেন।
আমি সেই সবুজ চেহারার উপর কোরবান হইয়াছি
যে সূর্যের উপর দাগ করিয়া নিয়াছে।

আমি সেই কুন্তলের মধ্যে বন্দি হইয়া গিয়াছি
যে চাঁদকে মটকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সেই সুন্দর চেহারা যে আলাহর দোস্ত
সেই প্রাণবন্ত সৌন্দর্য যে প্রাণের দুঃখ দূর করে।

গযল ১৩৫

যখন তুমি আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাও
আমি দুনিয়া অন্ধকার দেখি।

তুমি আস কারণ তোমার পথের ধূলির মাঝে
সুরমার সারবস্তু খুঁজিয়া বাহির করিব।

তোমার বিচ্ছেদ প্রজ্বলিত আগুনের সম
তোমার দুঃখ বেদনার উপসমের মত।

ভাগ্যচক্র কখন এই রকম কখন ঐ এক রকম
আমার প্রাণে দ্বীন ও ঈমানের জায়গায় তোমার প্রেম স্থান নিয়াছে।

এখন তোমার প্রেম আমার ঈমান এবং তোমার চিন্তা ও দয়া আমার দ্বীন।
আহম্মদের (সঃ) দরগার ধূলি আমার নিকট সুগন্ধি ও কস্তুরী।

হে বাতাস সেই দীনের সুগন্ধি ও কস্তুরী হইতে
আমার জন্য কুড়াইয়া নিয়া আস।
ইহা আলাহ গ্রহের ফেরে আমি বন্ধু হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি।
ইয়া আলাহ গ্রহণের ফের হইতে আমাকে রক্ষা কর।
হে ভোরের বাতাস যদি তুমি তাঁহার দরজার উপর দিয়া বহিয়া যাও
আমার জন্য একবার তাহাকে বল।

হে আমার রাজকীয় ঘোড় সওয়ার
তোমার বিচ্ছেদ লইয়া আর কতদিন বসিয়া থাকিব।
তুমি একবার দর্শন দিয়া আমাকে ভারী বোঝা হইতে বাঁচাও।

তোমার পাহাড়সম বিচ্ছেদের কারণে ভারী বোঝার নীচে পড়িয়া গিয়াছি।
দুঃখের সাগরে মগ্ন হইয়া গিয়াছি একবার আসিয়া আমাকে সাহায্য কর ।

নচেৎ এই অগ্নিসম ঢেউয়ে আমি মুক্তির পথ দেখিতে পাইতেছি না ।
তোমার দরগার মিসকিনদের প্রতি যখন দয়া প্রদর্শন কর।

তখন আমার অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর

কারণ আমি সেই মিসকিনদের পথের ধূলি।

প্রভাতের সৌন্দর্য ও চন্দ্রের মাধুরিমা আমাকে শান্তি দিতে পারে না।
আহম্মদের চেহারা দর্শন ভিন্ন আমাকে আর কিছু শান্তি দিতে পারে না।

সেই প্রেমিকের ভালবাসার জন্য আমার
আপাদমস্তক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত হইয়া গিয়াছে।
হে ক্রন্দনরত চক্ষু তুমি অশ্রুর পানি দ্বারা আমাকে পরোয়ানা দাও।

প্রভাতের পাখি কোথায় তুমি আমার দিল দরদি।
তোমার গানের মূর্ছনা আমার মত গরিবের প্রাণে সান্তনা দেয় ।

ওহে সাকী লাল শরাব দাও যেন তাহার রক্তিম ওষ্ঠের স্মরণে
যেন কান্না বিগলিত আমার রক্তিম অস্তিত্ব আপাদমস্তক হইয়া যায় মুক্ত।

গযল ১৩৬

ওহে সেটা কি সুখের দিন যেদিন বিরহের আগুন থেকে রেহাই পাইব।
তোমার আগেই মারা যাইব এবং দগ্ধ বুক হইতে রেহাই পাইব।

আমি আর কত কাঁদিব তোমার সুন্দর চেহারা একবার দেখাও।
তোমার চেহারা দেখিব ও চোখের অশ্রু হইতে রেহাই পাইব।
হে প্রভাতী বায়ু একবার আমার পাগল পারা প্রাণের জন্য।
তাহার সুগন্ধ হইতে ঔষধ ও প্রতিকার হইতে রেহাই পাই।
আমি কি সাহায্য পাইব আমি দুই দুনিয়া হইতে হাত গুটাইয়া লইয়াছি।

তোমার বিরহ ব্যথা ছাড়া যাহা কিছু ছিল তাহা হইতে রেহাই পাইয়াছি।
তোমার বিহনে আমার মাথা ব্যথা হইয়াছে একবার তোমার প্রাণ দান কর।

আমার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি তোমার জন্য
এবং আমার মাথা ব্যথা উপসম হয় যাহাতে।

ওহে তোমার চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়া লজ্জায় চাঁদ দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে
আমার প্রতি দয়া দেখাও কারণ আমার দগ্ধ হৃদয়ে তোমার চেহারা হইতেছে
আলাহর আয়না তাহা হইতে পর্দা উঠাইয়া নাও।

যাহাতে তোমার চেহারা দেখিতে পাই ও প্রফলিত নিরাশা হইতে রেহাই পাই।
তোমার বিরহ ব্যথায় ওয়াইসী আর কতদিন চলিবে
সেটা কি সুখের দিন হইবে যেদিন আমি বিচ্ছেদের আগুন হইতে রেহাই পাইব।

গযল ১৩৭

ইহা কি সুন্দর এ যেন যাদুর চেয়েও বেশি দেখাইতেছে।
তাঁহার সামনের চাঁদকে একটা প্রভাতের প্রদীপ বলিয়া মনে হইতেছে।

তোমার চেহারায় প্রজ্বলিত কি সুন্দর নূর।
তাঁহার সামনে উজ্জ্বল সূর্যকে আগুনের একটা ফিনকি মনে হইতেছে।

তোমার সঙ্গে সৌন্দর্যের পাল্লা দেওয়া সহজ কাজ নয়।
তোমার কপালের সামনে চন্দ্রকে দাগে ভরা বলিয়া মনে হইতেছে।

এটা কি রকম তীর যে তোমার প্রেম আমার বক্ষে হানে
আমার প্রাণের অবস্থা খারাপ বলিয়া মনে হইতেছে ।

হে খোদার নূর তোমার চেহারা একবার আমাকে দেখাও।
তোমার বিরহে আমার প্রাণ নির্গত হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়।

অবশেষে যে আলাহর রহমত তোমার দুঃখ ও বিরহ ব্যথায়
দিবা রাত্রি আমার দেহ হইতে প্রাণ
বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে।
আমার প্রাণ দুনিয়ার পুরাতন ঘরে বাসা বাঁধিতে চায় না।
আমার মনে হইতেছে আমি যেন রাস্তার উপর বাসা বাঁধিয়াছি।

এটা কি রকম দেবদারু যে পাখি তাহা দেখিয়া নাচানাচি শুরু করিয়া দিয়াছে।
এটা কি রকম বৃক্ষ যে তাহা হইতে ফলান করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

নবীর প্রতি প্রেম বোকার কাজ নয়।
সেই প্রেমিকের খোরাক হইতেছে প্রাণের রক্ত।

ওয়াইসী তুমি তাহার আকাঙ্ক্ষায় বৃথা প্রাণ আত্মাহুতি দিতেছ।
দেখিয়াছি তাহার ব্যথায় তোমার বক্ষদেশ ঢালের মত কাজ করিতেছে।

গযল ১৩৮

তোমার উজ্জ্বল চেহারা তুমি আলাহর নূর তুমি প্রভাতী আলো।
তুমি দয়ার পূর্ণ বিকাশ হে নূরের আগমন বার্তাবহ।

হে পৃথিবীর দয়ার বিকাশ হে দীন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব।
হে আলাহর দোস্ত একবার আমার চক্ষে তোমার পা রাখ।

উজ্জ্বল রবি দেখ যাহার আলো দেখিয়া অন্য আলো ঈর্ষান্বিত
এ পৃথিবীতে লজ্জায় অবনত প্রতিদিনই তাহাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে।

সুন্দর সৃষ্টির দিকে একবার দেখ যে উন্মুক্ত মুখকে হিংসা করে।
পৃথিবীতে কে লজ্জাবনত হইল শখে এবং প্রতিদিন অনুশোচনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়।

জ্বলন্ত পূর্ণ চন্দ্রকে দেখ তাঁহার সূর্যের মত সুন্দর চেহারা দেখিয়া
মনের মাঝে শত ব্যথা যে লজ্জা নিয়েই নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

তাঁহার প্রাণে শত শত ক্ষত আছে এবং অনুশোচনায় লজ্জিত হইয়া আছে।
তাহার গোলাপ ফুলসম চেহারা হইতে তাহার প্রাণ
আনারের ফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছে।

আনারের ফুল রক্ত খাইয়া লাল হইয়া গিয়াছে
কিন্তু তাহাতে সে দুরাবস্থায় পড়িয়া গিয়াছে।

আমার প্রাণ দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে তোমার বিরহে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি।
আমার সৌভাগ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে কাঁদিতে কাঁদিতে আমি উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।
তোমার বিরহের তরবারির আঘাতে ঘুরিতেছে
তোমার বিচ্ছেদের ফুলের আঘাতে মৃতপ্রায় ।

মনে প্রাণে প্রতীক্ষায় আছি এক মুহূর্তের জন্য তোমার চেহারা দেখাও।
গোটা পৃথিবী শান্তিতে আছে কেবল মাত্র আমি ভগ্ন হৃদয়ে আছি।

আমার প্রাণের রক্ত তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছি
আমার দুর্ভাগ্যের অবস্থা হইতে তুমি বন্ধু না আলাহর নূর, না সারা জগতের আশ্রয়স্থল।

না সারা সৃষ্টির কারণ সম্পূর্ণ দয়ার প্রকাশ
হে ভগবৎ জ্ঞানের খনি হে গোপন তথ্যের সন্ধানী।

হে কুফুরির ভঙ্গকারী, হে অত্যাচারীর ধ্বংসকারী,
হে লোন্তা ও মিষ্টি মুখের মালিক, হে মিষ্টভাষী।

হে প্রভাতী ফুলের জামা পরিধানকারী তুমি সকল ব্যথা ও দুঃখের ঔষধ।
ওহে বৃহৎ রাজত্বের রাজা উজ্জ্বল সিংহাসনের অধিকারী ।

প্রাণের রাজত্বের রাজা দয়ার রাজ্যের প্রভু।
হে দয়া দাক্ষিণ্যের কোষাধ্যক্ষ সত্য ও পরিচ্ছন্নতার খনি।

তুমি পছন্দ করা ঘোড়া সওয়ার আরব দেশের সূর্য অনারব দেশের চন্দ্র।
তোমার গৃহ হইতেছে সুন্দর মদিনা শরীফ, তুমি সকল সুখের গর্ব।

তুমি আমার জীবনের আগ্রহ, তুমি আমার দুঃখ-দুর্দশা হরণকারী।
তুমি সরো বৃক্ষ, তুমি তুবা বৃক্ষ, তুমি সবার গোলাপ বৃক্ষ হইতেছ।

তুমি সুন্দর বাসগৃহ আমার প্রাণের মধ্যে তুমি খুশি বহিয়া আন।
তুমি আমাদের দেহের প্রাণ তুমি আমাদের চোখের আলো।

তুমি আমাদের প্রাণের মালিক তুমি আমাদের সুন্দর প্রেমিক হইতেছ
তোমার সৌন্দর্য উজ্জ্বল সূর্যের মত তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত।

তোমার কুন্তল অন্ধকার রাত্রির মত
তোমার চেহারা অত্যাচার ঘুচাইয়া দেয়।

তুমি অনন্য (বন্ধু) আহম্মদ হইতেই তোমার জুড়ি পৃথিবীতে আর নাই।
তোমার সামনে চির হরিৎ খাড়া বৃক্ষ অবনত হইয়া যায়।

তুমি হইতেছ মণি মুক্তা এবং সুউচ্চ বৃক্ষের মত।
তুমি প্রধান সরদার হইতেছ এবং সরো বৃক্ষের বাগানের দয়া।

গযল ১৩৯

হে সুমিষ্ট সুরের প্রেমিক সুমিষ্টভাষী
তোমার সুন্দর দেহ কুন্তল কুণ্ডলিকৃত।

তাঁহার চাহনির উপর সারা পৃথিবী উৎসর্গ হইয়াছে।
তাঁহার চুলের ফাঁকে ফাঁকে যাদু রাখা আছে।

চাঁদকে ফাঁদের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছ।
সূর্যকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছ।

তুমি সৌন্দর্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এডেনের মুক্তার মত।

তুমি প্রভাতের মত সুন্দর তোমার ঠোঁট আনারের ফুলের মত।
তোমার সবুজ রঙের দাড়ি শরীরটা আনারের ফুলের মত।

তাঁহার চোখ হইতে সুরমা নির্গত হয়।
তাঁহার চোখে যাদু আছে এবং মুখে মুক্তা (দাঁত) আছে।

তাঁহার চুলের ভিতর চন্দ্র রাখা আছে এবং চাঁদের সঙ্গে নার্গিস ফুল
সবুজের মধ্যে সূর্য এবং সূর্যের মধ্যে তারকা আছে।

তাহার সুন্দর মুখের উপর কাল চুল যেন
হযরত সোলেমানের সিংহাসনের উপর কাল দানব বসিয়া আছে।
তাহার জুলফির প্যাচে যেন চীনের কুফরী ঝুলায়মান।

দুই চোখ ব্যবিলন শহরের যাদুকে ভাঙিয়া দিয়াছে।
পৃথিবীর দ্বন্দ্ব কলহ তাঁহার চক্ষু দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

আমার দুই চোখের তন্দ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।
দিবা রাত্রি এই পৃথিবীর দ্বন্দ্ব কলহের মধ্যে ।

ভারী অন্তরে মূর্তি যুবতীর মতো চীন ও খাতানের
চলেও মন্দিরের সৌন্দর্যের মত শোভা পায় ।

চোখের দৃষ্টিধারা ধর্মকে নষ্ট করিয়া দিতেছে।
বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে চালাকি দ্বারা ।
তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা ও কাল কুন্তল মিলিয়া দিনরাত
যেন একাকার করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার উদ্ভ্রান্ত গতিবিধি ও চাল চলন
তাঁহার হাসি মুখ বাগানের ফুলের মত।

তাঁহার চোখের ভ্রূ ধনুকের মত তাঁহার চোখ অর্ধ ঘুমন্ত।
তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা তাঁহার মুখের হাসিতে রত্ন ঝরে।

তিনি বাগানের প্রভাত বায়ুর মত প্রাণ আনন্দকারী বসন্তের মত।
তিনি বাগানের ফুলের মত শরীরের মধ্যে প্রাণের মত দেহের মধ্যে আত্মার মত।

যেমত সূর্যকে দেখিলে চাঁদ অন্তর্হিত হইয়া যায়।
খাতান দেশের কস্তুরী হইতে চন্দ্রের মুকুট তৈয়ার হয়।

ঝচেহারার উপর সুগন্ধ কুন্তল ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
কুণ্ডলিকৃত কেশের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছে।

হুর ও পরী যাহাকে হিংসা করিয়া মধ্য রাতে তিনি আসিলেন
যখন আলো সভার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

চঞ্চল চাহনিতে তিনি কিছুক্ষণ বসিলেন
সুন্দর চেহারা আলোকিত চাহনি লইয়া ।

তিনি প্রথম হইতেই খুশি ও আনন্দের মিশ্রণ
তাঁহার কথাবার্তা তোতা পাখির মত আনন্দে ভরা।

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন তুমি প্রাণে আনন্দ বোধ করিতেছ।
মহাবীর মুস্তফা নবীর প্রশংসা কর ।

নবীর প্রশংসার একটি গযল পাঠ কর।
যাহা এডেনের মুক্তার চাইতেও সুন্দর হইবে।

আমি তাঁহার হুকুম পালন করিতেছিলাম
এবং মজলিসে এই গযল গাহিতেছিলাম।

ওহে তোমার প্রেমে আমার বুক দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে
ওহে তোমার বিরহে আমার প্রাণ শোকের মধ্যে পড়িয়া আছে।
তোমার উজ্জ্বল চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত।
তোমার লজ্জা শরীর বাগানের সোজা সরো বৃক্ষের মত।

তাঁহার শরীরটা সরো বৃক্ষের মত আর তাহার উপর সূর্য আছে
তাহার চেহারা লাল ফুলের মত তাহার ভেতরে সাদা দাঁত আছে।

আমার চোখে তাঁহার সৌন্দর্যের ছায়া বিরাজ করিতেছে।
আমার বুকে তাঁহার বিরহের বেদনা স্থান পাইয়াছে।

শরীর চরিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র
নবীর বিধান সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান।

আর কতদিন তোমার বিরহে আমাকে ডুবাইয়া রাখিবে
তোমার দুঃখ দিয়া আমাকে আর কত দিন পরীক্ষা করিবে।

শরীর আমার দৃষ্টিতে সদা চিন্তিত ,
জীবন আমার শরীরের খাঁচায় বন্দি।

কি সুন্দর হইত যদি আমার শরীর দুঃখ কষ্টে গড়া হইত
এবং আমার প্রাণ দুঃখ কষ্টে গড়া হইত।

আমার দুঃখময় অবস্থা একটু ফের প্রদর্শন কর ।
তোমার চেহারা হইতে কিছুক্ষণের জন্য পর্দা উন্মোচন কর।

তাঁহার হাতের তালুতে সমুদ্র আছে এবং কাদার মধ্যে লাল ফুল আছে।

তাঁহার চোখের মধ্যে বক্র দৃষ্টি এবং মুখের মধ্যে জীবন অমৃত আছে।

বেহেস্তের প্রস্রবন তাঁহার মুখের পানি প্রার্থনা করে
হযরত ঈসার মাজেযা তাহার কথার উপর বাঁধা পড়িয়া আছে।

তাঁহার চেহারা খোদার আয়না।
তাহার গুণাবলি আলাহ্র দয়ার দান।

ওয়াইসী তাঁহার বিরহে দিবারাত্র
তাহার দুঃখের ঘরে বসিয়া কাঁদাকাটি করিয়াছে।

যখন ফুল এই গযল শুনিয়া ফুটিয়া উঠে।
সাদা গোলাপ ফুটিয়া উঠে তাহার শুভ্র রূপ নিয়া।
যে নবী শ্রেষ্ঠের প্রশংসায় সব সময়
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব সময়ের প্রশংসার পাত্র।

এই গযল হযরত দাউদের সুন্দর কণ্ঠে পাঠ করা হইলে
স্ত্রী পুরুষ সকলের প্রাণে যেন আগুন জ্বালাইয়া দেয়।

তোমার আবির্ভাবের কারণেই পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়া খাড়া আছে।
তোমার সর্বাঙ্গে আলাহ্র নূর বিকশিত।

তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া চাঁদ আশ্চর্য হইয়া যায়।
তাঁহার চেহারা প্রাতঃকালকে হার মানাইয়া দেয়।

সবুজের মাঝে তোমার চেহারা সূর্যের মত
জামার মধ্যে তোমার শরীর চন্দ্রের মত।

তোমার আলোচনা সকলের মুখে হইয়া থাকে।
তোমার প্রেম নারী পুরুষ সকলের মধ্যে বিরাজ করে।

হযরত খিজির তোমার কথায় জীবন লাভ করিয়াছে।
সৌন্দর্য তোমার চেহারা হইতে সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।

যদি আজর তোমার চেহারার সৌন্দর্য দেখিতে পাইতো
তাহা হইলে সে মূর্তি ও মন্দির হইতে মুখ ফিরাইয়া নিত।

যদি তুমি আপনা আপনি মূর্তি হইয়া যাইতে
তাহা হইলে হুর ও ফেরেস্তারা অমূল্য হইয়া যাইত।

তোমার চেহারা সূর্যের মত।
তোমার মুখের ভিতর জীবনের পানি নিহিত আছে।

তোমার সুন্দর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত।
তোমার সুন্দর দেহ বাগানের সরো বৃক্ষের মত (সোজা)।

যদি পূর্ণিমার চাঁদ প্রবহমান পানির মত হইত
তাহা হইলে সরো বৃক্ষ লাল রঙের বন গোলাপ বৃক্ষের মত হইত।

ওয়াইসী সর্বদা তাঁহার প্রশংসা পাঠ কর
দিবা রাত্র সকাল সন্ধ্যা গোপনে ও প্রকাশ্যে।
তুমি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টিকারী
তুমি দেহের সঙ্গে প্রাণের সংযোগকারী।

ময়দানে তাঁহার তরবারী ব্যাঘ্রের মত কাজ করে।
তাঁহার শত্রু শৃগালের মত কিন্তু তাহার তীর গণ্ডারের মত প্রবল।

যুদ্ধের ময়দানে তাঁহার সম্মুখে হিংস্র ব্যাঘ্রকেও
স্ত্রীলোকের চেয়ে দুর্বল বলিয়া মনে হয়।

তিনি হইতেছেন সূর্যের মত এবং মনুষ্য জাতি আকাশের মত।
তাঁহার চেহারা চেরাগের মত এবং পৃথিবী পত্রের মত।

তাঁহার পবিত্র সত্তা সকলের উর্ধ্বে।
তাঁহার কোন জুড়ি নাই তাঁহার কোন মলিনতা নাই।

বাহাদুরি বীরত্ব উন্নতি ও মর্যাদা
তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারীর নিকট সবাই ঋনী।

নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ও সর্বকালের গৌরব
তাঁহারই কারণে দেওয়া হইয়াছে নিখিল ধর্মের সম্রাট ও সবকালের গৌরব।

তাঁহার বিশ্ববিজয়ী তরবারীর তীক্ষ্ণতা দেখ
পৃথিবীর চেহারা হইতে ঠাকুরের ধূলি মুছিয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার তরবারি এতই তীক্ষ্ণ যে তাহা অত্যাচার ও অনাচারকে উড়াইয়া দিয়াছে।
পৃথিবীর বুক হইতে অত্যাচার ও অনাচার।

তোমার ভয়ে ঠাকুররা মাথা নত করিয়া থাকে।
ব্রাহ্মণদের কাজের পরিপাটি নষ্ট হইয়া যায়।

মনে হইবে যেন তাঁহার শিকারির তীর যুদ্ধের ময়দানে
ধর্মের শত্রুকে মারিয়া মারিয়া সকলে ফেলাইয়া দিয়াছে।

তাঁহার প্রাণ সাগরের মত ও তাঁহার দেহ মুক্তার মত।
এডেনের মুক্তার মধ্যে কেউ কি সাগর দেখিয়াছে?

যেখানেই তাঁহার জয় ও বিজয় প্রত্যয় দেখা যায়
তাঁহার উট বিনা দ্বিধায় চলিয়া যায়।
এর পথে কোন বাধা থাকে না যুদ্ধের সারিতে
যখনই তাহার তরবারী চলে সবাই যেন
তাহার সামনে দুর্বল বৃদ্ধের মত জড়সড় হইয়া যায় ।

যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি তরবারী উন্মোচন করেন
তখন বীর রুস্তমও বুঝি স্ত্রীলোকের মত দুর্বল হইয়া যায়।

নিশ্চয় তিনি পথ হারাদের পথপ্রদর্শক।
নিশ্চয়ই তিনি বিচার দিনের উদ্ধারকারী।

তিনি শ্রেষ্ঠ সৈয়্যেদ নবীদের পথ চালক।
তিনি আলাহর রহমত ও অত্যাচার অনাচার রোধকারী।
এস যুদ্ধের ময়দানে তরবারী বাহির করিয়া ।

ফেতনার সরদার দজ্জালের গর্দানে হানে আঘাত ।
যখন তাঁহার মনে শত্রুর কথা উদয় হয়
তখন শত্রুর মস্তক তাঁহার পায়ে আসিয়া পড়ে।

হে দুই দুনিয়ার বাদশা দয়া প্রকাশে
আমার দুঃখের জীবনের দিকে একবার দয়ার নজর দাও ।

আমার প্রাণে কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা নাই।
শুধুমাত্র তোমার ভিতর ও বাহিরের সৌন্দর্যই কামনা

আমার রিপু ও শয়তান আমার পথ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে
সেই দস্যু হইতে আমাকে সাহায্য কর।

হে ওয়াইসী ! বন্ধু ছাড়া আর যে আছে তাহার সহিত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেল।
মনে প্রাণে তাহার অঞ্চল হইতে তোমার হাত ছাড়িয়া দাও।

হে ওয়াইসী যতদিন এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছ
তাহারই সুমিষ্ট সুরে গান গাহিয়া যাও ।

হে ওয়াইসী দিবা রাত্রি তোমার কণ্ঠে পড়িতে থাক
তাঁহার প্রশংসা যিনি সর্বকালের বাদশাহ।

হে ওয়াইসী প্রেমিকদের নিকট ইহা পাপ
প্রেমিক ছাড়া অপর কাহারও দিকে প্রেম করা।

হে ওয়াইসী যদি প্রেম করাই তোমার কর্ম হয়
তাহা হইলে হয় তাহার প্রেমে কৃতকার্য হও অথবা ছাড়িয়া দাও।

গযল ১৪০

প্রেমিকের কাজ হইতেছে প্রিয়ের জন্য প্রাণে প্রেম জাগরূক রাখা।
প্রেমিকের জন্য প্রাণে প্রেম গোপন করা অপর কাহারও জন্য নহে।

তোমার একটা প্রাণ আছে প্রেমিকাও একজন মাত্র থাকা দরকার।
বেশ্যার মত একটার অধিক প্রেমিকা রাখা খুব খারাপ।

যদি নবীর সৌন্দর্য প্রজ্বলিত হইয়া আছে
অপরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা আবুজেহেলের মত কাজ।

যদিও পূর্বের সূর্য সারা আকাশে কিরণ ছিটাইয়া দিয়াছে।
তারকার প্রতি চাহিয়া থাকা বাতুলতা মাত্র।

যতক্ষণ তুমি নবীর রাস্তায় মন প্রাণ দিয়া ধূলি হইয়া না থাক
মুখে আলীহায়দারের নাম লইলে কি উপকার হইবে।

তুমি ছাড়া তাহার সুন্দর দেশে আর কে পৌঁছিয়াছে ?
তুমি ছাড়া ইয়াসিনের উত্তম মুকুট আর কে মাথায় দিয়াছে।

আমার আকিদা বিশ্বাসে এটা আসে না
নবীর সুন্নতের বরখেলাফ করে নবীর মুহব্বত হতে পারে ?

তোমার দুটি সুগন্ধ কুন্তল ছাড়া কেহ কি দেখিয়াছে
যে সুগন্ধ কুন্তল কস্তুরী ও সুগন্ধি সূর্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

কেউ কি দেখিয়াছে তোমার সুন্দর চেহারা ছাড়া আর কেহ
চাঁদের উপর সুগন্ধ মুকুট চড়াইয়া দিয়াছে।

তিনি মানব শ্রেষ্ঠ আলাহর পথে আমাদের পদপ্রদর্শক।
তাঁহার গুণাবলি আমাদের জন্য অবশ্যই পথ প্রদর্শক বলিয়া মানিতে হইবে।

তোমাকে পূর্ব দেশের সূর্য বলিয়া ডাকি হে মানবকুলের রাজা
যদিও তুমি সূর্যকে আকাশের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে পার।

হে ওয়াইসী, নবীর প্রেমে তোমার মত এমনটি আরতো কেউ পৌঁছায়নি
যে বাহ্যিকভাবে খুশি অন্তরে জ্বলিয়া মরিবে।

গযল ১৪১

আর কত দিন তোমার কুন্তল দেখিয়া
পাগলামিতে আমার পরান বিভ্রান্ত হইয়া থাকিবে।
তোমার দৃষ্টির বর্শার আঘাত সহ্য করিয়া থাকিব।

হে বীরশ্রেষ্ঠ তুমি ভিন্ন আর কেহ আমাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে পারে না।
যেন চন্দ্র হইতে অন্ধকার চাওয়া কস্তুরী হইতে হকিবল চাওয়া।

পৃথিবীর সকলের প্রাণে শান্তি দায়ী কিন্তু আমার প্রাণে শান্তি নাই।
তোমার চেহারা প্রচ্ছয় রাখ কি ? পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখ।

তোমার চুল ও চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন
ঈমান ও কুফরি এক সাথে মিলিয়া আছে।
কেবল তোমার যাদুই ঈমান ও কুফরি একত্রিত করিয়া রাখিতে পারে।

তোমার বক্ষস্থল শিল্কের মত ও তোমার প্রাণ এত কঠিন যেন
গরম শিল্কের মধ্যে কঠিন লৌহ কিভাবে লুকাইয়া রাখ।

তোমার প্রাণ হরণকারী সৌন্দর্য ও মিষ্টি কথার পরে
কি করিয়া তুমি সম্ভব মনে কর যে আমি বিরহের আগুনে জ্বলিয়া মরি।

তুমি যেমন তোমার গলদেশ হইতে তোমার চেহারা দিবারাত প্রদর্শন কর
তোমার মত কোন লোক তাহার গলদেশ হইতে চাঁদমায়া মুখ দেখিতে পায় না।

তোমার চেহারা সুন্দর বাগানের মত এবং তোমার দেহ বাগানের সরো বৃক্ষের মত।
সরো বৃক্ষের মাথার উপর সুন্দর বাগান ভাল দেখায়।

যখন হইতে তোমার কাল কুন্তল কুফরি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছ।
তখন ঈমানদারদের জন্য ঈমান রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
আর কত দিন তুমি কঠিন প্রাণ হইয়া থাকিবে ? ওহে প্রেমিক দয়া কর ।

আর কত দিন সহ্য করিয়া থাকিব ও মনোকষ্টে কাটাইবো।
হে কঠোর দেবতা তোমার মত আর কোন লোক কি দেখিয়াছ।

চেহারা প্রাতঃকালের মত উজ্জ্বল ও রাত্রে বিব্রত হইয়া থাকা
তোমার দুইটি সুগন্ধ কুন্তল ছাড়া আর কেউ দেখেন নি।

চন্দ্রকে সুগন্ধি ও কস্তুরী গোপন করিয়া রাখে।
যতক্ষণ তুমি আমার চোখের আলো থাক ।
তখন আমার চোখের মণি তোমার জন্য অশ্রুতে বুক ভাসাইয়া দেওয়া
যে চেহারা দেখিয়া বাগানও হিংসা করিয়া থাকে।

হায় বুলবুলি সেই বাগানের জন্য তুই অধীর হইয়া থাকিস।
বাহির দেখা কাবার সমুজ্জ্বল এবং ভিতর কুফরির সম অন্ধকার ।

হায় কারার মধ্যে কুফরস্থান লুকাইয়া রাখা বড় দুঃখের বিষয়।
প্রেমিকের বিরহে আমি জ্বলিয়া যাইতেছি
একবার আসিয়া আমার প্রতি দয়া কর।

আর কতদিন তাহার বিরহে অশ্রুপাত করিতে থাকিব।
যেমন দেহের মধ্যে প্রাণ থাকে তেমনি
আমার মধ্যে তাহার প্রেম বিরাজ করিতেছে।

যদি তাহার প্রেমের দুঃখই না থাকে
তাহা হইলে দেহের মধ্যে প্রাণ থাকাই বৃথা।

ওয়াইসীর মত প্রেমের পথে চলা সহজ নয়।
প্রেমের আগুনে জ্বলা এ মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখা।

যদি তুমি প্রেমিকের প্রেম প্রাণ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাও
হে বাবা থাকে যদি মনের মাঝে প্রেমিকের প্রেম বজায় রাখা সহজ নয়।

হে নিষ্ঠুর প্রিয়, আমার দুঃখপূর্ণ অশ্রুমাখা চোখ
আর ক্রন্দনরত বক্ষ তুমি আর কতদিন দেখিতে চাও ।

তুমি যখন আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও তখন দিবারাত্রি আমার কাজ হয়
চক্ষু অশ্রু ভরা বুক দুঃখপূর্ণ ও প্রাণ অস্থির হইয়া থাকে।

হে প্রিয় তোমার চক্ষের অসুখ হইতে আমার প্রাণের দুঃখ উঠিয়া পড়ে।
তোমার চক্ষু হইতে আরোগ্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

সেই প্রিয় যাহার স্বভাব বিধর্মীর মত সে মুসলমান নহে।
একজন অমুসলমানের নিকট ভাল আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রেমিকের এই সৌন্দর্য তোমার উপর বর্তিত হউক।
কারণ তুমি পৃথিবীর সকল সুন্দরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাক।

তুমি যে সকলের উপর এই সৌন্দর্যের অধিকারী তাহার কারণ
নবীর পথের ধূলি তুমি নিজ মুখমণ্ডলে মাখিয়া থাক।
মুস্তফা নবী মানব শ্রেষ্ঠ তাহা হইতে সমস্ত মহত্ত্বের উৎপত্তি।
তাঁহার দরজার ধূলি সপ্তম আসমানের উপর রাখিবার যোগ্য।

গযল ১৪২

ওহে বার্তাবাহ আস শীঘ্র মদিনা যাইবার ব্যবস্থা কর।
শীঘ্র উঠ ও ঘোড়ার রেকাবের উপর পা রাখিয়া বস।

তোমার মস্তক তাঁহার পথের উপর রাখ ও তাড়াতাড়ি চল।
যতক্ষণ গন্তব্য স্থানে না পৌঁছাও খাওয়া পানি হারাম কর।

দ্রুতগামী অশ্ব পাঠাও তাঁহার পথের ধূলি লইয়া আস।
তাঁহার পথের ধূলি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব কর।

দুই দুনিয়ার সরদারকে আমার মনের অবস্থা জানাইয়া দাও।
আমার দুঃখের বিবরণ সেই মুহাম্মদকে জানাইয়া দাও।

আমার তরফ হইতে তাঁহাকে জানাইয়া দাও যে
আমার মন প্রাণ তাহাকে সপিয়া দিয়াছি।
আর কতদিন আমাকে দূরে রাখিবে আমার বেদনা দূর কর।

তাড়াতাড়ি কর , চাঁদের সৌন্দর্য হইতে একটু তুলিয়া নাও
অর্থাৎ তোমার আকর্ষণীয় চেহারা হইতে পর্দা উঠাইয়া নাও।

নবীর সুন্নত হইতেছে সঠিক পথ শীঘ্র উঠ ও সঠিক পথে রওনা হও।
তোমার সুন্দর চেহারার চারিপাশে কোঁকড়ানো কুন্তল ছড়াইয়া দাও।
তোমার নুজু হওয়া কালো বেণীকে আলোকিত করিয়া দাও ।

তোমার জীবন নিদ্রায় ও বিভ্রান্তিতে কাটাইয়া দিলে
তোমার দিন গেল নিদ্রায় ও রাত্রি গেল বিনিদ্রায়।

ওয়াইসী বন্ধুর সৌন্দর্য দেখা যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়
তবে বন্ধু ছাড়া আর যাহা কিছু আছে তাহার সহিত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেল।

গযল ১৪৩

হে রাজ সওয়ার তোমার সন্ধানী চুলের ফাঁদে
আমার সহনশীলতা ও শান্তি লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে।
যখন আমার চক্ষু তোমার সদর চেহারার উপর পতিত হইয়াছে
আমার বিনা অনুমতিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া গিয়াছে।

তোমার বিরহে আমার বুকের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে
আস এবং আমার বক্ষের অন্তর্দাহ দূর করিয়া দাও।

আমি অকর্মণ্য তোমার রূপ দেখিয়া তোমার প্রেমে পড়িয়াছি
এখন আমার কাজ হইতেছে অনুশোচনা, কান্না ও দুঃখ প্রকাশ করা।

আমার বন্ধুর কুকুরের পায়ে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি
ইহাতে যদি আমার সুখ বর্জিত হয় ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

আমার প্রাণের পাতায় তোমার স্তুতি বাক্য ছাড়া আর কিছু গাইনা।
শেষ বিচারের দিনে আমার বক্ষে তোমার স্তুতিগানই যথেষ্ট।

হে ধর্মের রাজা আলাহর দোস্ত ও দুনিয়ার গৌরব
হায় যদি তোমার দুঃখকে দিবারাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারিতাম।

আমার ভীত সন্ত্রস্ত অন্তরে তোমার ধ্যানই আমার সম্বল।
আমার অসহায় অবস্থায় তোমার চিন্তাই আমার চিন্তা দূরকারী ।

এক নজরেই ওয়াইসী তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সব হরণ করিয়া লইয়াছে।
ঘোর সওয়ার তাহার সেই চাহনির ফাঁদে তাহার বেণীরাশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়াছে।

গযল ১৪৪

ওহে তোমার সৌন্দর্যের কোন জুড়ি নাই
চাঁদ তোমার চেহারার সৌন্দর্যে রাতের যাদু হইয়াছে।

তোমার ঠোঁট মুক্তার মত এবং তাহা হইতে মিষ্টি নির্গত হয়।
এরকম মিষ্টি মুক্তা আর কে কখন দেখিয়াছে?

তোমার চেহারা চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর।
তোমার সৌন্দর্য বেহেস্তের হুরেরও প্রাণ হরণ করে।

ফেরেস্তারা কখনো ওরকম চেহারা দেখে নাই
আকাশ কখনও এরকম সৌন্দর্য দেখে নি।

তোমার মুখ হইতেছে ফুলের কুড়ির মত তাহাতে কিন্তু শুধু ঝরে মুক্তা ।
তোমার পদচিহ্নের সবুজ কানন হয় মেশ্‌ক আম্বর ।

তোমার চেহারা আলাহর নূর হইতে উদিত
তোমার গুণাবলি ওষ্ঠ পথ যাত্রীর গন্তব্যস্থান স্বরূপ।

তোমার চেহারা আমার প্রাণে প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া দেয়।
যাহার তুলনা পৃথিবীতে কোন সময়ই মিলে না।

সূর্যের আলো তাহার চেয়ে বেশি হয় না
জ্বলন্ত আগুনও তাহার চেয়ে বেশি হয় না।

তোমার সৌন্দর্য পৃথিবীতে অদ্বিতীয়
তোমার মত সৎ স্বভাব আর কাহারও নাই।

তোমার চরণে মাথা ঠেকাই ও প্রাণ উৎসর্গ করি
আমার প্রাণে এ ছাড়া অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

তোমার চন্দ্রসম চেহারার নিকট উজ্জ্বল সূর্যকে চাকরের মত মনে হয়।
না না এর চেয়েও তুচ্ছ।

বেচারা ওয়াইসী আশা রাখে যেন
শেষ নিঃশ্বাসের কালে তোমার চেহারা দেখিতে পায়।

গযল ১৪৫

হে আমার সুমিষ্ট সুরের তোতা পাখি আমার প্রেমাস্পদকে বল
একবার আমার সহিত কথা বলিতে।

প্রিয়জনের কুন্তলের জন্য সারা পৃথিবী বিব্রত হইয়া আছে।
মনে কর আমার প্রাণের মধ্যে কাল সাপ নির্বিঘ্নে বাসা বাঁধিয়া আছে।

তাহার কুন্তলের কাল সাপ চারিদিকে চেহারা দেখাইতেছে।
স্ত্রী পুরুষ সবাই বলাবলি করিতেছে এটা কাহার মৃতদেহ (কাফন)।

তাঁহার কাল সাপকে (কুন্তলকে) দেখ
যে চন্দ্র সূর্যকে জড়াইয়া রাখিয়াছে।

এবং তাঁহার চতুর্দিকে সকাল সন্ধ্যা
খাতান দেশের কস্তুরীর সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

মানুষের মন তাহার কুন্তল এবং মানুষের প্রাণ তাহার শোকে ভরিয়া আছে
এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহার আঘাতে জর্জরিত হইয়া আছে।

কেউ কি কখন এরকম সাপ দেখিয়াছে যে
সব সময় বন্ধু হিসাবে আসে ও কখনো

যে জোহরা তারকার সঙ্গে বসিয়া থাকে,
কখনো সুমতারী তারকার কথোপকথন করে।

কেউ কি বন্ধুর মত সাপ দেখিয়াছে
কেউ কি কস্তুরীর (মৃগনাভী) মত বিছা দেখিয়াছে?
দেখ তাহার জুটি কুন্তল প্রেমিকের মত ও কস্তুরীর মত।

কেউ কি চক্ষের মধ্যে কুন্তল দেখিয়াছে,
কেউ কি বৃক্ষের মধ্যে সাপ দেখিয়াছে।

কেউ কি কাবার মধ্যে বেদিন দেখিয়াছে.
কেউ কি সূর্যের সহিত রাক্ষস দেখিয়াছে।

প্রেমিকের সরো বৃক্ষের মত দেহের উপর
চেহারা, পৃথিবীর উজ্জ্বল বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছে ।

মনে হইবে যেন বাগানের সরো বৃক্ষের মত
চন্দ্রকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

তোমার দুটি কুন্তলের প্রেমে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া আছে।
আমার বুকের মধ্যে ঘর বাঁধিয়াছে যত সব ব্যথা ও বেদনা।

রুপার বৃক্ষ কেউ দেখিয়াছে, কেউ চাঁদের উপর সরো বৃক্ষ দেখিয়াছে,
কেউ সূর্যের উপর গোলাপ ফুল দেখিয়াছে,
কেউ গোলাপ ফুলের মধ্যে দাগ দেখিয়াছে।

কেউ মিষ্টি ভরা মুক্তা দেখিয়াছে , কেউ কি মণি ভরা মুকুল দেখিয়াছে
এখন চোখ খুলিয়া মুখের মধ্যে মিষ্টি মুক্তা দেখ।

তুমি এই অত্যাচারে আমাকে আর কত ঘোরাবে,
আশায় আশায় আর কত দিন থাকিব।
তোমাকে আর কতদিন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া রাখিবো,
আমাকে আর কত ভারীমন করিবে।

আমার প্রাণে আর কত কষ্ট দিবে তোমার বিরহে আর কত জ্বালাইবে।
আমাকে বিপদের মধ্যে আর কতদিন ফেলিয়া রাখিবে।

দুঃখ কষ্টের মধ্যে আর কত দিন শুনাইবে দুঃখ বেদনা বুঝার মধ্যে
যে প্রাণ সর্বদা দেখিয়াছে হাসি খুশি ও আনন্দে কাটিয়াছে।

এখন তাহা দুঃখ কষ্টের আবাসস্থল এবং আয়জারির বাসস্থল হইয়াছে।
আনন্দদায়ক বুদ্ধির স্থলে দুঃখ কষ্টের বাসস্থান হইয়াছে।

সুচাগ্র বুদ্ধির স্থলে খাতানের কস্তুরীর গন্ধে পাগল হইয়া গিয়াছে।
কেউ কি ফুলের কুড়িকে কথা বলিতে দেখিয়াছে ?
কেউ কি দেখিয়াছে সূর্যকে মিষ্টি বর্ষণ করিতে ?

কেউ কি দেখিয়াছে ফুলকে বক্র দৃষ্টি ফেলিতে ?
কেউ কি জামার মধ্যে ফুল দেখিয়াছে ?

প্রত্যুষের চারিধারে কেউ কোন রেখা দেখিয়াছে ?
সোনার বিছানার চারিধারে কোন ঘাস দেখিয়াছে ?

রাতের চারিধারে কোন আলো দেখিয়াছে ?
আমার মৃত্যুর পর আমার বিষাদময় প্রাণ হইতে
আমার আক্ষেপ খুশি বহিয়া আনে।

আমার নিকট হইতে আমার রাজ প্রেমিক স্রষ্টার বন্ধুর নিকট
পৃথিবীকে পাগল করিয়া দিলাম কেয়ামতের হাহাকার জাগাইয়া দিলাম।

আমার দুঃখপূর্ণ ক্রন্দন দ্বারা বিচার দিনের বিভীষিকা হাজির করিয়া দিলাম।

হে মৃত্যু তুমি আমাকে একবার শান্তি আনিয়া দাও যাহাতে আমি বন্ধুর বিরহে ।

যাহাতে আমি অগ্নি প্রবাহী বিষাদ বহিয়া আনি পাহাড়ে বাগানে এবং শহরে।
আমি যেন পাহাড়কে পোড়াইয়া ফেলিতে পারি, বাগানকে ময়দান করিয়া দিতে পারি।

নগরকে একেবারে জ্বালাইয়া দিতে পারি, বজ্রসম আমার বিষাদের দ্বারা
হে দেবাদেশের দ্রুত হুদ হুদ পাখি আমার গোপন কথা সব তোমাকে বলিতেছে।

তোমার উচিত হইবে না আমার বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট সব খুলিয়া বলিয়া দেওয়া
প্রথমে তোমার পদক্ষেপ দৃঢ় কর তাহার পর ভোরের বাতাসের মত সেখানে যাও।
সেই পথ প্রদর্শকের নিকট যিনি খোদার বন্ধু সকল সময়ের গর্ব
যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে আমার অবস্থা এক এক করিয়া সব তাহাকে বল।

আমার প্রাণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমন দেহের মধ্যে প্রাণ থাকে
হে গুপ্ত চন্দ্রফুল তোমা হইতে সুগন্ধ আহরণ করে।

হে শ্রেষ্ঠ সৈয়্যেদ তোমার পথ প্রদর্শন খোদা প্রদত্ত।
তোমার পায়ের ধূলি দিয়া আমার প্রতি একটু দয়া কর।

যাহাতে আমার চক্ষুর একটু জ্যোতি হয় এবং আমার প্রাণের দুঃখ কষ্ট দূর হয়।
তোমার প্রেম আমার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে তোমার প্রেম আমার প্রাণ হরণ করিয়াছে।

তোমার প্রেম এমন রোগ যাহার কোন ঔষধ নাই,
সে রোগ আমার মন হইতে কি করিয়া ভাল হইবে।

গযল ১৪৬

চাই বা না চাই সেই সুন্দর রাজার বিরহের মধ্যে বাস করিতে হইবে।
তাঁহার গলি হইতে আমার পোড়া প্রাণে সফর করিতে হইবে চাই বা না চাই।

তিনি তোমার বিদ্যা বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে এবং তোমার চিন্তারও উর্ধ্বে।
তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার প্রশংসায় কীর্তন কর।

তাঁহার সুন্দর চেহারার উপমা দেখাইতে পারি বা না পারি
তাঁহার উজ্জ্বল কপালের তুলনা দিতে পারি বা না পারি।

আমি তাঁহার দরগাহ হইতে পৃথক থাকিতে পারি বা না পারি
তাঁহার সেই চেহারা ও আকৃতি হইতে পৃথক থাকিতে পারি না বা পারি।

এক মুহূর্ত তাঁহার চাঁদসম সুন্দর মুখ দেখিয়া আরাম পাই বা না পাই
কোন রাত্রে তাঁহার চাঁদের মত চেহারা না দেখা আমার সকাল হোক আর না হোক।

সব জায়গায় তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত তাহাতে তাহার দেহ আসুক আর না আসুক
সুধা ঝরুক বা নাই ঝরুক প্রতিস্থানে তাহার দৃষ্টির ছোঁয়া তা বদ্ধমূল

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীর মানব শ্রেষ্ঠ তাঁহার হুকুম আসুক বা নাই আসুক
তাঁহার সমকক্ষ হওয়ার কল্পনা করাও অসম্ভব।

পৃথিবীর বাগানে তাঁহার মত সরো বৃক্ষ উঠুক বা না উঠুক
তিনি ছাড়া অপর কাহারও আকাঙ্ক্ষা কর বা না কর ।

সর্বস্থানে তাঁহার মুখের লালা মৃতকে প্রাণ দান করে।
হযরত খিজিরের প্রাণ দানকারী কথা তুমি চিন্তা কর বা না কর ।

যখন সেই সুন্দর রাজা চেহারা হইতে পর্দা উঠাইয়া লইবেন
তখন সেই উজ্জ্বল চেহারার প্রতি তুমি চাহিয়া দেখ বা না দেখ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সঙ্গে হযরত ইউসুফের কি করিয়া তুলনা হয়।
একজন নূরের তৈয়ারী আর একজন মাটির তৈয়ারী।

তুলনা বিহীন আলাহর নূর তুমি কদর কর বা না কর
যদি ছবি অঙ্কনকারী মারা যায় তাহার অঙ্কিত ছবির কদর বাড়ে ।

পৃথিবীর পটে ঐ রকম আর একটি ছবি অঙ্কিত হোক বা না হোক।
পারুক বা না পারুক কখন ওয়াইসী তাহার বিরহে গান গায়।
ক্রন্দনরত প্রাণ নিয়া দিন কাটান তাঁহার মনে সম্ভব হউক বা না হউক।

গযল ১৪৭

ও আমার প্রাণ আস এবং নজফের দিকে তাড়াতাড়ি চল
এবং হযরত আলীর দরজার মাটি দিয়া চোখের সুরমা তৈয়ার কর।

হে খোদা, চক্ষু আমার তাহার প্রভাত সমীরণে জুড়াইয়া দাও
অন্তর আমার তাহার বিরহ ব্যথায় আলোকিত কর ।

একবার তোমার সুন্দর চেহারা দেখাও ও পর্দা উঠাইয়া নাও।
ধনী ও গরিব বৃদ্ধ ও যুবক সবাই তোমার প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছে।

তোমার কাল কুন্তল মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া দাও
তোমার চাঁদ মুখের উপর কস্তুরীর গন্ধে জড়িত বোরকা লাগাইয়া দাও।

হে অলিকুল শ্রেষ্ঠ তোমার শোকে ও বিরহে মারা যাইতেছি।
একবার আস শোক ও বিরহের ঔষধ আমাকে দাও।

তোমার জুলফেকার (তরবারী) ধর এবং অল্পক্ষণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে আস
এবং বদমায়েশ লোকদিগের উপর তরবারির আঘাতে উহাকে রক্তিম করিয়া দাও।
আমি বড় লোক নই বা আমার পদমর্যাদা নাই কি চিন্তাবিদ নহি
আমাকে তোমার দরজার মাটির মত মনে করিয়া ডাক।

তুমি মনে কর না যে আমি তোমার প্রেম হইতে বিরত আছি
যদি চাও আমার উপর দয়া দাক্ষিণ্য কর অথচ আমাকে তিরস্কার কর।

ওয়াইসী তোমার অসুখের ঔষধ মরতুজার (হযরত আলীর) নিকট চাও।
হে হযরত আলী শীঘ্র আমার অসুখের ঔষধ দাও।

গযল ১৪৮

হে আমার প্রাণ বিরহ ব্যথা এর বেশি চমকায় না।
পাগল প্রাণ গুপ্ত প্রেম এর চেয়ে বেশীকিষ্ট দেয় না।

হে রাসূল তোমার পা আমার মাথা ও চোখের উপর রাখ।
আমার বুক বিরহ ব্যথায় তা এর বেশি সয়না যে।

আরামের বিছানা প্রাণের জন্য যতই সুখের হোক আমি কিন্তু তাহাকে ভয় করি।
কারণ ঐ পদতল প্রাণের জন্য বিপদ আনে এর অধিক কষ্ট দেয় না।

আমার আক্ষেপ দানদান তোমার পথে চলিয়া যায়
আমার দুঃখ হয় আমার এই দগ্ধকারী বিষাদ এর চেয়ে বেশি কষ্ট দিতে পারে না।

হে নবীদের বাগানের দেবদারু বৃক্ষ বাগানের মধ্যে পায়চারী কর ।
হে উচ্চ মস্তকের দেবদারু বৃক্ষ এর চেয়ে বেশি আর অবাধ্য হওয়া কিছুতেই সাজে না।

তোমার বিরহ অনলে জ্বলিয়া আমার প্রাণ রক্ত কাটায় পরিণত হইয়াছে।
বিরহ ব্যথা রক্ত বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে এর চেয়ে বেশি আর জানিবে না।

আমার দেহ হাড্ডিতে পরিণত হওয়ায়
তাঁহাকে তোমার কুকুরের পায়ে নিক্ষেপ করিলাম।

আমার ক্ষীণ দেহ বীরত্বের বোমা হইয়া দাঁড়াইয়াছে
এর চেয়ে বেশি আর জ্বলিবে না।

হে রাসূল (সঃ) তোমার নূরের ছায়া আমার বক্ষের মধ্যে পড়িয়াছে।
প্রজ্বলিত সূর্যের ছায়া তাহার মধ্যে পড়ুক আর নাই পড়ুক।
হে রাসূল তোমার সৌন্দর্যের ছায়া আমার চোখের মধ্যে পড়িয়াছে।
উজ্জ্বল চন্দ্রের মাধুরিমা তাহার মধ্যে পড়ুক আর নাই পড়ুক।

হে রাসূল তোমার বিরহে আর কত কাঁদিব।
আমার রঙিন অশ্রু ও ক্রন্দনরত চক্ষু এর বেশি উজ্জ্বল হোক আর নাই হোক।

ইহার পর হইতে ঐ পায়ে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।
আমার চোখের সুন্দর ভঙ্গি এরপর থাক আর না থাক।

হে রাসূল আমি তোমার বিরহে উৎসর্গিত, এই অধমে নজর কর।
ওয়াইসীর প্রাণ তোমার বিরহ ব্যথায় জ্বলুক আর নাই জ্বলুক।

কাসিদা ১৪৯

তোমার দরগার মাটির আশায় খুশিতে প্রতি মুহূর্তে ঝরে
আমার চোখ দিয়া মুক্তা, অশ্রু দিয়া মণি
বিষাদের তীর ভয়ের কারণ হতে দুঃখ।

যদি আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহা হইলে
তোমার গলির মধ্যে মাথা নত করিয়া আসিব ।

কপাল ঠেকাইয়া দিব যে চক্ষু ধূলি মেখে বসাবো ঘর
তোমার দরগার চারিদিকে ঘুরি ও প্রাণের গভীর দুঃখে বলি।

ওহে ধর্মের সূর্য পূর্ণিমার চাঁদ খোদার আয়না পৃথিবীর গর্ব।
আমি ইচ্ছা করি মনের সুখে তোমার দরজার মাটিতে কপাল রগড়াই।

চেঁচামিচি করি ক্রন্দন করি কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলি ও দুঃখ প্রকাশ করি।
ভারতবর্ষ, রোম , সিরিয়া ও চীন সবাই তোমার দরগায় সমবেত হয়।

একজন মাটি চুমে জামার মত, অশ্রুপাত করে মস্তক লুটাইয়া দেয়।
যেখানেই তোমার দরগার মাটি পড়ে সে স্থানে জমি অনূর্বর মাঠ হয়।

সে জায়গা ফুলের বাগান হইয়া যায় ফুল ফুটিয়া বাগিচা তৈয়ার হইয়া যায়।
যদি কেহ তোমার প্রশংসা গাহে তাহার সমতুল্য হইবে না।

হযরত ঈসার ফুঁক, হযরত মুসার হাত ,
হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য ও গোলাপ ফুলের মত দেহ।
তোমার খেদমতের জন্য বুকে করিয়া বহিয়া নিয়া যাই।
আকাশের মুক্তা, মণি মুক্তা, বাগানের ফুল ও খাতানের মৃগনাভী।

মাটি পানি আগুন ও বাতাস তোমার হজুরের সামনে।
এদের একজন পানি টানে, একজন কাঠ পোড়ায়, একজন বাতাস আনয়ন করে।

সব সময় তোমাকে বিপদ মুক্ত রাখিবার জন্য চারটি জিনিস রাখা হয়
প্রভাতে সূর্য, সন্ধ্যায় চন্দ্র, আকাশে মুক্তা ও ইমন দেশের মাটি।

যেখানেই তোমার অশ্বের ধূলি পতিত হয় নিশ্চয়ই সেখানে
পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আতরের গন্ধে বহির্ভূত হয় এবং ফুলের সুগন্ধি ছোটে।

তোমার সুউচ্চ দরগাহে হুর ফেরেস্তা জীন ও মানুষ
একজন প্রাণ দিয়া দেয় একজন মস্তক নত করিয়া থাকে।
একজন মাটিতে পড়িয়া থাকে, একজন মাটি চুম্বন করে।

তোমার দরজার মাটির সুগন্ধ যদি বাতাস নরকে বহিয়া নিয়া যায়
তাহা হইলে বেহেস্তের সৃষ্টি হইবে বাগান তৈয়ার হইবে এবং ফুল ফুটিবে।

তোমার দরগার কুকুরের জন্য চারটি জিনিস ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।
ঘাড়ের উপর মাথা, বগলের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ভিতর প্রাণ এবং দেহের মধ্যে রক্ত।

যে সব পাপাচারী তোমার মাটিতে কপাল ঠেকায়
সে চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হয় সূর্যের মত সুন্দর
দোহন তারকার উপর তাহার ঘর হয় ও নাহিদ তারকার সঙ্গে থাকে।

তোমার দরগার ভিখারীর জন্য আকাশ খাড়া করিয়া রাখিয়াছে।
সূর্য হইতে টাকা কড়ি, চন্দ্র হইতে দিনার, তারকা হইতে মুক্তা এবং হার।

যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তোমার মাটি চুম্বন করে
সে উচ্চপদ পায় বড় সম্বন্ধ পায়, কাজ-কাম ভাল হয় তাহার ভাগ্য ভাল হয়।

তোমার জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করে
তাহারা জান উৎসর্গ করার জন্য আসিয়াছে।
ধর্মের সত্যবাদী, সত্যের পৃথককারী লজ্জার খনি ও হোসেনের বাপ (হজরত আলী)।

যে লোক একবার তোমার দর্শন পায় সে আর প্রত্যাশা করে না।
দারার জৌলুস, খসরুর বালাখানা, কায়সারের বাড়ি ও কিশার প্রতিভা।
তোমার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল কান্তির দিকে নজর দিলে এসব অতি তুচ্ছ
অবনত হইয়া সেজদায় লুটাইবে কাফের ও তাহাদের সম্পদ ।

তুমি আশ্চর্য গুণাবলীর অধিকারী এই সব গুণাবলীর কোন তুলনা নাই।
নিরক্ষর তবে সব কিছুর জ্ঞানে জ্ঞানবান শরীর।

যদি কোন ভীরু ব্যক্তির উপর তোমার বীরত্বের তেজ মুহূর্তের জন্যও পড়ে
সে রুস্তমকে বধ করিতে পারে সোহরাবকে করতে পারে বন্দি।
ব্যাঘ্রকেও যে ফেড়ে ফেলতে পারে ।

তোমার পায়ের ধূলির অনুরাগে সিরিয়া, আরব, তুরস্ক
এবং আলেপ্পো একজন অশ্রুপাত করে আর একজন প্রাণ উৎসর্গ করে,
একজন বক্ষ বিদীর্ণ করে, একজন মস্তক চূর্ণ করে।

তোমার চেহারা হইতে পর্দা উঠাইয়া নাও যতক্ষণ না আর একটি উঠিয়ে নাও
তোমার প্রাণ হইতে ধুয়া, মস্তক হইতে চেতনা, প্রাণ হইতে অগ্নি ও দেহ হইতে প্রাণ।

তোমার চেহারার সৌন্দর্যের অনুরাগে আমার অবস্থা এমন হইয়াছে
আমার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি, চেঁচামিচি করিতেছি
পাগল হইয়া আছি গৃহ হারা হইয়া গিয়াছি।

থেকেও তোমার বিপরীত পথে দৌড়ায় নিশ্চয় জানি যে
তাহার স্বভাব হয় ফিরাউনের মত, হামানের মত খারাপ মানুষের ও শয়তানের মত।

যদি কোন তোতলা লোক তোমার দয়া লাভ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়
পরিষ্কার বাক্য, সুমিষ্ট কথা, তোতা পাখির মত মিষ্টভাষী ও যেন তালমিশ্রি।

যদি কোন পাপিষ্ঠ একবার তোমার দর্শন লাভ করে সে ভাল হইয়া যায়।
তাহার পাপ দূর হইয়া যায়, সে পরিত্রাণ পায় এবং স্বর্গবাসী হয়।

তোমার ধর্মের শত্রুর জন্য পৃথিবী ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।
চিকন দড়ি, তরবারী, পাত্র, রশি, গোর ও কাফন ।

পৃথিবীতে যেখানে সেখানে তোমার নূর বর্ষিত হয়।
সেখানে সূর্য উঠে চন্দ্র চমকায় এমন দেশের মুক্ত বর্ষিত হয়।

তোমার মাটি যে চুম্বন করে তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহার চেহারা চমকায়,
ভাগ্যবাণের মুখ আরামে দিন কাটায় ও স্বর্গবাসী হয়।
তোমার চেহারার বিপরীত সৌন্দর্য জমা হইয়া আছে
যেমন দিন রাত্রি, সন্ধ্যা ও সকাল, গভীর রাত্রি ও আলো আঁধারে প্রকাশ্যে ও গোপনে

তোমার সৌন্দর্যকে যে অস্বীকার করে তাহার খাদ্য এই প্রকার হয়
তিক্ত রুটি, গরম পানি, আগুনের গৃহ ও নরকের আগুন।

যদি হাবসীর দেশে তোমার নূর বর্ষিত হয়
তাহা হইলে সেখানকার সকল লোকের চেহারা ।

চাঁদের মত চেহারা হইয়া যাইবে, সূর্যের মত অবয়ব
ও হাসনাহেনার মত দেহ ও হাসনাহেনার মত চিবুক হইয়া যাইবে।

তোমার প্রশংসার গযল গাইব যাহাতে তাহা শুনিয়া সবাই জাগিয়া উঠে
ফেরেস্তা দুঃখ প্রকাশ করে মানুষের চেতনা জীনেরা ক্রন্দন করে
এবং ছোটরা চিৎকার করে আর শিহরণ হয় আমার মনে।

গযল ১৫০

তোমার পবিত্র নাম আমি সব সময় জপিয়া থাকি।
আমার প্রাণের তাবিজ, আমার প্রাণরক্ষাকারী,
তাহার আরাধনা বিপদের রক্ষাকারী।

তোমার পায়ের ধূলি আমার জন্য সকাল সন্ধ্যা
অসুখের ঔষধ, চোখের সুরমা, খাতান দেশের মৃগনাভী।

তোমার পাগল পারা সৈনিকের সম্মুখে সৈন্যগণ ঢাল ধরিয়া থাকে,
সূর্যের সৈনিক, আকাশের সৈনিক, খাতান দেশের সৈনিক।

তোমার পথের সন্ধানে চতুরদিকে বাতাস প্রবাহিত হইতেছে কখন ঘুরিতেছে
কখনও পড়িতেছে, কখনও উঠিতেছে, কখনও দৌড়াইতেছে।

তোমার মুখের মিষ্টি কথার মধ্যে তিক্ততা আছে
যেমন মিসরির মধ্যে মধু ও হালুয়া আছে।
হে আমার প্রেমিক তোমার বিরহে আমার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার লোহার মত শক্ত প্রাণ, আগুনের মত আমার দম
আমার প্রাণ দুঃখময়, আমার দিল দুঃখপূর্ণ ।
তোমার পদ চুম্বন করিতে না পারায়
দুঃখে আমার এমন দুরাবস্থা হইয়াছে যে

আমার প্রাণ ক্রন্দনে ভরিয়া গিয়াছে , দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে
প্রদীপের মত পুড়িয়া যাইতেছে প্রাণ পাত্রের মত হইয়া গিয়াছে।
আমার মৃত্যুর একশত বৎসর পর যদি আমার কবরের নিকট দিয়া যাও ।

আমাকে চলন্ত অবস্থায় দেখিবে আমাকে দৌড়ান অবস্থায় দেখিতে পাইবে।
তোমার পদচুম্বন অবস্থায় দেখিবে হাসি মুখে দেখিতে পাইবে।

তোমার মুখ হইতে বোরকা সরাইয়া দাও
কারণ তোমার বিরহ আমাকে জ্বালাইয়া দিতেছে।

দুঃখের সংবাদ কষ্টের কথা পালাইয়া যাওয়ার আরাম এই সমস্ত আরামের জিনিস।

হে প্রাণের প্রাণ তোমার বিরহ যখন আমার দমকে করিয়াছে নিকটতম ।

ইয়া আলাহ এমন দিন আসে যে তোমার পায়ের তলার দর্শন পাই।
তাহা হইলে আমি নিজেকে উৎসর্গ করি রোদন করি এবং চোখ চুম্বন করি।

তুমি পৃথিবীতে আলাহর দয়ার দান পৃথিবী তোমার দয়ায় ভরপুর।
জীন ও মানুষ হুর ও ফেরেস্তা পৃথিবী ও আকাশ সবাই সহজে পাইয়াছে।

তোতলা ওয়াইসী তোমার প্রশংসা গাহিতে আসিয়াছে
খসরুর দরবারের মাওহাদীর, হাসসানের মত বাচন ভঙ্গি,
সাদীর মত উন্নত কথাবলা শিখিয়াছে।

এই পাগল ওয়াইসী তোমার বিরহে হে ভ্রমোর রাজা
কখনও পুড়িয়া যাইতেছে কখনও রোদন করিতেছে,
কখনও আক্ষেপ করিতেছে, কখনও চিৎকার করিতেছে।

গযল ১৫১

ইয়া আলা আমি কেমন করিয়া
তোমার পায়ের ধূলি চোখের সুরমা বানাবো।

এমন দিন আমার আসিবে কি যেদিন
আমার এ জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ করিবো ।
হে খোদা দুই পৃথিবীর মধ্যে ইহাই আমার কামনা।
বল তোমার চিন্তায় মারা যাইবে
এবং তোমার চিন্তায় মৃত্যু রক্ষা করি।
বেহেস্ত ও হুর তাহার জন্য সুখের হোক।

হে খোদা ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট যে
আমি তোমার পায়ের ধূলি হইয়া থাকিতে পারি।

কেয়ামত দেখিবার জন্য সবাই পাগল হইয়া আছে।
আমার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে এবং আমার এই কামনা
যেন তোমার চেহারা দেখতে পাই।

তোমা বিহনে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি এবং আমার মাথার বিকৃতি ঘটিয়াছে।
আমি খুব খুশি হইব যদি হে প্রিয় তুমি একবার আমাকে দর্শন দাও।

সমস্ত স্থান হইতে কষ্টে পড়িয়া তোমার অঞ্চল বাঁধিয়া রাখিয়াছি।
আস হে অভাগার বন্ধু তোমা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।

মাস ও বৎসর দিবা রাত্র আমার এই বাসনা
তোমার সামান্য কুকুরও তোমার দরজার তুচ্ছ ফকির হইয়া থাকি।

আমি দরিদ্র ভাগ্যাহত সব সময় দুঃখে ভরা
প্রাণ নিয়া তোমার চেহারার আকাঙ্ক্ষা করি।

সব সময় আমি এই আকাঙ্ক্ষা করি দুঃখে ভরা চেহারার

আমার চোখের আলো নিভিয়া গিয়াছে এর কোন ঔষধ নাই।

তবে যদি আনিতে পার মৃগনাভী গন্ধযুক্ত পায়েক্ষুলিকণা
যদি তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করি
তাহা হইলে বন্ধুহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে আমি খুশি হইব।

ওহে বন্ধুহীনের বন্ধু ভাবিয়া দেখ যদি তুমি ছাড়া
আর কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করি
উষ্ট্র চালক যেমন গান করে তেমনি আমার প্রাণ সব সময় গান গাহিতেছে।

তোমার বিরহ গানে সাহিত্যে তোমার প্রশংসার গান গাহিতেছি।
তোমার মুখের একটি কথা মন প্রাণ দিয়া শুনি
আপাদমস্তক সব তোমার চোখের আকর্ষণীয় দৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

হে প্রিয় তোমাকে সুন্দর দেখার জন্য
আমার সমস্ত শরীর চোখের মত হইয়া গিয়াছে।

সূর্যের কিরণ তোমার মত উজ্জ্বল হইতে পারে না
পৃথিবী আলোকারী সূর্য তোমার মত উজ্জ্বল হইতে পারে না।

ক্রন্দন রত চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে মজনুর প্রাণ পাঠ করিতেছে
তোমার জন্য মুক্তা উৎসর্গ করিতেছে এবং দরূদ পড়িয়া দোয়া প্রার্থনা করিতেছে।

হে আলাহর রহমত আমার এই ইচ্ছা যে ওয়াইসীর মত
দরিদ্রের মধ্যে আমি ডুবিয়া থাকি তোমার বিরহ ব্যথার আর কোন ঔষধ নাই।

গযল ১৫২

চন্দ্র সূর্য তোমার সুগন্ধিযুক্ত ফাঁদের বৃত্ত।
তোমার উন্নতশির দেহের সামনে বেহেস্তের তুবা বৃক্ষ নত হইয়া থাকে।

আমি ভাগ্যাহত নগণ্য আমি ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া আছি।
হে আমার রাজা বল আমি তোমার কোন কাজে আসিতে পারি।

আমি এখন বিরহের রোগী হইয়া পড়িয়াছি।
আমি তোমার নিকট দড়ি দিয়া বাঁধা আছি।

তোমার অপেক্ষায় আমার চোখের জ্যোতি নিভিয়া গিয়াছে
এবং তোমার ঘোড়ার পায়ের মাটির অপেক্ষায় বসিয়া আছি।

সবাই কিছু কিছু খাবার দিয়া আমাকে ভাগ্যবান করিয়াছে।
ছোট বড় সবাই তোমার দয়ার আশাধারী।

হে আলাহর দয়ার নিদর্শন আমার প্রতি দয়া কর
নতুবা তুমি বল তোমার দয়া ভিখারীর কি অবস্থা হইবে।

যখন হুর ও ফেরেস্তাগণ তোমার দরজার চারিধারে পড়িয়া থাকে
তখন বল নাই অভাগা কি করিয়া তোমার ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইবে।

তোমার চেহারার কাছে সূর্য একটি প্রদীপের মত।
তোমার সঙ্গে চন্দ্রের আলো পালা দিতে পারে না।

হে সৎ পরামর্শদাতা পাগল ওয়াইসী হইতে ক্ষান্ত থাক
সে পাগল তোমার কথায় কান দেয় না।

গযল ১৫৩

তোমার সুন্দর চেহারা চন্দ্রকে ও ছাড়াইয়া যায়।
তোমার চেহারা সুন্দরের সেরা সৃষ্টি।

যদি তুমি আমার কথা জিজ্ঞাস কর
তাহা হইলে আমার মন প্রাণ তোমার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিব।

তুমিই সর্বোৎকৃষ্ট ও উন্নত।
মৃগনাভী অন্ধকার রাত্রি ও তোমার কুন্তল ।
জীবনের পানি ও তোমার মুখের পানি (এর মধ্যে কোনটা উৎকৃষ্ট)।

যদি হযরত ইউসুফ তোমার সুন্দর চেহারা দেখিতে পাইত
মন ও প্রাণ দিয়া তোমার উপর পাগল হইয়া যাইতো।

সৃষ্টির প্রথমে তোমার চেহারা এত সুন্দর করিয়া গড়া হইয়াছিল যে
তোমাকে দেখিয়া তোমার স্রষ্টাই পাগল হইয়া গিয়াছিল।

সৃষ্টির আদিতে তোমার সুঠাম দেহ মানুষের দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিত
হাসরের দিনে ফেরেস্তা ও নবীদের দৃষ্টি থাকিবে তোমার ইশারার উপর।

মণি মুক্তা যদি তোমার দাঁতের সারি দেখিতে পাইত
তাহা হইলে তাহারা তোমার অনুগত হইয়া যাইত।

নিঃসন্দেহে তুমি হইতেছ আলাহর সবাকার নিকটবর্তী।
পৃথিবীতে তোমার সমতুল্য আর কেহ নাই।

আদম বেহেস্তের চেয়েও তুমি সুন্দর।
তোমার প্রেমের জন্য সে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে।

তোমার পথে উৎসর্গ করিবার জন্য আমার প্রাণ হাতের তালুতে রাখিয়াছি।
প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার ডাকের অপেক্ষায় আছি।

ওয়াইসী আজ হইতে তোমার উপর পাগল হয়নি
সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে সে তোমার উপর পাগল হইয়া আছে।

গযল ১৫৪

বনের বুলবুলির কণ্ঠে তোমার কথা বলিয়া বেড়াইতেছে।
তিতির পাখি নাচিয়া তোমার উপর প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে।

তুমি শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছ।
আলাহ তোমাকে শেষ নবী বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন।

তোমার তারকার উন্নয়ন কালে খোদার আরশ মাটির মত হইয়া যাইবে।
সপ্ত আসমান তুমি মাত্র সাত পদক্ষেপে অতিক্রম কর।

মুক্তা যদি কথা বলিতে পারিত আর সমুদ্র যদি প্রেমিকা হইত
তাহা হইলে সমুদ্র তোমার প্রেমিকা হইত এবং মুক্তা তোমার মুখের কথা বলিত।

আমি সেই চোখের দৃষ্টিতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি।
তোমার চোখের দৃষ্টিতে আমি উৎসর্গ হইয়া গিয়াছি।

আমার প্রাণ তোমার রঙিন ফাঁদে বন্দি হইয়া রহিয়াছে।
আমার প্রাণ ঠোঁটের কাছে পৌছাইয়া গিয়াছে দয়া করিয়া একটি কথা বল।

তোমার পবিত্র ঠোঁটের একটি কথার আশায় আসিয়াছি।
তোমার বিরহে সাড়া দিতেছি খোদার ওয়াস্তে একটু দয়া কর।

তোমার জালে চন্দ্র সূর্য বাঁধা পড়িয়া আছে।
ওয়াইসী অসহায় অবস্থায় পড়িয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে।
হে গোলামের রক্ষাকারী এই গরিব তোমার গোলাম।

গযল ১৫৫

ভোরের বাতাস আমার ব্যথার কথা হযরতের নিকট যাইয়া বল।
এই ভিখারীর অবস্থা দুজাহানের বাদশার নিকট যাইয়া বল।

হে আলাহর নূর খোদার দোস্ত আর কতদিন তোমার বিচ্ছেদে জ্বলিব
ও তোমার প্রেমে শহীদ হইয়া যাইব সেই কথা খোদার ওয়াস্তে বল।

হে বাতাস যদি গরিবের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন
এই যে গরিব দুঃখে মগ্ন আছে তাহার জন্য একটি কথা বল ।

গযল ১৫৬

কি করিয়া এই অপবিত্র দৃষ্টি দিয়া তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়
তাই অশ্রু দিয়া দৃষ্টিকে ধুইয়া তোমাকে দেখিব।

গযল ১৫৭

আদিম সৌন্দর্য তোমার চেহারায় পরিস্ফুট হইয়া আছে।
তোমার কাল চুলের মধ্যে সূর্য লুকাইয়া আছে।

তুমি চারিদিকে হইতে আলাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছ।
আর সবার দৃষ্টি তোমার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

লোকে বলে এটা ফুলের গন্ধ আমার নিকট
কিন্তু সকল গন্ধের চেয়ে তোমার গন্ধই শ্রেষ্ঠ।

যখন চুলের বর্ণনা করি দুই দুনিয়া তোমার একটি চুলের মূল্য স্বরূপ।
আমার দুচোখ দিয়া অশ্রু নদী প্রবাহিত হইতেছে, তোমার সুন্দর দেহের বিরহে।

লোকে ঈদের চাঁদের দিকে চাহিয়া আছে।
তোমার চক্ষু তোমার সুন্দর চোখ পানে চাহিয়া থাকে।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমার বুদ্ধি নষ্ট করল কে।
তোমার চক্ষু তোমার চেহারা ও তোমার বাহু।

তোমার সুন্দর চেহারা আলাহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া
তোমার ঐ সুন্দর চেহারা আলাহর আকাঙ্ক্ষিত।

যতই বল হে ওয়াইসী তোমার প্রাণ কে হরণ করিয়া নিল
তোমার চেহারা তোমার গুণাবলী তোমার চরিত্র।

গযল ১৫৮

একটি পাগলকে দেখলাম কাঁদতে কাঁদতে আসিতেছে
তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গের বজ্র ধ্বনি আগুনের স্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

একটি তুচ্ছ লোকের মত রাস্তায় যাচনা আছে বন্ধু।
তাহাকে তো কেউ গ্রেপ্তার করিতেও আসেনি এমন কি সমন জারিও হয় নাই।

কখনও বুলবুলির মত গান গায় কখনও ঘুঘু পাখির মত ক্রন্দন রত।
কখনও ফুলের মত সেজে গুজে আবার কখনও প্রেমে মত্ত হইয়া আছে।

কখনও বৃষ্টির মত ফোঁটা ফোঁটা হইয়া ঝরে, কখনও বিজলির মত হাসে
কখনও বজ্রপাতের মত চিৎকার করে কখনও মুক্তার মত ঝরে।
কখনও গরম মেজাজ, কখন ঠাণ্ডা মেজাজ কখনও বখাটেপানা,
কখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত হইয়া আসে।

কখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত উজ্জ্বল, কখনও পাথরের মত ঠাণ্ডা,
কখনও মৃতের মত পড়ে থাকে, কখনও আনারের মত মনে হয়।

তাঁহার গায়ের রং জাফরানের মত চোখ ধনুকের মত।
তাঁহার চক্ষু অপলক অবস্থায় তাহার অশ্রু বেদানার মত।

কখন তাঁহাকে মৃতের মত মনে হয়, কখন ঘন্টার মত শব্দ করে।
কখনও মনে হয় খাঁচার মধ্যে বুলবুল পাখি,
কখনও মনে হয় ছোট পাখি গান গাহিতেছে।

যখন তাহার এই রূপ অবস্থা দেখিলাম
তখন আমার অবস্থা এই রকম হইল।

দুঃখে আমার চোখের অবস্থা এই রকম হইল যে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল।
তাহারা একে একে আমার সামনে দিয়া ছুটিয়া গেল
আমি তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম ।

হে আমার চোখের মণি তোমার কি অসুখ হইয়াছে?
আমি তাহাকে বলিলাম নিজের অবস্থা বল,
সে বলিল এখন আমি নিজের মধ্যে নাই।

আমি তাহাকে বলিলাম নিজের সেবা কর সে বলিল এটা কঠিন কাজ
তাঁহাকে বলিলাম এত কাঁদিতেছ কেন? সে বলিল এ ব্যাপার ছাড়িয়া দাও।

তাঁহাকে বলিলাম তোমার পূর্বের কথা বল,
সে বলিল , বেকার বেহুদা আসিয়াছে সে।

বলিলাম তোমার জীবন নষ্ট করিও না
সে বলিল আমার হাত হইতে জীবন ছুটিয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, গত দিনের ব্যাপারে সাবধান হও, সে বলিল ও সব বিফল।
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কিরকম আঘাত পাইয়াছ
সে বলিল প্রেমের তীরের আঘাত শ্রেষ্ঠ।

আমি বলিলাম অসুখের ব্যবস্থা কর, সে বলিল আমি অসুস্থ হইয়া গিয়াছি।
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন প্রাণ দিয়া দিলে? সে বলিল প্রেমিক আসিয়াছিল।
আমি বলিলাম তাহার সহিত প্রেম করিও না সে বলিল ওটা কঠিন কাজ।
আমি বলিলাম ধৈর্য ধারণ কর সে বলিল ইহা বুদ্ধির কাজ।

.জিজ্ঞাস করলাম স্থিরতা ও ধৈর্য আছে কি ?
বললেন, ওসব বিদায় নিয়াছে ।

আমি বলিলাম উহার সুব্যবস্থা কর সে বলিল সব বিফল হইবে।
আমি জিজ্ঞাসিলাম বন্দিদশার কথা বল সে বলিল আলাহর দোস্ত ।

আমি জিজ্ঞাসিলাম আলাহর দোস্ত কে ?
সে বলিল যিনি আলাহর কার্য করেন।
আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার গুণাবলীর কথা সে বলিল কোরআন পড়।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, কে তাহার গুণগান করে ?
সে বলিল "আলাহ তায়ালা"

আমি বলিলাম তাহার পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে কিছু বল,
তিনি বলিলেন সে অনেক কথা।

আমি বলিলাম, আচ্ছা কিছু বল, তিনি বলিলেন, সে অনেক কিছু।
আমি বলিলাম আলাহর একটা বাক্য বল,
তিনি বলিলেন, যে একটা পুস্তক হইয়া যাইবে।

আমি বলিলাম একটা অক্ষর বল,
তিনি বলিলেন সে একটা গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

আমি বলিলাম একটা ফোঁটার (নোকতা) কথা বল,
তিনি বলিলেন, সেতো অসংখ্য।

আমি বলিলাম খোদার ওয়াস্তে তাঁহার ভেদের কথা বল
তিনি বলিলেন সে গূঢ় রহস্য।

আমি জিজ্ঞাসিলাম নবীদের মধ্যে ?
তিনি বলিলেন তারকারাজীর মধ্যে যেমন সূর্য ।

আমি জিজ্ঞাসিলাম পয়গম্বরগণের মধ্যে ?
তিনি বলিলেন তাহাদের মধ্যে সরদার।

আমি জিজ্ঞাসিলাম প্রেমিকদের মধ্যে ?
তিনি বলিলেন, দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ।
আমি জিজ্ঞাসিলাম প্রেমিকদের পবিত্র লোকদের মধ্যে ?
তিনি বলিলেন সকলের শীর্ষস্থানীয়।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার বিচ্ছেদের কথা বল,
তিনি বলিলেন দুধের রাস্তা এর দিকে দেখ।

আমি বলিলাম তাঁহার কপালের কথা বল ?
তিনি বলিলেন যেন আলো আগমন করিতেছে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার ভ্রূর সম্বন্ধে বল ?
তিনি বলিলেন যেন রামধনুর মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার চক্ষু কেমন ?
তিনি বলিলেন শিকারির মত (তীরন্দাজের মত)।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নাক কেমন ? খাড়া নাক।
আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার চোখের পাতা কেমন ?
তিনি বলিলেন তীরের মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার দাড়ি সম্বন্ধে বল ?
তিনি বলিলেন বেহেস্তের সুগন্ধ ফুলের মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার চুলের ফাঁদ কেমন ?
তিনি বলিলেন , বেণী পাকালে গিট সম্পন্ন।

আমি বলিলাম, তাঁহার চেহারার বর্ণনা দাও?
তিনি বলিলেন -পূর্ণিমার চাঁদ।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার গায়ের রঙ কেমন?
তিনি বলিলেন আনারের মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাহার দেহ কেমন?
তিনি বলিলেন-সুন্দর বৃক্ষের মত ।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার সুন্দর গুণার্জন সম্বন্ধে কিছু বল ?
তিনি বলিলেন তিনি সকলের দুঃখে দুঃখি।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাহার মুখের লালা কেমন ?
তিনি বলিলেন যেন বেহেস্তের প্রস্রবন।
আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার মুখের কথা কেমন ?
তিনি বলিলেন মিষ্টি মধুর।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার চোখের পাতা কেমন ?
তিনি বলিলেন প্রাণের আবদ্ধকারী।

বললাম তাহার গুণাবলী কেমন ?
বলিলেন আকর্ষণীয়, মিষ্টবেশী ফুলের চেয়েও মিষ্ট।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার পায়ের ধূলির কথা বল ?
তিনি বলিলেন সুরমার মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার ভাঁজ করা চুলের কথা বল ?
তিনি বলিলেন তাতার দেশের লোকের মত।

আমি বলিলাম তাঁহার চক্ষু সম্বন্ধে বল ?
তিনি বলিলেন তাহার সন্দুর জোড়া চক্ষু।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার কুন্তল গুচ্ছ কেমন ?
তিনি বলিলেন বারে বারে দেখা পাই।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার চোখ কেমন ?
তিনি বলিলেন তিনি দুচোখ মেলিয়া দেখেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার মুক্তার মালা কেমন ?
তিনি বলিলেন মুক্তার রাজা।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার সুন্দর বাগানের মধ্যে তিনি কেমন ?
তিনি বলিলেন বাগানের ফুলের মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য কেমন ?
তিনি বলিলেন চির প্রবহমান।

আমি জিজ্ঞাসিলাম তাঁহার প্রেমের সাগর কেমন ?
তিনি বলিলেন সেরা মুক্তার মত।

আমি জিজ্ঞাসিলাম সরদারদের রাজ্যের মধ্যে
তিনি কেমন? বলিলেন নবী শ্রেষ্ঠ।

আমি বলিলাম আমার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে ,
তিনি বলিলেন আর একবার বল।
আমি বলিলাম প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে,
তিনি বলিলেন কি বলিতেছ ? আবার বল।

আমি বলিলাম আমার অবস্থা তাঁহাকে বল

তিনি বলিলেন তিনি বিলাপ করিতেছেন।

গযল ১৫৯

আহা সেই উজ্জ্বল চেহারা যাহা পৃথিবী আলোকিত করিয়াছে।
আহা সেই জড়ানো কুন্তল যাহা বাতাসে
মৃগনাভীর মত সুগন্ধে ভরিয়া দিয়াছে।

এক রাত্রি এল যখন সেই সুন্দর বাদশাহ
তাঁহার চেহারা হইতে পানি সরাইয়া লইলেন ।

তাঁহার কুন্তল হইতে বেণু, বানাইলেন ও
তাঁহার মুখ হইতে আবেহায়াত বাহির হইতেছে।

তাঁহার চোখ দুটি সুরমাদানী তাঁহার কেশগুচ্ছ জড়াইয়া আছে।
এক সঙ্গে তাঁহার চেহারা ও কুন্তর দেখিয়া দিবা ও রাত্রি বলিয়া মনে হইতেছে।

তাঁহার মিষ্টি মুখ হইতে যেন কাওসারের পানি বহির্গত হইতেছে।
মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় তাঁহার মুখের বাক্যে মন সন্তুষ্টি হয়।

তাঁহার মিষ্টি মুখের কথায় বেহেস্তের ঝরনাও
তাসলিম নামক ঝরনাও হার মানাইয়াছে।

তাঁহার প্রাণবন্ত বাক্যে আলাহ আবেহায়াতে পরিণত করিয়াছে।
তাঁহার নার্গিস ফুলের মত দুই চক্ষু ব্যাবিলনের যাদুকে ভাঙিয়া দিয়াছে।

তাঁহার দুটি কুন্তল তাঁহার মুখের উপর পূর্ণিমার রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছে।
তোমার গুণ গ্রামে সৌন্দর্য ও প্রেমে চেহারা ও সদগুণে।

দুই দুনিয়ার আলাহ তোমাকে অতুলনীয় করিয়া দিয়াছে।
তুমি মাটি ও পানির তৈয়ারী, তুমি সুন্দর চেহারার অধিকারী।

খোদা তোমাকে সৃষ্টির সেরা করিয়া তৈয়ারী করিয়াছে।
তাঁহার শরীর যদিও মাটি পানির তৈরী

তবে তাঁহার সৌন্দর্য ও অবয়ব বাহ্যিকভাবে একটি রূপ আর আভ্যন্তরীন রূপে ভরা।
তাঁহার মাথায় সূরা ইয়াছিনের তাজ পরান আছে।
তাঁহার মনহরিণী চক্ষুর সুরমা লইয়া প্রেমিক চোখে মাখে।
আসিয়া দেখ আমার দিবা রাত্রির চিন্তা হইতেছে
তোমার প্রতিকৃত ও তোমার চেহারা লইয়া।

তোমার প্রতিকৃতি আমার বক্ষে এবং
তোমার চেহারা আমার চোখে স্থান পাইয়াছে।

হে সুন্দরের রাজা ওয়াইসীর অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি একটু দয়া কর
নচেৎ শীঘ্রই দেখিবে আমার প্রাণ তোমার পথে উৎসর্গকৃত হইয়া গিয়াছে।

গযল ১৬০

হে মহান সত্তা সৃষ্টি জগৎ জমিন, আকাশ, চন্দ্র যা কিছু আছে
তোমার আগমন না হইলে কিছুই দেখিত না ।

তাঁহার মুখ হইতে সুন্দর সুন্দর হাদিছ নির্গত হয়
তাঁহার মুখ হইতে তোমার সৌন্দর্যের শোরগোর সবার মুখে বাহির হয়।

যে তোমাকে ভাল না বাসে সে পাগল
সে তোমার ঘর হইতে বিপদগামী হয়, সে বিদেশী।

সেই লোক বুদ্ধিমান যে তোমার প্রেমে পাগল হইয়া যায়।
তোমার প্রেমের যে পরিচয় পায় সেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

সেখানেই আমি ঘর করিয়াছি যেখানে
তোমার বিরহ ব্যথা আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

যেখানেই আমি বাঁধিয়াছি ঘর তোমার বিরহ নিয়াছে স্থান
সেখানেই আমি গিয়াছি অন্তরে তোমার বিরহ ব্যথা সাথী হইয়াছে।

তোমার দরজার মাটি চাঁদের মাথার উপর বসবাস করে
তোমার পবিত্রতা আরশের উপর স্থান পাইয়াছে।

তোমার ভালবাসা ও প্রেম সমস্ত লোকের জন্য বিরাজমান ।
সহবান ওয়াইসীর তোমার ব্যথা, বেদনা আর আফসোস লাভ করিয়াছে।

গযল ১৬১

তোমার চোখের জোড়া কেউ কখনও দেখে নাই।
তোমার কানের জোড়া কেউ কখনও শুনিয়াছে
দয়া করিয়া আমার চোখে কিছুক্ষণ বস
কারণ তোমার বিরহে আমার চক্ষু দিয়া রক্তপাত হইতেছে।

তোমার আপাদমস্তক আলাহর দয়ায় ভরা।
আলাহ তাঁহার একত্বের নূর হইতে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তোমাকে আলাহ বলিয়াছেন তোমার সারা শরীর রহমত।
আলাহর দয়া কে চোখে দেখিয়াছে?

আলাহ পাক তোমাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।
তোমার সমতুল্য করিয়া আর কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই।

তুমি আমার ব্যথার কারণ তোমাকে দেখিলে পর আমার ব্যথার উপশম হয়।
দেখিলে পরে ব্যথার উপশম হয় ইহা কি কেউ শুনিয়াছে ?
প্রতিটি চাঁদের পিছনে রহিয়াছে তাহার আলো।

তোমার পদ চুম্বনের জন্য সকলে ঝুঁকিয়া পড়ে।
দুনিয়ার মধ্যে তোমার সৌন্দর্য কত মহৎ।

আলাহ তায়ালার বন্ধু হিসাবে তোমাকেই মনোনীত করিয়াছে।
তোমার সুন্দর চেহারার সৌন্দর্যে মাতিয়া
ফুল ও প্রভাত আনন্দে জামা ছিঁড়িয়া ফেলে।

ওয়াইসীর পাগল অবস্থা দেখিয়া তুমি তাঁহাকে দয়া কর
কারণ তোমার বিরহে সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াছে।

গযল ১৬২

বিচার দিনে তুমি বিচারকারী হে আহম্মদ আলাহর বন্ধু
তোমার মুখ হযরত খিজিরের মত,
চেহারা ফেরেস্তার মত ও আকাশ তোমার চরণ ভূমি।

দুই দুনিয়ার লোকের তুমি হইতেছ
মনিব সমস্ত মানুষ তোমার অনুগত।

প্রত্যহ প্রাতে সূর্য তোমার নূরের টুপি পরিয়া তোমার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়।
কাল কৃষ্ণকায় লোক তোমাকে চন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে কি ?

চাঁদের চেহারায় কেউ কালদাগ দেখিয়াছে কি ?
সকলের মুখে তোমার ব্যথা ও বেদনার কথা শোনা যায় ।
সকলের মুখে তোমার চেহারার সৌন্দর্যের কথা শোনা যায়।
আমার প্রাণ ও দেহে তোমার প্রেম এরূপ ভরপুর হইয়া আছে।

আমার মাটির দেহ থেকে প্রেম বৃক্ষের সবুজ চারা গজাইয়া উঠিয়াছে।
তোমার বিরহ ব্যথায় আমার প্রাণ এতই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে
ইয়া আলাহ কোন লোক যেন আমার মত কাহিল অবস্থায় পতিত না হয়।

হায় হায় পৃথিবীতে তোমার মত আর কেহ আসে নাই।
আলাহ তোমার সুন্দর চেহারার উপর মোহর মারিয়া দিয়াছে।

ওয়াইসী তোমার বিরহের বন্ধু হইয়াছে সর্বকালের জন্য
ক্রন্দন, পরিতাপ, বেদনা, দুঃখ ও হাহাকার।

গযল ১৬৩

হে আমার প্রিয় তোমার বিরহ ব্যথায় প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াছি।
হে আমার প্রাণ তোমার চেহারার আকাঙ্ক্ষায়
আমার জীবন হইতে হাত উঠাইয়া লইয়াছি।

যে লোক চক্ষু দিয়া তোমার রূপ দেখিয়াছে
সে অপর হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়াছে।

যে জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ঘর বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে
যখন হইতে আমার বুকের মধ্যে তোমার ব্যথা স্থান করিয়া নিয়াছে।

আমার বুকের মধ্যে প্রাণ হাহাকার করিতেছে
তোমার চোখের তীব্র চাহনি যখন হইতে আমার বুকের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে।

চোখের অশ্রুর স্থলে আমার চক্ষু দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।
হে পৃথিবীর চোখের আলো তোমার পবিত্রতার তুলনার কথা ।

নাকে ও কানে শুনিয়াছে না কেউ চোখে দেখিয়াছে।
এই চেহারা এই গুণাবলী ও প্রাণ হরণকারী সৌন্দর্য।

আসমান তাহার হাজার চক্ষু দিয়া কখনও দেখে নাই।
হে প্রতিপদের চাঁদ! যখন হইতে তুমি আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ।

দুঃখে আমার পিঠ কুজা হইয়া গিয়াছে বাঁকা ভ্রূর মত
তোমার সুন্দর কুন্তল আমার শরীরের তাপ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।
তোমার সুন্দর চক্ষু আমার চোখের ঘুম হরণ করিয়া নিয়াছে
তুমি সেই ব্যক্তি যাহাকে সৌন্দর্য ও সদ্ব্যবহারের জন্য ।

আলাহ তাহাকে মনোনীত করিয়া নিয়াছে ও তোমাকেই পছন্দ করিয়াছে।
সৌন্দর্য ও সুন্দর চেহারায় কোন মানুষই তোমার সমতুল্য নহে।

সুন্দরদের মধ্যে আলাহ তোমাকেই বন্ধুরূপে বাছিয়া নিয়াছে।
ওয়াইসী নিজের স্থানে খুব অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে।

দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে তোমায় খোঁজা খুঁজি করিতেছি।

গযল ১৬৪

তোমার পেচান কুন্তলের মধ্যে সূর্য আশ্রয় প্রার্থনা করে
এবং মৃগনাভীর সুগন্ধযুক্ত টুপি চন্দ্রের উপর রাখিয়াছে।

তোমার কুন্তল ফাঁদের মত আর তোমার চেহারা চন্দ্র ও সূর্যের মত
কোন লোক কি ফাঁদের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যকে দেখিয়াছে।

তোমার আকাঙ্ক্ষায় দিন, মাস ও বৎসর ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছি।
মাস বা বৎসর এক দিনের জন্যও তোমার সৌন্দর্য নষ্ট হইল না।

আমার দুর্ভাগ্য যে তোমার সহগামী হইতে পারিলাম না।
আমার দুর্ভাগ্য যে একবারও আমার দুঃখ ঘুচিল না।

এই পদ্য আমার প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে এই বলিয়া যে,
জামীকে পথ দেখাইয়া নিয়া গেল খানকায়, পথ প্রদর্শক হইল পীর সাহেব ।

তোমার বিরহে আমার শরীরটা যেন একটা তক্তার মত হইয়া গিয়াছে।
হে আমার রাজা এখন আমার প্রেমের রাজ্যে
দুঃখ ও ব্যথা বেদনা ইহারাই আমার সৈন্য সামন্ত।

দুর্ভাগা সেই লোক যে তোমার পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরে।
সমস্ত পথের চেয়ে তোমার পথই সর্বোৎকৃষ্ট।

হে আলার রহমত দু'জাহানে আলার ওয়াস্তে
বেহায়া ওয়াইসীর উপর একটু দৃষ্টি রাখো।

গযল ১৬৫

সৌন্দর্যে তুমি চাঁদের মত।
চাঁদের মত সুন্দর তোমার সহচর আর তুমি তাহাদের রাজা।

মহামিলন গাহের রাজা তোমার মুখ দেখিয়া লজ্জায়
প্রতি সন্ধ্যায় মাথার টুপি মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

তোমার দরগার মাটি দিয়া সূর্যের টুপি তৈয়ার হয়

আর সেই দরগা হইতেছে আকাশ।

সময় অসময় আমার অবস্থার প্রতি একটু নজর রাখিও।
তোমার বিহনে আমি দুর্দশার মধ্যে পড়িয়া আছি।

তোমার বিরহে আমি দুর্দশার মধ্যে পড়িয়া আছি।
আমার মত কেউ যেন দুর্দশাগ্রস্ত না হয়।

তোমার নিজ সত্তা ছাড়া তুমি আলার নিকট যাহা চাও তাহাই পাও।
আমি হতভাগা গরিব আমার দুঃখ আলাহকে জানাইয়া কি হইবে।

আমার প্রতি দয়া কর এবং আমার খবরাখবর কর।
তোমার হাতের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল।

যদি একবার ওয়াইসীর খবরাখবর না কর
তাহা হইলে তোমার বেদনায় সে মারা যাইবে।

গযল ১৬৬

তোমার চোখের ভ্রূ হইতে আমার প্রাণে যে তীরের আঘাত হানিতেছে
তদ্বারা আমার প্রাণের রক্ত ভ্রূ দিয়া আমার মুখের উপর পড়িতেছে।

তোমার সুন্দর চেহারা দেখিয়া আমার চক্ষু অস্থির হইয়া আছে।
এবং আমার শরীর বাঁকা ভ্রূর মত বক্র হইয়া গিয়াছে।

তোমার দুই কুন্তলের তাপ দেখিয়া আমি বুদ্ধি হারা হইয়া গিয়াছি।
তোমার চোখের ভ্রূ দেখিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে
ও আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়া আছি।

হে নবীদের রাজা ধর্মের দিশারী, দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব
প্রতি প্রাতে তোমার শোকে আমি অভিভূত হইয়া পড়ি।
সূর্য তোমাকে দেখিয়া ঈর্ষা করে তোমার শোকে ও উজ্জ্বলতায়
প্রভাতে উদিত সূর্যের মত দেখায়।

যখন কাল তরবারির মত তোমার চোখের ভ্রূ দেখি
আমার প্রাণের ক্ষত হইতে চক্ষু দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়।

যখন আমি তোমার শোক দুঃখ ও তোমার বিরহ ব্যথা লইয়া থাকি
হায় হায় তখন আমার প্রাণ হইতে বেদনা প্রবাহিত হয়।

তোমার বেড়াজালে পৃথিবী আটকাইয়া পড়িয়া আছে।

যতক্ষণ তোমার কুন্তলের বেড়া তোমার মুখের উপর থাকে।

সৌরজগৎ দুজাহানে যতই ঘুরিতে থাকুক ।
তোমার মত সৌন্দর্য কেউ দেখেও নাই, শোনেও নাই।

নিশ্চয়ই ওয়াইসী তোমার জন্য প্রাণ পাত করিবে।
তোমার শোক ও দুঃখে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিবে।

কাসিদা ১৬৭

সন্ধ্যা হইতে উজ্জ্বল সূর্যের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছে
প্রাতঃকালকে সন্ধ্যার তারকার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

তোমার প্রাতঃকাল সন্ধ্যার নিকটবর্তী হইয়া পড়ে।
তোমার সন্ধ্যাকাল রাত্রে উজ্জ্বল সূর্যের মত দেখায়।

তোমার প্রাতঃকাল সন্ধ্যার সময় আলো বিতরণ করে
তোমার সন্ধ্যা বেলার নীচে উজ্জ্বল সূর্য দেখা যায়।

তোমার প্রাতঃকাল সূর্যের হাসি লইয়া হাজির হয়।
তোমার সন্ধ্যায় চন্দ্র তারকার মাঝে দর্শন দেয়।

তোমার সন্ধ্যা বেলা উজ্জ্বল চাঁদের উপর সুগন্ধি দেখা দেয়।
তোমার প্রাতঃকাল আসল মৃগনাভী দিয়া আতরদানী বানাইয়া রাখে।

তোমার সন্ধ্যা সকাল হইতে হাতে লাঠি লইয়া আছে।
তোমার সকাল বেলা সন্ধ্যা হইতে সুগন্ধযুক্ত লাঠি হাতে লইয়া আছে।

তোমার প্রাতঃকাল সন্ধ্যার সূর্যকে বাহির করিয়া আনে।
তোমার সন্ধ্যাকাল উজ্জ্বল সূর্যকে জড়ানো সাপের মত দেখায়।
তোমার প্রাতঃকাল পারভীন ফুলের হাসি ফুটাইয়াছে
তোমার সন্ধ্যাকাল মৃগনাভীর মাঝে যেন নাচিয়া উঠিয়াছে।

তোমার প্রাতঃকাল হাসিতে হাসিতে তারকার সহিত চলিয়া যায়।
তোমার সন্ধ্যা নাচিতে নাচিতে মৃগনাভীতে পরিণত হয়।

আমি যখন তোমার সঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া যাই
তখন আমার দিন রাতে পরিণত হয়।
তেমনি সন্ধ্যার কথা মনে হইলে আমার অবস্থা অস্থির হইয়া যায়।

অন্ধকার সন্ধ্যার সহগামী হইয়া রাস্তা চলা অসম্ভব করিয়া তোলে ।
তোমার সন্ধ্যার বালিশ বিছানা লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রাতঃকাল উদয় হয়।

তোমার সন্ধ্যায় অন্ধকার আনে, তোমার সকালে জীবনের পানি আসে।
তোমার সন্ধ্যার সঙ্গ হইতে জীবনের সঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এ অদ্ভুত প্রাতঃকাল যে স্থায়ী সন্ধ্যাকালে তাহার বসতি হয়।
এ অদ্ভুত সন্ধ্যাকাল যে হাসিভরা প্রাতঃকাল তাহার বাসস্থান।

চন্দ্র ও সূর্য সন্ধ্যা বেলায় তোমার চাকরের মত কাজ করে।
রাত্রি ও অন্ধকার যেন গলা ধরাধরি করিয়া থাকে।

কেউ কি দেখিয়াছে যে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে
কেউ কি দেখিয়াছে যে প্রাতঃকাল সুগন্ধির মধ্যে বাসা করিয়াছে।

তোমার প্রাতঃকাল চাঁদের মত উজ্জ্বল তোমার সন্ধ্যাকাল অন্ধকার।
অন্ধকার রাত্রে তোমার সৌন্দর্য পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

তোমার সুন্দর চেহারার উপর সব সময় কাল পর্দা দিয়া ঢাকা থাকে।
তোমার সন্ধ্যাকাল চুল সকাল বেলায় নাচতে থাকে।

তোমার সন্ধ্যা সূর্যের উপর মৃগনাভীর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছে।
তোমার প্রাতঃকাল মৃগনাভী ও সুগন্ধ ফুল দিয়া তোমার স্থান করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার সন্ধ্যা আম্বরের মূল্যবান সুবাসকে হার মানাইয়াছে
তোমার প্রাণ হরণকারী প্রাতঃকাল যেন শয়তানের কাজ করে।

তোমার সন্ধ্যা মদিনার মাটি দ্বারা নিঃসৃত আছে।
তোমার প্রাতঃকাল তোমার চেহারার উপর ঘূর্ণ্যমান আছে।

হে নবীকুলের রাজা তোমার দরগার মহত্ত্বে
উচ্চতায় ও প্রবলতায় প্রাসাদের মস্তকের উপর উপবিষ্ট আছে।
পবিত্র আলাহতালা এই পৃথিবীতে বালাখানা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে
তাহারই মধ্যে ধর্মের রাজাকে সেই বালাখানার সরদার করিয়া রাখিয়াছে।

হযরত ঈসা তাঁহার নিকট কি করিয়া পৌঁছাইতে পারেন
ধর্মের রাজার ঘোড়া আরশের চারিদিকে দৌড়াইতেছে।

নিঃসন্দেহে সেই লোক আলাহর বন্ধু হইয়া গিয়াছে।
যে মন প্রাণে খোদার দোস্তকে অনুসরণ করে।

নিশ্চয়ই সে হতভাগ্য, যে খারাপ রাস্তায় চলে।

যে নবীর সুন্নত ছাড়িয়া দিয়া শয়তানের পথ বাছিয়া লয়।

তুমি সেই ব্যক্তি যে যুদ্ধের ময়দানে গাছের ডাল ধারালো
তরবারিতে পরিণত হইয়া দুশমনকে কাটিয়া ফেলার কাজ করে ।

তোমার ভালবাসা আমার মধ্যে আগুনের মত কাজ করে।
বিরহ আমার মধ্যে বোমা হইয়া দাঁড়ায় ও তীরের মত কাজ করে।

তোমার বিরহে আমার বুকের মধ্যে বজ্রপাতের মত ক্রন্দন করিতে থাকে।
তোমার অপেক্ষায় আমার চক্ষু দিয়া বারি বর্ষণ হয়।
হরিণের মত আমার বুদ্ধি বিভ্রম হইয়া যায়।

তোমার ভালবাসায় অধীর হইয়া তোমার বিরহে
আমার চক্ষু দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যায়।

সর্বত্র তোমার মিলনের বাতাস বসন্তের মত আগমন হইয়া যায়।
সর্বত্র তোমার বিরহের বন্যা আমার ঘর বাড়ি ধ্বংস করিয়া দেয়।

পর্দার মধ্যে যখন তোমার সৌন্দর্যের তারিফ শোনা যায়
তখন লজ্জায় লুকায়িত চেহারা হযরত ইউসুফের রূপ ধারণ করে।

যখন আলাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজে পৃথিবীর সকলের নাম লিখিয়া দিলেন
তখন সেখানে আমার নাম সৃষ্টির সৌন্দর্যের শিরোনাম হিসাবে লিখিয়া দিয়াছে।

যদিও আলাহ তায়ালা অসংখ্য সুন্দর লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন।
কিন্তু তোমাকে তিনি সুন্দরের রাজা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

যেখানে তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসায় মানুষ বুদ্ধি হারা হইয়া যায়
তোমার সৌন্দর্যের বাক্যে আলাহর দয়ার প্রকাশ পায়।

যেখানে তোমার মুখের কথা বাহির হইয়াছে
সেখানেই সুন্দর হইয়া বাহির হইয়াছে।
যেখানেই তোমার চেহারার ছায়া পড়িয়াছে
সেখানেই চাঁদ হইয়া দেখা দিয়াছে।

কেয়ামতের দিন সবার জন্য কঠিন হইবে কেবল মাত্র যাহারা
নবীর সুন্নত মানিয়া চলিবে তাঁহাদেরই জন্য সেদিন সহজ হইয়া যাইবে।

যখন তোমার প্রেম আমার প্রাণে অতিথি হইয়া দেখা দেয়
তখন এই অতিথি আমার বুদ্ধি বিবেক ধৈর্য আরাম সব নিয়া যায়।

যতক্ষণ আমার প্রাণে তোমার বেদনা

অভিভূত না হয় তোমার বেদনা বৃদ্ধি পায় না।

তোমার বেদনা আমার প্রাণে উপশমের কাজ করে।
যে লোক ধর্মের মধ্যে বেআইনি কাজ করে।

সে ভদ্রবেশে শয়তানের কাজ করে।
খারাপ লোকের ভাগ্যে যদি আলাহর দয়া না আসে

তবুও প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়।
হাসরের দিন দোজখের আগুন সেই হতভাগ্য লোকের উপর পড়িবে।

আমার উপর কেবল বিরহ ব্যথা আসিয়া পড়িবে।
আমার প্রাণ তোমার উপর উৎসর্গ করিলাম আমার প্রতি দয়া কর।

যে আগুনে বিরহ না থাকে তা নিয়া খেলা কর না।
তোমার পদ্য খারাপ লোকের উপর যেন জুলফেকারের সমান
হে ওয়াইসী তোমার পদ্য যেন শয়তানের উপর আলাহর শান্তি স্বরূপ।

গযল ১৬৮

চক্ষু দিয়া তোমাকে দেখার ভাগ্য হয়নি।
আলাহর দেওয়া কান তোমার মত কথাও শোনেনি।

তোমার সুন্দর চেহারার সহিত পৃথিবী উজ্জ্বলকারী চন্দ্রের তুলনা হয় না।
তোমার সৌন্দর্যের সহিত প্রভাতের তুলনা হয় না।

যেখানে তোমার চেহারা দেখা দেয় সেখানে সূর্য অন্ধকার হইয়া যায়
সেখানে তোমার চেহারা দ্বিতীয় সূর্য হিসাবে উদ্ভাসিত হয়।

নার্গিস ফুল তোমার মুখ পানে চাহিয়া দুঃখ করে।
তোমার হিংসায় ফুলের মুখ দিয়া অশ্রু ঝরে।
যখন তোমার চেহারা আরশের চতুর্দিকে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়।
তখন তোমার সুন্দর চেহারা দেখিয়া ফেরেস্তা যেন নিজের আঙ্গুল কামড়াইয়া দেয়।

যখন খাতনের মৃগনাভী আর তোমার বেণীকে সুবাসিত করে না
তখন বাগানের দেবদারু বৃক্ষ তোমার দেহের মত আর চলে না।

তোমার চেহারা দেখিয়া যখন সূর্য নিজের চেহারা আর না দেখায়
আকাশের চাঁদ তোমার চিবুক দেখিয়া আর নিজের মাথা তোলে না।

যখন অসহায় ওয়াইসীর আর কোন স্থান নাই।
যে নিরাশা ভরা ভগ্ন হৃদয় ও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গযল ১৬৯

দেখ তোমার জুলুমে আমার চক্ষু রক্তে ভরিয়া গিয়াছে।
গড়াইয়া পড়া আমার অশ্রু বিন্দুকে মুক্তার মত দেখাইতেছে।

যেই সরদারের প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় আমার চেহারা হইয়া গিয়াছে
আমার অশ্রু লাল রঙ হইয়া গিয়াছে ও অশ্রু ডালিম ফুলের মত হইয়া গিয়াছে।

সেই পাগল প্রেমিকের দেখ প্রতি প্রাতে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে
আমার রক্তের জন্য কমর বাঁধিয়াছে রক্তপায়ী সিপাহীর মত।

যুদ্ধের তরবারি হাতে নিয়া সে আমার রক্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে।
মানুষকে রঙ করিয়া দিয়াছে তাহার মাথা
নরম করিয়া দিয়াছে ও পাগল করিয়া দিয়াছে।

সেই বীর যে রাগ করিয়া দুশমনের যুদ্ধের লাইন ভাঙিয়া দেয় ও অগ্নিবর্ষণ করে।
এবং যে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে মারবার জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার চোখ দেখিয়া মনে হয় ঝগড়ার কেন্দ্র,
তাঁহার রাগ দেখিয়া মনে হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

ফাঁদ ছিঁড়িয়া ফেলাই তাহার কাজ
ও তাঁহার কাজই হইতেছে রক্তপাত করা।

যে বদমেজাজী, অত্যাচারী, জালেম তাহার হস্ত হইতে কেহ নিরাপদ নহে।
যাহার চোখের দৃষ্টি গোটা পৃথিবীকে আবদ্ধ করিয়া রাখে যেন ডাকাত পড়িয়াছে।
মৃগনাভীর মত তাহার ফাঁদ ঠিক যেন জড়ান সর্পের মত।
তাহার মেজাজ যেন চোরের মত উঁকিঝুঁকি চালাইয়া যাইতেছে।

তাঁহার চোখ দিয়া যেন ঝগড়া বাহির হইতেছে।
তাঁহার চিবুক হইতে যেন বিপদ দেখা দিতেছে।
তাঁহার হাত হইতে পুরুষ ও স্ত্রী লোক সকলেই ক্রন্দন ও শোক করিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া মনে হয় পাগলের মত
তাঁহার কথায় যাদু ভরা, তাহার আপাদমস্তক চালাকী ভরা।

প্রাণ বধ করিয়া ও রক্তপাত করিয়া যে খুব হুঁশিয়ার ও বুদ্ধিমান
যে ব্যক্তি তাহার পথে দৌড়ায় ও বক্ষ দৃষ্টিপাত করে।

যে বুদ্ধিমানের মত লাফাইয়া বেড়ায় ও অবশেষে বন্দি হইয়া যায়
ঝগড়া করিতে করিতে পৃথিবীতে ঝগড়া তাহার কাছে সোজা হইয়া পড়ে।

জ্বলা পোরা মধ্য দিয়া তাহার কথা শহর ও গাঁও ছড়াইয়া পড়ে
সে যেন হাবসীর মত চেহারা দিয়া সূর্যের উপর পর্দা ঢাকিয়া দিয়াছে।

এবং মদ্যপান করিয়া তাহার চেহারা লাল হইয়া গিয়াছে।
অল্প কথায় মানুষ দুঃখ-কষ্টে আছে এবং তাহার অত্যাচারে ।

প্রত্যেক লোকে সর্বস্থানে লুকাইয়া আছে যেন সে বিপদে, ভয়ে ব্যতিব্যস্ত।
আমি আমার প্রেমিকের চিন্তায় পৃথিবীর অন্য চিন্তা হইতে অন্যমনা রহিয়াছি।

আমি পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি এবং এখন আর মাথা ঠিক নাই।
তোমার বিরহে আমি মন কষ্টে আছি।
আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া গিয়াছে।

আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে,
প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং পাগল প্রায় হইয়া গিয়াছে।
দুঃখ ভরা প্রাণ ও অশ্রু ভরা চোখ নিয়া আমি রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

বোধ হয় সেই গোলাপের মত চক্ষুকে একবার দেখা পাইতে পারি।
পৃথিবীর সেই রক্ত পিপাসুকে হঠাৎ একবার দেখিলাম।

চক্ষুর দৃষ্টি হাসিতেছে প্রেম দৃষ্টি দেখাইতেছে
ও রক্ত মাখা তরবারি হইয়া আসিতেছে।
দুর্নীতির অশ্ব লম্ফ দিতেছে কস্তুরী মাখা জাল বলিতেছে।
যেন কারো রক্তপাত করিয়াছে উজ্জ্বল চেহারা লইয়া আসিয়াছে।
খুশির সঙ্গে আমার নিকট আস খুশির সঙ্গে ফুলের হাসির মত
খুশি ভরা বাক্য নিয়া খুশির সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আস।

যুদ্ধের তরবারি দ্বারা নিহত হইতেছে হে সত্যের খনি
হে নবীর সৌন্দর্যে সুন্দর প্রেমিকের মত আসিয়াছ।

হে সুন্দর গাওয়া পাখি হে বাগানের বুলবুল

নবীর গান গাহিতে গাহিতে কবির মত আস।

হে মুস্তফা তুমি মানব শ্রেষ্ঠ নবীদের রাজা।
নবীদের বাগানের সরো বৃক্ষ ও চন্দ্রের ঈর্ষাকারী।

তুমি সর্ব প্রথম পথ প্রদর্শক তুমি শেষ নবী,
তুমি সাহায্যকারী তুমি সর্ব শ্রেষ্ঠ চালক।

তিনি হইতেছেন সূর্য, আমরা ছোট ছোট
তারকার মত তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মত।

তিনি আলাহর আরশের উর্ধ্বে আর আমরা নীচে থাকি,
তিনি ফুলের মত আমরা কাঁটার মত।

তিনি প্রাণের মত আমরা সারা পৃথিবী তাহার দেহের মত,
তিনি হইতেছেন প্রাণ ,পৃথিবীটা হইতেছে দেহ
তিনি হইতেছেন মুক্তা, পৃথিবীটা মুক্তার খনি।

তিনি হইতেছেন আসল জিনিস পৃথিবীটা হইতেছে চামড়া,
তিনি ভালোর জন্য আসিয়াছেন।

আমরা কণিকা, তিনি সূর্য, আমরা কাঁটা মাত্র।
তিনি মেঘমালা, তিনি জীবনের পানি আমরা মায়া জাল,
তিনি জীবনের জয়গান গাহিয়া আসিবেন।

তাঁহার চেহারা সূর্যের মত তাঁহার চুল সুগন্ধ রাত্রির মত।
তাঁহার স্বভাব প্রাতঃকালের মত।
তাঁহার বীরত্বপূর্ণ চেহারা নিয়া তিনি আসিতেছেন।
তিনি অপরিবর্তনীয় আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই তাঁহার কোন জুড়ি নাই।
তিনি অতুলনীয় মুক্তা খোদ খোদা তাঁহাকে খরিদ করিতে চায়।

দয়া দাক্ষিণ্য ও দানশীলতায় তিনি আলাহর দয়ার বহিঃ প্রকাশ
এবং তাঁহার দয়ার কারণে সমুদ্রে লবণাক্ত রূপের মাঝে মুক্তা আসিয়াছে।

বলহে তোতা পাখির কণ্ঠ হৃদয় গ্রাহীদের মনের বাদশা
তোমার গানে এমন কিছু গাও যাহাতে প্রেমিক হৃদয়ের কথা আসে ।

এস হে আনন্দঘন মনে প্রকাশিত তা নিজ জবানে
তাঁহার প্রশংসায় বিশ্বের প্রাণ দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহীর মত।

চতুর্দিকে বাগানের পাখিরা সুন্দর সুন্দর গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে।
যখন তোতা পাখির পাখার মত আমিও সুখে ছিলাম
তখন বাগান সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল।

বাগান চতুর্দিকে সুগন্ধ ফুলে ফুটিয়াছিল ঠিক যেন প্রেমিকের মুখের যত
বাগানের মধ্যে বসিয়া ফুল তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

বুল বুল পাখি পাগলামীর মত মাতাল হইয়া আসিতেছে
সব লোকেরা বাদ্য ও বাঁশি দিয়া এবং মদের পাত্র দিয়া আমাকে খুশি করে

এবং দুখের দিন ভরিয়া দিতেছে প্রিয়ার ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া।
রুচিশীল পুরুষের মধ্যে মুক্তার মত বিছানার দিকে দেখ।

তাহার এ বিছানার রঙ তাম্র বর্ণের মত দেখা যাইতেছে।
মরুভূমি আনন্দে ভরিয়া যায় আর সেই আনন্দে প্রাণ উৎফুল-হইয়া উঠে।

প্রেমিক যখন প্রেমিকার পথে আসে তখন আনন্দে ভরিয়া যায়
ফুল হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে বুল বুল পাখি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নদীর ধারে সরো বৃক্ষে ঘুঘু পাখি গাহিতেছে।
প্রাতঃকালীন বাতাস সুন্দরভাবে বাহিতেছে
সুগন্ধ মেশকের বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

মনে হয় যেন বাগানের বাতাসে বেহেস্তের বাতাস বহিতেছে।
দুঃখের মেঘমালা সর্বদা তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত থাকে।
যখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের প্রেমিক কাঁদিতে কাঁদিতে আগমন করে।
যখন আমার চোখ দিয়া মুক্তা ঝরে এবং বক্ষ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়।

আমার মত বিরহ ব্যথায় দগ্ধমন দেখিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে।
যখন আমার চক্ষু দিয়া নবীজীর বিরহে ।

অতিরিক্ত দুঃখ শোকে সর্বদা অশ্রু ঝরে।
নবী হইতেছেন মানব শ্রেষ্ঠ সারা পৃথিবীর বাদশাহ তিনি।

দুঃখ-দুর্দশা রোধকারী এবং সকল ভেদের অধিকারী আসিতেছেন
তিনি বিচার ও ধর্মের রাজা এবং শ্রেষ্ঠ রাজ্যের বাদশা।

যত ভাল জিনিস আছে তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই পবিত্র বাদশাহ আসিতেছে।
সূর্যের মত শ্রেষ্ঠ প্রেমিক চন্দ্রের মত সুন্দর।

পূর্ণিমার চাঁদ ও তারকা যাহাকে ঈর্ষা করে সেই আলোর রাজা আসিতেছেন
তিনি আলাহর ওহী বহন করিয়া আসিয়াছেন এবং ইসলামের পতাকা বাহী।

তিনি পবিত্রতার আশ্রয়স্থল এবং সমস্ত কাঁটা ফুল হইয়া আসিয়াছে।
নবীগণের মাথার মুকুট ওলীগণের পথপ্রদর্শক ।

সূফীগণের সাহায্যকারী তিনি চোখের গ্রন্থি হইয়া আসিতেছেন।
তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও দুই জাহানের বিশেষ ব্যক্তিত্ব
এবং মানুষ ও জীনের মধ্যে গৌরব তিনিতো সকল জ্যোতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তিনি হইতেছেন রাজাদের মুকুটের মুক্তা মহতের চোখের মণি।
তিনি মানুষের চোখের জ্যোতি, তিনি মহতের প্রাণ স্বরূপ, তিনি আসিতেছেন।

প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি প্রধান সকল সৎ লোকের মধ্যে তিনি সৎ।
সমস্ত বড় লোকের মধ্যে তিনি প্রধান সকল ভেদের অধিকারী আসিতেছেন।
তিনি মুকুটের সৌন্দর্য প্রাণের মাঝে তিনি নিশান।

তিনি বাগানের ফুল, পাপ মোচনকারী ও অনুগ্রহকারী আসিতেছেন।
তিনি রাজাধি রাজের মাথার মুকুট, শাহান শাহের চোখের মণি

তিনি সৌন্দর্যের মাঝে মায়াবী ,তিনি সুন্দর গালের তিলক
তিনি প্রাণের মুক্তা, প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর স্বাদ পানি ।
তিনি আলাহর আরশের নবী, তিনি ফুলের চক্ষু হইয়া আসিতেছেন।
তিনি সুন্দর প্রেমিক তাঁহার প্রেম অতুলনীয়।
তিনি অতুলনীয় পথের প্রেমিক খোদ খোদা তাহাকে খরিদ করিতে চান।

গযল ১৭০

বন্ধুর খুশি মাখান পত্রের পত্র আসিতেছে
মনে হইতেছে যেন মন্দির হইতে মাতাল আসিতেছে।

বিজয়ের সুসংবাদ পকেটে নিয়া খুশি করিতে করিতে আসিতেছে
মুখে হাঁসি ফুটাইয়া আমার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে।

আমার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে খুশির চোটে
তাহার মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া গিয়াছে
বলিল সেই পত্রটা পড় কেননা ইহাতে বিজয়ের সুসংবাদ আসিয়াছে।

পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্র লইলাম ও আনন্দিত হইলাম।
আমার বন্ধু খুশি করিতে করিতে আমার নিকট আসিতেছেন।

ঠিক যেন আলার প্রশংসাপত্র লইয়া আসিতেছে।
সেই শত্রু যে মিছামিছি ঝগড়া জিয়াইয়া রাখে।

এখন সে আলাহর দোয়ায় লাল চেহারা লইয়া আসিতেছে।
যখন সংবাদ বহ আমাকে এই খবর দিল তখন আমি লাফাইয়া উঠিলাম।

গযল ১৭১

তোমার সুন্দর চেহারা চন্দ্রের সমতুল্য।
চাঁদের চেহারার উপর তুমি যেন কস্তুরীর গন্ধযুক্ত রেখা।

যদি সেই ভাগ্যবশতঃ আমার দৃষ্টি তোমার চেহারার উপর পড়ে
তোমার বিচ্ছেদের বিরহে আমি জ্বলিয়া যাই নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।

হে খোদা যতক্ষণ তোমার চেহারার আয়নায় তোমার সৌন্দর্য দেখা যায়।
মানব কুল তোমার বিরহে প্রাণ নবাবের মত জ্বলিয়া যায়।

তোমার সুন্দর চেহারা দেখিয়া লজ্জাবশতঃ সূর্য
প্রতি সন্ধ্যায় মুখ লুকাইয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকে।

তুমি পবিত্র আলাহর আলোর ভাণ্ডার।
আর সেই কালের ভাণ্ডারের দরজা হইতেছেন হযরত আলী ।

তোমার উজ্জ্বল চেহারার ছায়া যেখানেই পতিত হয়
তাহার প্রতিটি কণা হইতে যেন সূর্য বিচ্ছুরিত হয়।

যখন সূর্য তোমার চেহারার রেখাসমূহ দেখে
তখন লজ্জায় কলম ভাঙিয়া ফেলিয়া বলে এরকম জিনিস আর দেখা যায় না।

আলাহর হুকুমে যখন তোমার চেহারা তৈয়ার হয়
তখন সে ঈর্ষায় কলম ভাঙিয়া ফেলে বলিয়া উঠে
এই লকবের কোন তুলনা নাই।

যখন লোকে আমাকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে এ কে ?
কেউ বলিল না যে এ পাগল ওয়াইসী পড়িয়া আছে।

গযল ১৭২

দুঃখিত ও বিভ্রান্ত তাহার চেহারা বৃদ্ধার মত দেখাইতেছে।
অসহায় ও ভগ্ন হৃদয়ও দুঃখ ভারাক্রান্ত।
যদি আজর তোমাকে দেখিত তাহা হইলে ঠাকুরকে ধিক্কার দিয়া বলিত।

এবং আশ্চর্য হইয়া বলিত ইহা খোদার অপরূপ সৃষ্টি
তোমার মুখের কথার অনুরাগে আমার দুই চক্ষু দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

কখন রোম দেশের মুক্তা, কখন ওমান দেশের মতি
প্রিয়ার শোকে আমার বুকের রক্ত মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

কখন বদখশানের মুক্তা হয়, কখন রোম দেশের মতি হয়।
তুমি আলার সেই কীর্তি যাহা তিনি সর্ব প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেইটিই প্রথম প্রমাণ তোমারই যাহা তিনি তুলনাধীন করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন।
তুমি সুন্দর প্রিয় আলোময় ঠাণ্ডা মেজাজও পবিত্র ।

সুন্দর উজ্জ্বল আলো মস্তক তুমি আলাহর নূর।
তোমার চেহারা সুগন্ধ যুক্ত তোমার দেহ বাগানের মত
তোমার জিহ্বা লাল ফুলের থোকার মত ।

তোমার দুটি চোখ নার্গিস ফুলের মত
তোমার সৌন্দর্য ফুল বাগানের মত, তোমার বক্ষস্থল চন্দ্রের মত,
তোমার ঠোঁট ফুলের মত, তোমার দাঁতগুলি মুক্তার মত।

সৌন্দর্যে তুমি সুন্দরের খনির মত
তোমার চেহারাকে রায়হান ফুল বলিয়া ভক্তি।

তোমার বাগানের ঘাস আর কোথায় রায়হান ফুলের রেখা।
আমি একথা বলিয়া খুব অন্যায় করিয়াছি যে তোমার দেহ দেবদারুসম।

কোথায় স্বর্গের তুবা বৃক্ষ আর কোথায় বাগানে সরো বৃক্ষ ।
সূর্যের মত সুন্দর তোমার চেহারার সঙ্গ রাত্রির চাঁদের তুলনা হয় না।

আলো বিচ্ছুরিত সূর্যের সহিত রাত্রির চেরাগদানির তুলনা হয় না।
পৃথিবী উজ্জ্বলকারী তোমার চেহারার সঙ্গে কি সূর্যের তুলনা হইতে পারে ?

আলাহর নূরের সহিত কি রাতের জোনাকীর তুলনা হইতে পারে ?
পৃথিবীর সুন্দর লোকের তোমার সহিত কি তুলনা হইতে পারে ?

কোথায় আলার দোস্ত আর কোথায় মানুষের বন্ধু।
ওয়াইসী বাসনা করে তোমার পথের মাটি দিয়া তাহার সিংহাসন তৈয়ার করিতে।

যদিও সামান্য পিপীলিকা হযরত
সোলেমানের সিংহাসন মাথায় করিয়া ধরিয়া রাখে।

গযল ১৭৩

তোমার আপাদমস্তক প্রেম ও আলো ভরা।
আমাকে আর কতদিন বিচ্ছেদের অনলে দহন করিবে।

তুমি আবেহায়াতের উৎস এবং আলাহর রহমত।
তুমি আলাহর আলো ও সুন্দর পোষাক পরিহিত ।
মানুষের মধ্যে ও হুরদের মধ্যে তোমার কোন জুড়ি নাই।
তুমি ভালবাসা ও আলাহর নূরে পূর্ণ।

কখনও আমার প্রাণে শক্তি দাও কখনও আমার শরীর হইতে শক্তি কাড়িয়া নাও।
তাহার বিচ্ছেদ ব্যথার কারণে ও লুকায়িত ভাবের কারণে।

সূরা আল ফাজর হইল তোমার নূর আর সূরা আস শামস তোমার চেহারা

আস সুবহ হইল তোমার চরিত্র আর আল লাইল হইল অন্ধকার দূরকারী।

আমাদের চেহারার ভালবাসা আমাদের বক্ষে চিৎকার
আমাদের মজলিসে সোচ্চার এবং আমাদের দ্বীনের সব স্থানেই আলো দেখা যায়।

আমার দুই চোখ দিয়া তোমার দর্শন লাভ করিব এই আশায় বসিয়া আছি।
যদি তোমার দর্শন না পাই আমার তাহা শোকানু হইয়া সহাই ভাল।

আমি হইতেছি দেহ, তুমি হইতেছ প্রাণ, তুমি চক্ষুর অন্তরালে আছ।
যদি তোমাকে অন্তর দৃষ্টিতে দেখিতে পাই
তাহা হইলে বাহ্য দৃষ্টি দিয়া আর কি দেখিব ?

তোমার দেহ তোমার প্রাণ অপেক্ষা
সূক্ষ্মকালের দৃষ্টিদান সহ্য করিতে পারে না।

আমা হইতে তুমি লুকাইয়া আছ এটা একটা ছলনা করিয়া।
আলাহর নূর হইতেছে তোমার সৌন্দর্য তোমার বিচ্ছেদ আগুনের মত।

তোমার সঙ্গে মিলন দিনের মত, তোমার বিচ্ছেদ অন্ধকার রাত্রির মত।
তোমার দেহ ফুল বাগানের মত, তোমার চেহারা গোলাপ ফুলের মত।

তোমার চিবুক আলোর মত, লাল ফুলও তাহাকে হিংসা করে
তোমার ভ্রূ ধনুকের মত তোমার চোখের পাতা তীরের মত।

তোমার চক্ষু মুকুটের মত এবং তাহা দিয়াই তুমি সব জয় করিয়া থাক।
আমার প্রাণ তোমাকে চায় আমার চক্ষু তোমাকে খোঁজে।

যে প্রাণ তুমি পছন্দ কর যে পথ তুমি বাসনা কর
তোমার তিল মৃগনাভীর মত সুগন্ধ, তোমার কুন্তল নার্গিস ফুলের মত।
তোমার শরীর পাইন বৃক্ষের মত তুমি সর্ব প্রকার দোষ মুক্ত।
ওয়াইসী তোমার বিরহে কখনও শোক করিতেছে কখনও কখনও ক্রন্দন করিতেছে।
একবার তাহার মাথার উপর আস, কারণ তুমি অহঙ্কার হইতে বহু দূরে।

গযল ১৭৪

নিশ্চয় তুমি চন্দ্রের মত তোমার মুখ দিয়ে মুক্তা ঝরে।
উজ্জ্বল তুমি.চাঁদের মত তাহার আলোতে প্রাণ সঞ্চার করে।

তাঁহার দুটি কুন্তল সুবাস যুক্ত।
তাঁহার চোখ দুটি নার্গিস ফুলের মত।

তাঁহার চেহারা বাগানের মত।
তাঁহার দেহ সরো বৃক্ষের মত।
আমি তাঁহার চেহারা সহ্য করিতে পারিতেছি না।

আমাকে আর উপদেশ দিও না।
সে আমার চোখের জ্যোতি আমার মুখের সে সৌন্দর্য ।

তাঁহার চেহারা প্রাণ আনন্দদায়ক তাঁহার দৃষ্টি প্রাণহরণকারী
তাঁহার চেহারা লাল রঙের। তাঁহার মুখের ভাষা প্রবহমান হইয়া যায়।

পৃথিবীর তুমি গর্ব আকাশের তুমি সূর্য।
ফেরেস্তাদের তুমি খোদা মানুষের তুমি প্রাণ।

তোমার সুন্দর চেহারার উপর সূর্যের ছায়া পড়িয়াছে।
তুমি বলিবে যেন সূর্যের উপর চাঁদর টাঙানো হইয়াছে।

তুমি আলাহর দোস্ত নবীদের সৌন্দর্য
আউলিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি পৃথিবীর সকলের প্রাণ।

যখন ওয়াইসী তাঁহার বিরহে সকাল সন্ধ্যা এই ভাবে কাটে।
আমার প্রাণ দিয়া অশ্রুপাত হয় যেন দুই চক্ষু দিয়া মুক্তা ঝরিতেছে।

গযল ১৭৫

এই যে আমার চক্ষু আছে তাঁহার অশ্রু বাদশার চেয়েও ভাল।
তাঁহার প্রত্যেক অশ্রু বিন্দু যা গড়াইয়া পড়ে তাহা মুক্তার চেয়েও উজ্জ্বল।

তোমার মুখ দিয়া যে লালা (মুক্তা) ঝরে তাহা আবেহায়াত শুকাইয়া দেয়।

তোমার উজ্জ্বল চেহারা বাদল ভরা সূর্যের চেয়েও উত্তম।

যেখানে তোমার সৌন্দর্য প্রকট হইয়া দাঁড়ায়
মনে হয় যেন হযরত ইউসুফ কুয়ার মধ্যে পড়িয়াছে।

যেখানে তোমার সৌন্দর্য দেখা যায় সে যেন উজ্জ্বল চাঁদের চেয়েও উত্তম।
হে প্রিয় যেখানে তুমি আছ সেখানে যদি আমার প্রাণ চলিয়া যায় সে ভাল কথা।

হে প্রেমাস্পদ তুমি যেখানে আছ সেখানে যদি
আমার প্রাণ জ্বলিয়া কাবাব হইয়া যায় সেই উত্তম ।

তোমার সৌন্দর্যের দর্শন লাভ যদি নাই হয়
আমার আলোহীন চোখের জলে যদি অশ্রু ভরিয়া থাকে সেটাই উত্তম।

তোমার ধূসর মণির স্থলে মুক্তার কোন মূল্য নাই।
তোমার চোখ যেখানে পড়ে তাহা মদের দোকানের চেয়ে উত্তম।

যদি তোমার সুন্দর চেহারা দেখিতে পাই আমরা পাগল হইয়া যাই।
তোমার সুন্দর চেহারা যাহা পর্দার আড়ালে সুন্দরীদের চেয়েও উত্তম।

তুমি একবার আমার মাথার উপর দিয়া হাঁট
তাহা হইলে আমি তোমার পায়ে ঢালিয়া দিব
মুক্তাসম তোমার অশ্রুধারা যাহা শ্রেষ্ঠ মুক্তা হইতেও উত্তম।

পৃথিবী একটা মরীচিকার মত হে আমার প্রাণ
তুমি এই মরীচিকার উপর দিয়া চলিয়া যাও।

আলাহর বন্ধুর প্রেম এই মরীচিকার চেয়েও উত্তম।
যখন পৃথিবী সৃষ্টির সময় তোমার চেহারা তৈয়ার হইল।

হে প্রিয় যদি তোমাকে আমি সিজদা করি সেটাই উত্তম।
আমার সারা জীবনের স্বাদ একবারও পূরণ হইল না।
আমি তাঁহার সঙ্গে যতই বন্ধুত্ব করি না কেন তাহা স্বপ্নেই থাকিয়া যায়।
যদি বন্ধু আমার সহিত বন্ধুত্ব করিল না তখন ওয়াইসী বন্ধুহীন হইয়া গেল।

আমার চক্ষু বহিয়া গলিত মুক্তা ঝরিতে লাগিল এবং সেটাই উত্তম
যখন ওয়াইসী সেই সুন্দর রাজার দর্শন লাভ করিতে পারিল না
তখন চোখ দিয়া যদি মুক্তা ধারা বহিয়া যায় সেটাই উত্তম।

গযল ১৭৬

আমি তাহাকে বলিলাম, যদি তুমি মানুষ হও তুমি বাজার করিয়া থাকিবে।
যদি তুমি নুহের মত হও তাহা হইলে বন্যার বিপদের মধ্যে থাকিবে।

হযরত ইউসুফের সাথে চন্দ্রের তুলনা হয় না
যদি জেল মাথায় বাস করিত তাহাকে ইউসুফ বলিয়া ডাকিতাম।

হযরত মুসাকে আলাহর দোস্তের মত দেখাইত না
হযরত মুসা যদি তুর পাহাড়ের উপর দাঁড়াইত।

হযরত ঈসাকে আমি নিঃসন্দেহে বলিতাম।
যদি হযরত ঈসা আরশের চারিদিকে ঘুরিতেন।

আমার চাঁদের সঙ্গে কখনও উজ্জ্বল সূর্যের তুলনা হয় না।
যদিও আমার সূর্যকে উজ্জ্বল সূর্যের মত দেখাইত।

দেখ আমার সূর্য কখনও উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদের মত হইতে পারে না।
যদিও সে পূর্ণিমার চাঁদের মত হয় তাহার মধ্যে দাগ থাকে।

আমি তাহাকে সূর্য বলিয়া ডাকি ও চন্দ্র বলিয়া থাকি
যদিও সূর্য ও চাঁদ আলোর খনি।

আমি তাহাকে কখনো সূর্য ও কখনও চন্দ্র বলিয়া ডাকি,
যদিও সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই আলো বিকিরণ করে।

আমার চন্দ্র কখনো থাকে না যদিও তাহা পূর্ণিমা হয়
পূর্ণিমার হইলেও তাহাতে অসম্পূর্ণ দাগও থাকে।

তুমি এমন চাঁদ যাহাতে সুরুজ স্নান পূর্ণতা প্রাপ্ত
তাহাতে রহিয়াছে রংধনুর মত বাঁকা অবয়ব যাহাতে আছে ধনুকের জ্যা
মুহূর্তে যে কোন লোককে আঘাত করিতে পারে ।

যদিও তাঁহার উচ্চতা সরো বৃক্ষের মত ও তাঁহার দেহ বৃক্ষের মত
যদিও তাঁহার সরো বৃক্ষ ও বৃক্ষ উক্ত সূর্যের মত আলো বিতরণ করে।

গযল ১৭৭

তোমার সুন্দর চেহারা সেই দৈর্ঘ্যের পরাকাষ্ঠা।
হে সুন্দর শ্রেষ্ঠ তোমার বিরহে আমি প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি।

সৌন্দর্য তোমার আপনা হইতে আসে নাই।
পৃথিবীর বৃত্তের মধ্যে তুমি অতুলনীয় একটি বিন্দু।

হে আমার অজস্র কল্পনার মধ্যমণি
তোমার কল্পনাই আমার উন্মাদনার নিত্যসাথী।

তোমার আলোচনা করাই আমার সঙ্গী ময়দানেও নিভৃত
তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমার দিবস অন্ধকার হইয়া পড়ে।

এবং তোমার দর্শন লাভে আমার রাত্রি দিনের মত আলোকসম হইয়া উঠে।
তোমার ডাকে প্রাণ উৎসর্গ করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

তোমাকে একনজর দেখিতে পাইলেই আমার চক্ষু ধন্য হইয়া যায়।
তোমার বিরহ ব্যথায় আমার প্রাণ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে তুমি একটু দয়া কর।

বিপদ মুক্ত হইয়া যাইব এই তোমাকে একবার দেখিলে তোমার আগ্রহের
প্রেমের আগুনে আমি জ্বলিয়া যাইতেছি পুনঃ ঠিক হইয়া যাইতেছি।

এখন আমি অক্ষমতার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি
তোমার ললাটের ছবি প্রাণ সমূহে যেন মাটিতে সবুজের আগমন
তোমার ঠোঁটের পাশে যেন ঈসামসীর সব ফুৎকার বিলাপ।

তোমার পদ চুম্বনের জন্য আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত
সুযোগ দাও তোমার পায়ে আমি সেজদায় লুটাইয়া পড়ি ।

তুমি কত সুন্দর, তোমার প্রশংসায় আমি বেকারার হইয়া গিয়াছি।
তুমি আমার বুদ্ধির অগোচর ও প্রশংসার ঊর্ধ্বে।

হে সুন্দরের রাজা তোমার বিরহ ব্যথায়
বেচারা ওয়াসীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

কাসিদা ১৭৮

আমার বন্ধুর চেহারা আয়না কিংবা উজ্জ্বল চুলের মত,
কিংবা তোমার সুন্দর ঢালের উপর প্রাতঃকালীন সুর্যের মত।
তুমি যদি সূর্য না হইবে তবে এত সুন্দর কেন
আর যদি চন্দ্র না হইবে তাহা হইলে এত তীব্র হইলে কি করিয়া।

যদি তুমি চন্দ্র না হইবে তবে এত খুশি ভরা দেখাইতেছে কেন।
যদি তুমি সূর্য না হইবে তবে রাত্রির পর্দা ধারণ কর কেন।

যদি তুমি চন্দ্র না হইবে তবে বিছার মত চেহারা ধারণ করিবে কেন ?

যদি তুমি সূর্য না হইবে তবে মেঘের মধ্যে থাক কেন ?

যদি তুমি চাঁদ না হইবে তবে রাত্রি তোমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে কেন ?
যদি তুমি সূর্য না হইবে তবে চাঁদকে আলো দাও কেন ?

যদি তুমি চাঁদ না হইবে তবে চাঁদের মত চেহারা কেন ?
যদি তুমি সূর্য না হইবে তবে সূর্যের মত মুখ কেন ?

তুমি যদি সূর্য না হইবে তোমার চক্ষু দিয়া কেন আলো বাহির হইতেছে
যদি তুমি চন্দ্র না হইবে তোমার চেহারা আলোর মত গোল কেন হবে ?

তোমার কুন্তল দিয়া সূর্যের উপর সুগন্ধ যুক্ত চাদর ফেলা হইয়াছে।
তোমার রেখা দিয়া চাঁদের চারিধারে সুগন্ধ রেখা টানা হইয়াছে।

কখনো তোমার ভাঁজ করা চুল দেখিয়া মনে হয় যেন খাতানের লাট সাহেব।
সময় সময় তোমার চেহারা দেখিয়া
মনে হয় যেন রোম সাম্রাজ্যের ও কাশ্মীরের রাজা।

সময় যখন তোমাকে হাবসিদের মধ্যে দেখা যায়,
কখন কখন তুমি হাবসিদের মধ্যে বাস কর,
কখন করবাসীদের দেশে বসবাস কর।

সময় সময় চাঁদের মত আমাদের চেহারা চমকাইয়া দাও।
সময় সময় সূর্যের মত আমাদের চেহারায় আলো প্রদান কর।

কখনো আবার তোমার আবর্তনে নক্ষত্রের সাথে গ্রহকে যেন ঘুরাও
কখন কখন তোমার চেহারা হইতে চন্দ্র ও সূর্য প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কখন কখন তোমার ঠোঁট হইতে মুক্তার খনির চেহারা দেখা যায়।
সময় সময় তোমার দুটি চোখ দেখিয়া
মনে হয় যেন তুর্কী যোদ্ধাদের সিপাহী শালা।

সময় সময় তোমার দুটি কুন্তল দেখিয়া মনে হয় যেন কাল কাফেরের মত,
কখন কখন তোমার সৌন্দর্য দেখিয়া মনে হয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
সময় সময় তোমার সুন্দর চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন উজ্জ্বল সূর্য।
তুমি অদ্ভুত চন্দ্র যেন চীন দেশের সিপাহীর মত।

তুমি অদ্ভুত সূর্যের মত যেন কৃষ্ণকায় নিগ্রোর মত।
তুমি অদ্ভুত সূর্য কারণ রাত্রি তোমার বন্ধু।

তুমি অদ্ভুত চন্দ্র কারণ সূর্য তোমার সমকক্ষ।
তুমি চন্দ্রের সম অদ্ভুত কারণ তুমি নার্গিস ফুলের মত।

তুমি সূর্যের মত অদ্ভুত কারণ তোমার পর্দা ভিজা কুন্তলের মত।
তুমি চাঁদের মত অদ্ভুত ও সরো বৃক্ষের মত।

তুমি সূর্যের মত অদ্ভুত কারণ তুমি পাইন বৃক্ষের ফলের মত।
তুমি চন্দ্র তুল্য তুমি চোরের খপ্পরে পড়িতে গেলে কেন ?

তুমি সূর্যের মত কেন ? তুমি সূর্যের মত
তুমি তারকার ফাঁদে পড়িতে গেলে কেন।

তুমি সূর্য ও চাঁদ কেমন করিয়া হইলে সেই আশ্চর্যের কথা
কতই কাল জিনিস দেখিলাম যে এই উভয়ের চেয়ে তুমি কত কাল।
তুমি যদি চাঁদ হও চাঁদও এরূপ আলোময় হয় না।
যদি তুমি সূর্য হও তাহা হইলে সূর্যত এরূপ কথা বলে না।

যদি তুমি চাঁদ হও চাঁদেরও এরকম নেশা ভরা চোখ হয় না।
আর যদি তুমি সূর্য হও সূর্যেরও এরকম সুগন্ধ কুন্তল হয় না।

সূর্যের উপর কি কেউ সুগন্ধ তিল দেখিয়াছে।
চন্দ্রের চতুর্দিকে কেউ কি সুগন্ধ রেখা দেখিয়াছে ।

তোমার চিন্তা হইতে মনে হইল যে তুমি অনেক বুদ্ধি রাখ।
এর দুটোর মধ্যে একটাও তুমি নও।

জানা আছে যে নবীর সৌন্দর্যের আলো
তাহা বুদ্ধির অগোচরে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

ধর্মের রাজা আলাহর বন্ধু সূর্য তাঁহার নূরের উপর পর্দা হইয়া আছে।
হে দোজাহানের বাদশা আলাহর দোস্ত হে শ্রেষ্ঠ মানব
আমার ভাগ্য হত অবস্থার প্রতি একটু দয়া কর।

তাঁহার পদ মর্যাদার সঙ্গে সূর্যের তুলনা হয় না।
তাঁহার বাসাতে চাকরের মত কাজ কর।

হে দুনিয়ার বাদশাহ আমি তোমার গোলাম হইয়াছি।
বাদশাহের কর্তব্য হইতেছে গোলামের তত্ত্বাবধান করা।
এই পৃথিবীতে তোমার শরীর অতুলনীয়।
তুমি নিজস্ব মুক্তার মত তুমিও দ্বিতীয় মতির মত।

পৃথিবীর বাগান ধ্বংস হইয়া যাইত
যদি তোমার দয়ার হাত প্রসারিত না হইত।

তুমি দুই পৃথিবীর সরদার কারণ সৃষ্টির দিনে
আলাহ তায়ালা তোমাকে দুই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

তোমার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা তোমার উচ্চতার জ্ঞান বুদ্ধির ঊর্ধ্বে।
কারণ তোমার শ্রেষ্ঠত্ব বিবেক ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে।

হযরত ইউসুফ মাটি হইতে তৈয়ার ও তুমি আলাহর নূর হইতে তৈয়ার।
মাটি ও নূর কখন সমান হইতে পারে না।

অন্যান্য পয়গম্বরগণ কেমন করিয়া
পদ মর্যাদায় তোমার সমকক্ষ হইতে পারে।

তাহারা সকলেই পয়গম্বর হইতেছেন
আর তুমি পয়গম্বরগণের মোহর (শেষ পয়গম্বর)।

যদিও আকাশে ফেরেস্তার পরই তারকার স্থান
আকাশে উচ্চতায় ও মহত্বে সূর্যের পরই আপনার স্থান।

সকল আকল ধারীর আকল যদি তোমার পূর্ণতায় পৌঁছাইতে চায়
মহাসমুদ্রে একটি পিপীলিকাও যতটুকু নিতে পারে ততটুকুও নেওয়া সম্ভব নয়।

গযল ১৭৯

হে আলাহর নূর যদি আমি তোমার দর্শন না পাই।
তাহা হইলে আমার চোখের রৌশনি নিয়া কি লাভ হইবে।

হায় হায় কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বিরহ , দুঃখ ও ক্লেশ
ইহা হইতে কত দুঃখ কষ্ট বেদনা ও আফসোস বেশি হইতে পারে।

তোমার সৌন্দর্যের পর্যায়ে কে পৌঁছাইতে পারে ?
আলাহ সৌন্দর্যের সীমা তোমাতেই শেষ করিয়া দিয়াছেন।

তোমার সূর্যের মত উত্তম চেহারা সকলকেই আলো দান করিয়াছে।
বড়ই দুঃখ যে তুমি আমার চোখের সামনে আসিলে না।
তোমার রূপ দেখিয়া আমি হইয়াছি পাগল।
এই গরিবের প্রাণকে আর কত দিন পাগল করিয়া রাখিবে।

হে আলাহর রহমত তোমার আপাদমস্তক আলোময় হইয়া আছে।
কি কারণে আমার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করিতেছ না।

যখন হইতে তোমার মাথার চুলের পাগল হইয়া গিয়াছি।
তোমার খোঁজে পাগল হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

ওয়াইসী তোমার বিরহ ব্যথায় নিজের প্রাণের রক্ত দান করিতেছে।
আহা এই প্রাণের রক্ত দুঃখের পেয়ালার পরিমাপ করিতেছে।

গযল ১৮০

তাঁহার রেখা কি সুন্দর মৃগনাভীর সুগন্ধ যুক্ত।
কি সুন্দর চেহারা আলাহর দোস্তের।

তোমার প্রাণ হরণকারী সৌন্দর্য।
আমি নিভৃতে দুঃখের কাহিনী লইয়া আছি।

আমার কাজ হইতেছে দুঃখ নিয়া পড়িয়া থাকা।
হতাশা, ক্রন্দন, অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্ট লইয়া।

আমার জন্য তাঁহার পদধূলি লইয়া আস
হায় কোথায় সেই নব বসন্তের বাতাস।

সারা পৃথিবী তোমার চক্ষুর শিকার।
পৃথিবীতে হরিণ শিকারি কে দেখিয়াছে।

তোমার দুইটি কুন্তল আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে
আমার নিশ্চিন্ততা হইতেছে তোমার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

হে বুলবুল তুমি অনর্থক গণ্ডগোল করিতেছ।
কেমন করিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয় পতঙ্গের নিকট শিক্ষা কর।

দুই দুনিয়ার সুন্দরগণের দানের মধ্যে।
আলাহ তোমাকেই মুকুট মণি করিয়াছে।

আমি অসহায় হে আমার দুঃখ হরণকারী।
আমার দুঃখ হরণ করিবার জন্য একবার আস।
আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি তোমার বিরহে আমি ওষ্ঠাগত হইয়া গিয়াছি।
তুমি পছন্দ কর না যে আমার প্রাণে কষ্ট পাক।

তোমার সুন্দর চেহারা দেখার আকাঙ্ক্ষা
এই কাজই আমার দুই চক্ষুর কাজ।

দিলের আমার কাজ হইতেছে হায় হায় করা ও ক্রন্দন করা।
আমার পেশার কাজ হইতেছে তারকা গণনা করা।

পৃথিবীর বাগান ধ্বংস হইয়া যাইত।
যদি তোমার প্রেমের ছুরিতে পানি সিঞ্চন না করিত।

যদি তাতারি তোমার মৃগনাভীযুক্ত সৌন্দর্য দেখিতে পাইত
তাতারি সুগন্ধি দিয়া তোমার প্রাণটা জড়াইয়া ফেলিত।

ওয়াইসী তোমার মুখের কথা ব্যবিলনের যাদুর মত।
এই যাদু আর কাহারও কোন কাজে লাগে না।

গযল ১৮১

তোমার সৌন্দর্য ও প্রেম সূর্য ও মুসতারির (তারকার) ঊর্ধ্বে।
মুসতারি তোমার উপর উৎসর্গীকৃত।

তুমি সূর্য সে বুধ গ্রহের জন্য উৎসর্গিত
দিন দুনিয়ার মালিক আলাহ তোমার খরিদ্দার
কেনানের সূর্য (হযরত ইউসুফ) কেমন করিয়া তোমার সমকক্ষ হইতে পারে?

যদি কোন বোকা লোক তোমার সমকক্ষ হইতে চায়
তোমার সৌন্দর্য ও মূল্য পৃথিবীর সকলের শ্রেষ্ঠ।

তোমার গৃহের ধূলিকণা চন্দ্র সূর্যের চেয়েও উত্তম।
যদি পারি তোমার দরজার ধূলি পাই তাহা দিয়া সুরমা তৈয়ার করিয়া লই।

যদি পারি তোমায় দেখিতে তোমার উপর প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে।
মানুষ ও জীন তোমার উপর প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে তুমি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তুমি দুজাহানের সরদার, নবীকুলের বাদশাহ্।
সৃষ্টির আদি কাল হইতে আলাহ তোমার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

তোমার মত প্রেমিক পৃথিবীতে কেউ কখন দেখেনি।
ঘূর্ণ্যিমান পৃথিবীতে তোমার মত বন্ধু আর কেহ পায় নাই।

তোমার চুলের বেণী দু'টি চাঁদ ও সূর্যের গলার ফাঁদের মত বলিয়া মনে হয়।
চাঁদ ও সূর্য প্রাণ দিয়া তোমার চাকরি করিতে ভালবাসে।

আকাশে তোমার সেবকের পদমর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে।
তোমার দরগাহে ফকিরের মর্যাদা হইতেছে সূর্যের রাজার মত।

পৃথিবীতে সূর্য হইতেছে তোমার জীবন এবং চন্দ্র হইতেছে তোমার স্বভাব সিদ্ধ।
তোমার সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব এবং আলাহর নূর তোমার দ্বারা প্রতিভাত হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে তোমায় আলাহর রহমত হিসাবে ধার্য করা হইয়াছে।
ওহে রহমতে হক তুমি এবার বল কেন তুমি আমার প্রাণে দৃষ্টিপাত কর না।

হে আলাহর রহমত যদি তুমি আমার দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না কর।
আর কেহ আমার প্রতি ভাল চোখে দেখিবে না।

আলাহর সৃষ্টির মধ্যে নবীগণই শ্রেষ্ঠ।
হে আলাহর বন্ধু তুমি তাহাদের সকলের উপর শ্রেষ্ঠ।

সেই ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করে।
তোমার দরগার গোলাম সুন্দর রাজার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে।

যদি তোমার দরজার ধূলি দিয়া
মাথার তাজ বানাইতে পারি তাহা হইলে প্রেমে পাগল ।

যদি তোমার প্রেম আমার পথ প্রদর্শক হয়
তাহা হইলে আমি ওয়াইসী ভুলিয়া বিখ্যাত হইতে পারি।

গযল ১৮২

তোমার কারণেই আমার অসুখ হইলে তুমিই আমার ঔষধ স্বরূপ
ঔষধে যদি ব্যথা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অসুখও বৃদ্ধি পায়।

চন্দ্র সূর্য দিবারাত্রি ঘুরিতেছে
যেন তোমার চেহারার উপর আলাহর আলো ঘুরিতেছে।

চন্দ্র তোমার সুন্দর চেহারার উপর একটি আলোর মত
সূর্য তোমার মুখের উপর একটি আগুনের ফোয়ারার মত।

তোমার মুখের কথার সহিত হযরত ঈসার তুলনা হয় না
আলাহর নিকট তোমার সহিত হযরত ইউসুফের তুলনা হয় না ।
যখন হইতে আমি পৃথিবীতে তোমার প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছি
আলাহতায়ালা আমার প্রাণে ফুলের প্রতিচ্ছবি দেখাইয়া দিয়াছে।

তোমার আপাদমস্তক ফুলের মত সুন্দর
তোমার ফুলের মত সুন্দর চেহারার নিকট ফুল কাঁটার মত দেখায়।

তোমার সৌন্দর্য অবলোকনের কামনায়
আমার ঝর্ণার মত অশ্রু ভরা চোখ নদীর মত দেখাইতেছে ।

তোমার প্রশংসায় আমার সমস্ত প্রাণ ফল্গুধারার মত ফুটিয়া রহিয়াছে
যে তোমার পথে চলার জন্য প্রবৃত্ত হয় সৌভাগ্য প্রার্থনা।

আর যে তোমা হইতে বিপথে চলিতে চায়
তাহাকে প্রস্তর আঘাতে মারিয়া ফেলিবার যোগ্য।

যদি তোমার বিরহে ওয়াইসীর প্রাণ ঠোঁটে আসিয়া ঠেকে তাহাতে দুঃখ কি?
যদি তাহার সঙ্গে তোমার পদধূলি দাও ও আমার চিকিৎসা কর।

গযল ১৮৩

তোমার চেহারা উজ্জ্বল সূর্যের মত
তোমার সৌন্দর্য চন্দ্রের মত আলোকময়।

সূর্য তোমার সৌন্দর্যে চুলের বেণীর মত
চন্দ্র তোমার অলংকার ঝলৎকার বলের মত।

কেউ কি সূর্যের উপর চুলের বেণী দেখিয়াছে
কেউ কি চন্দ্রের উপর সুন্দর ফুলের কথা শুনিয়াছে।

তোমার শূন্যতা আমার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে
তোমার চন্দ্র সবারই ক্ষমতা হরণ করে ।

তোমার সূর্য আমার সকল ব্যথা দূর করে
তোমার চন্দ্র আমার সকল ব্যথা উপসম করে ।

সূর্য হইতেছে বন্ধুর ছাতা, চন্দ্র হইতেছে পৃথিবীর তারকা মণ্ডলীর মত।
সূর্য হযরত ঈসার হকের মত চন্দ্র হযরত সোলেমানের প্রাণের রাজত্বের মত।

সূর্য এবং উষ্ণ রাত্রির মধ্যে চন্দ্র এবং আলো বিতরণকারী দিনের মধ্যে
তোমার চেহারা বিহনে সূর্য একটি আলোর চেহারীর মত
তোমার সৌন্দর্যের অভাবে চন্দ্র মাত্র একটি তীরের মত ।

তুমি সূর্যের মত কিন্তু চোখের ভ্রূ প্রতিপদ চাঁদের মত
তুমি চাঁদের মত কিন্তু কথায় ফোয়ারা ছোটে ।

কেউ কি শুনিয়াছে সূর্যের উপর চাঁদ বিরাজ করে
কিংবা কেউ কি দেখিয়াছে যে চাঁদ হাসিতেছে।

সূর্য আছে এবং তোমার তারকারাজির মধ্যে রামধনু দেখা যায়
চন্দ্র এবং তাহার ঠোঁট জীবনের পর্দা রাখা আছে।

চন্দ্র ও সূর্য তোমার গোলাম (অনুগত)
গোলাম ওয়াইসী তোমার (কবি) হাসানের মত ।

গযল ১৮৪

তোমার সৌন্দর্যের সহিত কাহারও তুলনা হয় না
পৃথিবীতে তোমার সহিত কাহারও উপমা হয় না।

পৃথিবীর বৃত্তের মধ্যে তুমি হইতেছ কেন্দ্রবিন্দু
তোমার সহিত কাহারও তুলনা বা উপমা হয় না।

তোমার চেহারা দেখিয়া নিশীথ রাতের চাঁদ লুকাইয়া যায়
তোমার চেহারার প্রভাবে সূর্য ধ্বংস হইয়া যায়।

দুনিয়ার এই সম্পদরাজি স্বপ্ন ও কল্পনা মাত্র
বুদ্ধিমান কখনো স্বপ্ন ও কল্পনার পিছনে ছোটে না ।

তোমার বিরহে আমার দিন কাটে হে সুন্দরের রাজা
একটা দিন একটা রাত্রির মত ও একরাত্রি চার বৎসরের মত ।

তোমার উজ্জ্বল চেহারার নিকট চন্দ্র একটা জোনাকির মত
তোমার চিবুকের আলোর নিকট সূর্য একটা প্রতিপদ চন্দ্রের মত।

তোমার দুটি চোখ 'চোয়াদ' অক্ষরের মত, দুটি চুলের বেণী দালের অক্ষরের মত
তোমার রূপের এক কণিকাই গড়িয়া তোলে শত ভাণ্ডার।

আমার দুঃখ ভরা প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে
আমার নুইয়া পড়া দেহ দাল অক্ষরের মত হইয়া গিয়াছে।

তোমার চোখের দৃষ্টিতে ও চোখের ইশারায়
ঐ চোখ ইশারার কারণে আমি ভীষণ প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।
তোমার বেণীর প্রত্যেক বন্ধনে আমি উত্তাপ ও ক্লান্তি বোধ করিতেছি
সেই গরম ও ক্লান্তি হইতে আমার প্রাণে গরমী ও ক্লান্তি বসিয়া গিয়াছে।

আমি গরিবের হাত, পৃথিবীর বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছিলাম না
হায় হায় আমার প্রাণ পাগলামীতেই বন্ধ হইয়া থাকিল।

হে দিন দুনিয়ার বাদশাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব
তোমার বিরহ ব্যথায় আমি বিপদে পড়িয়া গিয়াছি।

ওয়াইসীর মস্তক ও চক্ষুকে মুহূর্তের জন্য রেহাই দাও
এটা তোমার সৌন্দর্য অতুলনীয় অনুপম।

গযল ১৮৫

যদি আমার প্রাণ ঐ সুন্দর চেহারার জন্য পাগল না হইবে
সুন্দর প্রেমিকের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমার প্রাণ হরণকারী।

তাহার বিরহ ব্যথায় আমার প্রাণ দুঃখের মধ্যে পড়িয়া আছে
তাহার বিরহে আমি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া আছি।

যদি তাহার দুইটি কুন্তল আমার প্রাণের শান্তি হরণ না করিবে
তাঁহার দুটি অশান্ত কুন্তল কেন তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিবে।

তাহাকে আমি বলিলাম যে তোমার চাঁদের মত
সুন্দর চেহারা, সুঠাম দেহ ও আলোময় কুন্তল।

তোমার উজ্জ্বল চেহারার কারণে আমি তোমাকে সূর্য বলিয়া সম্বোধন করি
যদিও তোমার যৌবনের দাঁড়ি ও মিষ্টি জড়ানো ঠোঁট নাইবা দেখিলাম ।

শ্রেষ্ঠ মানব পৃথিবীর গর্ব আলাহর দোস্ত মোহাম্মদ (সঃ)
রূপে ও গুণে কোন মানুষই তোমার সমতুল্য নহে।

হায় দিবা রাত্র আমার প্রাণে তোমার জন্য ক্রন্দন ভাগ্যে লেখা না থাকে
তাঁহার বিরহে কখনো দুঃখ করি কখনো ক্রন্দন করি।

তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া যদিও ওয়াইসী পাগল হইয়া যায়নি
তাহার বিরহে আমার দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ ও প্রাণ আগুনে ভরিয়া গিয়াছে।

গযল ১৮৬

তোমার চেহারার সহিত আকাশের সূর্যের কোন তুলনা হয় না
তোমার মুখের কথার সহিত হযরত ঈসার অলৌকিক ক্ষমতা শেষ হইয়া গিয়াছে।
প্রতি মুহূর্তে তোমার বিরহ ব্যথা আমাকে দুঃখের গান শোনায়
তোমার ব্যথায় গান গাহি ও ক্রন্দন করি বাঁশির মত।

তোমার রূপ সুধা থেকে ফুলও করিয়াছে শক্তি সঞ্চয়
তাহাতে রহিয়াছে চিরস্থায়ীভাবে লজ্জায় আর ডুবিয়া আছে খুশিতে।

এই প্রেমের চিৎকারে পৃথিবীতে আর কতদিন দুঃখ ভোগ করিব
এই গরিবের প্রাণে আর কতদিন দুঃখ দিবে?

হযরত ইউসুফ ভাল জিনিসের ছায়ার মত এবং তুমি আসল জিনিস প্রদর্শন কর ।
সকলের হাতে সকল জিনিস আসলের মত হয় না।

তোমার চেহারা যদি ফুল হয় আমার প্রাণ হইতেছে ক্রন্দনরত বুলবুলের মত
তোমার প্রেম যদি মদের মত হয় আমার প্রাণ হইতেছে মদের পাত্রের মত।

তোমার পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসের পরিপূর্ণতা খতম হইয়া গিয়াছে
তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসের সৌন্দর্য লোপ পাইয়া গিয়াছে ।

তোমার স্বভাব হইতেছে প্রাণের মত এবং পৃথিবীটা হইতেছে দেহ যন্ত্রের মত
সকলেই জানে যে প্রাণের চেয়ে দেহটা ন্যূনতম।

যে তোমার বন্ধু যে পৃথিবীতে খুব সাহস পরিচালনা করে
হে খোদা তোমার দুঃখ ও বিরহ আমাকে কোরবান করিয়া দিয়াছে।

তোমার বিরহ বেদনা ওয়াইসীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে
তোমার বিরহ ব্যথা হইতে কবে আমি রেহাই পাইব।

গযল ১৮৭

দেখ তোমার চেহারা হইতে আলাহর সৌন্দর্য জন্ম নিয়াছে
দেখ তোমার চেহারা চন্দ্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

তোমার ঠোঁটে যেন সূর্যের চেহারা আনারের মত মুক্তা ঝরিতেছে
তোমার চেহারার ভাঁজ চাঁদের মুখে যেন কালির রেখা।

তোমার সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা সূর্যকেও নিস্প্রভ করিয়া দিয়াছে
তোমার চেহারার সৌন্দর্য চন্দ্রের চমক হরণ করিয়া নিয়াছে।

তোমার চেহারা উজ্জ্বল হইয়া চিরস্থায়ী সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে
তোমার দেহ আলাহর আলোর উদয় স্থল।
তোমার সত্তা সকল প্রশংসার ঊর্ধ্বে
তোমার চেহারার সৌন্দর্য চিন্তা ধারার ঊর্ধ্বে।

বুদ্ধিমত্তা যে তোমার সৌন্দর্যের প্রার্থী ও উপযাচক হইয়া আসে।
সে যখন তোমার চেহারা দেখিয়াছে তখন সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

তোমার চেহারা চন্দ্রের মত ও লাল নার্গিস ফুলের মত
তোমার ঠোঁট ফুলের কলির মত ও ফুলের কলি ওমান দেশের মুক্তার মত।

গযল ১৮৮

যখন তুমি চলার পথে থাক তখন চকর পাখি প্রাণ থেকে বাহির হইয়া যায়
যখন তুমি কথা বল তখন পাখির কণ্ঠ শোনা যায়।

যখন তুমি মুখ দিয়া কথা বল তখন যেন আবেহায়াত প্রবাহিত হয়
যখন তুমি বাজারে আস তখন হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য আর কে খরিদ করিবে?

তোমার বিরহে আমার প্রাণ ঠোঁটের কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে
হায় তুমি আমার অসুখের ঔষধ যদি তুমি এই অসুস্থ লোকের নিকট আসিতে ।

তোমার বিরহ ব্যথায় আমার অবস্থা এতই কাহিল হইয়া গিয়াছে
কিন্তু যদি তুমি দয়া করিয়া আমার এই দুরাবস্থা দেখিয়া আসিতে।

তোমার বিরহে আমার অবস্থা শোচনীয়
আমার মত বিরহে দগ্ধের প্রতি দয়াপরবশ হও তাহাতে ক্ষতি কি ?

গযল ১৮৯

তোমার প্রবাহিত মুক্তার নিকট আবেহায়াত অতি তুচ্ছ বস্তু
তোমার চেহারার আলোর নিকট আকাশের সূর্য অতি সামান্য জিনিস।

আমি খুব প্রার্থনা করি যেন আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর
বড় দুঃখ যে আমার দোয়ার সামান্য ফলও পাইলাম না ।

আমার পোশাকে আগুন লাগাইয়া দেই তবুও আমার দুর্দশা গেল না
তাহাতে কোন ফল পাইলাম না লোক দেখানো ধর্ম পথে ।

গৃহ কোণে একলা বসিয়া তোমার বিরহে মারা যাইতেছি
হে চন্দ্রমুখী আমার কোন খবর রাখ কি ? রাখ না ।
আমার প্রাণ ও ধর্মের সমস্ত ক্ষমতা হরণ করিয়া নিয়া গিয়াছ
সেই পরিষ্কার চেহারা ও দুটি চুলের বেণী কোনই কাজে আসিল না ।

আমি হাহাকার করিয়া কাঁদিলাম এবং নিজের প্রতি ধ্যানান্ত হইয়া গেলাম
কিন্তু হায় আমার হাহাকারে কোন ফল হইল না।

তোমার চেহারার অভাবে আমার চক্ষুর আলো নিভিয়া গিয়াছে
তোমার পায়ের ধূলি আমার চোখের জন্য কিছু কাজে আসিত।

তোমার প্রেমের আক্ষেপে আমার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে
হে খোদার বন্ধু আমার অবস্থার প্রতি সামান্য দয়া দেখাও ।

তোমার চেহারা একবার দেখিলেই আমি অজ্ঞান হইয়া যাই
আমি জানি যে তোমার চেহারা দেখিলেই মানুষ পাগল হইয়া যায়।

তোমার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ না করিলে প্রাণে সান্ত্বনা আসে না
হে পাগল ওয়াইসী তাহার প্রশংসা ও স্তুতি হইতে কিছু পাঠ কর।

গযল ১৯০

হে বাতাস আমার ইউসুফের নিকট হইতে কোন খবর আছে কি?
মানব শ্রেষ্ঠ হইতে আমার জন্য একবার কিছু বল ।

হাহাকারে আমার জীবন পুড়িয়া যাইতেছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত
আমার অশ্রু ধারা রক্তবিন্দু হইয়া গিয়াছে আমার প্রাণ রক্তপিণ্ড হইয়া গিয়াছে।

আমি খুব তন্ত্রমন্ত্র পড়িতেছি যদি তোমার কিছু দয়া পাই
হায় হায় আমি যাদু মন্ত্র হইতে কোন ফল পাইলাম না ।

আমার পোশাকে আগুন লাগাইয়া দিলাম তাহার পর আমার দুর্ভোগ আসিল
সে রাস্তায় আমি সামান্য পুণ্যও পেলাম না ।

আমার বন্দিদশা হইতে কোনই বিবরণ পাইতেছি না
হে প্রভাতের বাতাস আমার অবস্থার কথা কিছু মনে পড়ে ?

তুমি বলিতে চাও আমার দেহ হইতে প্রাণ নির্গত হইবার আগে কিছু নাই
হ্যাঁ প্রতি রাত্রে আমার প্রাণের রক্ত পান করি।
আমার ধৈর্য, বুদ্ধি ও ধর্ম সবই লুট করিয়া নিয়াছে
আমার সৌন্দর্যের কিছু বাকি রহিল না এবং দৃষ্টিশক্তিও কিছু রহিল না ।

আমি জানি আমার দুঃখ ভরা প্রাণের প্রতি তুমি দয়া করিবে
আমার দুঃখ ভরা পত্রটা তুমি একটু পড়িবে ।

বাগানের পাখিরা ক্রন্দন করিতেছে, ফুলেরা জামা পরিয়া আছে দেখিলাম
জানি তোমার জন্য আমার পাগলামী কিছুটা রাখিবে ।

সকাল সন্ধ্যায় দেখি বাগানে পাখি ডাকিতেছে
তোমার কুন্তল ও চেহারা দেখিয়া মনে হয় কিছু খবর রাখ ।

তোমার প্রশংসায় দিবারাত্র নতুন নতুন গান গাহি
যখন তোমাকে সহ সখা দেখিতে পাই তখন অপরের সৌন্দর্য কি দরকার ।

ওয়াইসী তোমার চেহারার উপরে প্রশংসা পড়িতেছে
রক্তের অশ্রু দিয়া কি লেখা আছে দেখ ।

গযল ১৯১

হে ঘূর্ণ্যায়মান সূর্য তুমি কি কাহারও চেহারার উপর ছিলে ?
হে প্রতিপদের চাঁদ তুমি কি কাহারো বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিলে ?

ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ তোমাকে দেখিতে কি কেহ অস্বীকার করিয়াছে
হে বিদ্যুৎ তুমি কি কাউকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছ ।

তোমার বিচ্ছেদের কারণে আমার প্রাণ টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে
আমার অন্তর রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

হে আমার প্রাণ তুমি কি কাউকে কোন কথা দিয়া রাখিয়াছ ?
মাছির মত তোমার চারিদিকে ঘুরিব এবং জীবন দিব ।
আর তুমি মধু হইয়া সুধার মত কথা বলিতে থাকিবে ।

তোমার দুশ্চিন্তার কারণে আমার সহ্য শক্তি ও শান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি ।
আচরণে তুমি কি শান্তির বাহক হইতে পারিবে আমার প্রাণের
তোমার বাতাস লাগিয়া পরশে অন্তর কলি প্রস্ফুটিত হইবে ।

ওহে প্রাতঃকাল তুমি কি আর কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছ ?
হে মন দিবা রাত্র তোমাকে নিয়া কি করিব ?
দেখিতেছি তুমি কাহারো সহিত জালে জড়াইয়া গিয়াছ, বন্দি হইয়া গিয়াছ
ওয়াইসী তোমার সৌন্দর্যের আশায় আমি দগ্ধ হইয়া যাইতেছি
মনে হইতেছে যেন তুমি আর কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছ।

গযল ১৯২

আমি ওয়াইসী তোমার প্রেমে পাগল হইয়া হাহাকার করিতেছি
প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া লুকায়িত তোমার আত্মত্যাগ করিয়া বন্দি হইয়া গিয়াছি ।

আমি গরিব মিসকিন অসহায় আমার উপশমের কোন উপায় নাই
আমি গরিব অসহায় দুঃখিত আমি নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি ।

আমি ফকির নিঃস্ব দুঃখভরা আমার কোন কিছু ব্যবস্থা নাই
ঈগলের নখরে শিকার যেমন আবদ্ধ আমিও তোমার চোখের ইশারায় ধরাশায়ী।

আমার প্রাণ বিষাদে ভরা এ যেন শ্বাসহীন বাঁশি
তুমি বলিবে বনের জানোয়ার ভদ্র হইয়াছে
এবং প্রেমিকের বেণীর বাঁধনে বন্দি হইয়াছে।

আমার প্রেমিক কেমন অতি সুন্দর সমস্ত শরীর উজ্জ্বল ।
আপাদমস্তক তাহার অদ্ভুত রকম
তাঁহার আপাদমস্তক যেন সকালের শুভ্র হাসির মত।

তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল সমস্ত শরীর সরোবৃক্ষের মত
গর্বভরে চলার মত সমস্ত শরীরটা যেন মধুময় ঠিক যেন গলিত মুক্তার মত ।

তিনি সৌন্দর্যের আধার তুমি সৌন্দর্যের ছায়া স্বরূপ
কথাবার্তায় খুব বিচক্ষণ ঠিক যেন সৌন্দর্যের প্রাণ কেন্দ্র ।

তাঁহার দেহ বেহেস্তের তুবা বৃক্ষের মত, তাঁহার চুল সুগন্ধিযুক্ত
তাঁহার গায়ের গন্ধ কস্তুরির মত এবং দেহটা গোলাপ ফুলের মত ।

তাঁহার চেহারার নূর (আলোময়), দেহটা পূর্ণিমার চাঁদ
তাহার ঠোঁট আনারের মত (মুক্তার মত)।

নবীগণের গুজারকারী আসিয়াছেন ফেরেস্তার প্রশংসাকারী আসিয়াছেন ।
তাহাকে তারিফ করিয়া মোস্তফা ডাকা হয়,
রাজা বাদশাহ সবাই তাঁহার দরজার ভিখারী ।

তাঁহার বিরহে প্রাণ ধ্বংস হইয়া যায়,
তাঁহার চেহারা দেখিয়া আবেহায়াত চলিয়া আসে ।
তাঁহার কথাবার্তা দুঃখপূর্ণ সমস্ত শরীর ফুলের মত সুগন্ধি
হে প্রিয় যদি তোমাকে পাই তোমার উপর প্রাণ উৎসর্গ করি ।
তোমার উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেই ।

তুমি ছাড়া আর কাহারো উপর আমি ঈমান আনি না

তিনি আলাহ পাকের বন্ধু তাঁহার মত আর কোন মানুষ নাই
হযরত সোলেমানের প্রাণ পবিত্র কোরআনের মত।

গযল ১৯৩

হে প্রিয় তোমার মত উজ্জ্বল আলো আর দেখি নাই
তোমার ঠোঁট মুক্তার সম আনারের মত লুকায়িত ব্যথায় ঔষধের সম।

আলাহ তায়ালা তোমার সম আর কাহাকেও পয়দা করেননি
তোমার চেহারার সহিত কোন বাগানের তুলনা হয় না
এবং তোমার বেণীর সুগন্ধময়।

হে প্রিয়, প্রিয়ার দেশে, তোমার মত আর লোক নাই
তুমি রাজার মধ্যে বড় রাজা এবং সৌন্দর্যে আলাহর মহিমা ।

তোমার মত অতুল সৌন্দর্য আর কাহারো দেখি নাই
তোমার আপাদমস্তক আলাহর দয়ায় ভরা সমস্ত শরীরটাই আলাহর নূরে ভরা।

তুমি সৌন্দর্যে ও খুব সুরতীতে উপমাহীন
তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর এবং তোমার চলন সরো বৃক্ষের মত।

তোমার চিবুক ও মস্তকের মত আর কাহারও এত সুন্দর নহে
একটি বাগানের মত দ্বিতীয়টি তুবা বৃক্ষের মত এবং তৃতীয়টি প্রভাতের হাসির মত ।

তোমার মুখ ও চেহারার সৌন্দর্যের মত আর কাহারো এত সুন্দর নহে
একটি হইতেছে বেহেস্ত, দ্বিতীয়টি হইতেছে বাগান
ও তৃতীয়টি হইতেছে উজ্জ্বল সূর্যের মত।

এই পৃথিবীতে তোমার মত খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্য আর কাহারও নাই ।
প্রকৃতপক্ষে তুমি আলাহর মহিমা এবং তোমার চেহারা মুক্তার মত ।

তোমার প্রাণ প্রিয় আর কোথায় আছে সমস্তটাই পাক ও পবিত্র
দয়ার সাগর আলাহর বন্ধু পদমর্যাদায় পাক ও পবিত্র।

তোমার মত কেহ আসেন নি সমস্তটাই সুন্দর চাহনি এবং প্রিয়ার মত
প্রথম হইতেছে মুক্তা, দ্বিতীয় হইতেছে পূর্ণচন্দ্র তৃতীয় গলিত মতির মত।
তোমার ভ্রূর মত এত সুন্দর কেউ কোথাও দেখিয়াছে কি?
প্রথম ধনুকের মত, দ্বিতীয়ত নতুন চাঁদের মত ও তৃতীয় রাঙা তলোয়ার ।

ওয়াইসীর মত পাগল ও তুচ্ছ ব্যক্তি আর কে আছে?
প্রথম সে স্বজন, দ্বিতীয় ওয়াইসীর মত প্রেমিক, তৃতীয়তঃ সুলতান মাহমুদের মত।
(যাহার প্রিয় মাত্র দিন আয়াজ) ।

গযল ১৯৪

সাবাস আলাহর নূর তুমি আলাহর দয়ার পহেলা মহররম ১০০৫ হিঃ
তুমি যদি চাও মন প্রাণ আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করিতে পারি ।

যদি দুই রকম সৌন্দর্য দেখাও তাহার মধ্যে কোনটা বড় হইবে
তোমার প্রেমের ব্যথা সেইটাই বড় হইবে ও বেকারার করিয়া রাখিবে ।

পিপাসায় আমার ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে
তোমার দর্শনের আশায় আমি পিপাসার্ত হইয়া আছি।

পিপাসায় আমার চিহ্ন জানোয়ারের পিঠের মত হইয়া গিয়াছে
মক্কা তোমার পূর্বদিকে, মদিনা তোমার পশ্চিমে ।

তোমার অদ্ভুত মক্কা ও মদিনা কতটা ঠাকুরের মত
মানুষ ও জীন এবং হুর ও ফেরেস্তা সবাই তোমার চেহারা দেখিয়া পাগল

আলাহ আলাহ তুমি কি রকম নূরে ভরা ও অপরূপ সৌন্দর্য
সূর্যকে তোমার চেহারার সঙ্গে তুলনা করি ও ভয়ও লাগে ।

সূর্যকে তোমার চেহারার সঙ্গে তুলনা করা বেয়াদবের কাজ
তোমার সৌন্দর্য প্রাণের আসল জিনিস এবং তোমার শরীর প্রাণের রস।

তাহাতেই পৃথিবীর চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে মিষ্টি খেজুরের মত
তোমার মূল্য পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে ।
তোমার পুণ্যতায় কোন নবীও পৌঁছায়নি

তোমার মত আর কোন নবী আলাহর নিকটবর্তী হইতে পারেন নি
আলাহকে চিনিবার বিদ্যা তোমার মত অন্য কোন নবী শিখিতে পারেন নি।

নবীর স্তুতি গান গাওয়াটাই ওয়াইসীর জন্য শেষ নহে
আলাহর প্রশংসার জ্ঞানগর্ব গান গাহি আমি একজন সেই অজ্ঞব্যক্তি।

(সমাপ্ত)